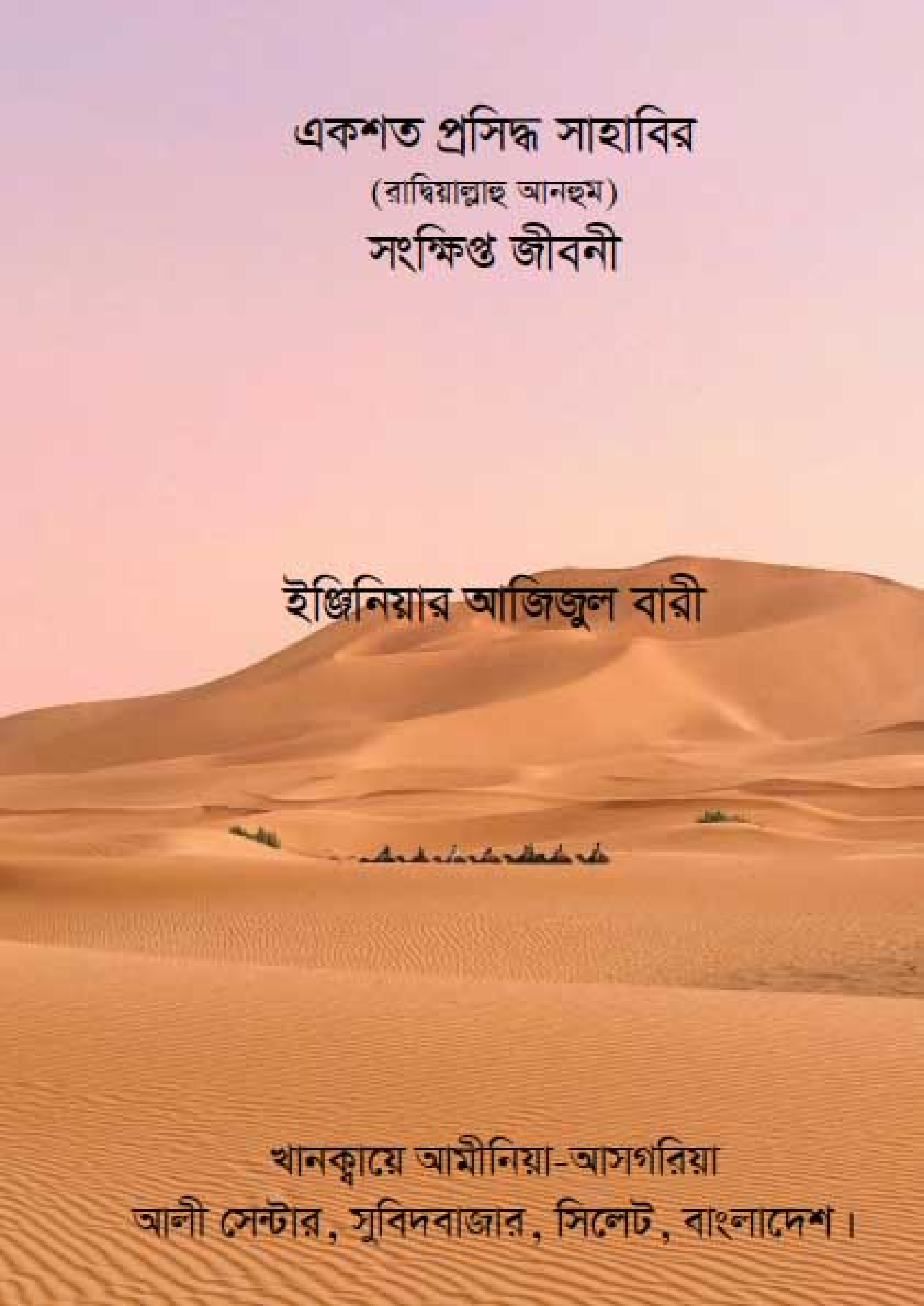
একশত প্রসিদ্ধ সাহাবির

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী



খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

একশত প্রসিদ্ধ সাহাবির

(রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার,সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রাক কথন

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় ‘একশত প্রসিদ্ধ সাহাবির (রা.) সংক্ষিপ্ত জীবনী’ গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসহাবে কিরামের (রা.) মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তাঁদের জান-মালের কুরবানী হেতু আমরা দ্বীন পেয়েছি। তাঁরাই ছিলেন ইসলামের ধারক, বাহক, সংরক্ষক। দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে সাহাবাদের (রা.) আত্মদান যে কী পরিমাণ ছিলো তা এই গ্রন্থটি পাঠ করলে বুঝতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী ‘খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার’ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই খানক্বার গবেষণা বিভাগের সাথে জড়িত আছেন। তিনি ইতোমধ্যে ইসলাম, বিজ্ঞান, তাসাওউফ ইত্যাদি বিষয়ের উপর অনেক বই রচনা করে পাঠক মহলে তুলে ধরেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি আরো একটি সংযোজন। আমরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হায়াতে তায়্যিবাহর জন্য আল্লাহর দরবারে দু’আ করি।

(মাওলানা) ফারুক আহমদ
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার (৪র্থ তলা)
সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।
২০ এপ্রিল, ২০২৬।

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা অত্যন্ত সুউচ্চ এবং অনন্য। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তাঁদের বিশেষ সম্মানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

কুরআন শরিফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ইরশাদ করেন:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

-আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।

এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে 'উম্মাতে ওয়াসাত' বা শ্রেষ্ঠ ও মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে অভিহিত করেছেন যারা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদাতা হবেন।

পবিত্র হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে অবমাননা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম, তারপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, তারপর তাদের পরবর্তী লোকেরা।" (বুখারি, মুসলিম) এর অর্থ সাহাবায়ে কিরামের যুগ, তাবিঈদের যুগ ও তাবে-তাবিঈদের যুগ।

অন্য এক হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে আকাশের নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেছেন, যা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। আরেক হাদিসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও তা সাহাবিদের এক মুদ (এক অঞ্জলি) বা তারও অর্ধেক দান করার সওয়াব হবে না।

সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ছিলেন ঈমান ও আমলের সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁরা ইসলামের জন্য নিজেদের সম্পদ, ঘরবাড়ি ও এমনকি জীবনও উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতেগড়া মানুষ হওয়ার কারণে তাঁদের মধ্যে ওহির নূর সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁদের অন্তরাত্মা এতোই স্বচ্ছ হয়েছিলো যে, তাঁরা ফিরিশতাদের পর্যন্ত দেখতে পেরেছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই আজ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান আছে পবিত্র ওহিরবাণী আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরিফ। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁরাই সত্যের মাপকাঠি।

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মতানুসারে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো দলাদলি বা বিবাদ নিয়ে সমালোচনা করা বৈধ নয়। তাঁদের মধ্যে মর্যাদার দিক

থেকে প্রথম সারিতে রয়েছেন চার খলিফা- হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ইনবুলে খাত্তাব, হযরত উসমান ইবনে আফফান ও হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। এরপর আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবি), তারপর বদরী ও বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

সাহাবায়ে কিরাম হলেন, নবুওয়াত ও উম্মতের মাঝখানের সেতুবন্ধন। তাঁদের সবার প্রতি ভালোবাসা হলো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

গ্রন্থ রচনা একটি সাধনার নাম। এই গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা-সাধনা করেছি। দীর্ঘদিন সময়ও লেগেছে। এ সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছি। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, যদি কোনো ভুল-ত্রুটি কারোর চোখে ধরা পড়ে তাহলে দয়া করে আমাকে অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সঠিক করবো ইনশাআল্লাহ।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাদের কাছ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েছি তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে লিপিবদ্ধ না করলে না হয়। এরা হচ্ছেন হযরত মাওলানা আমিনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর জলিলুল কদর খলিফা, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত পরিচালক শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক, সরকারী টিচার্চ ট্রেনিং কলেজ সিলেটের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামীম খান এবং কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুবর আবদুল মুকিত মুখতার। আল্লাহ পাক তাঁদের সবাইকে হায়াতে তায়্যিবাহ দিন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সিলেট, ২০/০৪/২০২৬।

(১)
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (আবু বকর) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫১ হি.পূ., ৫৭৩ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৩ হি., ৬৩৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: কুরআনের তাফসির, কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস বর্ণনা, শাসক, সেনাপতি, প্রথম খলিফা।

পুরাতন নাম: আবদুল কাবা।

পিতার নাম: আবু কুহাফা উসমান ইবনে আ'মির।

মাতার নাম: সালমা উম্মুল খাইর।

ভাইবোন: ১. কুয়াফা ইবনে উসমান, ২. মুতাক্ব; ৩. উতাইক্ব।

স্ত্রী: ১. কুতাইলাহ বিনতে আব্দুল উজ্যা, ২. উম্মে রুমান, ৩. আসমা বিনতে উমাইস, ৪. হাবিবা বিনতে খারিজা ইবনে যাইদ।

পুত্র-কন্যা: ১. আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), ২. আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (রা.), ৩. আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), ৪. আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা.), ৫. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.), ৬. উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর (রা.)।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অনুলেখক, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন প্রাথমিক মুসলমানদের একজন। কারো কারো মতে পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্যরা বলেন, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথমে মুসলমান হয়েছিলেন। বাস্তবে উভয় বর্ণনাই সঠিক। অল্প বয়সী পুরুষদের মধ্যে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং প্রাপ্ত বয়সী পুরুষদের মধ্যে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

[১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে থেকেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরতের বন্ধু ও পরবর্তীতে বিশিষ্ট সাহাবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে (১ম হিজরি) মদিনায় হিজরতের সময় তিনি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন। এ সময় গারে সূরের সেই বিখ্যাত ঘটনা ঘটে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু সূর গুহায় অবস্থানকালে মক্কার মুশরিকরা একেবারে নিকটবর্তী হয়। এমনকি তাদের পায়ের ধ্বনি কর্ণগোচর হচ্ছিল। এমতাবস্থায় কিছুটা ভীত হয়ে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা তো সংখ্যায় অনেক আমরা মাত্র দু’জন।” হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না আবু বকর, আমরা দু’জন নয়- তিন জন। আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন”। এরপর গুহার মুখে সামান্য এক মাকড়শার জাল এবং কবুতরের বাসা ও ডিম পাড়ার অত্যাশ্চর্যয্য ঘটনা ঘটে। যার ফলে গুহার ভেতর কেউ থাকার সম্ভাবনা নেই ভেবে মুশরিকরা চলে যায়।

হযরত আবু বকরের (রা.) প্রাথমিক জীবন

প্রাথমিক জীবনে তিনি উটকে খুব ভালোবাসতেন। উটের বাচ্চা ও বকরি নিয়ে চারণভূমিতে যেতেন। এ কারণে তার নাম ‘আবু বকর’ (উটের বাচ্চার পিতা) হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। ১৮ বছর বয়সে তিনি কাপড়ের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। কথিত আছে এ ব্যবসা শুরু করেন ৪০ হাজার দিনার মূলধন নিয়ে। তিনি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। এ সময় তিনি সিরিয়া ও ইয়েমেনে সফর করেন। তিনি অচিরেই একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

মুসলমান হওয়ার পূর্ব থেকেই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) অত্যন্ত নীতিবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও মদ পান করেন নি। একদা একব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, “আপনি কি কখনও মদ্যপান করেছেন?” জবাবে বললেন, “আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি, কখনও পান করিনি।” লোকটি জানতে চাইলো, “কেনো?” জবাব দিলেন, “আমি আমার আত্মসম্মান রক্ষা করেছি।”

তাঁর ইসলাম গ্রহণ

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম গুণাগুণ সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন। তিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। হযরতের পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়েই তিনি ইসলাম কবুল করে নেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম ইসলাম কবুলকারী। পরবর্তীতে তাঁর আমন্ত্রণে অনেক বিখ্যাত সাহাবা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হযরত উসমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, জুবায়ের বিন আউওয়াম, আবু উবাইদা বিন জাররা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ আসহাবে কিরাম।

‘সিদ্দীক’ খেতাব লাভ

সিদ্‌ক শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। আবু বকরের ক্ষেত্রে সিদ্দীক খেতাব লাভের কারণ হলো তিনি সর্বোচ্চ বিশ্বাসী ব্যক্তি। এই খেতাবটি প্রদান করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধিকাংশ মতে ‘সিদ্দীক’ খেতাব লাভের কারণ ছিলো মেরাজের ঘটনার পর অনেকে তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু আবু বকর (রা.) ঘটনার কথা শুনে বললেন, “তিনি যদি এটি বলে থাকেন, তাহলে তিনি সত্য বলেছেন।” ঘটনাটিকে সাথে সাথে বিশ্বাস করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আবু বকর সিদ্দীক”।

বদর ও উহুদ যুদ্ধে তাঁর অবদান

বদরের যুদ্ধ ছিলো মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। এটা অনুষ্ঠিত হয় ২ হিজরির রমজান মাসের ১৭ তারিখ (১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রি.)। এ যুদ্ধের সময় আবু বকর (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটা ছিলো রাসূলুল্লাহর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার নিদর্শন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের কারোর ঈমান সঠিক হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজের সন্তানাদি, পিতা ও অন্যান্য সকলের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসবে।”

পরবর্তী বছর যখন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কড়া নির্দেশ অমান্য করায় মুসলমানরা বিপদে পড়েন। এ সময় অন্যান্য কয়েকজন সাহাবীর সাথে আবু বকর (রা.) নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

প্রথম খলিফা নির্বাচিত

পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ জুন ৬৩২ খ্রি. (মতান্তরে ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হি.) এ মায়াবী ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হন ৮ জুন, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দিন হযরত উমর ইবনে খাত্তাবসহ (রা.) অনেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করতে পারেন। এ সময় আবু বকর (রা.) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'হুজুরের ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা.) ঘরের বাইরে এসে উমরকে (রা.) বললেন: উমর! বসে পড়ো। কথাটি আরেকবার বলার পরও উমর (রা.) বসলেন না। আবু বকর তখন বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মুহাম্মদ (সা.) এর উপাসনা করে থাকো তাহলে মনে রেখো, তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত করে থাকো তাহলে নিশ্চিত জেনে নাও, আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীবী। তিনি কখনও মারা যাবেন না।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ * أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ * وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا * وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

-আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (আলে ইমরান: ১৪৪)

এরপর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: 'আমার পাযুগল আমাকে দাঁড়াতে শক্তি যোগায় নি। এই আয়াত তিনি পাঠ করার সাথে সাথে আমি মাটিতে বসে পড়ি এবং ঘোষণা দেই- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন।' (বুখারি ৪৪৫২-৪৪৫৩)

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বেশ কিছু গোষ্টি জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আবু বকর (রা.) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। যদিও উমরসহ (রা.) অন্যান্য উচ্চপদস্থ সাহাবা এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনি অনড় থাকেন। এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিলো এ ব্যাপারে সবাই পরবর্তীতে স্বীকারোক্তি করেন।

কুরআন শরীফ সংরক্ষণ

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলিফা থাকাকালীন পবিত্র কুরআন শরীফ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা,) খলিফাকে বললেন, কুরআন শরীফের হাফিজদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিজ শহিদ হয়েছেন। আমার মনে হয় বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত কুরআনের লিখিত সবকিছু একত্রিত করে নিলে উত্তম হবে। খলিফা আবু বকর প্রথমে জবাব দিলেন, আমি কীভাবে এটি করতে পারি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেন নি। কিন্তু সবার পরামর্শে শেষ পর্যন্ত হযরত জায়িদ বিন তাবিতকে (রা.) এ কাজ আঞ্জাম দিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কুরআন শরীফের সকল সূরা-আয়াত একত্রিত করে খলিফার নিকট একটি কিতাব আকারে প্রদান করেন। এই কিতাবটি আবু বকরের (রা.) খিলাফতকালে তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিলো। তাঁর ইন্তিকালের পর দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এটি তাঁর মেয়ে ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রী হাফসার (রা.) নিকট সংরক্ষিত ছিলো।

আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) নেতৃত্বে মুসলমানদের প্রথম হজ্জ সংঘটিত হয়। ৬৩০-৬৩১ খ্রি. (৯ হি.) সনে ৩০০ জন সাহাবায়ে কিরামের একটি কাফেলা হজ্জ পালন করেন। মক্কা বিজয়ের পর এটাই ছিলো মুসলমানদের প্রথম হজ্জ। এর পরবর্তী বছর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে বিদায়ী হজ্জ সংঘটিত হয়।

তাঁর খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা

ইতোমধ্যে আমরা বর্ণনা করেছি তাঁর খিলাফতকালে কুরআন শরীফ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া হয়। তবে দুই বছর থেকে সামান্য বেশিদিন স্থায়ী খিলাফতের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আমরা এখন সংক্ষিপ্তভাবে এগুলোর উপর আলোচনা তুলে ধরবো।

১. রিদ্দা যুদ্ধসমূহ (৬৩২-৬৩৩ খ্রি.): হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরই বিভিন্ন আরবী গোষ্ঠি বিদ্রোহ, যাকাত বন্ধ ও মিথ্যা নবীর দাবিদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এসব বিদ্রোহ ও মিথ্যাবাদিতার বিরুদ্ধে খলিফা আবু বকর (রা.) সামরিক অভিযান শুরু করেন। রিদ্দা যুদ্ধাবলী নামে প্রসিদ্ধ এসব যুদ্ধের মধ্যে সর্বাধিক বড় যুদ্ধ ছিলো মুসাইলামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধেই জঙ্গে উহুদে হযরত হামজার (রা.) হত্যাকারী ওয়াহশি (রা.) মিথ্যা নবীর দাবিদার মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করেন।

২. মুসলিম বিজয়সমূহের সূচনা: খলিফা আবু বকর (রা.) সিরিয়া ও ইরাকে সামরিক অভিযান শুরু করেন। এসব অভিযান পরবর্তী খলিফা হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালেও অব্যাহত ছিলো।

৩. প্রশাসনিক সংস্কার: হযরত আবু বকর (রা.) কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করেন। এর মধ্যে ছিলো, বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

খলিফা আবু বকরের (রা.) ইন্তিকাল ও সমাহিত হওয়ার স্থান

২২ জুমাদিউল আখিরাহ ১৩ হিজরি (২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি খলিফা হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি ১৫ দিন অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে হযরত উমর বিন খাত্তাবকে (রা.) তিনি নিজে পরবর্তী খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করেন।

জীবিত থাকতে আবু বকর (রা.) তাঁর কন্যা হযরত আইশাকে (রা.) অসিয়ত করেন তাঁকে যেনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাফন করা হয়। সুতরাং তিনি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাশে সমাহিত হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রিয় বান্দার মাক্বামাত আরো বুলন্দ করুন। আমিন।

(২)
হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (আবু হাফস, আল-ফারুক্ব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৪১ হি.পূ., ৫৮২ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২৩ হি., ৬৪৫ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, শহীদ।

কীর্তি/অবদান: কুরআনের তাফসির, কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস বর্ণনা, শাসক, সেনাপতি, দ্বিতীয় খলিফা।

পিতার নাম: খাত্তাব ইবনে নুফাইল।

মাতার নাম: হানতামা বিনতে হিশাম মাখজুমী।

ভাইবোন: ১. যায়িদ ইবনে খাত্তাব (রা.), ২. ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.), ৩. সাফিয়্যাহ বিনতে খাত্তাব।

স্ত্রী: ১. জয়নব বিনতে মাজ'উন, ২. উম্মে কুলসুম বিনতে 'আমর (জারওয়াল), ৩. কারাইবাহ বিনতে আবি উমাইয়্যাহ আস-সুগরা, ৪. জামিলা বিনতে তাবিত ইবনে আবি আফলাহ, ৫. 'আতিকাহ বিনতে যায়িদ, ৬. উম্মে কুলসুম বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব, ৭. উম্মে হাকিম, ৮. উম্মে ওয়ালাদ (লিহায়্যাহ); ৯. উম্মে ওয়ালাদ (ফাকিহাহ)।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), ২. হাফসা বিনতে উমর (রা.), ৩. আবদুর রাহমান ইবনে উমর (আকবর) (রা.), ৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), ৫. যায়িদ ইবনে উমর (রা.), ৬. ঈয়াদ ইবনে উমর, ৭. যায়িদ (বয়স্ক) ইবনে উমর, ৮. রুকাইয়াহ বিনতে উমর, ৯. ফাতিমা বিনতে উমর, ১০. আব্দুর রহমান (মধ্যম), ১১. আব্দুর রহমান (প্রথম), ১২. জয়নব বিনতে উমর।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি আ'দি শাখা), মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অনুলেখক, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

---

[২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহাত্মন সাহাবী উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবন ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর জীবন ছিলো সর্বাধিক গৌরবময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তাঁর খিলাফতের ইতিহাস এমন ছিলো যে, আজ পর্যন্ত কোনো নেতা অনুরূপ প্রজ্ঞা, আন্তরিকতাসহ আঞ্জাম দিতে পারেন নি।

ইসলামপূর্ব জীবন

উমর (রা.) জীবনের অর্ধেক সময় জাহিলিয়্যাতের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তখনকার দিনে লেখাপড়া জানলেওয়ালার সংখ্যা খুব কম ছিলো। তিনি অল্প বয়সেই লেখাপড়া শিখে নেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর জন্য এটি খুব উপকারী হয়েছিলো। অল্প বয়স থেকেই তিনি দায়িত্বশীল কর্মে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর পিতা খাত্তাব ইবনে নুফাইল তাঁকে পারিবারিক উটগুলোর দেখভালের দায়িত্ব দেন।

জৌবনে পদার্পণের প্রারম্ভ থেকেই তিনি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় জড়িত হন। কুস্তি খেলা, ঘোড়ায় আরোহণ ইত্যাদি ছিলো তাঁর প্রিয় বিনোদন। এছাড়া কবিতা রচনা ও আবৃত্তিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। আরবদের ইতিহাস ঐতিহ্য জানার প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ ছিলো। তখনকার যুগে আরবরা কয়েকটি মেলার আয়োজন করতো। যেমন- উকাজ, মিজান্না, জুল মাজায ইত্যাদি। উমর (রা.) এগুলোতে যেতেন আগ্রহভরে। তিনি বণিক হিসাবে বিভিন্ন দেশে- বিশেষ করে সিরিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। বাণিজ্যে লাভবান হয়ে তিনি মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা[৩]

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে হযরত উমর (রা.) ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তাঁর হাতে অনেক নওমুসলিম নির্যাতনের শিকার হন। আবিসিনিয়ায় যখন একটি ছোট্ট কাফেলা হিজরত করলেন তখন উমর (রা.) খুব চিন্তিত হলেন। তিনি মনে করলেন, নতুন এই ধর্মকে অঙ্কুরে ধ্বংস না করলে মক্কায় বিপর্যয় নেমে আসবে। আর ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করতে হবে!

উক্ত মারাত্মক ধারণা অন্তরে পোষণ করে তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে বের হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা। তিনি দ্রুত হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর বন্ধু নুয়াইম বিন আবদুল্লাহর (রা.) সাথে

---

[৩] https://www.islamicfinder.org/

সাক্ষাৎ হলো। নুয়াইম তখন মুসলমান। অনেক নওমুসলিমের মতো ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি তিনি গোপন রেখেছিলেন। নুয়াইম জিজ্ঞেস করলেন, "উমর, এই তলোয়ার হাতে তুমি কোথায় যাচ্ছো?" উমর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, "মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতল করতে যাচ্ছি!" নুয়াইম বললেন, "তাই বুঝি। আগে তোমার পরিবারকে ঠিক করো। তোমার বোন ও তার স্বামী তো মুসলিম হয়ে গেছেন!"

এ সংবাদে উমর রাগান্বিত হলেন। বললেন, "আচ্ছা, তাদেরকে এক্ষুনি শায়েস্তা করতে যাচ্ছি।" তিনি ছোট বোন ফাতিমার বাড়ির দিকে দ্রুত পা বাড়ালেন।

ফাতিমার বাড়ির দরোজার সামনে যেতেই তাঁর কর্ণগোচর হলো ভেতরে কে যোনো কিছু পাঠ করছে। তিনি সজোরে 'ফাতিমা দরোজা খুলো' বলে, দরোজায় আঘাত করলেন। এ সময় হযরত খাব্বাব বিন আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করছিলেন। উমরের কণ্ঠধ্বনি শুনে তিনি আত্মগোপন করেন। ফাতিমা (রা.) চামড়ায় লিখিত কুরআনের আয়াতমালা লুকিয়ে রেখে নিজের ভাইকে ঘরে ঢুকাতে দরোজা খুলে দিলেন। উমর প্রথমে রাগান্বিত হয়ে ফাতিমার স্বামী সাইদ বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আক্রমণ করেন। ফাতিমা স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে উমরকে আটকাতে চেষ্টা চালান। উমর তখন ফাতিমাকে তাপ্পড় মারেন। সঙ্গে সঙ্গে ফাতিমার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। বোনের মুখে রক্ত দেখে উমর কিছুটা বিচলিত হলেন। এদিকে ফাতিমা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।"

উমরের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী পাঠ করছিলে?" ফাতিমা বললেন, "আল্লাহর বাণী"। উমর বললেন, "আমার কাছে লেখাটি দেও তো?" ফাতিমার মধ্যে আশার আলো জাগলো। তিনি বললেন, "এটা পাঠ করতে হলে পবিত্র হতে হবে। তুমি আগে পবিত্র হও।"

উমর (রা.) পবিত্র হয়ে এসে চামড়াটি হাতে নিয়ে পাঠ করতে লাগলেন,

طه

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى

تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

-ত্বোয়া-হা-। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (তোয়া-হা: ১-৫)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতমালা পাঠ করতেই তাঁর অন্তরাত্মায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, "এমন সুন্দর কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনি নি। যিনি এগুলো অবতীর্ণ করেছেন নিশ্চয়ই তিনি উপাসনার যোগ্য।" ইতোমধ্যে হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রা.) গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর রাসূল কোথায় আছেন? আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চলো।" উপস্থিত সবার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সবার চোখদ্বয় অশ্রুতে ভিজে গেল। খাব্বাব (রা.) বললেন, "রাসূলুল্লাহর দুআ কবুল হয়েছে। আবু জাহিল ও উমরের মধ্যে যে কোনো একজনকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দু'আ করেছিলেন। সেই দু'আর সুফল পেলেন উমর (রা.)।"

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরতের ১ বছর পর অর্থাৎ ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পূর্বে হযরত হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এ সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো সর্বমোট ৩৯ জন।

মদিনায় হিজরত ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী

হযরত উমর (রা.) মদিনায় হিজরতের পূর্বমুহূর্তে বাইতুল্লাহর নিকটে যেয়ে সবার সামনে হিজরত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারো সাহস হয়নি তাঁকে মুকাবিলা করার। অথচ তখন পর্যন্ত কেউ প্রকাশ্যে হিজরত করার কথা বলেন নি। সবাই গোপনে হিজরত করছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেন, 'আমি কোনো হিজরতকারীকে জানি না যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। তবে উমর সবাইকে অবগত করে হিজরত করেন।'"

হযরত উমরের (রা.) মতামতের সঙ্গে কুরআনের কিছু আয়াত নাজিল হয়েছিল। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, "উমর বলেন, কিছু ক্ষেত্রে আমার মতামতকে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন: ১. আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আশা করছি মাক্বামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান করবেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ১২৫ নং এই আয়াতটি নাজিল করলেন।"

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

-আর তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও...।

২. উমর (রা.) আরো বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ভালো ও মন্দ লোক আপনার স্ত্রীদের সামনে যায়। আমি আশাকরি আপনি মহিলাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ জারি করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার নির্দেশসহ আয়াত নাজিল করলেন।" যেমন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ * وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

-হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেনো তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৩:৫৯)

আল-ফারুক্ব` খেতাব লাভ

উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একজন দক্ষ বিচারক ছিলেন। তাঁর ন্যায়বিচারের আওতায় মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই ছিলো। আর এ গুণটির ফলেই তিনি 'আল-ফারুক্ব' (যে লোক সত্য ও মিথ্যাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে জানেন) খেতাবে ভূষিত হন।

খিলাফত লাভ

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) উচ্চপদস্থ সাহাবা (রা.) ও সাধারণ জনতার সাথে পরামর্শক্রমে ও সকলের অনুমতিক্রমে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবকে (রা.) দ্বিতীয় খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করেন। এরপর প্রথম খলিফার মৃত্যুর পরই তিনি খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর খলিফা হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর খিলাফতকালীন অর্জন

তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহর অনেক সফল কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়। এসব অর্জন দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়: ১. বিরাট এলাকা বিজিত হওয়া ও ২. অনেক সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন।

উমরের (রা.) দশ বছরের খিলাফতকালে মুসলিম মুজাহিদরা সে যুগের দুটি সুপারপাওয়ার বাইজান্টিয়াম ও পারস্য সম্রাজ্যদ্বয়কে পদানত করেন। মুসলিম খিলাফতের মধ্যে বিরাট অঞ্চল যুক্ত হয়। নিম্নে এসব অর্জনের কিছু তুলে ধরলাম।

১. সিরিয়া ও আশাপাশ অঞ্চল বিজয়: মুসলিম আর্মি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নেন। এর মধ্যে ছিলো সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক (৬৩৫ খ্রি.)। বাইজান্টিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ইয়ারমুকের যুদ্ধে (৬৩৬ খ্রি.) জয়লাভ। এতে সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তিন মুসলিম সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়। অন্যদিকে জেরুজালেম যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত হয় (৬৩৮ খ্রি.)। স্বয়ং আমিরুল মু'মিনিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জেরুজালেম গিয়ে নিজের হাতে এর দখল সমজিয়ে নেন।

২. পারস্য সম্রাজ্য দখল: উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সৈন্যরা কাদেসিয়ার যুদ্ধে (৬৩৬ খ্রি.) বিজয় অর্জন করেন। এর কিছুদিন পরই পারস্য সম্রাজ্যের রাজধানী স্টেসিফন মুসলমানরা দখল করে নেন (৬৩৭ খ্রি.)। আর সর্বশেষ বিজয় অর্জিত হয় নাহাবেন্দ যুদ্ধের (৬৪২ খ্রি.) মধ্য দিয়ে। মুসলমানরা এতে বিজয় লাভ করেন। এর ফলে মহা শক্তিধর পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে পুরো পারস্য অঞ্চল মুসলিম খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩. মিসর ও উত্তর আফ্রিকা বিজয়: শুধু পারস্য ও বাইজান্টিন নয় মুসলিম সৈন্যরা মিশর ও উত্তর আফ্রিকাও উমরের (রা.) খিলাফতকালে বিজয় করেন। বিশিষ্ট সেনাপতি আমর ইবনে আস (রা.) এর নেতৃত্বে মিসর, আলেকজান্ড্রিয়া, উত্তর আফ্রিকা (সাইরেনাসিয়া এবং ট্রিপলিটানিয়া) ইত্যাদি অঞ্চল বিজিত হয়।

৪. প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কার: হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে তাঁরই নেতৃত্বে বেশ কিছু প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কার কাজ অর্জিত হয়। এসব সংস্কারের ফলে ভবিষ্যৎ মুসলিম খলিফারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে ছিলো: ১. ইসলামী হিজরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন। ২. একটি ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র সিস্টেম। যেখানে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শিশুভাতা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, অবসর ভাতা ইত্যাদি পরিচালিত হয়। গরীব, মিসকিন, বয়স্ক, ইয়াতিম, বিধবা এবং শিশুদের দেখভালের জন্য সরকারী তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া হয়। জনগণের কল্যাণে সৃষ্টি হয় বাইতুল মাল।

মোটকথা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তখনকার যুগের সর্বোত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা আমিরুল মু'মিনীন উমরের (রা.) সবচেয়ে বড় অর্জন ছিলো।

গুপ্তহত্যার শিকার হযরত উমর (রা.)

আমিরুল মু'মিনীন, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক ফার্সি গোলামের হাতে গুপ্তহত্যার শিকার হন। তিনি তখন মদিনার মসজিদে ফজরের নামাযের ইমামতি করছিলেন। অমুসলিম হত্যাকারীর নাম ছিলো আবু লু'লু'আহ ফাইরুজ। ছুরিকাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার তিন দিন পর খলিফা উমর (রা.)

ইন্তিকাল করেন। ফাইরুজকে আটক করতে যেয়ে আরো বারো জন সাহাবি ছুরিকাঘাতের শিকার হন। এদের মধ্যে ছয় বা নয় জন পরবর্তিতে মুত্যুবরণ করেন। ফাইরুজ আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পাশে সমাহিত হওয়ার জন্য হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট অনুমতি চান। তিনি অনুমতি দিলেন। এরপর মসজিদে নববীতে হযরত উমর (রা.) সমাহিত হন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা দ্বিতীয় রাশিদুন খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বাড়িয়ে দিন।

(৩)
হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (যুননূরাইন, আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৪৭ হি.পূ., ৫৭৯ খ্রি., / তায়ি’ফ।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৫ হি., ৬৫৫ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারাহ, শহীদ।

কীর্তি/অবদান: কুরআনের তাফসির, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন সংরক্ষণ, হাদিস বর্ণনা, শাসক, সেনাপতি, তৃতীয় খলিফা।

পিতার নাম: আফ্‌ফান ইবনে আবি ’আস।

মাতার নাম: আরওয়া বিনতে কুরাইজ বিন রাবি’আ।

ভাইবোন: ১. আমনাহ বিনতে আফ্‌ফান।

স্ত্রী: ১. রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মদ (রা.), ২. উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মদ (রা.), ৩. ফাখিতাহ বিনতে গাজওয়ান, ৪. রামলাহ বিনতে শাইবা বিন রাবি’আ, ৫. উম্মে ’আমর বিনতে জুনদুব দাউসী, ৬. ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ বিন ’আবদে শামস, ৭. নাইলাহ বিনতে ফুরাফিসাহ।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ ইবনে উসমান, ২. আবদুল্লাহ ইবনে উসমান (ছোট জন), ৩. আইশা বিনতে উসমান, ৪. উম্মে আবান বিনতে উসমান, ৫. উম্মে ’আমর বিনতে উসমান, ৬. ’আমর বিন উসমান, ৭. আবান বিন উসমান, ৮. ’উমার বিন উসমান, ৯. খালিদ বিন উসমান, ১০. মারইয়াম বিনতে উসমান, ১১. ওয়ালিদ বিন উসমান, ১২. সাঈদ বিন উসমান, ১৩. উম্মে উসমান বিনতে উসমান, ১৪. উম্মে খালিদ বিনতে উসমান, ১৫. আরওয়া বিনতে উসমান, ১৬. উম্মে আবান বিনতে উসমান (ছোট জন), ১৭. মারিয়াম বিনতে উসমান (ছোট জন)।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (আবদে শামস, বনি উমাইয়্যাহ শাখা), প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, অনুলেখক, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

[৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তৃতীয় খলিফা ছিলেন। হযরত উমর (রা.) শহিদ হওয়ার পর তিনি খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১২ বছর তিনি মুসলিম উম্মাহের খলিফা হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন।

ইসলামপূর্ব যুগে উসমান (রা.)

ইসলামপূর্ব সমাজে হযরত উসমান (রা.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক এই সুপরিচিত মহাত্মনকে সবাই খুব সম্মান করতো। তিনি কখনো কোনো মূর্তির সম্মুখে মাথা নতো করেন নি। তিনি মদপান থেকে বিরত থাকেন। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়া ও আবিসিনিয়ায় ভ্রমণ করেন। কুরাইশদের বনি উমাইয়্যা শাখার একজন উত্তম ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে কুরাইশরা খুব সম্মানের চোখে দেখতো।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দাওয়াত দেন। তিনি সাথে সাথে দাওয়াত গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে যান। এ সময় উসমানের (রা.) বয়স ছিলো ৩৪ বছর। তিনি ছিলেন ইসলামে দীক্ষিত ৫ম ব্যক্তি। তাঁর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদিজা (রা.), আবু বকর (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) ও জায়িদ ইবনে হারিসা (রা.)।

আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত

হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর স্ত্রী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রুকাইয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলে সর্বমোট ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ছিলেন। এই হিজরত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً * وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ * لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

-যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেবো এবং পরকালের পুরষ্কার তো সর্বাধিক (উত্তম); হায়! যদি তারা জানতো। (১৬:৪১)

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বার হিজরতের সময়ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাফেলার সদস্য ছিলেন। এ কাফেলায় ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা ছিলেন।

মদিনা শরীফে হিজরত

মক্কার মুসলমানদের মদিনা শরীফে হিজরতের সময় হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর স্ত্রী এক সঙ্গে হিজরত করেন। প্রথমে তিনি আবু তালহা ইবনে তাবিতের (রা.) গৃহে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই একখানা বাড়ি ক্রয় করে বসবাস করেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলেন। এতে সবার মতো হযরত উসমানও (রা.) বিভিন্ন কার্যাদিতে জড়িত হন। শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ ছিলো তাঁর স্ত্রী রুকাইয়ার (রা.) ভীষণ অসুস্থতা। তবে উসমান (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বারন করে বললেন, "তুমি সবার মতো উত্তম সওয়াব পাবে। তুমি রুকাইয়ার সাথে থেকে তার দেখভাল করো।" এরপর বদরে মুসলিম সৈন্যবাহিনী থাকাবস্থায়ই হযরত রুকাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উম্মে কুলসুমের (রা.) সঙ্গে তাঁর বিবাহ

রুকাইয়ার (রা.) মৃত্যুর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমানকে (রা.) বললেন: "হে উসমান! জিব্রাইল আমাকে বলেছেন, আল্লাহ চাচ্ছেন তুমি আমার মেয়ে উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করবে, রুকাইয়াকে যে পরিমাণ মোহর দিয়েছিলে সে পরিমাণ মোহরের বদলে। তুমি তার সাথে অনুরূপ সদ্‌ব্যবহার করবে যা তুমি রুকাইয়ার সাথে করেছিলে।" (ইবনে মাজাহ: ১১০)

সুতরাং উসমান (রা.) ও উম্মে কুলসুম (রা.) ৩ হিজরি সনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহও খুব বেশিদিন স্থায়ী ছিলো না। বিবাহের ৬ বছর পর, অর্থাৎ ৯ হিজরি সনে উম্মে কুলসুমও (রা.) ইন্তিকাল করেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন কন্যার স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য হেতু হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সবাই যুন-নূরাইন (দুটি নূরের অধিকারী) বলে সম্বোধন করতেন।

তৃতীয় খলিফা হিসাবে নির্বাচিত

হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) শাহাদাতের পর কে তৃতীয় খলিফা হবেন এ ব্যাপারে একটি সূরা কমিটিতে পরামর্শ করা হয়। ছয় সদস্যের এ কমিটিতে ছিলেন: হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত জুবায়ের ইবনে আউওয়াম ও হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)। এ কমিটি বেশ কয়েকদিন আলোচনার পর হযরত উসমানকে (রা.) নির্বাচিত করেন পরবর্তী খলিফা হিসেবে। তাঁর খিলাফত শুরু হয় ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে।

দীর্ঘ ১২ বছর স্থায়ী তাঁর খিলাফতকালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূল কাজ সাধিত হয়। যেমন:

১. কিতাব আকারে কুরআন শরীফ সংকলন ও সংরক্ষণ: খলিফার নির্দেশে কুরআন শরীফ কিতাব আকারে লিখিত হয় এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র অফিসিয়াল কপি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি কুরআনের অনেক কপি তৈরি করার নির্দেশ দেন। আমাদের হাতে যে কুরআন শরীফ আছে তা হযরত উসমান (রা.) সংকলিত ও প্রচারিত হুবহু সেই কিতাব।

২. সৈন্য সামন্ত ও খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত সীমানা সম্প্রসারণ: হযরত উসমানের (রা.) নেতৃত্বে রাশিদুন খিলাফতের সীমানা আরো বৃদ্ধি হয়। পারস্য সম্রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ এলাকা বিজিত হয়। এছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের ভেতর যুক্ত হয় উত্তর আফ্রিকা, আরমেনিয়া, সাইপ্রাস এবং অন্যান্য অঞ্চল।

৩. সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী: বাইজান্টিন আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী।

৪. মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ: মদিনা মুনাওয়ারায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় হযরত উসমান (রা.) মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন।

৫. 'রুমা কূপ' ক্রয়: তিনি ইয়াহুদিদের মালিকানাধীন 'রুমা কূপ' ক্রয় করেন। ফলে এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এমনকি অনাবৃষ্টির সময়ও সকলে এ কূপ থেকে পানি পান করেছেন।

৬. সামরিক তহবিল বৃদ্ধি: হযরত উসমান (রা.) সামরিক তহবিল উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেন। তাঁর খিলাফতকালে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় এ বৃদ্ধিকরণ বিশেষভাবে উপকারে আসে।

গুপ্তহত্যার শিকার খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.)

তৃতীয় রাশিদুন খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে একদল দুস্কৃতকারীর আক্রমণের শিকার হন এবং শাহাদাতবরণ করেন। তিনি তখন নিজ গৃহে বসে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি মদিনা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন।

উসমান (রা.) নিজের মৃত্যুর ইঙ্গিত আগেই পেয়েছিলেন। তাঁর হেফাজতের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুতদের তিনি নিষেধ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি রোজা রেখেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি আজ আমার সাথে জান্নাতে ইফতার করবে। তাঁর মৃত্যুর পরই মুসলিম উম্মায় প্রথম ফিতনা শুরু হয়। এসময় মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাক্বামাতকে আরো উন্নক করুন। আমিন।

(৪)

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আবুল হাসান, আবু তুরাব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ২৩ হি.পূ., ৫৯৯ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪০ হি., ৬৬১ খ্রি., / কুফা, শহিদ।

কীর্তি/অবদান: কুরআনের তাফসির, ফিক্হ, হাদিস বর্ণনা, শাসক, সেনাপতি, চতুর্থ খলিফা।

পিতার নাম: আবি তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মাতার নাম: ফাতিমা বিনতে আসাদ।

ভাইবোন: ১. তালিব ইবনে আবি তালিব, ২. 'আকিল ইবনে আবি তালিব, ৩. জাফর ইবনে আবি তালিব, ৪. উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব, ৫. জুমানা বিনতে আবি তালিব।

স্ত্রী: ১. ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (রা.), ২. খাওলাহ বিনতে জাফর, ৩. উম্মে ওয়ালাদ।

পুত্র-কন্যা: ১. হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), ২. হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), ৩. জয়নব বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব, ৪. উম্মে কুলসুম বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব, ৫. মুহাম্মদ বিন আলী বিন হানাফিয়্যাহ, ৬. আল আব্বাস, ৭. উমর বিন আলী বিন আবি তালিব, ৮. জাফর (অল্প বয়েসে ইন্তিকাল করেন), ৯. উসমান (অল্প বয়েসে ইন্তিকাল করেন), ১০. ইয়াহইয়া (অল্প বয়েসে ইন্তিকাল করেন), ১১. ফাতিমা বিনতে আলী বিন আবি তালিব।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ রাদ্বিআল্লাহু আনহা, মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি হাসিম), প্রাথমিক মুসলিম, রাসূলুল্লাহর (সা.) চাচাতো ভাই, মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক-খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অনুলেখক, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

---

[৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আলীর (রা.) পরিবার ও পূর্বপুরুষ

খুলাফায়ে রাশিদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ছিলেন কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখাভুক্ত মক্কা মুকাররমার সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারের সদস্য। তিনি ছিলেন একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং অন্যদিকে তাঁর মেয়ে ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার স্বামী। তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আলী ইবনে আবি তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। তাঁর এবং রুসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালাম। আর তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের পুত্র।

তাঁর প্রাথমিক জীবন ও ইসলামগ্রহণ

হযরত আলীর (রা.) বয়স যখন মাত্র ৭ বছর তখন মক্কা শরীফে দুর্ভিক্ষ হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাসকে (রা.) অনুরোধ করেন আবু তালিবকে সাহায্য সহায়তা করার জন্য। আলী (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে বড় হতে থাকেন। রাসূলুল্লাহর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর শিশু থাকতেই আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

মদিনায় হিজরতের সময় হযরত আলীর (রা.) অবদান

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ১৩ বছর ইসলাম প্রচারে জড়িত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ কুরাইশ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়াচ্ছিল। এমতাবস্থায় মদিনা শরীফে হিজরত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে।

প্রথমে নিজে হিজরত না করে অনুসারীদের হিজরত করতে নির্দেশ দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সবশেষে কুরাইশরা যখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো তখন তিনি হিজরত করতে প্রস্তুত হলেন। হিজরতে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মানুষের সকল আমানত ফেরৎ দেওয়ার জন্য মক্কা শরীফে রেখে যান। এ সময় অল্প বয়স্ক আলী (রা.) সবচেয়ে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জানতেন কুরাইশরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি সাহস করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের অগোচরে ঘর থেকে বের হয়ে গারে সূরে গিয়ে আবু বকরের (রা.) সাথে আত্মগোপন করলেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেলো না।

কুরাইশরা সকালবেলা হযরতের ঘরে ঢুকে পড়লো। বিছানায় আলী (রা.) মুখ ঢেকে নীরবে ঘুমোচ্ছিলেন। তারা ভাবলো শিকার যখন হাতের মুটোয় এসে গেছে তাহলে একটু দেখেশুনে হত্যা করা যায়। তারা তখন মুখের ওপর থেকে কাঁথা তুলে নিলো। তারা দেখলো ইনি তো মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নন। ইনি তো আলী! (রা.)। ব্যস, নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করার পরিকল্পনা এভাবে ভেস্তে গেলো।

মহাবীর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সামরিক পেশা

মহাবীর আলী (রা.) একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সবগুলো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করে বীরের মতো লড়াই করেছেন। একমাত্র তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁকে মদিনা শরীফ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন সুদক্ষ অপরাজেয় যোদ্ধা। তখনকার দিনে তাঁর মতো সাহসী বীর যোদ্ধার সংখ্যা খুব অল্প ছিলো। বদর (৬২৪ খ্রি.), উহুদ (৬২৫ খ্রি.), খন্দক (৬২৭ খ্রি.), খাইবার (৬২৮ খ্রি,), হুনাইন (৬৩০ খ্রি.) ইত্যাদি যুদ্ধে তিনি সিংহের মতো লড়াই করেছেন। খাইবার যুদ্ধে দুশমনদের কেল্লার লোহার দরোজা উপড়ে ফেলার কথা কে না জানে।

চতুর্থ রাশিদুন খলিফা হিসাবে নির্বাচিত

তৃতীয় রাশিদুন খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদতের (৬৫৬ খ্রি.) পর নতুন খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য দু'জন ছিলেন। তাঁরা হলেন, হযরত আলী ও হযরত তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। মিসরীরা তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর (রা.) সমর্থক ছিলেন। অপরদিকে আলী ইবনে আবি তালিবকে (রা.) সমর্থন করছিলেন ইরাকিরা, আনসার ও মুহাজিরীনরা। সুতরাং অধিকাংশ জনতার সমর্থনে হযরত আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খলিফা হিসাবে আলী ইবনে আবি তালিবের (রা.) অর্জন

গুপ্তহত্যার শিকার হওয়ার কারণে তাঁর খিলাফত মাত্র ৫ বছর (জুন ৬৫৬-জানুয়ারী ৬৬১) স্থায়ী হয়। ইতোমধ্যে তিনি অনেক অর্জন করে গেছেন। যেমন:

১. ন্যায়বিচার ও সমতা: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি দৃঢ় ছিলেন। তিনি মনে করতেন সকল মুসলমান সামাজিক অবস্থায় যাই হোন না কেনো আইনের চোখে সমান। সরকারী তহবিল থেকে সমানভাবে অর্থ প্রতিদান নিশ্চিত করেন। ফলে তিনি গরীবদের বন্ধু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

২. প্রশাসনিক সংস্কার: পূর্ববর্তী সকল প্রশাসককে অব্যাহতি দিয়ে তাদের পদে পরহেজগার ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দেন। এতে প্রশাসনিক কার্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

৩. রাজধানী পরিবর্তন: তিনি ইসলামী খিলাফতের রাজধানী মদিনা শরীফ থেকে সরিয়ে বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত কুফা শহরে স্থানান্তরিত করেন।

৪. বিচারিক ও পৌর প্রতিষ্ঠান গঠন: তিনিই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক বিচারিক ও পৌর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। নিম্ন ও উচ্চ স্তরের আদালত তৈরি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিভিন্ন অঞ্চলে থানা প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. তাঁর খিলাফতকালে কুরআন সংরক্ষণের উদ্যোগ: হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে কুরআন শরীফে জের-জবর-পেশ ইত্যাদি যুক্ত হয়। এর ফলে অনারব মুসলমানরা সঠিকভাবে কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করে পাঠ করতে সক্ষম হন।

৬. বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে অবদান: হযরত আলী (রা.) অগাধ জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত স্তরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, বাণী ইত্যাদি 'নাহজ আল-বালাগা' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এটি মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য দিকনির্দেশনার এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন

হযরত আলী (রা.) খিলাফতকালে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরই খিলাফতকালে বিভিন্ন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো ছিলো সর্বাধিক কঠিন।

ক. অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী গোষ্ঠি কর্তৃক বিরোধিতা- যেমন, উম্মতজননী হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও জুবায়ের ইবনে আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা প্রমুখের বিরুদ্ধে জঙ্গে জামাল (৬৫৬ খ্রি.) এবং মুয়া'বিয়া-১ (রা.) এর বিরুদ্ধে জঙ্গে সিফফিন (৬৫৭ খ্রি.) ইত্যাদি।

খ. সিফফিনের যুদ্ধের পর বিশেষ কোনো সালিশী সমাধান না হওয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী দল “খারিজীদের” উত্তান ঘটে। এদের বিরুদ্ধে আলী (রা.) ‘নাহরাওয়ান’ (৬৫৮ খ্রি.) এর যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে বিজয়ী হলেও খারিজীদের তৎপরতা শেষ হয়ে যায় নি। এই খারিজীদের হাতে হযরত আলীর (রা.) জীবন দিতে হয়েছিলো।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (রা.) শহিদ হওয়ার ঘটনা

একদল কট্টর খারিজী হযরত আলী (রা.), হযরত মুয়া’বিয়া (রা.) ও হযরত আমর ইবনে আসকে (রা.) একই সাথে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। মুয়া’বিয়া (রা.) ও আমরের (রা.) ক্ষেত্রে হত্যাকারীরা সফল হতে না পারলেও খলিফা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইবনে মুলজিম নামক এক ঘাতক হত্যা করতে সমর্থ হয়।

ইবনে মুলজিম বিষ মাখানো তলোয়ার নিয়ে কুফা মসজিদের প্রবেশ দ্বারের নিকট ওঁৎ পেতে বসে থাকে। হযরত আলী (রা.) ইমামতি করার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করতেই মুলজিম তার তলোয়ার দিয়ে হযরতের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। এতে খলিফা ভীষণভাবে আহত হন। তিনদিন পরে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নির্দেশ দেন যে, মুজলিমকে যেনো হত্যা করা হয়। এ নির্দেশ হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু পূর্ণ করেন।

হযরত আলীর (রা.) শাহাদাতের মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদীনের ইতি ঘটে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে তাঁকে ইরাকের নাজাফ শহরে সমাহিত করা হয়। তবে কিছু কিছু মতে তিনি আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাক্বামাতকে আরো সমুন্নত করুন। আমিন।

(৫)
হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ২৮ হি.পূ., ৫৯৬ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৬ হি., ৬৫৬ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, শহীদ (জঙ্গে জামাল)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।

পিতার নাম: উবাইদুল্লাহ বিন উসমান বিন 'আমর।

মাতার নাম: সা'বাহ বিনতে হাডরামি।

ভাইবোন: ১. উসমান বিন উবাইদুল্লাহ।

স্ত্রী: ১. হামনাহ বিনতে জাহশ, ২. খাওলা বিনতে ক্বাক্বা, ৩. উম্মে বাবান বিনতে উৎবা বিন রাবি'আ, ৪. উম্মে খুলসুম বিনতে আবি বকর, ৫. সুয়াদা বিনতে আউফ মারিয়া, ৬. জারবা' বিনতে ক্বাসামা তাইয়ি'।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ সাজ্জাদ ইবনে তালহা, ২. ইমরান ইবনে তালহা, ৩. ইয়াকুব ইবনে তালহা, ৪. ইসমাঈল ইবনে তালহা, ৫. ইসহাক ইবনে তালহা, ৬. জাকারিয়া ইবনে তালহা, ৭. ইউসুফ ইবনে তালহা, ৮. আইশা বিনতে তালহা, ৯. 'ইসা বিন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, ১০. ইয়াহইয়া ইবনে তালহা, ১১. উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি তায়িম), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৭]

এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। যে দশজন সাহাবী জীবিত থাকতে বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মক্কা শরীফের অন্যান্য অনেক ব্যক্তিদের মতো তিনিও

[৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

[৭] https://en.wikipedia.org/

ছিলেন সফল একজন ধনাঢ্য বণিক। তাঁর উপাধি ছিলো, "জীবিত শহিদ"। উহুদের যুদ্ধের কঠিন বিপদক্ষণে তিনি ঢাল হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর দেহ তলোয়ার ও তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। কিন্তু আল্লাহর মর্জিতে তিনি বেঁচে যান। এ কারণে সবাই তাঁকে জীবিত শহিদ বলে সম্বোধন করতেন।

ইসলামপূর্ব জীবন

মক্কা মুকাররমার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের শাখা একটি সম্ভ্রান্ত গোষ্টি বনি তাইমে জন্ম নেওয়া এই সাহসী ব্যক্তি ইসলামপূর্ব জীবনে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই ও নিকট-বন্ধু। তাঁকে মানুষ আল-আমিন বলে ডাকতো। খুব সৎ চরিত্রের অধিকারী তালহাকে (রা.) মানুষ খুব সম্মানের চোখে দেখতো এবং মুহাব্বত করতো।

ইসলামগ্রহণ

তাঁর ইসলামগ্রহণের পেছনে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। তখন তিনি সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণে ছিলেন। বুসরার মার্কেটে থাকাকালে শুনতে পেলেন এক খ্রিস্টান পাদ্রী মক্কার কেউ এখানে আছেন কি না খোঁজ করছিলেন। তালহা (রা.) এগিয়ে এসে বললেন, "আমি মক্কার একজন ব্যবসায়ী"। পাদ্রী তাঁকে বললেন, "আহমদ" নামক একজন নবীর আগমণ অতি নিকটে। তিনি হচ্ছেন শেষ নবী এবং মক্কার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনসহ অনেকে বিরোধিতা করবে এবং তিনি খেজুর বাগানের একটি শহরে হিজরত করবেন। তালহা (রা.) পাদ্রীর কথাগুলো শুনে দ্রুত মক্কা শরীফ ফিরে আসলেন। পরিচিত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ইতোমধ্যে মক্কা শহরে কিছু ঘটেছে কি না?

কিছু লোক তাঁকে অবগত করলেন যে, সবাই যাকে আল-আমিন বলে ডাকে তিনি নবুওয়াত দাবী করেছেন। এটাও জানলেন যে, আবু বকর (রা.) তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়েছেন। একথা শুনে কালবিলম্ব না করে তালহা (রা.) ছুটে গেলেন আবু বকরের (রা.) নিকট। আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, যা বলেছো তা সত্যি। চলো তোমাকে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে নিয়ে যাবো।

তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বিনাবাক্যে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁকেসহ মোট আটজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তালহার (রা.) বয়স তখন ১৮ বছর মাত্র।

ইসলামগ্রহণের পর তাঁর নিজস্ব গোষ্টির লোক তাকে নির্যাতন করা শুরু করে। এমনকি আবু বকরসহ (রা.) তিনি বন্দির শিকার হলেন। উভয়কে তারা বেঁধে রাখলো একত্রে। ফলে তাঁদেরকে লোকজন "দুজন বাঁধা ব্যক্তি" বলে সম্বোধন করতো।

মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত

তখন ছিলো সেপ্টেম্বর মাস, ৬২২ খ্রি.। তালহা (রা.) সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণ থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে একদল মুসলমানের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এরা সকলে মদিনায় হিজরত করছিলেন। তালহা (রা.) তাদেরকে কিছু কাপড়-চোপড় উপহার দেন এবং জানতে পারেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করতে বিলম্ব করছেন। তিনিও কিছুদিনের মধ্যে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এ খবর পেয়ে তালহা (রা.) দ্রুত মক্কা শরীফে পৌঁছুলেন। তিনি সবকিছু গোছগাছ করে আবু বকরের (রা.) পরিবারের লোকজনের সাথে মদিনা শরীফে হিজরত করে বসবাস শুরু করেন।

প্রথমত তিনি আস'আদ ইবনে জুরারার (রা.) গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একখণ্ড জমি দিলেন। তিনি এ জমির উপর নিজস্ব ঘর তৈরি করলেন। তিনি ভাই হিসাবে সা'ঈদ ইবনে জায়িদকে (রা.) গ্রহণ করে নিলেন। উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। এর কারণ ছিলো, তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের কাফেলা কোথায় আছে তা জানার জন্য গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। তবে উভয়কে বদরী যোদ্ধা হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

জঙ্গে উহুদে অংশগ্রহণ

উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন একদল তীরন্দাজ টিলার উপরে তাদের স্থান ত্যাগ করে গণিমতের মালামাল তুলে নিতে মাঠে নেমে যান। এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করার শামিল। এ সুযোগে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। ফলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করতে থাকেন। কুরাইশরা তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণের মাত্রা তীব্র করে। এ সময় হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরাপত্তার জন্য আরো কিছু সাহাবীদের মতো তাঁর সাথে থেকে প্রাণপণে কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। একটি তীর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডল বরাবর কুরাইশ এক তীরন্দাজ নিক্ষেপ করে। তালহা (রা.) নিজের হাত দ্বারা এটি আটকে দেন, ফলে তাঁর হাতের দুটি আঙ্গুল কাটা পড়ে যায়। তালহার (রা.) মাথায় দু'বার আঘাত লাগে। বলা হয়ে থাকে, তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে সর্বমোট ৩৯ স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার ক্ষণকাল পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে পেড় যান। আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তালহার অবস্থা দেখো। তালহার (রা.) এক হাত অচেৎ হয়ে যায়। তবে আল্লাহর মর্জিতে তিনি বেঁচে যান। এ ঘটনার পর থেকে তাঁকে 'জীবিত শহিদ' বলে অনেকে সম্বোধন করতেন।

পরবর্তীতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) জঙ্গে খন্দকসহ আরো বেশ কিছু অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শূরা সদস্য

রাশিদুন খিলাফতকালে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) মজলিশে শূরার সদস্য হন। এই শূরার অন্যান্য সদস্য ছিলেন জুবায়ের ইবনে আউওয়াম, আলী ইবনে আবি তালিব, উসমান ইবনে আফফান ও সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। সুতরাং বিভিন্ন অভিযান ও যুদ্ধের সময় শূরা সদস্য হিসাবে তালহা (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

জঙ্গে জামাল ও শাহাদাতবরণ

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ জঙ্গে জামালের সময় (৬৫৬ খ্রি.) শাহাদাতবরণ করেন। ঠিক কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এব্যাপারে কিছু ইখতিলাফ আছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, তাঁর নিজের দলের অর্থাৎ উম্মত জননী আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার দলের এক সৈন্য যার নাম ছিলো মারওয়ান ইবনে হাকাম। এই সৈন্য হযরত তালহার (রা.) উরুতে মারাত্মক আঘাত হানে। এতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে অপর একটি সূত্রে দাবী করা হয়েছে, বাস্তবে আলী ইবনে আবি তালিবের (রা.) পক্ষের সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করেছিল। এ সময় আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সৈন্যরা পিছু হেঁটে যাচ্ছিলেন।

মারাত্মক আঘাত পেয়ে তিনি কোনমতে ঘোড়ায় আরোহণ করে কিছুদূর যান। এরপর ঘোড়া থেকে নেমে একটি পাথরকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁর সাথীরা রক্তঝরা বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো কাজে আসেনি. রক্ত ঝরতেই থাকে। এক পর্যায়ে হযরত তালহা (রা.) নিজেই বললেন, "থামো! এই তীরটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ছোঁড়া হয়েছে।" এরপর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। মৃত্যুর তারিখ ছিলো ১০ ডিসেম্বর, ৬৫৬ খ্রি.। তিনি বসরা শহরের আজ-জুবায়ের নামক স্থানে সমাহিত আছেন। হে আল্লাহ! হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৬)
হযরত জুবায়ের ইবনে আউওয়াম (আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ২৮ হি.পূ., ৫৯৬ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৬ হি., ৬৫৬ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, শহিদ (জঙ্গে জামাল)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্হ, সেনাপতি।

পিতার নাম: আউওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্জা।

মাতার নাম: সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

ভাইবোন: ১. সাইব বিন আউওয়াম বিন খুওয়াইলিদ, ২. জয়নব বিনতে আউওয়াম বিন খুওয়াইলিদ, ৩. উম্মে হাবিব বিনতে আউওয়াম বিন খুওয়াইলিদ, ৪. আবদুর রহমান বিন আউওয়াম, ৫. উবাইদুল্লাহ বিন আউওয়াম, ৬. জুবায়ের বিন আউওয়াম বিন খুওয়াইলিদ।

স্ত্রী: ১. আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), ২. উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সা'ঈদ, ৩. রাবাব বিনতে উনাইফ, ৪. জয়নব বিনতে বিশর, ৫. হালাল বিনতে ক্বায়েস, ৬. তুমাদির বিনতে আসবাগ কালবিয়া।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.), ২. মুনদির ইবনে জুবায়ের, ৩. 'উরওয়া ইবনে জুবায়ের, ৪. আসিম ইবনে জুবায়ের, ৫. মুহাজির ইবনে জুবায়ের, ৬. খাদিজা কুবরা বিনতে জুবায়ের, ৭. উম্মুল হাসান বিনতে জুবায়ের, ৮. আইশা বিনতে জুবায়ের, ৯. খালিদ ইবনে জুবায়ের, ১০. ইয়াহইয়া ইবনে জুবায়ের, ১১. আমর ইবনে জুবায়ের, ১২. হাবিবা বিনতে জুবায়ের, ১৩. সওদা বিনতে জুবায়ের, ১৪. হিন্দ বিনতে জুবায়ের, ১৫. জয়নব বিনতে জুবায়ের, ১৬. মুস'আব ইবনে জুবায়ের, ১৭. হামজা ইবনে জুবায়ের, ১৮. রামলা বিনতে জুবায়ের, ১৯. 'উবাইদা ইবনে জুবায়ের, ২০. জাফর ইবনে জুবায়ের, ২১. হাফসা বিনতে জুবায়ের, ২২. খাদিজা সুগরা বিনতে জুবায়ের।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---

[৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি আসাদ), প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, মুহাজির, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অনুলেখক, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৯]

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো জুবায়ের ইবনে আউওয়াম ইবনে খুওয়ালিদ আসাদী। তিনি ছিলেন সাহসী বীর কমান্ডার। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সময় তিনি কমান্ডার হিসাবে বিভিন্ন যুদ্ধ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত শুরুর পরই রিদ্দা যুদ্ধসমূহ (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) সংঘটিত হয়। জুবায়ের (রা.) এগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে বদরের প্রান্তে অনুষ্ঠিত প্রথম যুদ্ধে তিনি একজন কমান্ডার ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'হাওয়ারি রাসূলুল্লাহ' (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্য) খেতাবে ভূষিত করেন।

বংশ ও প্রাথমিক জীবন

তিনি কুরাইশ বংশের আসাদ শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর পিতা আউওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদের আপন বোন। তাঁর মাতা সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালা। সুতরাং জুবায়ের (রা.) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমত চাচাতো ভাই ও খালাতো ভাই ছিলেন।

ইসলামে দীক্ষিত

হযরত আবু বকরের দাওয়াতে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামে দীক্ষিত পুরুষদের মধ্যে ৪র্থ বা ৫ম ব্যক্তি ছিলেন। ৬১৫ খ্রি. আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে জুবায়েরও (রা.) অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আবিসিনিয়ায় থকাবস্থায় একদল বিদ্রোহী বাদশাহ নাজ্জাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। নীল নদের পারে এ যুদ্ধ সম্পর্কে সংবাদ গ্রহণের জন্য মুসলিম মুহাজিররা জুবায়েরকে (রা.) পাঠিয়ে দেন। তিনি একটি চামড়ার তৈরি পানির বোতল ফুলিয়ে

[৯] https://en.wikipedia.org/

নীল নদে পড়ে সাঁতার কেটে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যান। এরপর নাজ্জাসীর বিজয়ের খবর নিয়ে আসেন। এটা ছিলো যুবক জুবায়েরের (রা.) জন্য একটি দুঃসাহসিক অভিযান।

মদিনায় হিজরত

আবিসিনিয়া থাকাবস্থায় মুহাজিররা একটি সংবাদ পেলেন যে মক্কাবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং অনেক মুহাজির ৬১৯ খ্রিস্টব্দে মক্কায় ফিরে আসার জন্য পাড়ি জমালেন। এ কাফেলার সদস্য জুবায়েরও (রা.) ছিলেন। মক্কা শরীফের কাছে আসার পর সবাই জানতে পারলেন, মূলতঃ মক্কাবাসীর ইসলামগ্রহণের খবরটা ছিলো মিথ্যা। সুতরাং কারোর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছাড়া মক্কা শহরে অনুপ্রবেশ ছিলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবে জুবায়েরসহ (রা.) আরো কয়েকজন হাফিজকে এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এ সময়কার অন্যান্য হাফিজ ছিলেন, আবু বকর, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। জুবায়ের সবার সাথে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। কে ছিলেন জুবায়েরের (রা.) আনসার ভাই এ ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। তবে একজন সুদক্ষ বণিক হিসাবে জুবায়ের (রা.) নিজের বাণিজ্য পথ মদিনার নিকটে নিয়ে আসেন এবং ব্যবসায় জড়িত হন।

সামরিক পেশা

বদরের যুদ্ধে মোট তিনজন সেনাপতির মধ্যে হযরত জুবায়েরও (রা.) ছিলেন। হামজা ইবনে আবদুল মাত্তালিব এবং আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ছিলেন অপর দুজন। যুদ্ধের সময় জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশ বীর সৈনিক উবাইদা ইবনে সা'ইদকে হত্যা করেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলেছেন, জুবায়েরের (রা.) হাতে নাওফাল ইবনে খুওয়াইলিদও প্রাণ হারিয়েছিল। তবে কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী (রা.) ছিলেন তার হত্যাকারী।

উহুদের যুদ্ধের সময় জুবায়ের (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারী নিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি আবু দুজানা আনসারীর (রা.) হাতে হস্তান্তর করেন।

খন্দকের যুদ্ধে জুবায়ের (রা.) নওফাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগিরা মাখজুমিকে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন। অবশ্য অন্য সূত্রে বলা হয়েছে, কতল হওয়া ব্যক্তির নাম ছিলো উসমান ইবনে মুগিরা মাখজুমি। জুবায়ের (রা.) এ যুদ্ধে

তলোয়ারের এক আঘাতে হুবায়ের ইবনে আবি ওয়াহব মাখজুমির দেহ দ্বিখণ্ডিত করেন। ফলে অন্যান্য অশ্বারোহী কুরাইশ যোদ্ধারা পালিয়ে যায়।

বৃক্ষের নিচে অঙ্গীকার

উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ হি. (৬২৮ খ্রি.) সনে সাহাবাদের সাথে নিয়ে মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁদেরকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে বাঁধার সৃষ্টি করে। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা ছিলো না। তাঁরা আত্মরক্ষামূলক সামান্য অস্ত্র-সস্ত্র সাথে নিয়ে এসেছিলেন। অবশেষে হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু স্থাপন করলেন।

কুরাইশদের সাথে আলাপ শুরুর লক্ষ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত হিসাবে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মক্কায় প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিলো মক্কা শরীফে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও শর্তাবলী কী জেনে নেওয়া। কিন্তু কুরাইশরা উসমানকে (রা.) অতিরিক্ত সময় আটকে রাখে। তাঁর কোনো সংবাদ না পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। অনেকে বলতে থাকেন উসমানকে কুরাইশরা হয়তো হত্যা করে ফেলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথী প্রায় ১৪০০ সাহাবাকে (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) বৃক্ষের নিচে একত্রিত করলেন। সবাইকে বললেন, তোমরা সকলে আমার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করো 'আমরা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবো। আমরা উসমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো।' সবাই হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশে অঙ্গীকার করলেন। ইতিহাসে এই অঙ্গীকার 'বৃক্ষের নিচে অঙ্গিকার' হিসেবে বা 'বাইয়াতে রিদ্বওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহর ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

-আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করলো। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিলো। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (৪৮:১৮)

এই শপথের সময় হযরত জুবায়ের ইবনে আউওয়ামও (রা.) উপস্থিত ছিলেন।

খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে। জুবায়ের (রা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াহুদি বীর যোদ্ধা ইয়াসারকে একাই পরাস্ত করেন। পরে আরেক দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি এক ইয়াহুদি সৈন্যকে হত্যা করেন। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর গণিমতের মাল বণ্টনে জুবায়েরকে (রা.) দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে মদিনা শরীফে

ফিরে আসার পথে ‘ওয়াদি কুরা’ নামক ইয়াহুদি কেল্লায় মুসলমানরা আক্রমণ করেন। জুবায়ের এ সময় দ্বন্ধযুদ্ধে দু’জন ইয়াহুদিকে খতম করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় জুবায়েরের (রা.) অবদান

মক্কা বিজয়ের আগের রাত (৬২৯ খ্রি.) জুবায়ের ও আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা একটি চিঠি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন। এ চিঠিতে মক্কা শরীফের দিকে মদিনার সৈন্যদের আগমনের বার্তা ছিলো। সুতরাং গোয়েন্দাদের এই তৎপরতা ভেস্তে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত হলেন যে, মক্কা শহর অতর্কিতে আক্রমণ করে দখল হয়ে যাবে।

মক্কা বিজয়ের দিন জুবায়ের ইবনে আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু তিনটির একটি মুহাজিরদের পতাকা উত্তোলন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁকে বিজয়ী কাফেলার বামদিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধেও জুবায়ের (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

রাশিদুন খিলাফতের সময় তাঁর অবদান

রিদ্দা যুদ্ধাবলী: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি সৈন্য কাফেলার কমান্ডার হিসাবে জুবায়ের ইবনে আউওয়াম (রা.) এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

বালকায় অভিযান: পরবর্তিতে বালকায় আবু বকর (রা.) উসামা ইবনে যায়েদের (রা.) নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এ অভিযানে জুবায়ের ইবনে আউওয়াম, উমর ইবনে খাত্তাব এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) সাধারণ অফিসার হিসাবে উসামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন।

লেভান্টে অভিযান: রাশিদুন সৈন্যদের কর্তৃক লেভান্টে (জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তিন) অভিযানকালে প্রধান সেনাপতি আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) আম্মান দখলের জন্য জুবায়েরকে (রা.) প্রেরণ করেন। হযরত ওয়াকিদি বর্ণনা করেন, তুমুল যুদ্ধের সময় জুবায়ের (রা.) ও ফযল (রা.) বীরদর্পে সৈন্যদের সামনে গিয়ে বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বেগে তলোয়ার চালনা করেন। শেষের দিকে বাইজান্টিন কমান্ডার নিসেটাসকে জুবায়ের (রা,) হত্যা করেন এবং আম্মান শহর দখল করে নেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ: বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধ এ ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধ ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ানের (রা.) নেতৃত্বে জুবায়েরকে যুদ্ধের

বামদিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জুবায়ের (রা.) একাই দু'বার বাইজান্টিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। এ সময় তাঁর কাঁধে মারাত্মক আঘাত লাগে। এর পরও তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে জুবায়ের ইবনে আউওয়াম, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও হাশিম ইবনে উৎবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এক যোগে বাইজান্টিনদের আর্মেনিয়া সৈন্যদের কমান্ডার ভাহানকে আক্রমণ করেন। ফলে আর্মেনিওরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এদিকে জুবায়েরের (রা.) ভাই আবদুর রহমান ইবনে আউওয়াম (রা.) শহিদ হয়ে যান।

জেরুজালেম দখলের সময় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে জুবায়ের ইবনে আউওয়াম (রা.) জেরুজালেমে প্রবেশ করেন।

পারস্যে অভিযান: এ সময় ছিলো হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকাল। ৬৩৫-৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে উমর (রা.) তাঁর সূরা কাউন্সিলের ডাক দেন। এ কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন জুবায়ের ইবনে আউওয়াম (রা.)। উদ্দেশ্য ছিলো পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি কাদেসিয়ায় রুস্তম ফারুখজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরামর্শ। প্রথমত স্বয়ং খলিফা ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ নিতে মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু শূরার সদস্যরা তা মানলেন না। সৈন্যদের প্রধান কমান্ডার হিসাবে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে পাঠাতে সবাই রাজি হলেন। তাঁর নেতৃত্বে কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে।

পরবর্তিতে জানা গেলো, মাহ, কুম, হামাদান, ইসফাহান, আজারবাইজান ও নাহাওয়ান্দের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে আরব বিজিত অঞ্চলসমূহে অভিযান শুরুর পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনাকে উৎখাত করতে যুদ্ধের শূরা সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন জুবায়ের, তুলাইহা, আমর ইবনে মা'আদি ইয়াকরিব, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং অন্যান্যরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন। প্রধান কমান্ডার হবেন নু'মান ইবনে মুগরিন (রা.)। যুদ্ধে মুসলমানরা এক বিরাট বিজয় ছিনিয়ে আনেন। এ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসবিদগণ 'ফাতিহাল ফুতুহ' বা বিজয়ের বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন। পরে সুস্তার অবরোধ শেষে পারস্য সৈন্যদের প্রধান কমান্ডার হরমুজানকে আটক করা হয়। জুবায়ের (রা.) খলিফা উমরকে (রা.) আবদার জানান হরমুজানকে হত্যা না করতে। উমর (রা.) এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ: হযরত আমর ইবনে আস (রা.) মিসরে অভিযান করছিলেন। তিনি জেরুজালেমে অবস্থানকৃত খলিফার নিকট আরো ৮,০০০ সৈন্য মিসরে পাঠাতে অনুরোধ জানান। কিন্তু উমর (রা.) মাত্র ৪,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। এদের কমান্ডার ছিলেন দু'জন যুদ্ধপ্রবীণ মুহাজির। এরা হলেন জুবায়ের ইবনে আউওয়াম ও মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং আরো দু'জন আনসার

মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ আনসারী ও উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। জুবায়ের (রা.) এদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংগ্রহণ করেন।

পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে অংশগ্রহণ

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় জুবায়ের (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের সময় শূরা সদস্য ছিলেন। জুবায়ের (রা.) ব্যক্তিগতভাবে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে (রা.) খলিফা নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। অবশ্য অন্যান্য শূরা সদস্যরা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করেন।

গৃহযুদ্ধ ও জুবায়েরের (রা.) মৃত্যু

তৃতীয় রাশিদুন খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে শহিদ হওয়ার পর জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভেবেছিলেন তিনিই হয়তো পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হবেন। তবে তিনি এটাও জানতেন তাঁর পুরাতন সহযোগী তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহও (রা.) একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু নির্বাচিত হলেন।

পরবর্তীতে জুবায়ের (রা.), তালহা (রা.) এবং আইশা (রা.) হযরত উসমানের (রা.) মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দাবী তুলেন। খলিফা আলী (রা.) সমর্থন জানালেও তখনই তা বাস্তবায়নে অপারগ ছিলেন। কিন্তু দাবীদাররা থেমে থাকলেন না। তারা একদল সৈন্য নিয়ে বসরা আক্রমণ করলেন। সেখানকার গভর্ণর পরাজিত হলেন। উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে তাঁরা হত্যা করলেন।

এরপর খলিফা আলী (রা.) ও আইশা সিদ্দীকা (রা.) একে অন্যের বিরুদ্ধে জঙ্গে জামালের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। জুবায়ের (রা.) আইশা (রা.) পক্ষে যুদ্ধ করে এক পর্যায়ে যুদ্ধ থেকে নিজেকে সারিয়ে নেন। কিন্তু এরপরও আমর ইবনে জুরমুজ নামক এক ঘাতক তাকে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে বসরার নিকটস্থ ওয়াদি সিবা নামক স্থানে হত্যা করে। আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। কারণ জুবায়ের রদ্বিআল্লাহু আনহু চাচ্ছিলেন মুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে। উভয় দল তখন একটি সমজোতায় আসেন। মৃত্যুর সময় জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু সিজদারত ছিলেন। এ সময় আমর ইবনে জুরমুজ তাঁর গলায় ছুরিকাঘাত করে। তিনি মুত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ইরাকের বসরা শহরের নিকটে বাতার নামক স্থানে হযরত জুবায়ের ইবনে আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর মাক্বামাতকে আরো সমুন্নত করুন। আমিন।

(৭)
হযরত আবদুর রহমান ইবনে ’আউফ (আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৪৩ হি.পূ., ৫৮০ খ্রি., (আনুমানিক), / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩২ হি., ৬৫৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, লেখক।

পিতার নাম: ’আউফ বিন ’আব্দ বিন হারিস।

মাতার নাম: শিফা বিনতে আবদুল্লাহ ’আউফ।

ভাইবোন: ১. ’আতিকা বিনতে ’আউফ, ২. শিফা বিনতে ’আউফ, ৩. আবদুল্লাহ ইবনে ’আউফ, ৪. হালাহ বিনতে ’আউফ।

স্ত্রী: ১. উম্মে খুলসুম বিনতে ’উৎবা বিন রাবি’আ, ২. উম্মে খুলসুম বিনতে ’উকবা, ৩. সাহিয়া বিনতে ’আসিম বিন ’আদি, ৪. বাহরিয়া বিনতে হানি, ৫. সেহলা বিনতে সুহাইল, ৬. উম্মে হাকিম বিনতে ক্বারিজ বিন খালিদ, ৭. তুমাদির বিনতে আসবাখ কালবিয়া, ৮. বিনতে আবিল হুসাইন, ৯. আসমা বিনতে সালামা/মাখরাবা, ১০. উম্মে ওয়ালদ, ১১. বাদিয়্যা বিনতে গিলান তাক্বাফি।

পুত্র-কন্যা: ১. সালিম, ২. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান, ৩. ইব্রাহিম ইবনে আবদুর রাহমান, ৪. হুমায়েদ ইবনে আবদুর রাহমান, ৫. ইসমাঈল, ৬. হামিদা, ৭. আম্মাতুর রহমান, ৮. মা’ন, ৯. উমর ইবনে আবদুর রাহমান, ১০. জায়িদ ইবনে আবদুর রাহমান, ১১. ’উরওয়া (আকবর) ইবনে আবদুর রাহমান, ১২. সালিম (আসগর) ইবনে আবদুর রাহমান, ১৩. আবু বকর ইবনে আবদুর রাহমান, ১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান, ১৫. আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান, ১৬. আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রাহমান, ১৭. মুসআব ইবনে আবদুর রাহমান, ১৮. সুহাইল, ১৯. জাওয়াইরিয়া।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি জুহরাহ), প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, মুহাজির, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

---

[১০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতা ও মাতা উভয়ে কুরাইশ বংশের জুহরা শাখাভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সা্ক্ষাৎ করিয়ে দেন। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তখন মাত্র আটজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবদুর রহমান (রা.) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। আবিসিনিয়ায় ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হিজরতকারী ১৫ জন ব্যক্তির একজন ছিলেন আবদুর রহমান (রা.)।

মদিনায় হিজরত

আবদুর রহমানের (রা.) কট্টর ইসলামবিরোধী এক বন্ধু ছিলেন। তার নাম উমাইয়া ইবনে খালাফ। মদিনা শরীফে হিজরতের প্রাক্কালে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি হয়। আবদুর রহমান মদিনা শরীফে উমাইয়ার পরিবারকে সুরক্ষা দেবেন এবং উমাইয়া মক্কা শরীফে আবদুর রহমানের পরিবারকে সুর্ক্ষা দেবেন।

দুমাতুল জান্দালে অভিযান

৬২৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে দুমাতুল জন্দালে আবদুর রহমান অভিযান চালিয়ে বিজয় অর্জন করেন। তিনি কলবি বংশের সঙ্গে সন্ধি করেন। তাদের নেতার মেয়ে তুমাদুর বিনতে আসবাখকে আবদুর রহমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিয়ে করেন। এরপর মদিনা শরীফে ফিরে আসেন।

রাশিদুন খিলাফতের সময় তাঁর ভূমিকা

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে প্রথম রাশিদুন খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু মৃত্যুর পুর্বে আবদুর রহমান ও উসমানকে (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা) ডেকে পাঠান। তিনি তাঁদেরকে অবগত করেন যে, পরবর্তী খলিফা হিসাবে উমর ইবনে খাত্তাবকে (রা.) নির্বাচিত করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা.) ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কাদিসিয়ার যুদ্ধ, পরে জালুলা যুদ্ধ এবং জেরুজালেম দখলের সময় অংশগ্রহণ করেন। আবদুর রহমান (রা.) সুদক্ষ লেখক ছিলেন। তিনিই ছিলেন জেরুজালেমে উমরের (রা.) চুক্তিপত্রের লেখক। আবদুর রহমানের ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিলো। এজন্য পরবর্তীতে তাঁকে হাজ্জ কাফেলার নেতা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর ইন্তিকাল

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরি সনে মদিনা মুনাওয়ারায় ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মদিনা শরীফের প্রখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৮)
হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (আবু ইসহাক্ব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩৯ হি.পূ., ৫৮৪ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫৫ হি., ৬৬৪ খ্রি., / (আল-'আতিক্ব) মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ, সেনাপতি।

পিতার নাম: মালিক ইবনে উহাইব ইবনে 'আবদে মনাফ।

মাতার নাম: হামনাহ বিনতে সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা ইবনে 'আবদে শামস।

ভাইবোন: ১. 'আমির ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ২. 'উমায়ের ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৩. 'উৎবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস।

স্ত্রী: ১. বিনতে শিহাব বিন আবদুল্লাহ, ২. মারিয়া বিনতে কায়েস, ৩. উম্মে 'আমির, ৪. উম্মে হাকিম বিনতে কারিজ বিন খালিদ।

পুত্র-কন্যা: ১. ইসহাক বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ২. উম্মে হাকাম, ৩. 'উমার বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৪. মুহাম্মদ বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৫. উম্মে কাসিম, ৬. উম্মে কুলসুম, ৭. 'আমির বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৮. ইসমাঈল বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৯. মুস'আব বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১০. ইব্রাহিম বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১১. ইয়াকুব বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১২. আইশা বিনতে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১৩. ইয়াহইয়া বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১৪. সালেহ, ১৫. আবদুল্লাহ বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১৬. আবদুর রহমান, ১৭. 'উমায়ের বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১৮. 'আমর বিন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খাওলা বিনতে হাকিম রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি জুহরাহ), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

[১১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন মুসলিম সেনাপতি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৭ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় পর্যন্ত মাত্র ৭ ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মদিনায় রাশিদুন খলিফাদেরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি শূরা কমিটি ছিলো। এতে মোট ৬ জন ছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) এই শূরার সদস্য ছিলেন। তিনি একজন দুর্দান্ত তীরন্দাজ ছিলেন। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছিলেন- "হে আল্লাহ! তার তীরকে সঠিক করো এবং তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।" সা'দ (রা.) সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

মদিনা শরীফে হিজরত

হযরত ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ফাতহুল বারীতে আছে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বেই মদিনা শরীফে হিজরত করেছিলেন। তাঁর সাথী ছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ও মুস'আব ইবনে উমাইর (রা.)।

মদিনা মুনাওয়ারায় প্রাথমিক জীবন

মদিনা শরীফে বসবাসকালে সা'দ (রা.) মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম যে অভিযানে তিনি জড়িত ছিলেন তা ছিলো কাররার অঞ্চলে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ। এ অভিযানে ২০ জন পুরুষ ছিলেন। তবে অভিযান সফল হয়নি কারণ কাফেলা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর উবাইদা ইবনে হারিসের (রা.) নেতৃত্বে বদর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে আরেক অভিযানে মুসলিম সৈন্যরা বিপদে পড়েন। সবাই অক্ষত অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য। মূলত তাঁর কৌশলের কারণেই সবাই সহিসালামতে ফিরে আসেন।

বদরের যুদ্ধে সা'দ (রা.)

বদরের দিকে মুসলিম সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) ও জুবায়ের ইবনে আউওয়ামকে (রা.) কুরাইশদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। এ সময় জানা গেলো যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা

অন্যদিক চলে গেছে এবং আবু জাহিলের নেতৃত্বে মক্কার কুরাইশ সৈন্যরা বদরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ঘটনাপঞ্জির বর্ণনায় জানা যায়, বদরে হযরত সা'দের তীর নিক্ষেপের সক্ষমতা প্রকাশ পায়। সা'দ (রা.) দুআ করেন, হে আল্লাহ! আমার নিক্ষিপ্ত তীরগুলো যেনো দুশমনদের উপর পতিত হয়। বর্ণনাকারীরা বলেছেন, সা'দের তীর নিক্ষেপের ফলে মুশরিকরা সমস্যায় পড়ে যায়। পরে তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বীর যোদ্ধা সা'ঈদ ইবনে আসকে হত্যা করেন। জাল-কুফাইফাহ নামক সা'ঈদের তলোয়ার সা'দের (রা.) হস্তগত হওয়ার পর এটি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার হিসেবে দান করেন। এ যুদ্ধে সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু দুজন কুরাইশ সৈন্যকে আটকও করেছিলেন।

পরবর্তীতে মুসলিম ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন বদর যুদ্ধের শীর্ষস্থানীয় তীরন্দাজ। সা'দের অল্পবয়সী ভাই উমাইর (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বার বার আবদার জানান। প্রথমে নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প বয়স হেতু আবদার গ্রহণ করেন নি। কিন্তু উমাইর (রা.) বার বার আবদার করতে থাকেন। অবশেষে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। উমাইর (রা.) বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান।

উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর অবদান

উহুদের যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীসহ আলাদা হয়ে পড়েন। হুজুরের নিরাপত্তায় যে ক'জন সাহাবী ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। আরো যারা হযরতকে মুশরিকদের হামলার প্রতিরোধে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কজন হচ্ছেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, আনসার তলোয়ারবাজ আবু দুজানাসহ আরো ছয়জন আনসারী (রা.)।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনীর তুমুল আক্রমণের সময় সা'দ (রা.) ও অন্যান্য সাহাবা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ঘিরে রাখেন। তাঁরা জীবনপণ যুদ্ধ করে হুজুরকে রক্ষা করতে থাকেন। ফলে সা'দ, তালহা ও আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম বাদে সকলে শহিদ হন। সা'দ একটার পর আরেকটা তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এতে অনেক মুসলিম সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটতে সক্ষম হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দের এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করতে থাকেন। তিনি তাঁর প্রশংসাও করেন।

উহুদ ও রিদ্দার মধ্যবর্তী সময়ে সা'দের (রা.) ভূমিকা

এ সময় বেশ কয়েকজন সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা রক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরা হলেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সা'দ ইবনে মু'আজ, জুবায়ের ইবনে আউওয়াম, বিলাল ইবনে রাবাহ, আব্বাদ ইবনে বিশর ও আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। যুদ্ধের সময় রাতের বেলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু পাহারার দয়িত্বে থাকতেন সা'দ (রা.)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাবুকের যুদ্ধ বাদে বাকী প্রায় সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব যুদ্ধের মধ্যে ছিলো খন্দক, মুরাইসি অভিযান, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও আউতাস এবং তায়েফ অবরোধ।

রিদ্দা যুদ্ধসমূহ

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম রাশিদুন খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পরই সমগ্র আরব উপদ্বীপব্যাপী রিদ্দা যুদ্ধসমূহ শুরু হয়। খলিফা আবু বকর (রা.) উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল উত্তর সীমান্তের দিকে প্রেরণ করেন। এ সৈন্যদলে ইবনে জাওযি ও নূরুদ্দিন হালাবির বর্ণনানুযায়ী যেসব প্রসিদ্ধ সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, উমর ইবনে খাত্তাব, সা'দ ইবনে জায়িদ, আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ এবং কাতাদা ইবনে নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। সমস্ত বিদ্রোহীদের দমন শেষে সা'দ (রা.) একদল সৈন্যসহ দুমাতুল জান্দালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সেখানকার বেদুঈন বিদ্রোহীদের দমন করেন।

কাদিসিয়্যার যুদ্ধে সা'দের অবদান

এ যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দ্বিতীয় রাশিদুন খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। খলিফা সা'দের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিলো সেখানকার সেনাপতি আবু উবাইদ তাহাকিকে সাহায্য করা। এ সময় মুসলমানদের কর্তৃক পারস্য বিজয়ের অভিযান শুরু হয়েছিল। ইতিহাসবিদ বাসালামার মতে উমর (রা.) সা'দের (রা.) সঙ্গে মদিনা থেকে ১২,০০০ সৈন্য দেন। তবে সা'দের (রা.) যাত্রার পূর্বে খবর আসলো পারস্য সৈন্যদের বিরুদ্ধে 'সেঁতুর যুদ্ধে' কমান্ডার আবু উবাইদ শহিদ হয়েছেন। রাশিদুন

সৈন্যদেরকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে আসতে বাধ্য করা হয়। ফলে উমরের (রা.) সিদ্ধান্ত বদলে যায়। তিনি সা'দের সাথে ৬,০০০ সৈন্য পাঠান। এছাড়া খলিফা সা'দকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দিলেন।

কাদেসিয়্যার যুদ্ধ: ইতিহাসখ্যাত কাদেসিয়্যার যুদ্ধ ৪ দিন (১৬-১৯ নভেম্বর ৬৩৬ খ্রি.) স্থায়ী ছিলো। প্রথমদিন ছিলো আরমাথের দিন। এদিন উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পারস্য সৈন্যরা তাদের হাতীদেরে মুসলিম সৈন্যদের দিকে লেলিয়ে দেয়। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা কৌশলে হাতীগুলোকে হত্যা করতে সক্ষম হন। প্রথম দিন শেষে একটিও হাতী জীবিত থাকে নি।

দ্বিতীয় দিন ছিলো আগওয়াতের দিন। মুসলিম সৈন্যরা তুমুল যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু কোনো পক্ষই বেশি সুবিধা করতে পারে নি। তবে একসময় ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের দক্ষিণহস্ত ব্যক্তি কা'কা নামক মুসলিম কমান্ডার হঠাৎ করে পারস্য সৈন্যদলের ডান দিকে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে কমান্ডার বাহমান জুদাইয়াকে হত্যা করেন। এতে পারস্য সৈন্যদের ডানদিক অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বলা হয়ে থাকে, এদিন বীর যোদ্ধা কা'কা ৩০টি দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তৃতীয় দিন ছিলো ইমাশের দিন। যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্যরা আরো কয়েকটি হাতী নিয়ে আসলো। সা'দ তখন বাধ্য হয়ে আরো কিছু সৈন্য আনার চেষ্টা চালালেন। কা'কা এবার একদল উটকে প্রেরণ করলেন যাতে করে হাতীগুলোর মুকাবিলা করা যায়। এছাড়া বর্শা হাতে সৈন্যরা হাতী আটকাতে দেয়াল তৈরি করে দাঁড়ালেন। ইবনে কাছির বলেন, যারা হাতীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ও এদেরকে হত্যা করছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কা'কা, তুলাইহা, ইবনে মা'আদি দিরার ইবনে আজওয়ার, জারির ইবনে আবদুল্লাহ বালাজি এবং খালিদ ইবনে উরফুতাহ প্রমুখ। এদিনের যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো হাতীদের প্রতিরোধ ও আক্রমণ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাতী দলের কমান্ডার জালিনুস পালিয়ে যায়, তখন সা'দ (রা.) সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন একে হত্যা করতে। সুতরাং জালিনুস পালাতেও পারলো না। তামিম গোত্রের এক অশ্বারোহী তার পেছনে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

চতুর্থ দিন ছিলো কাদিসিয়্যা দিবস। এদিন পারস্য সেনাপতি রুস্তম প্রাণ হারায়। ফলে পারস্য সৈন্যদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করে। মনোবল হারিয়ে তারা পালাতে থাকে। এদিকে সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু চূড়ান্ত বিজয়ের উদ্দেশ্যে নিজ সৈন্যদেরকে পলায়নরত পারস্য সৈন্যদের ধাওয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। এভাবে কাদিসিয়্যার যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেন। সা'দ (রা.) এ আজিম বিজয়ের সুসংবাদ খলিফা উমরের (রা.) নিকট প্রেরণ করলেন।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরোও বেশ কয়েকটি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ছিলো পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদাইনও।

কুফা নগরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাদাইন শহরের বড় বড় অট্টালিকায় মুসলিম সৈন্যরা থাকতে পারছিলেন না। তাদের উটগুলো রাখার স্থান না থাকায় অনেকে সমস্যায় পড়লেন এবং অসুস্থ হলেন। খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আম্মার ইবনে ইয়াসির ও হুজাইফা ইবনে ইয়েমেনকে (রা.) ইরাকে প্রেরণ করলেন সম্ভাব্য কোনো উপযুক্ত স্থানে নতুন সৈন্যদের থাকার মতো স্থান বের করতে। এদিকে সা'দ (রা.) বর্তমান কুফা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি মাদাইন থেকে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে একটি রক্ষীনগরী তৈরির পরিকল্পনা করেন। প্রথমে শহর নির্মিতব্য এ অঞ্চলকে মিসর নামকরণ করা হয়। পরবর্তিতে জুনদাল কুফা নামে এটি পরিচিত হয়। সা'দ (রা.) কুফাকে মিলিটারী সদরদপ্তরে পরিণত করেন।

প্রথম মুসলিম গৃহযুদ্ধ ও সা'দের মৃত্যু

মুসলিম খিলাফতে প্রথম ফিতনার সময় সা'দ (রা.) নেতৃস্থানীয় আসহাবে কিরামকে কোন পক্ষাবলম্বন না করতে অনুরোধ করেন। এরা ছিলেন ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে মাসলামাহ, ইবনে মালিক, কা'কা' ইবনে আমর তামিমী এবং আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। কিন্তু এতে কোন সুফল বয়ে আনে নি। সা'দের (রা.) একজন সমালোচক ছিলেন তাঁর নিজ পুত্র উমর ইবনে সা'দ (রা.)।

সর্বমোট ১০জন ব্যক্তিকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এদের ৯ জনের মৃত্যুর পর হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮০ বছর বয়সে ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে মদিনা শরিফের নিকটবর্তী নিজ গৃহে ইন্তিকাল করেন। তিনি সমাহিত আছেন জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি সমাহিত আছেন চীনের গোয়াংজৌ শহরে। আল্লাহ তা'আলা হযরত সা'দের মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৯)
হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (আবু উবাইদাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৪০ হি.পূ., ৫৮৪ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৮ হি., ৬৪০ খ্রি., / (আমওয়াস, ফিলিস্তিন) স্বাভাবিক/মহামারি।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।

পিতার নাম: আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ।

মাতার নাম: উম্মে গানম বিনতে জাবির বিন 'আবদুল উয্‌জা।

ভাইবোন: ১. ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ।

স্ত্রী: ১. হিন্দ বিনতে জাবার, ২. ওয়ারজা।

পুত্র-কন্যা: ১. ইয়াজিদ, ২. 'উবাইদাহ, ৩. 'উমায়ের।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি ফিহর), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু উবাইদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশ বংশের বনি ফিহ্‌র শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামপূর্ব কালে মক্কার একজন বিনয়ী সাহসী ব্যক্তি হিসাবে সবাই তাঁকে সম্মান করতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির পরই যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবু উবাইদাহ (রা.) অন্যতম। তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ২৮ বছর।

মক্কা শরীফে ইসলামপ্রচারের প্রাথমিক দিনে নওমুসলিমরা কুরাইশ মুশরিকদের দ্বারা চরম নির্যাতনের শিকার হন। আবু উবাইদাহকেও (রা.) অন্যান্যদের মতো ইসলামগ্রহণের কারণে অবমাননা ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল।

[১২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফে হিজরতকালে (৬২৩ খ্রি.) আবু উবাইদাহও হিজরত করেন। মদীনায় আগত সব মুহাজির একেকজন আনসারের ভাই হিসাবে স্বীকৃত হন। আবু উবাইদাহর (রা.) ভাই হয়েছিলেন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ (রা.)।

সামরিক পেশা

আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.) কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ জঙ্গে বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সময় নিজের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন।

উহুদের যুদ্ধের সময়ও আবু উবাইদাহ বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এ সময় হুজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাল মুবারক থেকে নিজের দাঁত দিয়ে কড়া তুলে নিতে দুটি দন্ত হারান।

এরপর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জঙ্গে খন্দকেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সন্ধির সাক্ষীদের একজন হিসাবে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। খাইবার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মক্কা বিজিত হয় ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় চার সেনাপতির একজন ছিলেন আবু উবাইদাহ (রা.)। এ বছরের শেষের দিকে তিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তায়েফ অবরোধের সময়ও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে তাবুক অভিযানে আবু উবাইদাহ (রা.) জড়িত ছিলেন। তাবুক থেকে মদিনায় ফেরার পর নজরান থেকে একদল খ্রিস্টান প্রতিনিধি আসেন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে। আলোচনার পর খ্রিস্টানরা অনুরোধ করেন, তাদের সাথে অভিজ্ঞ কাউকে পাঠিয়ে দিতে যাতে করে দ্বীন সম্পর্কে আরো জানা হয়। হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদাহকে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কর আদায়কারী হিসাবে তাঁকে বাহরেইনে প্রেরণ করা হয়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

মুসলিম সৈন্যরা এমিসা দখলের পর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে সিরিয়ার পুরো দক্ষিণাঞ্চল দখল করতে মনোনিবেশ করেন। এদিকে বাইজান্টিন সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের হাত থেকে সিরিয়াকে পুনর্দখলের পরিকল্পনা করছিলেন। খালিদ

ইবনে ওয়ালিদ (রা.) জানতে পারলেন, হিরাক্লিয়াস ২ লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তৈরি করেছেন।

খালিদ (রা.) হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা জানতে পেরে যুদ্ধ পরামর্শকমণ্ডলীকে নিয়ে বৈঠক করলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন সেনাপতি আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.) যেনো সকল সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করে নেন। বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রয়োজন। খালিদের (রা.) পরামর্শে রাজি হয়ে আবু উবাইদাহ (রা.) নির্দেশ দিলেন সকল সৈন্য-সামন্ত যেনো জাবিয়া নামক স্থানে একত্রিত হয়। এ সিদ্ধান্তে হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের পরামর্শক্রমে উবাইদাহ (রা.) সকল সৈন্যকে ইয়ারমুক নদীর তীরে এসে একত্রিত হতে নির্দেশ দিলেন। এ জায়গাটি অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য বেশ উপযুক্ত ছিলো।

মুসলিম সৈন্যরা ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়ারমুকে এসে পৌঁছে যায়। এরপর একই মাসে বাইজান্টিন সৈন্যরাও ইয়ারমুকে এসে হাজির হয়। পরবর্তী এক মাস সময় কেটে গেলো। এসময় উভয় সৈন্যদলের কমান্ডাররা যুদ্ধ ছাড়াই কোনো সমাধান হয় কি না সে চেষ্টা চালিয়ে যান। খালিদ (রা.) নিজে বাইজান্টিন প্রধান কমান্ডার ভাহানের সাথে সাক্ষৎ করেন। একই সময় আরো অতিরিক্ত মুসলিম সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।

অবশেষে ১৫ আগস্ট ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ দিনব্যাপী স্থায়ী এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয় অর্জিত হয়। এ যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে বাইজান্টিন শক্তির অবসান ঘটে।

৬৩৮ সালের দুর্ভিক্ষ

সমগ্র আরব এলাকা এ দুভিক্ষের কবলে পড়ে যায়। ফলে অনেক মানুষ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজধানী মদিনার দিকে মানুষ জীবনরক্ষার্তে ছুটে আসে। খলিফা উমর ইবনে খাতাব (রা.) মুসলিম খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের নিকট সাহায্যের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। এ রকম একটি চিঠি আবু উবাইদাহর (রা.) নিকটও আসে। তিনি প্রতিউত্তরে বললেন: “আমি এমন দীর্ঘ সাহায্যের কাফেলা পাঠাচ্ছি যার এক দিক হবে সিরিয়া ও অন্যদিক মদিনা।”

এ নিশ্চয়তা সত্য ছিলো। সিরিয়া থেকে আবু উবাইদাহর (রা.) কাফেলায় ছিলো খাদ্য বহনকারী ৪,০০০ উটের এক বিশাল বহর। হযরত উমর (রা.) মদিনা শরীফের চতুর্দিকে একত্রিত হওয়া অসংখ্য মানুষকে সাহায্য সামগ্রী নিজেই বিতরণ করার জন্য হযরত আবু উবাইদাহকে নির্দশ দিলেন। খলিফা সামান্য উপহারস্বরূপ

আবু উবাইদাহকে ৪,০০০ দিনার দিতে চাইলে তিনি গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে বললেন, "এসব কাজ ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টিকল্পে করেছি।"

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমওয়াস মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমান জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত 'মাজার আবু উবাইদাহ' নামক এলাকায় তিনি সমাহিত আছেন। সমাধিস্থলের পাশে তাঁর নামে একটি বড় সমজিদও আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁকে চিরপ্রশান্তির বেহেশতের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(১০)
হযরত সা'ইদ বিন জায়িদ (আবুল আওয়ার) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ২৩ হি.পূ., ৫৯৪ খ্রি., (আনুমানিক), / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫০ হি., ৬৭১ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারাহ, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।
পিতার নাম: জায়িদ বিন 'আমর বিন নুফায়েল।
মাতার নাম: ফাতিমা বিনতে বা'আজা।
ভাইবোন: ১. 'আতিকাহ বিনতে জায়িদ।
স্ত্রী: ১. ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, ২. খাইরা বিনতে ক্বায়েস ।
পুত্র-কন্যা: ১. আসমা বিনতে সা'ইদ বিন জায়িদ, ২. হিশাম বিন সা'ইদ বিন জায়িদ, ৩. আবদুর রহমান।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি 'আদি), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, উহুদ-খন্দক-খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই সাহাবীকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

প্রাথমিক যুগে ইসলামে দীক্ষিত সা'ইদ (রা.) মক্কায় থাকাকালে কুরাইশদের কর্তৃক নির্যাতন ও অপমানের শিকার হয়েছিলেন। মদিনা শরীফে হিজরতের পর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি বীরের মতো লড়াই করেছেন।

প্রাথমিক জীবন

সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) মক্কা মুকাররমার কুরাইশ বংশের বনি আদি শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারবর্গ প্রাজ্ঞতা, নেতৃত্ব ও শক্তিশালী নৈতিক মূল্যবোধের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো।

---

[১৩] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

সা'ইদের প্রাথমিক জীবনে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তাঁর পিতা জায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল। কুরাইশদের মতো জায়িদ ইবনে আমর বহুঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বরং ইব্রাহিমের (আ.) একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন: "আমি ইব্রাহিমের (আ.) প্রভুকে উপাসনা করি। আমি প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করি না।"[১৪]

ইবনে আমর করুণা ও ন্যায়বিচারের জন্য সবার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মক্কার বিভিন্ন মূর্তির নামে জবাইকৃত পশুর মাংস তিনি ভক্ষণ করতেন না। মহিলাদের প্রতি খারাপ আচরণ ও মূর্তিপুজার জন্য খোলামেলাভাবে কুরাইশদের সমালোচনা করতেন। তাঁর পুত্র সা'ইদ ইবনে জায়িদ অল্প বয়সের ছিলেন যখন তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পুত্রকে অসিয়ত করতে গিয়ে বললেন: "বাবা জায়িদ! আমাদের মধ্য থেকে একজন নবীর আগমন আসন্ন। তুমি তখন জীবিত থাকলে তাঁকে অনুসরণ ও সমর্থন করবে।"

হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) পিতার এ কথাগুলো ভুলেন নি। তিনি নতুন নবীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

সা'ইদ (রা.) পরিণত বয়সে পদার্পণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতী জিন্দেগী শুরু হয়। তিনি কালবিলম্ব না করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যান। একই সময় তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাবকে বিয়ে করেন। আমরা ইতোমধ্যে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের ঘটনাটি উল্লেখ করেছি। উমরের (রা.) ইসলামগ্রহণের সময় ফাতিমা ও তাঁর স্বামীর বিরাট অবদান ছিলো।

মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত

নতুন ধর্মমতে বিশ্বাসী মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের নির্যাতন নিপীড়ন ও জ্বালাতন বাড়তে থাকে। এ থেকে বেঁচে থাকতে ও শান্তিমতো ধর্মপালনের নিশ্চয়তা লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মদিনা শরীফে হিজরত করতে নির্দেশ দিলেন। সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা.) এ নির্দেশে সাড়া দিয়ে মদিনা শরীফে হিজরত করেন। পেছনে ফেলে আসলেন নিজের বাড়িঘর ও বিষয়-সম্পদ। অবশ্য এ ত্যাগ সকল মুহাজিরই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলেন।

মুহাজিরদের সকলকে মদিনার আনসাররা উন্মুক্ত উষ্ণ হৃদয়ে স্বাগতম জনান। হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু অন্যান্য সকল মুহাজিরদের মতো

---

[১৪] ইবনে ইসহাক, নবীর সীরাত।

মদিনা শরীফে নিজেদের জীবন গড়তে প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করেন। আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

-যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেবো এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক। (১৬:৪১)

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) উহুদ, খন্দক, খাইবার ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবু সুফিয়ানের কাফেলা পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন। ফলে তিনি যুদ্ধে সরাসরি শরীক হতে পারেন নি। তবে তাঁকে গণিমতের অংশ দেওয়া হয়েছিলো। পরে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। আরো কয়েকটি অভিযানেও সাধারণ সৈন্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম খলিফার সময় তাঁর ভূমিকা

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ক্ষমতায় আসার পরই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো রিদ্দা যুদ্ধসমূহ। অনেকে মিথ্যা নবীর দাবীদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যরা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি খলিফার একজন পরামর্শকও ছিলেন। আবু বকরের (রা.) মতো সা'ইদও (রা.) এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম একটি মিশন এবং তা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) খিলাফতকালে তাঁর ভূমিকা

উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) খিলাফতকালে তাঁর আপন বোনের স্বামী সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খিদমাতে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। সৈন্য হিসাবে সে সময়কার প্রধান প্রধান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষকরে বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে (৬৩৬ খ্রি.) তিনি একদল সৈন্যের কমান্ডার হিসাবে বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধের ফলে বাইজান্টিন সম্রাজ্য

ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যায়। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সা'ইদকে (রা.) খুব সম্মান করতেন। প্রায়শই তাঁর সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শও করতেন।

হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু উসমান ইবনে আফফান (রা.) ও আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) এ উভয় খলিফার খিলাফতকালে জীবিত ছিলেন। তবে এ সময় সা'ইদ (রা.) নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন। মুসলিম জনপদে যখন ফিতনা সৃষ্টি হয় তখন তিনি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যে সময় কাটাতেন। হযরত আলীর (রা.) খিলাফতকালে প্রথম ফিতনা আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় সা'ইদ ইবনে জায়িদ (রা.) কোন পক্ষাবলম্বন করেন নি। তিনি সবাইকে বলতেন মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই কাম্য নয়।

শেষ ক'টি দিন

হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু শেষ জীবনে নিজেকে সমাজকর্ম ইত্যাদি থেকে দূরে রাখেন। তিনি আল্লাহর জিকির-আজকার ও ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটাতেন।

সাহাবী হযরত সা'ইদ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে ৫১ হি. (৬৭১ খ্রি.) এ দুনিয়ার মায়া ছেড়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুস্থান আকিক উপত্যকা থেকে মরদেহ মদিনা শরিফে নিয়ে আসা হয় ও জান্নাতুল বাকি কবরস্থাতে কবর দেওয়া হয়। প্রখ্যাত সাহাবি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে গোসল করিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাক্বামাতকে আরো বেশি উন্নত করুন। আমিন।

(১১)
হযরত মুস'আব ইবনে 'উমাইর (আবুল উমাইর/আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: (তারিখ অজানা), / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি., ৬২৫ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারাহ, শহিদ (উহুদ)।

পিতার নাম: 'উমাইর বিন হাশিম।

মাতার নাম: খুন্নাস বিনতে মালিক।

ভাইবোন: ১. আবু রোম ইবনে 'উমাইর, ২. আবু আজিজ ইবনে 'উমাইর।

স্ত্রী: ১. হাম্মানাহ বিনতে জাহ্শ।

পুত্র-কন্যা: ১. জয়নব বিনতে মুস'আব ইবনে 'উমাইর।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, দায়ী, ফিক্‌হ।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি 'আবদে দার), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, দূত, কুরাইশ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুস'আব ইবনে 'উমাইর (রা.) কুরাইশ বংশের বনি আবদে দার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বছর কি ছিলো তা জানা নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন তিনি ৫৯৪ খ্রি. থেকে ৫৯৮ খ্রি. মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, তিনি খুব অল্প বয়সের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। মুস'আবের (রা.) পিতার নাম ছিলো 'উমাইর ইবনে হাশিম। তাঁর পরিবার মক্কা শরীফের একটি ধনাঢ্য ও প্রভাবশীল পরিবার ছিলো। অল্প বয়সেই মুসা'আব (রা.) কুরাইশদের পরামর্শ সভায় যোগ দিতেন।

ইসলামগ্রহণ

প্রাথমিক মুসলিমরা দারুল আরকাম গৃহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ জমায়েত হতেন। এই গৃহটি ছিলো ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের মতো।

[১৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

৬১৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। একদিন মুস'আব ইসলাম ধর্মের কথা শ্রবণ করে এই গৃহে গেলেন নতুন এ দ্বীন সম্পর্কে আরো বেশি জানার উদ্দেশ্যে। সেখানে কুরআন শরীফের সুমধুর তিলাওয়াত শ্রবণ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী বক্তব্য শুনে নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। সাথে সাথে ইসলামে দীক্ষিত হলেন।

তখনকার অনেক নওমুসলিমের মতো মুস'আব (রা.) ইসলামগ্রহণের কথাটি গোপন রাখেন। তিনি তাঁর মায়ের নিকটও এ খবরটি প্রকাশ করলেন না। তিনি চিন্তিত ছিলেন, তাঁর মাতা এ সংবাদে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। তবে একদিন উসমান ইবনে তালহা মুস'আবকে দারুল আরকামে প্রবেশ করতে দেখলেন। তিনি গৃহে ঢুকে সবার সাথে নামায পড়লেন। ফলে তাঁর ইসলামগ্রহণের সংবাদ আর গোপন থাকলো না। শীঘ্রই তাঁর মাতাও জেনে গেলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি মুস'আবকে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখলেন। মুস'আবকে নতুন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে প্রচণ্ড চাপ দিলেন। কিন্তু মুস'আব বললেন, মরে গেলেও সত্যধর্ম ইসলামকে পরিত্যাগ করবো না। পরবর্তিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আবকে বললেন, তুমি আবিসিনিয়ায় হিজরত করো।

ইসলামের প্রথম দূত

মুস'আব ইবনে 'উমাইরকে (রা.) ইসলামের প্রথম দূত হিসেবে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে পৌঁছুয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। ইতোমধ্যে আনসারদের সাথে আকাবার প্রথম বাইআত হয়ে যায়। মদিনা শরীফে দাওয়াতী কার্যে তাঁকে সহযোগিতা করেন আসাদ ইবনে জুরারাহ নামক এক আনসার। মুস'আবের দাওয়াতে অনেক লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ক'জন হলেন সা'দ ইবনে মু'আদ, উসাইদ ইবনে হুদাইর এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ

মুস'আব (রা.) কুরাইশদের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ জঙ্গে বদরে অংশগ্রহণ করেন। এ অভিযানে ৩১৩ জন সাহাবী বীর দর্পে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় সিনিয়ে আনেন। নেতৃস্থানীয় অনেক সাহাবা এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবি তালিব, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, জুবায়ের ইবনে আউওয়াম, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু যার গিফারী, বিলাল ইবনে রাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ নেতৃস্থানীয় আসহাবে কিরাম এবং আরো অনেকে যুদ্ধ করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধ ও শাহাদতবরণ

উহুদের যুদ্ধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আবকে পতাকা বহনের দায়িত্ব দেন। যুদ্ধের সময় একদল তীরন্দাজ ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গণিমতের মাল সংগ্রহে লেগে যান। অবশ্য কুরাইশরা তখন যুদ্ধ হারার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও অ-মুসলিম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পেছন থেকে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে অবস্থা পাল্টে দেন। মুশরিকরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। উপস্থিত এ বিপদের সময় মুশরিকরা তাদের মনোযোগ তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনতে পতাকাবাহী মু'সআব 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবির দিতে থাকেন। অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরাইশদের হামলা থেকে রক্ষা করতে তিনি তাকবির দিচ্ছিলেন।

কুরাইশরা পতাকাবাহী মুস'আবকে আক্রমণ করলো। তাঁর ডানহাতে পতাকা ছিলো। আঘাতের ফলে হাতটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করতে করতে পতাকাটি বাম হাতে নিয়ে গেলেন। এবার তাঁর বাম হাতেও প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। তিনি পতাকা ছাড়লেন না। অবশেষে ইবনে কামি'আহ নামক এক মুশরিক তাকে এমন শক্ত আঘাত করলো যে, মুস'আব (রা.) এতে শহিদ হয়ে গেলেন।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আবের মরদেহের নিকট দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করলেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ * فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ * وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

-মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে, তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (৩৩:২৩)

এরপর তিনি আরো বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তুমি আল্লাহর দৃষ্টিতে শহিদ হয়েছো।"

মুস'আব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী হাম্মানাহ বিনতে জাহশ্ প্রথমে তাঁর মামা ও ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে বললেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন"। এরপর যখন নিজের স্বামী মুস'আবের (রা.) মৃত্যু সংবাদ জানলেন তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

আল্লাহ তা'আলা শহিদ মুস'আব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(১২)
হযরত আবু হুরাইরাহ (আবদুল্লাহ ইবনে সখর দাউসি) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১২ হি.পূ., ৬০৩ খ্রি., / বাহাহ, ইয়েমেন।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫৯ হি., / ৬৮১ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারাহ, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ।
পিতার নাম: উমাইমা।
মাতার নাম: মাইমুনা।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: ১. বুশরা বিনতে গাযওয়ান।
পুত্র-কন্যা: ১. এক মেয়ে।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), ফযল ইবনে আব্বাস (রা.), উবাই ইবনে কা'আব (রা.), উসামা ইবনে যায়িদ (রা.), আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), কা'ব আহবার (রা.) এবং অন্যান্য।
অন্যান্য: বংশ- ইয়েমেনী দাউসি, শেষের দিকের মুসলিম, সর্বোচ্চ হাদিস বর্ণনাকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী। তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু হুরাইরাহ দাওসী ইয়েমেনী রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

তাঁর ইসলামগ্রহণ

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু গোষ্টি প্রধান হযরত তুফায়েল বিন 'আমর দাওসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি বিখ্যাত দাওসী গোষ্টির সদস্য ছিলেন। দক্ষিণ আরবের লোহিত সাগরের তীরবর্তী তিহামা অঞ্চলে এই দাওসী পরিবার বাস করতেন।

---
[১৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

গোত্রপ্রধান তুফায়েল দাওসী মক্কা শরীফে গিয়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ইসলাম কবুল করে নিজের এলাকায় ফিরে আসেন। তিনি তাঁর গোত্রের সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অধিকাংশ মানুষ সাড়া না দিলেও আবু হুরাইরাহ (রা.) সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে নেন।

মক্কা শরীফে গমন

হযরত তুফায়েল (রা.) কিছুদিন পর মক্কা শরীফ যেতে প্রস্তুত হন। এ সময় আবু হুরাইরাহ (রা.) তাঁর সঙ্গে মক্কা শরীফ গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা পোষণ করেন। তুফায়েল (রা.) খুশিমনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

আখেরী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরাইরাহর (রা.) সাথে কথা বললেন:

-তোমার নাম কি?

-আবদুশ শামস (সূর্যের গোলাম)।

-এখন থেকে আবদুর রহমান (রহমানের গোলাম) হলে কেমন হয়?

-জী হ্যাঁ, আবদুর রহমান হলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.)।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবু হুরাইরাহ (বিড়লের বাবা) বলে সম্বোধন করেন। এর কারণ ছিলো বিড়ালের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। প্রায়ই একটি বিড়াল ছানা কোলে নিয়ে হাঁটতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ প্রথম সাক্ষাৎ শেষে আবু হুরাইরাহ (রা.) তিহামায় ফিরে যান। তবে হিজরতের সপ্তম বছর মদিনা শরীফে গমন করেন। তাঁর সঙ্গে দাওসী গোত্রের আরো কয়েকজন ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার অভিযানে ছিলেন। দুঃস্থ দুর্গত অবস্থায় তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে মসজিদে ননবীর 'সুফ্ফায়' আশ্রয়গ্রহণ করলেন। এভাবে তিনি আহলে সুফ্ফার সদস্য হলেন।

তাঁর মায়ের পথনির্দেশনা

তিনি তখনও বিয়ে-শাদি করেন নি। তবে তাঁর সাথে তাঁর মাতা ছিলেন, যিনি তখনও মুশরিকাহ। আবু হুরাইরাহ (রা.) মায়ের ইসলাম কবুলের জন্য সর্বদা দু'আ করতেন। তাঁকে বার বার অনুরোধও করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অটল- ইসলাম কবুল করবেন না।

একদিন তিনি মাকে বললেন, দয়াকরে এক আল্লাহয় বিশ্বাস করুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করুন। তাঁর মাতা এতে রাগান্বিত

হলেন। আবু হুরাইরাহ (রা.) এতে অন্তরে খুব ব্যথা অনুভব করলেন। তাঁর চোখ দুটো অশ্রুতে ভিজে গেল। তিনি ছুটে গেলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ক্রন্দনরত দেখে জিজ্ঞেস করলেন:

-কী হয়েছে আবু হুরাইরাহ?

-আমি যতবার আমার মাকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিয়েছি, তিনি ততবার নাকচ করে দেন। আজও আমি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি এমন কিছু কটুকথা বললেন যা আমি পছন্দ করি নি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুগ্রহ করে আপনি আমার মায়ের জন্য দুআ করুন যাতে তিনি সত্যকে মেনে নিতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আবদার রক্ষা করলেন। আবু হারইরাহ (রা.) বলেন, আমি খুশি মনে দ্রুত হেঁটে নিজ গৃহে চলে আসলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো কতো দ্রুত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল হয়-তা জানবো। বাড়িতে এসে দরোজায় কড়া নাড়লাম। মা বললেন, "একটু অপেক্ষা করো বাবা!" এরপর কিছুক্ষণ পর দরোজা খুলে দিয়ে বলতে লাগলেন, "আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।"

আবু হুরাইরাহ (রা.) আরো বলেন, খুশিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভালো খবর। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আয় সাড়া দিয়েছেন। তিনি আমার মাকে ইসলাম কবুলে সাহায্য করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা

তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে মুহাব্বত করতেন ও সুনজরে দেখতেন। আবু হুরাইরাহ (রা.) সর্বদা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেহারা মুবারকের দিকে তাকাতেন। তাঁর নিকট নূরানী এ চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখাতো। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুবারক মুখনিঃসৃত কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতেন। তিনি কখনো তাঁর কথাগুলো একবার শ্রবণ করলে আর ভুলতেন না। এই উত্তম সুযোগের জন্য আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। তিনি দু'আ করতেন: "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আবু হুরাইরাকে ইসলামগ্রহণে সাহায্য করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আবু হুরাইরাহকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আবু হুরাইরাকে শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।"

জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ

মদিনা মুনাওয়ারায় আসার পর থেকেই তিনি নিজেকে জ্ঞানার্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন। হযরত জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: "আমি, আবু হুরাইরাহ এবং আরো এক বন্ধু একদিন মসজিদে বসে আল্লাহর ইবাদত ও জিকির আজকারে নিমজ্জিত ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের কাছে এসে বসে গেলেন। আমরা নীরব হয়ে গেলাম। তিনি তখন বললেন, "তোমরা যা করছিলে তা করতে থাকো।"

সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, "আমিন"। এরপর আবু হুরাইরাহ (রা.) এই বলে দু'আ করলেন, 'হে রব! আমি আমার দু'জন সাথী যা দু'আ করলেন আমিও তা-ই করলাম এবং আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি এমন জ্ঞানের যা কখনও ভুলা যাবে না।' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন, "আমিন"। আমরাও এবার বললাম, 'আমরা এমন জ্ঞান অর্জনের আবদার জানাচ্ছি যা কখনো ভুলা যাবে না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, "দাওসী ছেলেটা এর জন্য তোমাদের পূর্বে আবদার জানিয়েছে।"

হযরত আবু হুরাইরাহর (রা.) অসাধারণ স্মরণশক্তি

হযরত আবু হুরাইরাহর (রা.) নিকট সময়ের অভাব ছিলো না। অন্যান্য অনেক মুহাজিরুনের মতো তিনি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতেন না। অন্যদিকে অনেক আনসারের মতো তাঁর কোন চাষাবাদের জমিও ছিলো না। তিনি সর্বদা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনায় থাকতেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। বিভিন্ন অভিযানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন।

তাঁর অত্যাশ্চর্য স্মরশক্তিসহ তিনি চার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে সকল মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি অসাধারণ স্মরণশক্তির এক বড় তুহফা দান করেছেন। তিনি তা ইসলামের জন্য পুরোদমে কাজে লাগিয়েছেন। অনেক সাহাবা তাঁর অসংখ্য হাদিস স্মরণে আছে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

একদা মারওয়ান বিন হাকাম আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্মরণশক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁর সাথে এক কক্ষে বসলেন এবং পর্দার আড়ালে একজন লেখককে বসালেন, যার সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ (রা.) জানতেন না। তিনি লেখককে নির্দেশ দিলেন আবু হুরাইরাহ (রা.) যা-ই বলেন না কেনো তুমি তা লিখে

রাখবে। এরপর আবু হুরাইরার সাথে অনেক হাদিস নিয়ে আলোচনা হলো। এক বছর পর মারওয়ান আবু হুরাইরাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি যে আমার নিকট এক বছর পূর্বে কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করেছিলে, যা লেখক লিখেছিলেন, এগুলো এখন আবার বলো। আবু হুরাইরাহ (রা.) সবগুলো হাদিস হুবহু বর্ণনা করলেন। তিনি একটি শব্দও ভুলে যান নি। সুবহানাল্লাহ।

তাঁর শেষের দিনগুলো

সে সময় অবশ্যই উপস্থিত হলো যখন মুসলিমরা বিরাট সম্পদের মালিক হলেন। আর হযরত আবু হুরাইরাহও (রা.) সম্পদের মালিক হলেন। তাঁর ছিলো একটি আরামদায়ক বাড়ি, ছিলো একজন স্ত্রী ও সন্তান। এই পরিবর্তন কিন্তু আবু হুরাইরার (রা.) ব্যক্তিত্বকে বদলাতে পারেনি। তিনি সে অভাব-অনটনের দিনগুলো ভুলতে পারেন নি। তিনি বলতেন: "আমি একজন ইয়াতিম হিসেবে বড় হয়েছি। এক গরীব লোক হয়ে মুহাজির হয়েছি। আমি বুশরা বিনতে গাজওয়ানের কাছ থেকে পেটের খাদ্য গ্রহণ করতাম। যারা সফর থেকে আসতেন তাদেরকে আমি সেবা করতাম ও তারা যখন যাত্রা করতেন তখন তাদের উট টেনে নিতাম। এরপর আল্লাহ আমাকে এই মহিলার (বুশরা) সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। সুতরাং মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, তিনি তাঁর ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আবু হুরাইরাকে ইমাম বানিয়েছেন।"

শেষের কথাটি মদিনা শরীফের প্রশাসক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাঁর অনেক সময় যেতো আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে। তাঁর পরিবারের একটি নিয়মিত আমল ছিলো কিয়ামুল লাইল ও ইবাদত। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় সজাগ থাকতেন। আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘরে এমন কোনো রাত কাটতো না যে রাত ইবাদত, জিকরুল্লাহ ও সালাত হয়নি।[১৭]

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫৯ হিজরি সনে (৬৭৯ খ্রি.) মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন তখনকার মদিনা শরীফের প্রশাসক ওয়ালিদ ইবনে উৎবা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি মদিনা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন।[১৮]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বান্দার মর্যাদা আরো বেশি উন্নত করুন। আমিন।

---

[১৭] https://www.imamghazali.org/resources/abu-huraira-biography
[১৮] https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hurayra

(১৩)
হযরত সালমান ফারসি (আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৯]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: (তারিখ অজানা), / কাজেরুন, ইরান।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৬ হি., / ৫৮৯ খ্রি., / মাদাইন, ইরাক, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, শাসক, ফিক্হ।

পিতার নাম: বুদাখশান বিন মুরসালান।

মাতার নাম: অজানা।

ভাইবোন: ১. জানা নেই।

স্ত্রী: ১. জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: ১. জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- ফারসি, গোলাম (পরে মুক্ত), খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর নাম ছিলো সালমান। তিনি আবু আবদুল্লাহ নামেও পরিচিত। তাঁর জন্মস্থান তখনকার পারস্য অঞ্চলে হওয়ায় তিনি সালমান ফারসি নামে সুপরিচিত। শরীফ বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের মারপ্যাঁচে তিনি ক্রীতদাসে পরিণত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের এক ইয়াহুদির নিকট থেকে তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করেছিলেন। হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি ও প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

জন্ম, বাল্য, শৈশব ও যৌবনকাল

পরস্য সম্রাজ্যাধীন বর্তমান ইরানের ইসফাহানের নিকটস্থ জাইয়্যান নামক স্থানে হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্ম হয়। পিতা-মাতা তাঁর নাম রাখেন রুজবেহ। তিনিই ছিলেন প্রথম পারস্যবাসী যিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর

---
[১৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

পিতামাতা তখনকার পারস্যের ধর্ম 'জরাথ্রুস্ট' অনুসরণ করতেন। এ ধর্মাবলম্বীরা অগ্নিপুজক ছিলো।

পিতার একমাত্র ছেলে সালমানকে নিজের মতো একজন জরাথ্রুস্ট ধর্মজাজক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সালমানকে এই প্রাচীন ধর্মমতের ওপর লেখাপড়া করতে হয়েছিল। কিন্তু সালমান এই ধর্মমতের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করতেন না। সত্যিকার ধর্ম কোনটি সে সন্ধানে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন।

একদিন তাঁর পিতা তাঁকে নিজেদের জমিজমা দেখভালের জন্য দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করলেন। ফেরার সময় সালমান একটি চার্চের নিকট দিয়ে আসছিলেন যখন তিনি শুনতে পেলেন উপাসনার সুর। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে দেখা করলেন। তাদের ধর্মমত সম্পর্কে জানলেন। সবকিছু শুনে ও দেখে তিনি অভিভূত হলেন। বাড়িতে ফিরে পিতার নিকট সবকিছু বললেন। পিতা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি ছিলেন কট্টর অগ্নিপূজক। কালবিলম্ব না করে সালমানকে লোহার চেইন দ্বারা বেধে রাখলেন।

অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা

খ্রিস্টান পাদ্রী তাঁকে বলেছিলেন, তাঁদের প্রধান পাদ্রী সিরিয়ায় বাস করেন। সালমান লোক মারফতে জানতে পারলেন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে একটি কাফেলা শীঘ্রই রওয়ানা হবে। তিনি অনেক চেষ্টা করে বাধনমুক্ত হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। সিরিয়ার কাফেলার সঙ্গী হয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সিরিয়া পৌঁছুয়ে বড়ো চার্চটি খোঁজে বের করলেন। প্রধান পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। সালমান দীর্ঘদিন এখানে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, যে সত্যের সন্ধানে আছেন তা তিনি পান নি। খ্রিস্টধর্মেরও অনেক ব্যাপার তাঁর মনঃপুত হলো না। তিনি ভাবলেন আসল সত্য কোথায় পাবো? প্রধান পাদ্রী যখন মৃত্যুশয্যায় সালমান তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখন কার খাদিম হবো? পাদ্রী বললেন, তুমি মসুলে যাও। সেখানে একজন বড়ো মাপের ধর্মগুরু আছেন। তুমি তাঁর খেদমত করবে।

সালমান মসুলে এসে ঐ পাদ্রীকে পেলেন বটে কিন্তু তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। কিছুদিন পর তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে সালমান তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমি কোথায় যাবো- কার খিদমাত করবো? এই পাদ্রীও আরেক পাদ্রীর কথা বললেন। তিনি সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকার পর পুনরায় আরেক বড়ো পাদ্রীর সন্ধানে রুমের নিকটস্থ আমুরিয়াহ শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আমুরিয়াহর বিশপ মারা যাওয়ার পূর্বে একদিন সালমানকে বললেন, আরব উপদ্বীপে একজন নবীর আগমন নিকটবর্তী। তিনি এমন এক শহরে আসবেন যেখানে থাকবে সবুজে ঘেরা খেজুর গাছ। তিনি সাদকা গ্রহণ করবেন না। তাঁর কাঁধে থাকবে নবুওয়াতের সীল। এসব কথা শুনে আরবের এই নবীকে খোঁজে বের করতে সালমান ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। কিন্তু কিভাবে এত দূরে পাড়ি জমাবেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ

সত্যের সন্ধানীকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন। আমানিয়াহ শহরে কালব নামক একটি আরব গোত্র ছিলো। এরা প্রায়ই আরবদেশে বাণিজ্যে যেতো। সালমান তাদেরকে উপযুক্ত টাকা প্রদান করে ভ্রমণ সঙ্গী হতে রাজী করালেন। আরব উপদ্বীপে পৌঁছুয়ে কিন্তু কালব কাফিলা সালমানের সঙ্গে বে-ঈমানী করলো। তাঁকে অল্প মূল্যে এক ইয়াহুদির নিকট বিক্রি করে দিলো। এভাবে পারস্যের উচ্চবংশে জন্মগ্রহণকারী সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ক্রীতদাসে পরিণত হলেন।

তবে আল্লাহর কলা-কৌশল তো আর কেউ বুঝতে পারে না। ক্রীতদাস হওয়ার কারণেই শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুলেন। মালিক ইয়াহুদি সালমানকে তার এক ভাতিজার নিকট বিক্রি করলো। বনি কুরাইজা গোত্রের ভাতিজার একটি খেজুর বাগান ছিলো পরবর্তীতে মদীনা নামে খ্যাত ইয়াসরিবের নিকটে। সালমান সেখানে পৌঁছুয়ে 'সবুজে ঘেরা খেজুর বৃক্ষের শহর' দেখতে পেলেন।

কিছুদিন পরই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে ইয়াসরিবে আসলেন। সালমান বুঝতে পারলেন এই নবীর কথাই তাকে ঐ পাদ্রী অবগত করেছিলেন। হযরতের সাথে দেখা করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। কিন্তু ইয়াহুদি মালিক যাত্রা করতে তাঁকে ছুটি দিলো না। অনেক চেষ্টার পর একদা সালমান নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সাবাহা হিসেবে মর্যাদা লাভ

বেশ কিছু খেজুর সঙ্গে নিয়ে হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো আমি সাদকা হিসেবে দিচ্ছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকা গ্রহণ করেন না, বিধায় একটি খেজুরও খেলেন না। এরপর সালমান আরেকদিন আসলেন। এবারও কিছু খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট পেশ করার পূর্বে বললেন, এগুলো হাদিয়া হিসেবে এনেছি। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরগুলো গ্রহণ করলেন। নিজে খেলেন ও সাহাবায়ে কিরামকে খেতে দিলেন।

এরপর সালমান পেছন দিকে গেলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাঁধ মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন। সালমান তখন নবুওয়াতের চিহ্নটি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন, তাঁর সম্মুখেই উপস্থিত আছেন আখিরী জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি হাটু মাটিতে রেখে নতজানু হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করলেন। চোখ বেয়ে পড়তে লাগলো অশ্রু। এরপর সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের কাহিনী বর্ণনা করলেন। অবশেষে সালমানকে মুক্ত করতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আসহাবে কিরামকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বললেন। সুতরাং এভাবেই হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের খিদমাতে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। লোকে তাঁকে প্রশ্ন করতো, "আপনার বংশ পরিচয় কী?" তিনি জবাব দিতেন, "আমি সালমান ইবনে ইসলাম ইবনে আদম!"

খন্দকের যুদ্ধে তাঁর পরামর্শ

মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট কাফির-মুশরিক বাহিনী মদীনা শরীফ আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। কীভাবে শহরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষ করা যায় এ ব্যাপারে এক পরামর্শসভা ডাকলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন কিন্তু কোনোটিই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনঃপুত হচ্ছিলো না। অবশেষে সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আমি যখন পারস্যে ছিলাম তখন দেখেছি সৈন্যরা শত্রুদের প্রতিহত করতে গভীর খাল খনন করতো। শত্রুসৈন্য ঘোড়া বা হাতী দিয়ে খাল পার হতে বেগ পেতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। পদাতিক সৈন্যরা খাল পার হতে গিয়ে ভীষণ হতাহতের স্বীকার হয়েছে। আমরা উপযুক্ত এলাকায় খন্দক বা খাল খনন করতে পারি।" তাঁর এ পরামর্শ সবার পছন্দ হলো। যেদিকে শত্রুসেনারা মদীনা আক্রমণ করবে বলে নিশ্চিত জানা গেলো সেদিকে দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হলো। ফলে সত্যিই শত্রু সেনারা আটকে গেলো। তারা কিছুতেই খন্দক অতিক্রম করে আক্রমণ করতে পারলো না। আর খন্দকের ধারণা ছিলো আরব সৈন্যসামন্তের নিকট সম্পূর্ণ অভিনব এক কৌশল। হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পরামর্শে খন্দক খননের ফলে প্রায় একমাস মদিনা অবরোধ করে রাখার পর, আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে সৈন্য-সামন্তসহ মক্কায় ফিরে গেলেন।

হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকল প্রধান যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইরাক জয়ের সময় তিনি হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কুফা নগরীর গোড়াপত্তনের জন্য।

বিশিষ্ট গবেষক

হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উচ্চ পর্যায়ের গবেষক ছিলেন। তিনি পারস্যের ধর্ম জরাথুস্ট, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে গীভর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নতুন মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম পারস্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "সালমান হচ্ছেন হাকিম লুকমানের উত্তরসূরী।" হযরত কাব আহবার বলেন, "সালমান জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছুয়েছেন। তিনি যেনো একটি সমুদ্র যা কখনো শুকিয়ে যায় না।"

সুফিদের মতো জীবন

সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু দুনিয়াবিমুখ এক বড়ো মাফের সুফি-দরবেশ ছিলেন। সারাজীবন একটিমাত্র মোটা সুতার জুব্বা পরিধান করেছেন। তাঁকে যখন বাগদাদের নিকটস্থ মাদাইনে কিসরার শাসক নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি ৫,০০০ দিরহাম বেতন পেতেন। এর প্রায় সবকুটুই গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। বলতেন, "আমি নিজের রুজি করা টাকা দ্বারা আহার করতে পছন্দ করি।"

বিভিন্ন ঘটনা

১. হযরত আছির ইবনে আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও খাল খনন করছিলেন। শুনা গেলো একদল আনসার ও মুহাজির হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিতর্ক করছেন। উভয় দলই দাবী করছিলেন, 'সালমান আমাদের লোক'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, "সালমান আমাদের মধ্যে একজন, আহলুল বাইআতের অন্তর্ভুক্ত।"

২. ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমার চারজন সাহাবাকে ভালোবাসেন। তিনি আমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন, আমিও যেনো তাদেরকে ভালোবাসি। এরা হচ্ছেন, আলী, আবুযর, সালমান ও মিক্বদাদ।"

৩. হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, "হে বনি আবস এর ভাই! জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, কিন্তু হায়াত নির্ধারিত। সুতরাং যেটুকু ধর্মজ্ঞান তোমার প্রয়োজন তা আয়ত্ব করে নাও। বাকি যতো জ্ঞান আছে ওগুলোকে উপেক্ষা করলেও সমস্যা নেই।"

৪. হযরত সুলাইমান বিন মুগিরা হুমায়ুন বিন হিলাল থেকে রিওয়ায়েত করেন, হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একে অন্যের ভাই হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে হযরত দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু সিরিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। অপরদিকে সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বসবাস শুরু করলেন কুফায়। হযরত আবু দারদ্বা স্বীয় ভাই সালমানের নিকট একখানা পত্র লেখেন। সালাম শেষে তিনি লিখলেন: "আমরা দুজন আলাদা হওয়ার পর আমি সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছেন।"

হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তর লিখলেন: "আপনি ভালোই জানেন ভাই, উত্তমতা ও দয়াপরবশ অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির মধ্যে থাকে না। উত্তমতা আছে জ্ঞান ও আত্মসংযমে। বিশেষকরে উপকারী জ্ঞান দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। স্থান কাউকে সুফল দান করে না। আমল করো এরূপ, যেনো তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। নিজেকে মৃতদের সঙ্গে তুলনা করো।"

কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতিল মাউত

সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মাদাইন শহরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আবু উবাইদ বলেন, তিনি ৩৬ হিজরি সনে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। আব্বাস ইবনে ইয়াজিদ বাহরানীর মতে অধিকাংশ মানুষ জানতেন যে, হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩৫০ বছর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে ২৫০ বছর জীবিত থাকা সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের একজন শিষ্যকে দেখেছেন। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বেশি অবগত।

হে আল্লাহ! আপনি জ্ঞান তাপস সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(১৪)
হযরত জায়িদ বিন হারিসাহ কালবি (আবু উসামা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[২০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩৫ হি.পূ., / ৫৮৮ খ্রি., / হিযাজ।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৮ হি., / ৬২৯ খ্রি., / বুসরা (কারাকের নিকট) সিরিয়া, শহিদ (মু'তা)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।

পিতার নাম: হারিসাহ বিন শরাহিল।

মাতার নাম: সওদা বিনতে তা'লাবা।

ভাইবোন: ১. বারিরা এর স্বামী মুগিত, ২. জাবলা বিনতে হারিসা।

স্ত্রী: ১. উম্মে কুলসুম বিনতে 'উকবা, ২. দুররা বিনতে আবু লাহাব, ৩. উম্মে আইমান বারাকাহ, ৪. জয়নব বিনতে জাহ্স।

পুত্র-কন্যা: ১. জায়িদ বিন জায়িদ, ২. রুকিয়্যা বিনতে জায়িদ, ৩. উসামা ইবনে জায়িদ (রা.), ৪. জয়নব বিনতে জায়িদ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আলী বিন হাশিম, কালবি, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক-মু'তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন চতুর্থতম ইসলাম কুবলকারী। তাঁর আগে মুসলমান হয়েছিলেন হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। একজন ক্রীতদাস হয়ে এ ভাগ্যবান ব্যক্তি হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার ঘরে আসেন। এটা ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিয়ের পূর্বের কথা। শাদি মুবারক পরে খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা জায়িদকে (রা.) উপহার হিসাবে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দান করেছিলেন।

[২০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

তাঁর ক্রীতদাস হওয়ার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে এক মা তার আট বছরের ছেলেকে নিয়ে আরবীয় মরুভূমি পাড়ি দিয়ে নিজের জন্মস্থানে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদল ডাকাত তাদেরকে আক্রমণ করে সাথে থাকা জিনিসপত্র তছনছ করে ফেললো। শুধু তাই নয় নরাধমরা আট বছরের শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলো।

অনেক খুজাখুজির পরও জায়িদ নামের ছেলেটির কোন সন্ধান মিললো না। এদিকে ডাকাতরা ছেলেটিকে নিয়ে গেলো মক্কা শরীফের 'উক্কাজ' নামক বিখ্যাত বাজারে। মক্কাস্থ ধনাঢ্য এক মহিলা হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম হিজামকে বললেন, 'একটি আরব জন্মকৃত বুদ্ধিমান ছেলে আমার জন্য ক্রয় করে নিয়ে এসো।'

হাকিম উক্কাজে গিয়ে জায়িদকে দেখলেন এবং তাকে খরিদ করে নিয়ে আসলেন। সুতরাং এক ভদ্রঘরের ছেলে এভাবে ক্রীতদাসে পরিণত হলেন। তবে এই দাস হওয়া বাস্তবে জায়িদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিলো। তিনি পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী হলেন।

পিতার প্রতি অনুরাগ না দেখানো

হজ্জের মৌসুমে জায়িদের বংশের কিছু লোক মক্কা শরীফ আসে। তারা জায়িদকে (রা.) দেখে চিনে ফেললো। বাড়িতে ফেরৎ যাওয়ার পর জায়িদ মক্কা শরীফে থাকার কথা তাঁর পিতাকে অবগত করেন। জায়িদের (রা.) পিতা ও চাচা ছুটে আসলেন মক্কা মুকাররমায়। সাথে কিছু মুদ্রা আনতে ভুলেন নি। সাক্ষাৎ হওয়ার পর পিতা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবদার জানালেন: "আনুগ্রহ করে আমার ছেলেটিকে মুক্ত করে দিন। আমি তার মুক্তিমূল্য দেবো। তাকে আমি বাড়িতে নিয়ে যাবো।" প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি তাকে মুক্তি দিতে কোনো মূল্য নেব না। তবে আগে জিজ্ঞেস করুন সে আপনার সাথে যাবে কি না? যদি সে যেতে চায় না, তাহলে তাকে এখানে রেখে যেতে পারেন।"

এ প্রশ্নের উত্তরে জায়িদ (রা.) বললেন, "আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কাকে আমি উত্তম মনে করতে পারি?" তাঁর পিতা বললেন: "হে জায়িদ! তুমি কি মুক্ত হতে চাওনা? ক্রীতদাস থাকাই কি তুমি পছন্দ করো?" জায়িদ জবাব দিলেন: "আমি এই মহান নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে থাকতে চাই। দাস হয়ে থাকলেও কোনো পরোয়া করি না।"

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি জায়িদের অবিশ্বাস্য আকর্ষণ ও ভালোবাসা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জায়িদ হচ্ছে আমার পুত্র। সে আজ থেকে মুক্ত।"

এ অবস্থা অবলোকন করে জায়িদের পিতা ও চাচা পরিতৃপ্ত হয়ে জায়িদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রেখে চলে গেলেন।

পিতার প্রতি সম্মানবোধ

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসহাবে কিরাম (রা.) জায়িদকে 'জায়িদ ইবনে মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। কিন্তু যখন সূরা আযহাবের ৫ নং আয়াত নাজিল হলো, তখন থেকে তারা জায়িদকে (রা.) আর এভাবে ডাকা থেকে বিরত থাকেন। আয়াতে বলা হয়েছে: "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো, এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত ..."। (৩৩:৫)

সদগুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত জায়িদ ইবনে হারিসাহ কালবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবন উজ্জ্বল একটি চাঁদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর সদগুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর জীবনকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। আনুগত্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী। জিহাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, উপাসনায় অগ্রগামীতা, দীনতা ও ধৈর্যশীলতা ছিলো তাঁর উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি শিশু বয়স থেকে শাহাদাতবরণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থক ও আনুগত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন ছিলেন।

তিনিই ছিলেন প্রথম মুক্ত ক্রীতদাস যিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক সৌভাগ্যশীল সাহাবা যার কথা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (আযহাব: ৩৭)

তায়েফে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথী

নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতী কাজে তায়েফ ভ্রমণে যান। তখন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথী ছিলেন জায়িদ ইবনে হারিসা (রা.)। কাফির মুশরিকরা যখন পাথর ছুড়ে মারছিলো তখন জায়িদ নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাঁচাতে গিয়ে অনেক পাথর নিজের দেহের মধ্যে পতিত হয়। অবশেষে তিনিও রক্তাক্ত হয়ে যান। তায়েফের এ মর্মান্তিক ঘটনা সবার জানা।

এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা

একদা হযরত জায়িদ (রা.) কোথাও ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে এক মুনাফিক ছিলো। এক জনমানবহীন স্থানে এসে মুনাফিক বললো, আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ভালো হয়। জায়িদ (রা.) তার সাথে একমত হলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে মুনাফিক তাঁকে বেঁধে ফেললো। সে বললো আজ আমি তোমাকে হত্যা করবো। জায়িদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কেনো আমাকে হত্যা করতে চাও?" সে বললো: "কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ভালোবাসেন। আর আমি তাঁকে সহ্য করতে পারি না।" জায়িদ (রা.) সাথে সাথে আল্লাহকে ডেকে বললেন: "ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

এরপর মুনাফিক এক আওয়াজ শুনতে পেলো: "তুমি ধ্বংস হবে! তাকে ছেড়ে দাও।" মুনাফিক এ আওয়াজ শুনার পরও থামলো না। জায়িদকে হত্যা করতে সে এগিয়ে এলো। এবার সে একই আওয়াজ আরো জোরেসুরে শুনতে পেলো। আরেকবার এ আওয়াজ শুনেও সে এগিয়ে এলো। হঠাৎ দেখা গেলো একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী এগিয়ে আসছেন। তাঁর হাতে ছিলো বর্শা। তিনি মুনাফিকের বুকে বর্শা দ্বারা আঘাত করলেন। এতে সে মারা গেলো। জায়িদকে বাঁধনমুক্ত করতে করতে তিনি বললেন: তুমি জানো আমি কে? আমি জিব্রাইল!"[২১]

মূতা যুদ্ধ ও শাহাদাতবরণ

মূতা যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩,০০০। অপরদিকে রোমান সৈন্যসংখ্যা ছিলো ১,০০,০০০। জায়িদ (রা.) যুদ্ধের পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে দাওয়াত দিলেন। তারা তীর ও তলোয়ার দিয়ে জবাব দিলো। এ অবস্থা দেখে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘোড়া থেকে নেমে পায়দল যুদ্ধে লেগে গেলেন। তাঁর অনুসরণ করে সকল মুসলিম সৈন্যরা প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু করলেন। কাফিররা এক পর্যায়ে জায়িদকে (রা.) আক্রমণ করলো। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

হে আল্লাহ! হযরত জায়িদ ইবনে হারিসাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো সমুন্নত করুন। আমিন।

---

[২১] তাফসীরে কাবির, খ. ১, পৃ. ১৫৪।

(১৫)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (আবু আবদুর রহমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[২২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩২ হি., / ৬৫৩ খ্রি., / মদিনা মুনুওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: তাফসির, ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ।

পিতার নাম: মাস’উদ বিন গাফিল বিন হাবিব।

মাতার নাম: উম্মে আবদুল্লাহ বিন মাস’উদ।

ভাইবোন: ১. উৎবা ইবনে মাস’উদ।

স্ত্রী: ১. রাইতা বিনতে আবদুল্লাহ, ২. জয়নব বিনতে আবি মু’আবিয়া।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ, ২. আবু ’উবাইদা বিন আবদুল্লাহ বিন মাস’উদ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সা’দ বিন মু’আজ (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), সাফওয়ান বিন ’আসাল (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- বনি হুযাইল, বনি জাহরা, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[২৩]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখন বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বয়স ছিলো ৪১ বছর। শারীরিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বেঁটে, পাতলা দেহগঠন বিশিষ্ট ও সাবলীল। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি ফলের গাছে উঠে ফল পেড়ে আনার জন্য বললেন। আশেপাশে জড়োত কিছু লোক আবদুল্লাহর (রা.) সরু পাগুলো দেখে হাসতে লাগলো। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা কেনো হাসছো? শেষবিচারের দিন ওজনে আবদুল্লাহর একটি পা

---

[২২] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

[২৩] https://greendome.org/abdullah-ibn-masud-1/

হবে উহুদ পাহাড় থেকেও ভারী!” এ উক্তি দ্বারা এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদের (রা.) গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর নিকট অনেক বেশি।

মদিনা শরীফের নিরাপত্তার দায়িত্ব

সাহাবায়ে কিরামরা (রা.) একদিকে জ্ঞানার্জন করছিলেন আর অন্যদিকে প্রয়োজনে জিহাদের ময়দানে বীরের মতো লড়াই করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রা.) আমাদের প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি ‘রিদ্দা যুদ্ধের’ সময় মদিনা শরীফের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া মহান সাহাবী আবু বকর (রা.) তাঁকে প্রায়শই উদ্ভূত দ্বীনি প্রশ্নাবলীর কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সঠিক সমাধান বের করতে কাজে লাগিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় অনেক ধর্মীয় সমাধান (ফাতওয়া) দিয়েছেন। তিনি শুধু নিজের ছাত্রদেরকে জ্ঞানের আলো দান করছিলেন না, সাথে সাথে উম্মাহকেও আলোকোজ্জ্বল করছিলেন।

ইবনে মাস’উদ (রা.): দ্বীনের ধনাঘারপূর্ণ জ্ঞান ও ফিকহ্

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সময় ইবনে মাস’উদ (রা.) সিরিয়া বিজয়ের অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। নতুনভাবে বিজিত অঞ্চলসমূহে তিনি ইসলামী জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রচার-প্রসার করেছেন। একদিকে তিনি কাজি হয়ে সেবাদান করেছেন, অন্যদিকে ছাত্রদেরকে কুরআন ও ফিক্‌হের ওপর শিক্ষাদান করেছেন। তবে খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) কিছু পরিকল্পনা ছিলো। যখন তিনটি এলাকার মিলনক্ষেত্র- আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া এলাকা ও পারস্য (ইরান) মুসলিম শাসনের আওতাভুক্ত হলো, তিনি সেখানে নতুন এক শহর গড়তে শুরু করেন। এ শহরের নাম কুফা। উমরের (রা.) ইচ্ছা ছিলো এই কুফা শহরকে জ্ঞানচর্চা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করা। তিনি চেয়েছিলেন এখান থেকে চতুর্দিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। এ শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (৬৩৮ খ্রি.) বিখ্যাত সাহাবি ও সেনাপতি সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

কুফা শহর স্থাপনের পর খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদকে (রা.) ডেকে পাঠালেন। ইবনে মাস’উদ (রা.) তখন হম্‌সে (সিরিয়া) বিভিন্ন দ্বীনি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উমর (রা.) নতুন শহর কুফার কাজি, উস্তাদ ও কোষাগারের দায়িত্ব দিলেন হযরত ইবনে মাস’উদকে। আর প্রশাসক

হিসাবে নিযুক্ত করলেন আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে (রা.)। কুফার জনতার উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে খলিফা উমর (রা.) বললেন, "আমি আম্মারকে প্রশাসক হিসেবে তোমাদের নিকট পাঠাচ্ছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে পাঠাচ্ছি কাজি ও শিক্ষক হিসাবে। এরা দু'জন হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি। তোমরা তাঁদের কথা শ্রবণ করবে ও তাঁদের নির্দেশনা মেনে চলবে।" তিনি ইবনে মাস'উদকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ! তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি এ কারণে যে, আমি তোমাকে নিজের থেকেও যোগ্য মনে করি।"

কুফাকে ধর্মজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একদিকে তিনি তাঁর প্রতি প্রদত্ত কাজসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বসহ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন, আর অন্যদিকে তিনি কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক তাঁর ধর্মজ্ঞানকে প্রচার করে যাচ্ছিলেন যা স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ইসলামের সূত্রগুলো সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান-প্রজ্ঞা থাকায়, তিনি শিঘ্রই সবার বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এতে কুফা শহর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি কুরআন গবেষণা, ফিক্‌হ শাস্ত্র, হাদিস চর্চা ও আরবি ব্যাকরণের যেসব বীজ বপন করেছিলেন তা অচিরেই অঙ্কুরিত হয়ে ফলদান করতে শুরু করে। ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রচেষ্টায় ইসলামী জ্ঞানচর্চার ইতিহাসখ্যাত 'কুফার মাজহাব, ফিক্‌হ এবং ভাষা গবেষণা'র স্থায়ীভাবে প্রভাবশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাঁর কর্তৃক সূচনাকৃত একটি ফল ছিলো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও আজো ৭৫% মুসলমানদের অনুসরণকৃত বিখ্যাত হানাফি মাজহাব।

খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ১০ বছরের খিলাফতকালে অনেক সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বপদ থেকে সরান নি। ফলে ইবনে মাস'উদের ছাত্রসংখ্যা (যাদের অনেকে ছিলেন তাবেয়ি) চার হাজারে উন্নীত হয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কাজি, ক্বারী, ঐতিহ্যবাদী এবং আরো অনেক পেশার অনুসারীবৃন্দ। এখানে বিশিষ্ট ক'জনের নামুল্লেখ করলে ব্যাপারটি অনুধাবন হবে: আলক্বামা ইবনে কায়েস, হাসান বসরী, ক্বাতাদা, আবু আবদুর রহমান সুলামি, আবু আমর শাইবানি, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ নাখায়ি, আবিদ সালমানি, শুরাই ইবনে হারিস, মাসরুক ইবনে আজদা, আমর ইবনে শুরাহবিল, হারিস ইবনে কায়েস, সুলাইমান ইবনে রাবিয়া, জায়িদ ইবনে সুহাইন, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ, রাবি ইবনে খুতাইয়িম, আবদুল্লাহ ইবনে উৎবা ইবনে মাস'উদ এবং আরো অনেকে রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তাঁর অসংখ্য ছাত্র

ছাড়াও ইবনে মা'সউদের (রা.) রয়েছে ৮৪৮টি আলোকিত সহীহ হাদিসের বর্ণনা। তাঁর থেকে ১৪০টি হাদিস অন্যান্যরা রেওয়ায়েত করেছেন।

ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবনাবসান

তাঁর বয়স তখন ৬০ বছর। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাকি দিনগুলো মদিনা মুনওয়ারায় কাটাবেন। সুতরাং তিনি কুফা ছেড়ে আসলেন প্রিয় নবীর (রা.) শহর মদিনায়। সমগ্র জীবনব্যাপী ইবনে মাস'উদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। ইবনে মাস'উদ প্রায়ই একটি ব্যাপার স্মরণ করতেন। তাবুক অভিযানের সময় আবদুল্লাহ যুলবিজাদাইন (রা.) নামক একজন সাহাবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁকে দাফন করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন: "হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যায় বিদায়ের সময় আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।"

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু উক্ত দু'আর সময় পাশেই ছিলেন। তিনি আশা পোষণ করলেন, 'আহ! এই মুহূর্তে আমি যদি ঐ কবরের অধিবাসী হতাম।' আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তিনি সর্বদা বিভোর থাকতেন।

একজন নীতিবান এবং পবিত্র জীবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরকালের হিসাব-নিকাশ নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। তিনি বলতেন, "আহ! মৃত্যুর পরে যদি আমাকে পুনরুজ্জীবিত না করা হতো!" তিনি একথাও বলতেন, "আমি তো হিসাবদিবসের জন্য প্রস্তুত নই।"

প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা মুনাওয়ারায় ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। মদিনা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে তিনি উসমান ইবনে মাজ'উনের (রা.) কবরের পাশে সমাহিত আছেন। হে আল্লাহ! তোমার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ প্রিয় সাহাবি ও তোমার একান্ত আনুগত্য এ বান্দার মাক্বামাতকে আরো উন্নত করো। আমিন।

(১৬)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আবুল আব্বাস) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[২৪]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩ হি.পূ / ৬১৯ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬৮ হি. / ৬৮৭ খ্রি., / তা'য়িফ, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, তাফসির, ফিক্‌হ।

পিতার নাম: আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মাতার নাম: উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারিস।

ভাইবোন: ১. ফজল ইবনে আব্বাস, ২. উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩. কুতাম ইবনে আব্বাস, ৪. মা'বাদ ইবনে আব্বাস, ৫. আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস, ৬. উম্মে হাবিবা বিনতে আব্বাস।

স্ত্রী: ১. জার'আহ বিনতে মিশরাহ বিন মাদি-কারিব।

পুত্র-কন্যা: ১. আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ২. আব্বাস বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৪. উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৫. আল-ফজল, ৬. লুবাবাহ, ৭. আসমা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.), উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারিস (রা.), ফজল ইবনে আব্বাস (রা.), মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.), আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উসমান ইবনে আফফান (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা.), মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রা.), আবু যার গিফারী (রা.), উবাইদ ইবনে কা'ব (রা.), তামিম আদ-দারি (রা.), খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.), উসামা ইবনে জায়িদ (রা.), হামাল বিন মালিক বিন নাবগা (রা.), সা'ব বিন জুতামা বিন কায়েস (রা.), 'আমর ইবনে ইয়াসির (রা.), আবু সাঈদ খুদরী (রা.), আবু তালহা আনসারী (রা.), আবু হুরাইরাহ (রা.), মু'য়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.),আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা.), আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.), সাওদা বিনতে জাম'আ (রা.), উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব (রা.), উম্মে সালামা (রা.) এবং আরো অনেকে।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি হাশিম), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির।

[২৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী[২৫]

ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। তিনি হচ্ছেন 'রাইসুল মুফাসসিরীন' (মুফাসসিরদের নেতা)। তাঁর তাফসিরুল কুরআন (তাফসিরে ইবনে আব্বাস) ইতিহাসখ্যাত একটি কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। কুরআন ও হাদিসের ওপর তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

পরিবারবর্গ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের তৃতীয় সন্তান। তাঁর মাতা হচ্ছেন উম্মুল ফজল লুবাবা (রা.)। তিনি ছিলেন ইসলামে দীক্ষিত দ্বিতীয় মহিলা। প্রথমজন ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। এ উভয় মহিলা একে অন্যের বান্ধবী ছিলেন।

ইবনে আব্বাসের পিতা আব্বাস (রা.) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ, এ দু'জন ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আর আবদুল মুত্তালিবের পিতার নাম ছিলো হাশিম ইবনে আবদে মনাফ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামানুসারে মক্কা শরীফের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের শাখা 'বনি হাশিম' নামকরণ হয়েছে।

জন্ম ও শৈশবকাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ৩ হি.পূ. সনে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশু আবদুল্লাহকে তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর মুখে নিজের লালা মুবারক দিলেন ও দুআ করলেন।[২৬]

জন্মের কয়েক বছর পর থেকেই আবদুল্লাহ (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশি বেশি যাতায়াত করতে শুরু করেন। সুযোগ পেলেই তিনি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে লেগে যেতেন। তাঁকে উদ্বুর পানি এনে দিতেন। তাঁর কাছে থেকে নামায পড়তেন। সুযোগ পেলেই সমাবেশ, ভ্রমণ ও অভিযানে বের হলে আবদুল্লাহ (রা.) হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Abbas

[২৬] https://www.alim.org/history/prophet-companions/29/, নবজাতকের মুখে খেজুর, মধু, লালা ইত্যাদি দেওয়াকে বলে, তাহনীক (تَحْنِيكِ)- এআই।

ওয়াসাল্লামের সাথে যেতেন। নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই আবদুল্লাহর (রা.) কাঁধে হাত রেখে দু'আ করতেন: "হে আল্লাহ! তাকে শি্ক্ষা দিন কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান।" তিনি আরো দুআ করতেন: "তাকে দ্বীনের উপলব্দি অর্জন করার তাওফিক দিন।" এই অল্প বয়স থেকেই ইবনে আব্বাস (রা.) নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা অনুসরণ করতে থাকেন এবং একই সময় তাঁর শিক্ষা, বাণী ইত্যাদি মুখস্থ করতে শুরু করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। তাই শিশুকাল থেকেই তিনি হাদিস স্মরণ করে রাখতে সক্ষম হন।

প্রথম খলিফা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যুগ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় ইবনে আব্বাসের (রা.) বয়স হয়েছিল ১৩ বছর মাত্র। খুলাফায়ে রাশিদুনের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ সময় থেকে ইবনে আব্বাস (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও হাদিস তাঁর সাহাবাদের কাছ থেকে শিখতে থাকেন। বিশেষকরে সাহাবাদের মধ্যে যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহবত বেশি পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি হাদিসসমূহকে সহীহ করতে যেয়ে বিভিন্ন সাহাবার কাছ থেকে একই হাদিসের বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন। এমনও হয়েছে যে, একটি হাদিস সত্যায়িত করতে গিয়ে ত্রিশ জন পর্যন্ত সাহাবার কাছ থেকে বর্ণনা শুনেছেন ও লিপিবব্ধ করেছেন। বিশেষকরে তাঁর অজানা কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে এরূপ অনুসন্ধান করতেন।

নিজে একজন পণ্ডিত হওয়া ছাড়াও, তিনি শিক্ষকতাও করেছেন। যে বাড়িতে তিনি শিক্ষাদান করতেন সেটা ক্রমান্বয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তাঁর একজন সাথী বাড়ির সামনের সচরাচর দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"আমি দেখেছি অসংখ্য মানুষ তাঁর বাড়ির নিকটস্থ রাস্তায় জমায়েত হয়ে আছেন। তাঁর বাড়ির সামনে তিল ফেলার জায়গা ছিলো না। আমি তাঁর কক্ষে ঢুকে এ অবস্থার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'আমাকে উদ্বুর পানি এনে দাও'।

উদ্বু সেরে বসে আমাকে বললেন: 'বাইরে যাও এবং তাদেরকে বলো, যারা চাচ্ছেন কুরআন ও এর অক্ষরমহূহ (উচ্চারণ) সম্বন্ধে জানতে, তারা ভেতরে আসুন।' আমি বাইরে গিয়ে একথা সবাইকে জানালাম। দলে দলে লোকজন ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ঘর মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। লোকজন যা-ই জিজ্ঞেস করছিলো ইবনে আব্বাস (রা.) তার জবাব দিচ্ছিলেন। এমন

কি বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যও বলে দিচ্ছিলেন। এরপর তাঁর এই ছাত্রদেরে বললেন, 'এবার আপনারা যান এবং আপনাদের ভাইদেরকে ভেতরে আসতে দিন।'

এরপর আমাকে বললেন, 'বাইরে যাও এবং যারা কুরআন ও এর তাফসির শুনতে ইচ্ছুক তাদেরকে ভেতরে আসতে বলো।' এবারও সমস্ত ঘর মানুষে ভরে গেলো। ইবনে আব্বাস (রা.) সবার প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং অতিরিক্ত তথ্যাদি সবাইকে জানিয়ে দিলেন।"

তিনি প্রায়ই একেকদিন একেকটি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিলো তাফসির, ফিক্হ, হালাল-হারাম, জিহাদ, কাব্য, ইসলামপূর্ব আরব ইতিহাস, উত্তরাধিকার আইন, আরবি ভাষা ও শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যুগ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এক সহিহ হাদিসে আছে: ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমাকে বয়স্ক বদরী সাহাবিদের সঙ্গে বসাতেন। কেউ কেউ (আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-সহ) আমাকে তাঁদের সাথে বসাকে পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'আপনি কেনো এই ছোট ছেলেকে আমাদের সাথে বসতে নিয়ে আসলেন? আমাদেরও তো তার মতো পুত্রাদি আছে।'

উমর (রা.) জবাব দিলেন, 'এর কারণ হচ্ছে, তার দ্বীনের জ্ঞান সম্পর্কে যাতে আপনারা জেনে নিন'।

একদিন অনুরূপ এক বৈঠকে উমর (রা.) আমাকে উপস্থিত করলেন। আমি ভাবলাম, তাঁদেরকে আমার দ্বীনের জ্ঞান দেখাবেন। এরপর উমর (রা.) আমার উপস্থিতিতে তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা আল্লাহর এ সূরার তাফসিরে কী বলবেন, যেখানে ইরশাদ হয়েছে:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ * إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

-যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (সূরা নাসর: ১-৩)

তাদের কয়েকজন বললেন: ‘আল্লাহর প্রশংসা করতে ও ক্ষমা চাইতে আমাদেরকে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্জিত হবে।’ অন্যরা নিরব থাকলেন। এরপর উমর (রা.) আমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি একই কথা বলবে?’ আমি জবাব দিলাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে কী বলবে?’ আমি বললাম, ‘এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের ইঙ্গিত। আল্লাহ তাঁকে ইঙ্গিতে অবগত করেছিলেন।’

এরপর উমর (রা.) বললেন, ‘তুমি যা বললে তা ছাড়া আমি অন্যকিছু জানি না’।”

প্রখ্যাত সাহাবি সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “ইবনে আব্বাসের মতো এমন কাউকে আমি দেখিনি যার মধ্যে তাড়াতাড়ি বুঝার সক্ষমতা, অধিক জ্ঞান ও প্রাজ্ঞতা বিদ্যমান। আমি দেখেছি, বদরী মুহাজিরীন ও আনসার সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে উমর (রা.) তাঁকে ডেকে এনে কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান বের করতে। দেখেছি ইবনে আব্বাসকে কথা বলতে এবং উমর (রা.) তা বিনাবাক্যে গ্রহণ করতে।”

হযরত মাসরুক ইবনে আজদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমি যখনই ইবনে আব্বাসকে (রা.) দেখেছি, আমি বলবো তিনি হচ্ছেন সর্বাধিক সুদর্শন পুরুষ। যখন তিনি কথা বলতেন, আমি বলবো তিনি হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্টভাষী। তিনি যখন কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন, আমি বলবো তিনি হচ্ছেন সর্বাধিক জ্ঞানবান ব্যক্তি।”

ইবনে আব্বাসের (রা.) ইন্তিকাল

‘জ্ঞানের সাগর’ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৭ হিজরি সনে তায়েফে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের মতো। তিনি তায়েফের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মসজিদের নিকটে সমাহিত আছেন। তাঁর কবরের পাশে আরো কয়েকজন সাহাবীর কবর আছে।

হে বিশ্বজগতের পালনকর্তা! আপনি উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ, আপনার প্রিয় বান্দা হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বুলন্দ করুন। আমিন।

(১৭)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (আবু আবদুর রহমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[২৭]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১০ হি.পূ. / ৬১৩ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৭৪ হি. / ৬৯৩ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, তাফসির, ফিক্‌হ, দায়ী।

পিতার নাম: উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।

মাতার নাম: জয়নব বিনতে মাজ’উন।

ভাইবোন: ১. হাফসা বিনতে উমর (রা.), ২. আবদুর রহমান বিন উমর (আকবর)।

স্ত্রী: ১. সাফিয়া বিনতে আবি উবা’ইদ তাক্বাফী, ২.উম্মে ওয়ালাদ।

পুত্র-কন্যা: ১. আবু বকর, ২. আবু উবাইদা, ৩. ওয়াক্বিদ বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ৪. আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর, ৫. উমর বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ৬. হাফসা, ৭. সাউদা, ৮. বিলাল বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ৯. জায়িদ বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ১০. সালিম বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ১১. উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ১২. হামজা বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), জায়িদ ইবনে খাত্তাব (রা.), হাফসা বিনতে উমর (রা.), আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উসমান ইবনে আফফান (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), সাঈদ ইবনে জায়িদ (রা.), বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.), জায়িদ ইবনে তাবিত (রা.), সুহাইব বিন সিনান আর-রুমি (রা.), ইবনে মাস’উদ (রা.), আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), রাফি বিন খাদিজ বিন রাফি (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি ’আদী), প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, রিদ্বওয়ান-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, মক্কী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রাশিদুন খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পুত্র। ইবনে উমর (রা.) একজন বিশিষ্ট, সাধু ও বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ও সুফিসূলভ জীবনের অধিকারী এই সাহাবী প্রায় ২,৩০০টি

[২৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হাদিসের বর্ণনাকারী। তাঁকে 'নবীর (সা.) ছায়া' বলা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাতগুলো গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। তিনি একজন উচ্চ মাফের ফকিহ্ এবং ফাতওয়াহ প্রধান করতে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। রাজনীতির অঙ্গন থেকে তিনি দূরে থাকতেন। তাঁর অনুরক্তি, উদারতা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি অটল একনিষ্ঠতার জন্য সকলে তাঁকে খুব বেশি সম্মান করতেন।

প্রাথমিক জীবন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১০ হি.পূ. সনে মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতী জিন্দেগির ৩ বছর পার হয়েছে মাত্র। বলা হয়ে থাকে তাঁর পিতা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের ঘটনাটি তাঁর স্মরণে ছিলো। আবদুল্লাহ পিতার ইসলামগ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই নিজেও ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে অধিকাংশ জীবনীকার বর্ণনা করেছেন। কাবা শরীফের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ও পড়শীদের নিকট উমর (রা.) কর্তৃক তাঁর ইসলামগ্রহণের সংবাদ যখন সবাইকে অবগত করেছিলেন, তখন ইবনে উমর (রা.) পিতার সাথে ছিলেন। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ইবনে উমর (রা.) বলেন: "যদিও এ সময় আমার বয়স খুব অল্প ছিলো তথাপি যাকিছু আমি দেখেছিলাম তা-র সবটুকুই আমার স্মরণে আছে।"

মদিনা শরীফে হিজরত

ইবনে উমর (রা,) ও তাঁর পরিবারবর্গ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। উহুদের যুদ্ধের সময় যথেষ্ট বয়স না হওয়ায় তাঁকে অংশগ্রহণে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারণ তিনি তখন ১৪ বছরের ছেলে ছিলেন। তবে খন্দকের যুদ্ধে বয়স ১৬ হওয়ায় তিনি অংশগ্রহণের সুযোগ পান। এছাড়া বনি মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযানে (মুরাইসির যুদ্ধ) ইবনে উমর (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাহাজ্জুদের নামাজ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বোন হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেছিলেন। একদিন হযরত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বললেন: "আবদুল্লাহ একজন ভালো মানুষ। আমি ইচ্ছা করি সে রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) আদায় করুক।" কথিত আছে, এদিন পর থেকে ইবনে উমর (রা.) প্রত্যেক রাতে কম ঘুমাতেন ও তাহাজ্জুদ পড়তেন।

হাদিস বর্ণনা

ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা হলো ২,৬৩০। তিনি হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন। প্রথম স্থানে আছেন হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা হচ্ছে ৫,৩৪৭।[২৮]

ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি বিখ্যাত হাদিস:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

-এ দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা ভ্রমণকারী। (বুখারী: ৬৪১৬)

বলা হয়েছে, ইবনে উমর (রা.) হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে খুব সতর্ক ছিলেন। এছাড়া বর্ণনার সময় তাঁর চোখ দু'টো অশ্রুতে ভিজে যেতো।

তাঁর ইন্তিকাল

ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৪ বছর বয়সে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা! আপনার এই বান্দা এবং আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় এ সাহাবির মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমীন।

---

[২৮] https://abukhadeejah.com/

(১৮)
হযরত আনাস বিন মালিক (আবু হামজা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[২৯]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১০ হি.পূ. / ৬১৩ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৯৩ হি. / ৭১২ খ্রি., / বসরা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, তাফসির, ফিক্হ।
পিতার নাম: মালিক ইবনে নাদির।
মাতার নাম: উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান।
ভাইবোন: ১. বারা’ বিন মালিক।
স্ত্রী: অজানা।
পুত্র-কন্যা: ১. নাদির বিন আনাস বিন মালিক, ২. আবদুল্লাহ বিন আনাস বিন মালিক, ৩. আবু বকর বিন আনাস বিন মালিক, ৪. মুসা বিন আনাস বিন মালিক এবং আরো অনেক।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), উসমান ইবনে আফফান (রা.), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (রা.), তাবিত বিন কায়েস বিন শামস (রা.), আবদুর রহমান বিন ’আউফ (রা.), ইবনে মাস’উদ (রা.), মালিক বিন সা’সা’আ (রা.), আবু যার গিফারী (রা.), উবাই ইবনে কা’ব (রা.), আবু তালহা আনসারী (রা.), মু’আদ বিন জাবাল (রা.), ’উবাদা বিন সামিত (রা.), উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান (রা.), উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.), উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারিস (রা.) ও আরোও অনেক।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ (বনি ’আদী), বনি নায্যার।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আনাস বিন মালিক আবু হামজা খাজরাজি আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সম্মানিত সাহাবি। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর পেয়ারে নবীজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত একজন খাদিম ছিলেন। তাঁর পরিবার ছিলেন

---
[২৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

মদিনার প্রসিদ্ধ খজরাজ গোত্রের বনি নায্যার শাখাভুক্ত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবু হামজা বলে সম্বোধন করতেন।

তাঁর বয়স যখন ১০ বছর মাত্র তখন তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁকে নিয়ে আসলেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.) আমি একজন গরিব মহিলা। আপনাকে অনেকে অনেক হাদিয়া দিচ্ছেন। কিন্তু সে সামর্থ আমার নেই। অনুগ্রহ করে আমার এই ছেলেটিকে আপনার খাদিম হিসাবে গ্রহণ করুন।" সুতরাং যতোদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন, আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছায়ার মতো তাঁর (সা.) পিছু পিছু থেকে খেদমত করেছেন। আর এ সুযোগে তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ দশ বছর জীবনের দৈনিক অনেক কার্যাদি স্মরণে রেখে পরবর্তিতে হাদিস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে তাঁর মর্যাদা

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত কাছে থাকার ফলে তিনি একজন প্রচুর পরিমাণ হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে মর্যাদার অধিকারী হন। তিনি ৭ জন প্রচুর হাদিস বর্ণনাকারী আসহাবে কিরামের মধ্যে একজন। তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা হলো ২,২৮৬। ফলে তিনি বর্ণনাকারীদের তালিকায় তৃতীয় স্থানের অধিকারী হন। প্রথম স্থানে আছেন, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু (৫,৩৪৭ হাদিস), দ্বিতীয় স্থানে আছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু (২,৬৩০ হাদিস)।

তিনি অনেক হাদিস স্বয়ং রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে স্মরণ রেখেছিলেন।

তিনি হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন অনেক তাবেয়ীকেও। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ক'জন হলেন: হাসান বসরী, ইবনে সিরিন, শা'বি, আবু কিলাবা জারমি, মাখুল বিন আবু মুসলিম, উমর বিন আবদুল আজিজ জুহরি, কাতাদা বিন দিয়ামা, আবু আমর বিন আলা প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

মদিনা শরীফে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন

আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক হাদিসে মদিনা শরীফে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমনকালের উত্তেজনা ও আনন্দের কথা বর্ণনা করেছেন:

"মদিনার ছেলেমেয়েরা উচ্চস্বরে বলছিলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসছেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু

বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আসতে দেখা গেলো। আমরা যখন এ দৃশ্য দেখছিলাম তখন একব্যক্তি আমাদেরকে এ সংবাদ সবার কাছে বলে দিতে শহরে যেতে বললেন। সাথে সাথে আমরা ছুটে গেলাম ও সবাইকে (এ সুসংবাদ) অবগত করলাম। প্রায় পাঁচশত মদিনার আনসার সম্মানিত আগন্তকদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসলেন।”

নবীজী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে

মদিনায় হিজরতের দিন থেকেই হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু দীর্ঘ ১০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছেন।

আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তাঁর প্রয়োজন মেটাতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। আনাস (রা.) শেষরাতে সবার আগে জেগে উঠতেন। চলে যেতেন মসজিদে নববীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে। এদিন যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখার নিয়ত করে থাকেন, তখন আনাস (রা.) সেহরির খাবার নিয়ে আসতেন। খাবার পরে তিনি মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে ফযরের নামাজ আদায় করতেন।

তাঁর জন্য রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু’আ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস বিন মালিকের (রা.) জন্য কয়েকবার দু’আ করেছেন। একদিন তিনি দু’আ করতে গিয়ে বলেন: “হে আল্লাহ! তাকে তুমি সম্পদ ও সন্তানাদি দান করো এবং উভয় ক্ষেত্রে তাকে পবিত্র করো।”

আরো একদিন দু’আ করলেন: “হে আল্লাহ! তার ধন ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও, দীর্ঘ হয়াত দাও এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করো।”

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু’আর বরকতে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পদশালী হয়েছিলেন। তিনি অনেক সন্তানাদির পিতা ছিলেন। এক বর্ণনা মতে তাঁর মোট বংশধরের সংখ্যা ১০০ হবে। তিনি দীর্ঘ জীবনও লাভ করেন।

বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ

অল্প বয়স থাকাসত্ত্বে`আনাস (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তবে বদরের সময় তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করেছেন এবং প্রয়োজনে যোদ্ধাদের সাহায্য-সহায়তাও আঞ্জাম দিয়েছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি, খাইবার অভিযান,

৬২৯ খিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ‘উমরাতুল কাজা’, মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ, তায়েফ অবরোধ এবং বিদায় হজ্জে আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে তাঁর খেদমত করেছেন।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তিকালের পরবর্তী সময়

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত শুরুর পর আনাস ইবনে মালিককে (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বাহরেইনে পাঠিয়ে জাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি বসরার মুসলমানদের দ্বীনি শিক্ষাদানে জড়িত ছিলেন। এসময় নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে গঠিত একটি সংঘের সদস্য ছিলেন হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং খলিফা উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া ছিলো এটির কাজ।

দামেস্কে কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত আনাস (রা.) বসরায় ফিরে তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি তুসতার দখলের সময় অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়। আনাস (রা.) রাজনীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। তবে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন তখন তিনি চল্লিশ দিনের জন্য বসরার প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি শিক্ষা ও শিক্ষকতার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

তাঁর শেষ দিনগুলো

রোজ কিয়ামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভের আশায় তিনি সর্বদা ব্যকুল থাকতেন। তিনি বলতেন: “আমি শেষবিচারের দিন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করি যাতেকরে আমি তাঁকে বলতে পারি, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সেই নগণ্য গোলাম, আনাস’।”

তাঁর শেষ রোগাক্রান্ত অবস্থায় যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো, তিনি নিজ পরিবারবর্গের সকলকে বললেন: “সবাই নিশ্চিত করবে, আমি যেনো বলতে পারি, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’।” তিনি ৯৩ হিজরি সনে (৭১২ খ্রি.) বসরায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। অধিকাংশ মতে তিনি ১০৩ বছর জীবিত ছিলেন। ইরাকের বসরা শহরে তিনি সমাহিত আছেন।

হে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ! হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আপনি বেহেশতের সর্বোত্তম মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(১৯)
হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (আবু উমারা, আবু ইয়া’লা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩০]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫৩ হি.পূ, / ৫৭০ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি. / ৬২৫ খ্রি., / শহিদ, উহুদ।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি।
পিতার নাম: আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মনাফ।
মাতার নাম: হালাহ বিনতে উহায়িব আল-যুহরিয়্যা।
ভাইবোন: ১. মুক্বাওয়িয়্যম (আবদুল কুবা’হ), ২. হাজল (মুগিরা / গিদাক্ব), ৩. সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব।
স্ত্রী: ১. সালমা বিনতে ’উমায়িস, ২. খাওলা বিনতে কায়েস বিন ক্বাহ্‌দ।
পুত্র-কন্যা: ১. ’উমামা বিনতে হামজা, ২. ’উমারা বিনতে হামজা, ৩. ইয়’আলা বিন হামজা, ৪. ফাতিমা বিনতে হামজা, ৫. আম্‌তুল্লাহ বিনতে হামজা।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি হাসিম), হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, মুহাজির, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৩১]

তিনি ছিলেন ‘আসাদুল্লাহ’ (আল্লাহর সিংহ) ও ‘সাইয়্যিদুশ শুহাদা’ (শহিদদের নেতা)। এছাড়া তাঁকে ‘আসাদুর রাসূলুল্লাহ’ (রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিংহ) বলেও ডাকা হতো। তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, দ্বীনের রক্ষক যিনি নিজেকে কুরবানী করেছিলেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ছড়িয়ে পড়ার জন্য। তিনি হচ্ছেন হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

[৩০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/
[৩১] https://islamlegacy.com/

হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

আসাদুল্লাহ হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। একদিন নরাদম আবু জাহিল কাবা ঘরের নিকটে পেয়ারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম বে-আদবমূলক আচরণ করে। হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু সবেমাত্র শিকার থেকে এসেছেন। তিনি ঘটনা শুনে ভীষণ রাগান্বিত হলেন। ছুটে গেলেন কাবা ঘরের নিকটে। আবু জাহিলসহ সেখানে আরো কয়েকজন কুরাইশ মুশরিক ছিলো। কোনো দ্বিধা ছাড়া তিনি হাতের ধনুক দিয়ে আবু জাহিলের মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। সকলের সম্মুখে ইসলাম কুবল করে নিলেন। বললেন:

"তুমি মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপমানিত করলে এ কারণে যে, তিনি বলছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং ফিরিশতারা তাঁর নিকট নেমে আসেন। খেয়াল করে শুনো, আজ থেকে আমিও মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধর্মের অনুসারী হলাম। আমি এটাও ঘোষণা দিচ্ছি, তিনি যা বিশ্বাস করেন আমিও তা-ই বিশ্বাস করি। তোমার যদি সাহস থাকে তাহলে আমার মুখোমুখি হও!"

আবু জাহিলের সঙ্গীদের কেউ কেউ ঝগড়ায় জড়িয়ে যেতে উদ্যোগী হলে সে বললো, "থামো! আমি সত্যিই মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে ভীষণ অন্যায় করেছি।"

এরপর হামজা (রা.) সোজা দারুল আরকামে চলে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শাহাদতের বাক্য পাঠ করে নিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটা ছিলো একটি পরিবর্তনের দিক। এই ঘটনাটি কুরাইশদের মধ্যে একটি গভীর প্রভাব ফেলে। কারণ, মহাত্মন হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বীরত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মক্কা শহরে বসবাসকারী সবাই অবগত ছিলো। কুরাইশরা তাঁকে খুব সম্মানের চোখে দেখতো। সুতরাং তাঁর ইসলামগ্রহণের ফলে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলাম প্রচারের গতি অনেক বেশি বেগবান হয়ে উঠে।

বদরের যুদ্ধে হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশদের তিন ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করলো। এরা ছিলো উৎবাহ ইবনে রাবি'আহ, তার ভাই শাইবাহ ও পুত্র ওয়ালিদ। এ আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলমানদের পক্ষে তিনজন আনসার সামনে এগুলেন। কুরাইশরা এদেরকে পরিত্যক্ত করলো। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়দের সঙ্গে লড়বে বলে দাবি তুললো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস এবার তিনজন মুহাজিরকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। এরা ছিলেন উবাইদাহ ইবনে হারিস, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

উৎবাহ এবার বললো, “কথা বলো, যাতে তোমাদেরকে আমরা চিনতে পারি।” হামজা (রা.) বললেন, “আমি হামজা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিংহ।” এরপর হামজা (রা.) উবাইদাহ (রা.) ও আলীর (রা.) পরিচিতি বললেন। উৎবাহ স্বীকার করলো, “হ্যাঁ, এবার সমান-সমান হয়েছে।”

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’আ করলেন: “হে আল্লাহ! কুরাইশরা এসেছে আত্মগরিমাসহ, আপনার রাসূলকে সত্য বলে অস্বীকার করতে। হে আল্লাহ! আপনি যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ! এই ছোট্ট দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তোমার ইবাদত করার কেউ থকবে না।”

ইসলাম বনাম অজ্ঞতা

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ওয়ালিদের সঙ্গে, হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু উৎবাহর সঙ্গে এবং উবাইদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু শাইবাহর সঙ্গে মুকাবিলা করলেন। মহাবীর আলী (রা.) এক আঘাতে ওয়ালিদকে হত্যা করলেন। হামজা (রা.) উৎবাহর সঙ্গে তুমুল লড়াই শুরু করলেন। উৎবাহ বেশি সময় ঠিকে থাকতে পারলো না। হামজা (রা.) প্রচণ্ড এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করলেন। অন্যদিকে উবাইদাহ (রা.) ও শাইবাহর মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। একপর্যায়ে উবাইদাহ মারাত্মকভাবে আহত হলেন তবে, শাইবাহও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিহত হলো।

আহত অবস্থায় উবাইদাহকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। উবাইদাহর মুখে স্নিগ্ধ হাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি আবু তালিবের একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন: “আমরা মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রক্ষা করবো, এমনকি আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তনাদিদের জীবন দিয়েও।” এরপর উবাইদাহ (রা.) চিরদিনের জন্য চোখ দু’টো বন্ধ করলেন।

উভয় সেনাদলের খুঁটি ছিলেন এই ছয় ব্যক্তি। এক দলের খুঁটিগুলো যদি পড়ে যায় তাহলে সে দলের সৈন্যদের দশাও তা-ই হবে। আর বদরের প্রান্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর এটাই ঘটেছিলো। আল্লাহ তা’আলা তঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন। মুসলমানদের এক বিরাট বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে ইসলামের চিরন্তন সত্যের আলো জ্বলে উঠে। আর অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত হয়।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ১৪ জন শহিদ হন। অপরদিকে কুরাইশ মুশরিকদের পক্ষে মৃতের সখ্যা ছিলো ৭০ জন। আরো ৭০ জনকে মুসলিম সৈন্যরা বন্দী করেন। কুরাইশদের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিলো ১,০০০। মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন ৩১৩ জন মুজাহিদ।

উহুদের যুদ্ধ ও আসাদুল্লাহর শাহাদাতবরণ

উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজের সকল অসিওত পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো হয়তো তিনি মারা যাবেন।

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু দুটি তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেন। এর দ্বারা তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়। তিনি ৩০ জন কুরাইশ মুশরিক সৈন্যকে কতল করেন। কিন্তু তিনি একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। নিজের পিতা উৎবাহ ইবনে রাবি'আহ, ভাই ওয়ালিদ ইবনে উৎবাহ ও চাচা শাইবাহ ইবনে রাবি'আহ বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। হিন্দ প্রতিজ্ঞা করেন হামজার (রা.) কলিজা চিবাবেন। এ ষড়যন্ত্রের সাথে আরেকজন জড়িত ছিলো যার নাম জুবায়ের ইবনে মুত'ইম। ইবনে মুত'ইম ছিলো আবিসিনীয় ক্রীতদাস ওয়াহশির মালিক। হামজাকে (রা.) হত্যা করতে পারলে সে ওয়াহশিকে মুক্ত করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। হিন্দও বললেন, তার মূল্যবান অলঙ্কারাদি ওয়াহশিকে দিবেন।

ওয়াহশি দাসমুক্তি ও পুরস্কার পাওয়ার আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বর্শা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেন ও হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে শহিদ করতে সক্ষম হন।

হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শাহাদাতবরণ করেন, ৩ হিজরির শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কর্তিত মরদেহ দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। বললেন: "অহ চাচাজান! এ রকম চরম পরীক্ষার সম্মুখীন আর হবেন না। আমি কোনোদিন এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখি নি।" তিনি আরো বললেন: "জিব্রাঈল আমাকে অবগত করলেন, হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব ৭ আসমানে 'নবীর সিংহ' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।"

আসাদুল্লাহ হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উহুদের ময়দানে অন্যান্য শহিদদের সাথে সমাহিত আছেন। আল্লাহ যেনো আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর এ সাঈদুশ শুহাদার সাথে জান্নাতে একত্রিত করেন। আমিন।

(২০)
হযরত জা’ফর ইবনে আবি তালিব (আবু আবদুল্লাহ, যুল-জানাহাইন) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩৩ হি.পূ. / ৫৯৫ খ্রি., (আনুমানিক), / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৮ হি. / ৬২৯ খ্রি., / সিরিয়া, শহিদ (মু’তাহ)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি।
পিতার নাম: আবু তালিব বিন আবদুল মুত্তালিব।
মাতার নাম: ফাতিমা বিনতে আসাদ।
ভাইবোন: ১. তালিব ইবনে আবি তালিব, ২. ’আকিল ইবনে আবি তালিব (রা.), ৩. আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), ৪. উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব, ৫. জুমানাহ বিনতে আবি তালিব।
স্ত্রী: ১. আসমা বিনতে ’উমায়িস।
পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ ইবনে জা’ফর, ২. মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর, ৩. আউন ইবনে জা’ফর।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি হাশিম), প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-২, মু’তাহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর আরেক নাম জা’ফর আত-তায়্যার (উড়ন্ত জা’ফর)। জা’ফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ও সাহাবা। আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) ছিলেন তাঁর আপন ছোট ভাই।

প্রাথমিক জীবন

আরব ঐতিহ্য মুতাবিক তাঁকে বড় করার দায়িত্ব ছিলো নিজ চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা.)। জা’ফর (রা.) প্রাথমিক মুসলমানদের একজন।

---

[৩২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

তিনি আসমা বিনতে ’উমাইসকে (রা.) বিয়ে করেন। আসমা (রা.) ৬১৪ বা ৬১৫ খিস্টাব্দে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

নওমুসলিমদের উপর যখন কুরাইশ মুশরিকরা চরম নির্যাতন শুরু করে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করার নির্দেশ দেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের মূল কারণ ছিলো, সে দেশের খ্রিস্টান বাদশাহ নাজ্জাসী খুব ন্যায়পরায়ণ ও নীতিবান মানুষ হিসাবে সকলে জানতো। সেখানে হিজরতকারীরা শান্তিমতো থাকতে সুযোগ পাবেন ও নিজের দ্বীন পালনে কোনো বাঁধার সম্মুখিন হবেন না।

প্রথম দলে ছিলেন ১৫ জন (১১ পুরুষ ও ৪ মহিলা) হিজরতকারী। দ্বিতীয় দলে হিজরতকারীর সংখ্যা ছিলো ৮০ থেকে ১০০ জনের মতো। হযরত জা’ফর (রা.) ও তাঁর স্ত্রী এই দ্বিতীয় দলের সদস্য ছিলেন। এই দলের নেতাও ছিলেন জা’ফর (রা.)। ঠিক কোন তারিখে উভয় হিজরত সংঘটিত হয়েছিলো এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে প্রথম হিজরতের বছর ছিলো ৬১৩-৬১৬ খ্রিস্টাব্দ। আর দ্বিতীয়টির বছর ছিলো ৬১৬ খ্রিস্টাব্দ।

আবিসিনিয়ায় কুরাইশ দূতদের আগমন: মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করায় কুরাইশরা এর কারণ কী হতে পারে এ ব্যাপারে সন্দিহান হলো। তারা আমর ইবনে আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়াহকে দূত হিসাবে প্রেরণ করলো আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাসীর নিকট। এ উভয় দূত খুব চতুর ও কৌশলী ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো সকল হিজরতকারীকে মক্কা শরীফে ফিরিয়ে আনা।

কুরাইশ দূতরা মূল্যবান কিছু উপহার নিয়ে নাজ্জাসীর দরবারে উপস্থিত হলেন। তারা আগেই দরবারের বিভিন্ন পাদ্রী ও সদস্যদের উপহার দিয়ে খুশি করেন। তাদের ধারণা ছিলো এরা তাদের পক্ষে সমর্থন দেবেন।

আমর ইবনে আস বাদশাহকে বললেন: “হে বাদশাহ নামদার! আমাদের মধ্যকার একদল দুষ্ট নওজোয়ান আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে। তারা একটি ধর্ম পালন করে যা, না আমরা জানি কিংবা আপনি জানেন। তারা আমাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে এবং আপনাদের ধর্মেও বিশ্বাস করে না। তাদের নিজস্ব লোকদের মধ্যে সম্মানীত নেতাগণ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যাতেকরে এদেরকে ফেরৎ নিয়ে যেতে পারি। তারা কী পরিমাণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে তা তারাই জানে। আপনি অনুগ্রহ করে এদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন।”

আমরের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বাদশা নাজ্জাসী তাঁর বিশপদের দিকে তাকালেন। বিশপদের মধ্যে একজন বললেন, "হে মহামান্য বাদশাহ! তারা (আমর ইবনে আস ও তার সঙ্গী) সত্য বলছেন। এরা (মুহাজিররা) কী করেছেন তা দূতরাই ভালো জানবেন। এই মুহাজিরদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।"

বিশপদের কথায় বাদশাহ নাজ্জাসী রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন, "না, ইশ্বরের কসম! আমি এদেরকে দূতদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে দেবো না। এর পূর্বে আমাকে মুহাজিরদের বক্তব্য কী তা শুনতে হবে, কিসের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেছে।"

বাদশাহ নাজ্জাসী এবার মুহাজিরদের ডেকে পাঠালেন। বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, শুধুমাত্র হযরত জা'ফর (রা.) সবার পক্ষে কথা বলবেন।

দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুহাজিরুন! তোমরা কী ধর্ম নিজেরা উপস্থাপন করেছো, এবং কোন্ কারণে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছো? তোমরা আমার ধর্মে কিংবা অন্য কোনো মানুষের ধর্মে দীক্ষিত হলে না কেনো?"

এবার জা'ফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এমন এক বক্তব্য দিলেন যা ঐ সময়ের তো বটেই, আজো ইসলামের ব্যাখ্যা হিসাবে প্রযোজ্য হয়ে আছে। তিনি বললেন, "মহামান্য বাদশাহ! আমরা একদল মানুষ জাহেলিয়াত ও দুশ্চরিত্রের মধ্যে দিন কাটিয়ে আসছিলাম। মূর্তিপুজা, মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ, সব ধরনের পাপকার্য, ঘৃণ্য কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন ভাঙ্গন, মেহমানদের প্রতি অসদাচরণ এবং দুর্বলদের উপর সবলদের অন্যায় আচরণ ইত্যাদির মধ্যে জড়িয়ে ছিলাম। আমরা এই অমানবিক কাজে থাকাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্য থেকেই একজন নবী পাঠালেন। তাঁর বংশ উচ্চ। তিনি সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও সুচরিত্রসম্পন্ন- আমরা সবাই তাঁর এসব গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, এক আল্লাহর ইবাদত করতে, পাথরের তৈরি মূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করতে, যেগুলোকে আমাদের পূর্বপুরুষরা আল্লাহর সাথে শরিক করে উপাসনা করে আসছিলেন।

হে বাদশা নামদার! এই নবী আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন সত্যকথা বলতে, ওয়াদা পূর্ণ করতে, আত্মীয়দের সাথে দয়াপরবশ হতে, পড়শীদের সাহায্য-সহায়তা করতে, সকল নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করতে, রক্তারক্তি থেকে মুক্ত থাকতে, অশ্লীলতা ও মিথ্যা সাক্ষী থেকে দূরে থাকতে, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ না করতে এবং পবিত্র সতী নারিদের বিরুদ্ধে অপবাদ না দিতে।

তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এক আল্লাহর ইবাদত করতে। তাঁর সাথে কেউ বা কোনো কিছু শরীক না করতে। নির্দেশ দিয়েছেন নামায আদায় করতে, জাকাত দিতে এবং পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখতে।

আমরা তাঁর উপর ও তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকিছু (নির্দেশনাবলী) নিয়ে এসেছেন তার উপর বিশ্বাস এনেছি। তিনি যা বলেন আমরা তা বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছি। যা নিষিদ্ধ করেন তা থেকে দূরে থেকেছি।

এরপর, হে বাদশাহ নামদার! আমাদেরই মানুষ আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আমাদের ওপর কঠিন নির্যাতন করেছে। তারা চেয়েছে আমরা যেনো নতুন ধর্মবিশ্বাসকে ছেড়ে আগের মতো পাপাচারে লিপ্ত হই ও মূর্তিপুজা করি। তারা আমাদেরকে পীড়িত করেছে, আমাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে এবং আমাদের ধর্মপালনে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এ কারণে আমরা দেশত্যাগ করেছি, আপনাকে অপর সকলের মধ্যে উত্তম মনে করেছি। আশা করেছি আপনার নিরাপত্তায় আমরা এখানে শান্তিতে থাকবো ও নিজেদের ধর্মকে বিনা দ্বিধায় পালন করতে পারবো।”

এ দীর্ঘ বক্তব্যে বাদশাহ নাজ্জাসী মুগ্ধ হলেন। তিনি আরো জানতে চাইলেন। তিনি জা’ফরকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, “ইশ্বর সম্পর্কে তোমাদের নবীর কোনো বাণী কি তোমার কাছে আছে?”

জা’ফর (রা.) বললেন, “হ্যাঁ আছে।”

নাজ্জাসী বললেন, “তাহলে আপনি পাঠ করুন।” জা’ফর (রা.) তাঁর সুমধুর সুর ও কণ্ঠে সূরা মরিয়মের শুরু থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। এতে ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ও তাঁর মাতা সম্পর্কে বর্ণনা আছে।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলো শুনে নাজ্জাসীর চোখ দুটো অশ্রুতে ভিজে গেলো। তিনি মুহাজিরীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনাদের রাসূলের বাণী এবং জিসাসের বাণী একই সূত্র থেকে এসেছে।”

নাজ্জাসী আমর ও তার সাথীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “চলে যাও! কারণ ইশ্বরের কসম, আমি কখনো তোমাদের হাতে এদেরকে তুলে দেবো না।”

তবে ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। আমর সিদ্ধান্ত নিলেন পরের দিন নাজ্জাসীর কাছে ফিরে আসবেন। যা তিনি নিজেই (পরে) বলেছেন, “আমি ভাবলাম মুসলমানদের এমন একটি বিশ্বাস আছে যা নাজ্জাসী শুনলে তার অন্তরে আঘাত লাগবে। এতে তিনি ওদেরকে ফেরৎ দিবেন।”

পরদিন আমর নাজ্জাসীর দরবারে হাজির হলেন। বললেন, “হে মহান বাদশাহ! আপনি যে লোকগুলোকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, তারা যিশু সম্পর্কে একটি জঘন্য কথা বলে। তাদেরকে নিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞেস করুন সেটা কী?”

নাজ্জাসী মুহাজিরদের নিয়ে আসলেন। এবারও জা'ফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নেতার দায়িত্ব নিলেন। নাজ্জাসী প্রশ্ন করলেন, "মরিয়মের পুত্র জিসাস সম্পর্কে তোমরা কী বলো?"

জা'ফর (রা.) উত্তর দিলেন, "তাঁর সম্পর্কে যাকিছু আমাদের নবীকে অবগত করা হয়েছে আমরা তা-ই বলি।" নাজ্জাসী বললেন, "সেটা কী?"

জা'ফর (রা.) বললেন, "আমাদের নবী বলেন, জিসাস হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর নবী। তিনি আল্লাহ থেকে একজন আত্মা, এবং একটি শব্দ যা কুমারী মরিয়মের প্রতি তিনি আল্লাহ নিক্ষিপ্ত করেছিলেন।"

নাজ্জাসী একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, "ইশ্বরের কসম! মরিয়মের পুত্র জিসাস সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা করেছেন তোমাদের নবী, তিনি তো ঠিক তা-ই ছিলেন।" একথা শুনে বিশপরা ঘোঁতঘোঁত করতে থাকেন। নাজ্জাসী তাদের প্রতি কঠোর তিরস্কার করলেন। তিনি মুহাজিরদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, তোমরা সবাই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যে কেউ তোমাদেরকে বাধা দেবে তাকে কঠোর মূল্য দিতে হবে এবং যে কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে সে শাস্তি পাবে। ইশ্বরের কসম! আমি পহাড়সম স্বর্ণ পেলেও তোমাদেরকে কেউ অনিষ্ট করতে দেবো না।"

আমর ও তার সাথীর দিকে তাকিয়ে নাজ্জাসী বললেন, "এ দুব্যক্তির দেওয়া উপহারসামগ্রী এদের নিকট ফেরৎ দাও। আমার এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই।"

আবিসিনিয়া থেকে মদিনা শরীফে আগমন

হযরত জা'ফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে 'উমাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহা দীর্ঘ ১০ বছর আবিসিনিয়ায় বসবাস করেন। তাঁদের তিনজন সন্তানের জন্ম হয়। তাদের নাম ছিলো আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ও 'আউন।

৭ হিজরি (৬২৮ খ্রি.) জা'ফর (রা.) স্বপরিবারে একদল মুসলমানদের সঙ্গে মদিনা শরীফের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের আগমনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবেমাত্র সফল খাইবার অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন। চাচাতো ভাই জা'ফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আগমনে তিনি খুব বেশি আনন্দিত হন। তিনি বললেন, "আমি জানি না কোন্‌টি আমাকে অতিবেশি আনন্দে ভরপুর করলো- খাইবার বিজয় না জা'ফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"

মু'তাহর যুদ্ধ ও জা'ফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ

বর্তমান জর্দানের একটি শহর হচ্ছে মু'তাহ। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে (৮ হি.) এই এলাকায় মুসলিম ও বাইজান্টিন সৈন্যদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল। মাত্র ৩,০০০ মুসলিম সৈন্য ২,০০,০০০ বাইজান্টিন সৈন্যদের মুকাবিলা করে।

মুসলিমদের তিনজন সেনাপতি একে একে শহীদ হওয়ার পর খালেদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলিম সৈন্যরা সরে আসতে সক্ষম হন। যুদ্ধে কোনো পক্ষের বিজয় নিশ্চিত না হলেও মুসলমানদের জন্য এটি ছিলো এক নৈতিক বিজয়। এ যুদ্ধে যাত্রার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন: "প্রথমে সেনাপতি হবেন জায়িদ বিন হারিসা। তিনি শহিদ হলে সেনাপতি হবেন জা'ফর বিন আবি তালিব। তিনিও শহিদ হলে সেনাপতি হবেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ। তিনি শহিদ হলে যাকে ইচ্ছা তোমরা তাকে সেনাপতি বানাবে।"

তুমুল যুদ্ধের সময় প্রথমে সেনাপতি জায়িদ ইবনে হারিসা (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক সেনাপতির দায়িত্ব নেন জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রা.)। তিনি বীরের মতো লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন। এরপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (রা.) মুসলিম সৈন্যদের সেনাপতি হন। কিন্তু তিনিও শহিদ হয়ে যান। অবশেষে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) নেতৃত্বে কৌশলে মুসলিম সৈন্য পিছু হেঁটে মদিনায় ফিরে আসে।

বীর যোদ্ধা শহিদ হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিবের (রা.) সমাধি জর্দানের মু'তাহ শহরের আল-মাজার মসজিদের পাশে অবস্থিত। এখানে আরো সমাহিত আছেন শহিদ জায়িদ ইবনে হারিসা (রা.) ও শহিদ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ (রা.)। আল্লাহ তা'আলা এই মহান বীর শহিদদের মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(২১)
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (আবু সুলাইমান, সাইফুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩৩]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩০ হি.পূ. / ৫৯২ খ্রি. (আনুমানিক), / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২১ হি. / ৬৪২ খ্রি., / হিমস সিরিয়া, (মতান্তরে মদিনা মুনাওয়ারা) স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: ওয়ালিদ বিন মুগাইরাহ মাখযুমী।

মাতার নাম: লুবাবা (সুগরা) বিনতে হারিস।

ভাইবোন: ১. নাযিয়া/’আতিকা/ফাকতা বিনতে ওয়ালিদ, ২. ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ, ৩. হুরমিলা বিন ওয়ালিদ, ৪. হিশাম বিন ওয়ালিদ, ৫. ’আম্মারা বিন ওয়ালিদ, ৬. ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ।

স্ত্রী: ১ কাবসা বিনতে হুদাহ ’আদরিয়্যা, ২. আসমা বিনতে আনাস খাতা’মিয়্যা।

পুত্র-কন্যা: ১. সুলাইমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ, ২. সারা বিনতে খালিদ, ৩. মুহাজির বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ, ৪. আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ, ৫. আবদুল্লাহ বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি মাখজুম), শেষের মুসলিম, মু’তাহ-হুনাইন-ইয়ারমুক-ইয়ামামা এবং আরো অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বিজেতা, অনুলেখক।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) সপ্তম শতকের কিংবদন্তী মুসলিম সামরিক সেনাপতি ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিলো ‘সাইফুল্লাহ’ (আল্লাহর তলোয়ার)। ইতিহাসে তাঁর মতো অপরাজেয় সেনাপতি আরো কেউ আছেন কী না সন্দেহ আছে। যুদ্ধ কৌশলে তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি সে যুগে আরেকজন পাওয়া যায় নি। তিনি ছোট বড়ো ষাটটি বা ততোর্ধ যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে কখনো হারেন

[৩৩] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

নি। অমুসলিম থকাবস্থায় তাঁর যুদ্ধ কৌশলের উচ্চ প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিলো উহুদের যুদ্ধে।

একজন সুদক্ষ মুসলিম সেনাপতি হিসাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় অসংখ্য জিহাদে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং প্রত্যেকবার বিজয়ী হয়েছেন। এই মহান মুসলিম সেনাপতির ষাটোর্ধ জিহাদের বর্ণনা এ প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ষাটটি ছোটবড়ো যুদ্ধ, অভিযান ও অবরোধের একটি তালিকা শেষের দিকে তুলে ধরবো।

জন্ম ও সেনাদক্ষতা অর্জন

শক্তিশালী একটি কুরাইশ বংশের শাখা বনি মাখজুমে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বেড়ে ওঠার সময় থেকেই খালিদ (রা.) অশ্বারোহণ, তলোয়ার, তীর ও বর্শা চালনা এবং সেনাদের নেতৃত্ব দান ইত্যাদি সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশলের প্রথম বিকাশ ঘটে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহুদের যুদ্ধে। খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তিনি খুব বেশি সক্রিয় ছিলেন না। এ যুদ্ধে খন্দক বা খাল খননের কারণে ১০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট সামরিক বাহিনী থাকাসত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যত কোন ফায়দা হয়নি মক্কার কুরাইশদের। অবশ্য তারা দীর্ঘ মাসব্যাপী মদিনা শরীফকে অবরোধ করে রাখে। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় নি। বাধ্য হয়ে তাদেরকে মক্কায় ফেরৎ যেতে হয়েছিল।

ইসলামগ্রহণ

হিজরি ৬ সালে (মতান্তরে ৮ হি.) হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা শরীফ এসে ইসলামে দীক্ষিত হন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থেকে ইসলামগ্রহণ করেন আমর ইবনে আস ও উসমান ইবনে তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা।

খালিদের (রা.) ভাই ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) মদিনা শরীফ থেকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন মক্কায় অবস্থিত খালিদের (রা.) নিকট। এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু উক্তি বর্ণিত ছিলো।

ওয়ালিদের (রা.) পত্রে লিখা ছিলো, "আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি যে, তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষ কেনো এখনও ইসলাম থেকে দূরে রয়েছো। ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কেউই আর অনবগত নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলেন, "খালিদ কোথায়?" আমি উত্তর দিয়েছি, "আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আমাদের নিকট নিয়ে আসবেন।" তিনি বললেন, "তার মতো একজন প্রতিভাবান লোক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। সে

যদি তার বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে মুসলমানদের পক্ষে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে, তাহলে সে এ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। আমরা অবশ্যই তাকে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবো।" (এরপর ওয়ালিদ মন্তব্য করেন) প্রিয় ভাই, তোমার জন্য এটা উত্তম সময় যে, যাকিছু সুযোগ-সুবিধা তুমি হারিয়েছ তা এখন পূরণ করা।"[৩৪]

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে এভাবে ইতিবাচক উক্তি করায় তিনি আনন্দিত হলেন। তাঁর চোখের সর্বশেষ পর্দা উন্মোচিত হলো। তিনি মদিনা শরীফ গিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হলেন।

তাঁর সামরিক পেশা

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামগ্রহণের পর প্রথম যুদ্ধ ছিলো, মু'তাহর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কলেবর বৃদ্ধি হবে বিধায় আমরা তাঁর নেতৃত্বে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো তার একটি তালিকা সংক্ষিপ্ত তথ্যাদিসহ নিচে উল্লেখ করলাম।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় খালিদের (রা.) নেতৃত্বে বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিজান।[৩৫]

১. উহুদের যুদ্ধ (মুসলমানদের বিপক্ষে), ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ।
২. খন্দকের যুদ্ধ (মুসলমানদের বিপক্ষে), ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ।
৩. মু'তাহ যুদ্ধ, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ।
৪. মক্কা বিজয়, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ।
৫. নাখলা অভিযান, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
৬. বনি জুদিমাহ অভিযান, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
৭. হুনাইন যুদ্ধ, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
৮. তাইফ যুদ্ধ, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
৯. তাবুক যুদ্ধ, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
১০. দুমাতুল জান্দাল অভিযান (১ম), ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
১১. দুমাতুল জান্দাল অভিযান (২য়), ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ।
১২. নজরান অভিযান, ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ।

[৩৪] https://www.arabnews.com/node/268075
[৩৫] https://www.quora.com/

২. খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে খালিদের (রা.) নেতৃত্বে যুদ্ধ ও অভিযান।

১৩. বুযাখার যুদ্ধ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
১৪. গামরা যুদ্ধ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
১৫. নাক্বরা যুদ্ধ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
১৬. জাফার যুদ্ধ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
১৭. বুতাহ যুদ্ধ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
১৮. ইয়ামামা যুদ্ধ (নবী দাবিদার মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে), ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
১৯. মৃত্যু বাগান অবরোধ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
২০. সাল্লাসিল / চেইনস্ যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২১. কাযিমাহ যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২২. ওয়ালাজা যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৩. উল্লায়িস যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৪. হিরা যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৫. আনবার যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৬. আইনাত তামর যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৭. হুসাইদ যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৮. দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৯. মুজাইয়্যাহ যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
৩০. সানিয়্যি যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
৩১. জুমাইল যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
৩২. নদী যুদ্ধ, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
৩৩. ফিরাজ যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩৪. মার্জ রাহিত যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩৫. মার্জ আস-সাফ্‌ফার যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩৬. কারিয়াটাইন যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩৭. হাওয়ারিন যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩৮. ইয়াকুসা যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩৯. বসরা যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৪০. আজনাদাইন যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৪১. সানিতাল উক্বাব যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৪২. দিমাসকাস যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

৩. দিমাসকাস যুদ্ধের সময় ১ম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) নেতৃত্বে পরবর্তী যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়।

৪৩. মার্জউদ দিবাজ যুদ্ধ, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
৪৪. ফাহেল যুদ্ধ, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ।
৪৫. মার্জার রুম যুদ্ধ, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ।
৪৬. মার্জ-দিমাশ্‌ক্ব যুদ্ধ, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ।
৪৭. এমিসা অবরোধ, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ।
৪৮. ইয়ারমুক যুদ্ধ, ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ।
৪৯. দিমাসকাস অবরোধ, ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ।
৫০. জেরুজালেম অবরোধ, ৬৩৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫১. আলেপ্পো অবরোধর, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫২. হাজির যুদ্ধ, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫৩. ক্বিন্নাসরিন যুদ্ধ, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫৪. লোহার সেঁতু যুদ্ধ, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫৫. এ্যান্টিওক অবরোধ, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫৬. এমিসা অবরোধ, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
৫৭. এডিসা অবরোধ, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
৫৪. জার্মানিসিয়া অবরোধ, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
৫৯. মারাশ যুদ্ধ, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
৬০. এ্যানাটোলিয়া অভিযান, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) ইন্তিকাল

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রাশিদুন খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে (রা.) সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। এর পরবর্তী সময় অর্থাৎ ৬৩৯ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার সময়ে খালিদ (রা.) সম্পর্কে তেমন কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় নি।

অবশ্য তিনি যে ২১ (৬৪২ খ্রি.) হিজরি সনে ইন্তিকাল করেছিলেন এ ব্যাপারো কোনো মতানৈক্য নেই। তবে ঠিক কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এ সম্পর্কে দু'টি মতামত বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেছেন সিরিয়ার হম্‌স শহরে, অন্যরা বলেন মদিনা মুনাওয়ারায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো আনুমানিক ৫০ বছর। আল্লাহ তা'আলা এ মহান বীর গাজির মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(২২)
হযরত আবু যার গিফারি (আবু যার) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩৬]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জন্ম তারিখ অজানা, / হিযাজ।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩২ হি. / ৬৫৩ খ্রি., / মদিনার নিকটে রাবাতাহ, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: জানাদা ইবনে সাকান।

মাতার নাম: রামলা বিনতে ওয়াকি'য়্যা গাফ্‌ফারিয়্যা।

ভাইবোন: ১. আনিস বিন জুনাদাহ গাফ্‌ফারি।

স্ত্রী: ১. উম্মে যার।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- গাফ্‌ফারি, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর আসল নাম ছিলো জুনদুব ইবনে জানাদা। তবে তিনি আবু যার (রা.) নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বনি কিনানার গিফার নামক একটি গোত্রের সদস্য ছিলেন। সে যুগে এই গোত্রের পেশা ছিলো ডাকাতি। মদিনা শরীফের উত্তরে বসবাসকারী এই গোত্রকে আশপাশ এলাকার মানুষ ভয় করতো।

তবে আবু যার (রা.) অত্যন্ত নীতিবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি খুব গম্ভীর এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ধরনের যুবক ছিলেন। বালিগ হওয়ার কাল থেকে তিনি নিজেকে ডাকাতিতে লিপ্ত তাঁর সমাজের লোকদের থেকে দূরে থাকতেন।

ইসলামে দীক্ষিত

ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত বুখারি শরীফের একটি হাদিসে আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে আব্বাস বলেন, "আবু যার কিভাবে মুসলমান হলেন সে ব্যাপারে আমি বলবো কি?" (সাহাবা)

---

[৩৬] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

শ্রোতারা বললেন, "হ্যাঁ, বলুন"। তিনি বললেন, "আবু যার বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন পুরুষ। আমরা খবর পেলাম মক্কা শরীফে একব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি নবী হওয়ার দাবি করছেন। সুতরাং আমি আমার ভাইকে (তার নাম আনিস ছিলো বলে কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়) বললাম, তুমি মক্কা শরীফ গিয়ে এ ব্যক্তির সাথে কথা বলবে। আমার নিকট তাঁর সম্পর্কে খবর নিয়ে আসবে। এ ব্যক্তি ও মক্কার মানুষের অবস্থা কি জেনে নিবে।"

আবু যার (রা.) আরো বলেন, "আমার ভাই মক্কা শরীফ গিয়ে অনুসন্ধান করলো। যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করছিলেন তাঁর সম্পর্কে অবগত হলো। ভাই ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, বলো, আমার জন্য কী খবর নিয়ে এসেছো? ভাই উত্তর দিলেন, "ওয়াল্লাহি! আমি এ ব্যক্তিকে দেখেছি যার মধ্যে উত্তম গুণাগুণ বিদ্যমান। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য উচ্চ পর্যায়ের। তিনি ভালো কাজের নির্দেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।" আমি জানতে চাইলাম, তুমি শুধু এটুকুই জানলে? বললো, "হ্যাঁ, এটুকুই।" আমি মনে করলাম এটা আমার জন্য যথেষ্ট নয়।"

আবু যার (রা.) বলতে থাকেন, "আমি পানির (পানি রাখার চামড়ার) থলে ও হাতের লাঠি নিয়ে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কারোর নিকট প্রশ্ন করলাম না, কারণ নিজেকে সমস্যায় ফেলতে চাই না। আমি হারামে (কাবা শরীফের নিকটে) চলে গেলাম। সেখানে বসে যমযমের পানি পান করতে থাকি। একটু পরে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আসলেন। আমি আলীকে (রা.) চিনতাম না, তিনিও আমাকে চিনতেন না।

হযরত আলী (রা.) কাছে এসে বললেন, "আপনি তো মক্কার লোক নন।" আমি হ্যাঁ বলার পর তিনি আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। এদিন তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে কিছুই বললাম না।

পরদিন হারামে অপেক্ষারত অবস্থায় আবার আলীর (রা.) সাথে দেখা হলো। তিনি আবারো জানতে চাইলেন, আমার আগমনের কারণ। এবার বললাম, আপনি কাউকে না বললে আমার উদ্দেশ্য বলবো। আমি নতুন নবীর আগমনের কথা বললাম এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা জানালাম।

আলী (রা.) মুচকি হাসলেন। বললেন, "আপনি অবশ্যই আলোর পথের সন্ধান পেয়ে গেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। আসুন আমার সাথে।"

অবশেষে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁকে দেখে বললাম, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "ওয়া আলাইকা সালামুল্লাহ ওয়া রাহমাতুহু ওয়া বারাকাতুহু।"

এরপর আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবদার জানালাম আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করতে।"

রাবাকা নামক গ্রামে বসবাস ও তাঁর মৃত্যু

অনেক বছর চলে গেলো, আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহু উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালেও জীবিত ছিলেন। তিনি ইসলামী খিলাফতের দ্রুত সম্প্রসারণ দেখেছেন। মুসলিম উম্মাহ বিরাট ধন-সম্পদের মালিক হতেও দেখেছেন। তবে অত্যন্ত তাপস দুনিয়াবিমুখ আবু যার (রা.) এসব পছন্দ করেন নি। এক হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর করুণা আবু যারের উপর বর্ষিত হোক। সে একা হাঁটে, একা তার মৃত্যু হবে এবং তাকে একাই পুনরুজ্জীবিত করা হবে।"

একদিন আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহু খলিফা উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, 'রাবাতা নামক গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে অনুমতি দিন।' এই জায়গাটি মদিনা শরীফের বাইরে মদিনা-ইরাকের রাস্তার পাশে ছিলো। তিনি আরো বললেন, 'আমি একাই বসবাস করতে চাই।' উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর আবদার গ্রহণ করলেন। সুতরাং আবু যার গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রী ও এক ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে নির্জনবাসের উদ্দেশ্যে রাবাতায় চলে গেলেন। রাবাতায় অন্য কেউ বসবাসকারী ছিলেন না। ইরাকের রাস্তায় হওয়ায় মাঝেমধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পেতেন।

এক বর্ণনায় জানা যায়, কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সম্পদ কোথায়?' তিনি জবাব দিলেন, 'আখিরাতের জগতে আমাদের একটি ঘর আছে। আমরা উত্তম সম্পদ সেখানে পাঠিয়ে থাকি।" তিনি কঠোর তপশ্চর্যা করতেন। দুনিয়াবী ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর মোটেই কোনো আকর্ষণ ছিলো না।

আবু যারের (রা.) মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি কাঁদতে থাকেন। মৃত্যুর পরে কীভাবে কাফন-দাফন হবে? এমনকি জানাযার নামায পড়ার মতো কেউ ছিলো না। আবু যার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কথা শোনো। তিনি বলেছেন, "একদল ঈমানদার লোক আবু যারকে পাবে এবং তার জানাযা পড়বে।" আমি জানি সাদ্বিক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র সত্য কথা বলতেন। তুমি চিন্তা করো না, আমার কাফন-দাফন আঞ্জাম দিতে একদল ঈমানদার অবশ্যই আসবেন।'

আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন ইন্তিকাল করলেন, তখর তাঁ স্ত্রী ও ছেলেসন্তান তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে রাস্তার নিকট নিয়ে গেলেন। সত্যিই দেখা গেলো একদল লোক এগিয়ে আসছেন। তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর সঙ্গে বেশ ক'জন ছাত্রও ছিলেন। ইবনে মাস'উদ (রা.) আবু যারের (রা.) মরদেহ দেখে কপালে চুমো খেলেন ও কাঁদলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই কথাগুলো আবার বললেন, "আল্লাহর করুণা আবু যারের উপর বর্ষিত হোক। তিনি একা হাঁটেন, একা তাঁর মৃত্যু হবে এবং তাঁকে একাই পুনরুজ্জীবিত করা হবে।"

ইবনে মাস'উদ ও আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা একত্রে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দু'জনের জীবনে কতো পার্থক্য! তাপস দুনিয়াবিমূখ আবু যার (রা.) আর দ্বীনের শিক্ষাগুরু, ফকিহ হযরত ইবনে মাস'উদ (রা.)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর সাথী এ মহান তাপস সাহাবির জানাযা পড়লেন এবং মরদেহ কবরস্থ করে বিদায় হলেন। আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি রাবাতায় সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মহান তাপস সাহাবার মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(২৩)
হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ হাবশি (আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩৭]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জন্ম তারিখ অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২১ হি. / ৬৪২ খ্রি., / দামেস্ক সিরিয়া, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: রাবাহ।

মাতার নাম: হামামাহ।

ভাইবোন: ১. খালিদ ইবনে রাবাহ, ২. আকরা বিনতে রাবাহ।

স্ত্রী: অজানা।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- বনি জুমাহ, প্রথম মুয়াজ্জিন, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, কুরাইশ কর্তৃক প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার, প্রাক্তন ক্রীতদাস- পরে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ক্রয় করে মুক্ত করেন, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। আর তাঁকে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাধারণত তাঁকে ‘বিলাল হাবাশী’ ডাকা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একান্ত বিশ্বস্ত ও আনুগত্যশীল সাহাবি ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব মুহাব্বতও করতেন।

তাঁর বংশ ও প্রাথমিক জীবন

হযরত বিলালের (রা.) পিতা আরবদেশের ছিলেন। তবে তাঁর মাতা ছিলেন আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) মহিলা। পিতার নাম ছিলো রাবাহ ও মাতার নাম হামামা। বিলালের (রা.) গায়ের রং ছিলো প্রায় কালো বাদামি। দেহের গঠন ছিলো লম্বা ও হালকা-পাতলা এবং মাথার চুল খুব ঘন।

---

[৩৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হযরত বিলালের (রা.) জন্ম কবে হয়েছিলো তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। কেউ কেউ বলেন হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে, অন্যরা বলেন, হিজরতের ৪৩ বছর পূর্বে। তিনি যে মক্কা শরীফে দাস হিসাবে জন্ম নিয়েছিলেন তা নিশ্চিত।

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশ ছিলো বনি জুমাহ। এ বংশ হস্তরেখাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। বিলালের (রা.) পিতা-মাতা ক্রীতদাস ছিলেন। দাস হিসাবে জন্ম নেওয়া বিলাল (রা.) কুরাইশ নেতা উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন।

তাঁর ইসলামগ্রহণ

ক্রীতদাস হলেও বিলাল (রা.) ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই মুশরিকদের মূর্তিপুজাকে ঘৃণা করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করে দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেন, তখন বিলাল (রা.) বিনাবাক্যে গোপনে ইসলাম কবুল করে নেন। এ সময় সর্বমোট ৯ জন মাত্র মুসলমান হয়েছিলেন।

তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন

ইসলামপ্রচারের প্রাথমিক সময় অনেক গরিব ও ক্রীতদাস লোকজন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এ লোকগুলোর নিরাপত্তা দানের কেউ ছিলেন না। ফলে কুরাইশরা ইসলামগ্রহণের কারণে এদের উপর চরমভাবে নির্যাতন শুরু করে। এ সময় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার হন হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

বিলালের (রা.) মালিক উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন জানতে পারলো বিলাল (রা.) মুসলমান হয়ে গেছেন, তখন সে তাঁর ওপর চরম নির্যাতন শুরু করে। তার ইচ্ছে ছিলো বিলাল (রা.) যেনো ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে আবার তাদের মূর্তিপুজার ধর্মে ফিরে আসেন। কিন্তু বিলাল (রা.) কিছুতেই ইসলাম ছাড়তে রাজী হলেন না। ফলে তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুপুরের তীব্র রৌদ্রের সময় মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় বিলালকে (রা.) চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর ভারী পাথর তুলে দেওয়া হয়। উমাইয়া তাঁকে বার বার বলতে থাকে, 'লাত' বলো, 'উয্‌জা' বলো। কিন্তু বিলাল (রা.) বলতে থাকের 'আহাদ! আহাদ!' (আল্লাহ এক) । এভাবে নরাধম ইবনে খালাফ তাঁকে কয়েক দিনব্যাপী নির্যাতন করতে থাকে। এতে বিলালের (রা.) মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলো।

বিলালের (রা.) মুক্তি

কুরাইশদের কর্তৃক দাস-দাসী ও গরিব নওমুসলিমদের ওপর চরম নির্যাতন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হলেন। এদেরকে রক্ষা

করতে তিনি হযরত আবু বকরকে (রা.) প্রেরণ করলেন নির্যাতনের স্থানে। খাস করে বিলালকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে তাগিদ দিলেন।

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছে দেখলেন বিলালের (রা.) উপর নির্যাতন অব্যাহত আছে। তিনি উমাইয়া ইবনে খালাফকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে উমাইয়াহ! তুমি কী একে হত্যা করতে চলেছো এ কারণে যে, সে বলে 'আল্লাহ আমার প্রভু?'।" উমাইয়া কিছু বললো না। নির্যাতন বাড়াতে লাগলো। আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে বললেন, "তুমি তার মূল্য থেকে বেশি নিতে পারো, তাকে ছেড়ে দাও!"

উমাইয়া ভাবলো, এ অবাধ্য গোলামের মৃত্যু থেকে আবু বকরের (রা.) নিকট চড়া মূল্যে বিক্রি করলে সে লাভবান হবে। তাই সে রাজী হয়ে গেলো।

আবু বকর (রা.) বিলালকে (রা.) উমাইয়ার নির্যাতন থেকে বাঁচানোর পরই উপস্থিত সবাইকে বললেন, "সবাই জেনে রাখো, আমি বিলালকে ক্রীতদাস থেকে মুক্ত করলাম।"

আবু বকর (রা.) বিলালকে (রা.) নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হলেন। মুক্ত বিলালকে (রা.) কাছে পেয়ে তিনি খুশি হলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামও আনন্দিত হলেন।

মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মদিনা শরীফে হিজরতের নির্দেশ পেয়ে বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের সাথে হিজরত করলেন। তিনি প্রথমে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও আমির ইবনে ফাহরিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে একই বাড়িতে অবস্থান করেন। পরে তিনি আবু রওয়ালহা আনসারীকে (রা.) ভাই হিসাবে পান।

মদিনা শরীফে মুহাজিররা বসবাস শুরুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পূর্বে 'আজান' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মুয়াজ্জিন হিসাবে বিলালকে (রা.) বেছে নেন। সুতরাং তখন থেকে মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান বিলালের (রা.) সুললিত কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। তিনি ইকামাতও দিতেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর প্রাক্তন মালিক কুখ্যাত উমাইয়া ইবনে খালাফকে হত্যা করেন।

মক্কা বিজয়ের দিন বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাবা শরীফের উপরে আরোহণ করে আজান দেন। মসজিদুল হারামে এটাই ছিলো প্রথম আজান।

তাঁর বিবাহ

একদিন আবুল বুকাইর (রা.) নামক একজন সাহাবির ছেলেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বোনের জন্য একজন স্বামী খুঁজে দিন।" তিনি বললেন, "বিলালের সাথে তোমাদের বোনকে বিয়ে দিতে পারো।" একথা শুনে তারা চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে আবার এসে একই প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, "বিলালের সাথে তোমাদের বোনকে বিয়ে দিতে পারো।" ক'দিন পর তারা আবার এসে প্রশ্ন করলো। তিনি এবার বললেন, "বিলাল তো বেহেশতের একজন বাসিন্দা। তোমরা তার কাছে বিয়ে দিতে পারো।" সুতরাং, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরামর্শ মুতাবিক শেষ পর্যন্ত তারা বোনকে বিলালের কাছে বিবাহ দিলেন।

তিনি বনি জুহারার এক মহিকেও বিয়ে করেছিলেন। এছাড়া হিনুল খুলাইনা নামক তাঁর এক স্ত্রীর নাম কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়।

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে প্রশ্ন করলেন, "হে বিলাল! তুমি এমন কী বিশেষ আমল করছো যার জন্য বেহেশতে তোমার পদধ্বনি শুনলাম?"

বিলাল (রা.) জবাব দিলেন, "বলার মতো এমন কোনো আমল আমার নেই। শুধুমাত্র এটা যে, যখনই আমি উদ্বু করি দিনে অথবা রাতে, আমি (তাহিয়্যাতুল উদ্বু) নামায আদায় করি।" (বুখারী: ১১৪৯)

একদা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসাবে তিনটি বর্শা পাঠালেন। তিনি এগুলোর একেকটি করে উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবি তালিব ও বিলাল ইবনে রাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে উপহার দিলেন।

বিলালের সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন উচ্চমানের ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাইতুল মালের পরিচালক নিযুক্ত করেন।

তিনি আজান বন্ধ করলেন

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বিলাল (রা.) ভেঙ্গে পড়েন। তিনি আর আগের মতো ছিলেন না। তিনি ফযরের আজান দিতে মিনারায় আরোহণ করলেন। আজানের সময় তিনি নিজেকে সুস্থির রাখতে পারলেন না। কাঁদতে লাগলেন। চোখের অশ্রুতে দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেলো। আজানের বাকি অংশ কোনোমতে ধীরে ধীরে শেষ করলেন। এদিনের পর থেকে বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে আজান দেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার খিলাফতকালে বিলাল (রা.)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিন বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু খলিফাকে অনুরোধ করলেন সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন। খলিফা আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, “বিলাল, তোমাকে মদিনায় থাকা দরকার। বিভিন্ন কার্যে তোমার প্রয়োজন আছে।” এ অনুরোধ বিলাল (রা.) রক্ষা করলেন। তিনি প্রথম খলিফার খিলাফতকালে মদিনা শরীফে থেকে যান।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে একটু বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে খলিফাকে অনুরোধ করেন। খলিফা তাঁকে মদিনায় থকতে বললেন, কিন্তু বিলাল (রা.) বললেন, দয়া করে আমাকে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি দিন। এরপর খলিফা বাধ্য হয়ে অনুমতি দিলে তিনি সিরিয়ায় অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন।

বিলালের (রা.) শেষ আজান

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সিরিয়ায় ভ্রমণে থাকাকালে সেখানকার মুসলিম সেনা-জনতা তাঁকে অনুরোধ জানালেন, তাঁরা বিলালের (রা.) কণ্ঠে আজান শুনবেন। সুতরাং খলিফা বিলালকে (রা.) ডেকে পাঠালেন। বললেন, “বিলাল, তুমি আজ আমাদেরকে আজান দিয়ে তৃপ্ত করবে- কেমন?”। বিলাল রাজী হলেন। তিনি নামাজের পূর্বে আজাদ দিতে থাকেন। এদিকে উপস্থিত সবার অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি জেগে উঠলো। আজানের সময় সকলে শিশুদের মতো কাঁদতে লাগলেন।

হযরত বিলালের ইন্তিকাল

আসুস্থ হয়ে বিছানায় থাকাবস্থায় বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বললেন, “কী বেদনাদায়ক পীড়া!” একথা শুনে বিলাল (রা.) বললেন, “কী বিরাট

আনন্দ! আগামীকাল আমার ভালোবাসার ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ হবে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবে কিরাম।”

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সিরিয়ার দামেস্ক শহরে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে (২১ হিজরি) ইন্তিকাল করেন। তিনি দামেস্ক শহরের বাবুস সাগির কবরস্থানে সমাহিত আছেন। হে আল্লাহ! বিলাল ইবনে রাবাহের (রা.) উপর অনন্তকালের জন্য শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন।

(২৪)
হযরত ’আম্মার ইবনে ইয়াসির (আবু ইয়াক্বযান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫৭ হি.পূ. / ৫৬৬ খ্রি., (আনুমানিক), / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৭ হি. / ৬৫৭ খ্রি., / সিফফিন, শহিদ (জঙ্গে সিফফিন)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ, সেনাপতি।
পিতার নাম: ইয়াসির ইবনে ’আমির (রা.) (প্রথম পুরুষ মুসলিম শহিদ)।
মাতার নাম: সুমাইয়্যা বিনতে খাইয়্যাত (রা.) (প্রথম নারী মুসলিমা শাহিদাহ)।
ভাইবোন: ১. আবদুল্লাহ, ২. হারিস।
স্ত্রী: অজানা।
পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন ’আম্মার বিন ইয়াসির।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- বনি মাখজুম, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, কুরাইশ কর্তৃক প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত ‘আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাথমিক মুসলমান ছিলেন। তাঁর উপর কুরাইশরা অমানুষিক নির্যাতন করেছে। তাঁর পিতা ও মাতা তাঁরই দাওয়াতে মুসলমান হয়েছিলেন। গরিব দুর্বল পরিবার হিসাবে তাঁদের উপর আবু জাহিল কর্তৃক চরম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আম্মারের (রা.) মা ও বাবা উভয়কে ইসলামগ্রহণের কারণে হত্যা করা হয়। তাঁরা দু’জন হলেন প্রথম মুসলিম শহিদ।

প্রাথমিক জীবন ও ইসলামগ্রহণ

ইয়েমেনের মাদহিজ উপজাতির বনি মালিক বংশভুক্ত ছিলেন হযরত ‘আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)। তবে তাঁর বাবা ইয়াসির মক্কা শরীফ এসে বসবাস করেন এবং সুমাইয়্যাহ নাম্নী এক ক্রীতদাসীকে বিয়ে করেন। অনেকের মতে ‘আম্মারের (রা.) জন্ম হয় ‘হস্তিবাহিনীর যুদ্ধের’ বছর মক্কা মুকাররমায়। প্রথমে ‘আম্মারের (রা.)

[৩৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

মাতা-পিতা আবু হুজাইফার দাস-দাসী ছিলেন। আবু হুজাইফার মৃত্যুর পর উভয়ে ইসলামের চরম দুশমন বনি মাখযুমের নেতা আবু জাহিলের নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন। এই নরাদমই 'আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা সুমাইয়্যাহকে (রা.) বর্শার আঘাতে হত্যা করে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে 'আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

পরে কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে তিনি ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বদর (৬২৪ খ্রি.), উহুদ (৬২৫ খ্রি.) ও খন্দকের (৬২৭ খ্রি.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) খিলাফতকালে তিনি রিদ্দা (৬৩২-৬৩৩ খ্রি.) যুদ্ধসমূহ ও পারস্য বিজয়ের যুদ্ধসমূহে (৬৩৩-৬৫১ খ্রি.) অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পরবর্তীতে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি জঙ্গে জামাল (৬৫৬ খ্রি.) ও সিফফিনের (৬৫৭ খ্রি,) যুদ্ধে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে লড়াই করেন।

’আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ

চতুর্থ রাশিদুন খলিফা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে ’আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহু সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আম্মার এ যুদ্ধে শহিদ হন। সিরিয়ার রাক্কা শহরের ফুরাত নদীর তীরে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

(২৫)
হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌স (আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৩৯]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫৮৬ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি. / ৬২৫ খ্রি., / উহুদ, হিযাজ, শহিদ (জঙ্গে উহুদ)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, মুহাজির, সেনাপতি।

পিতার নাম: জাহ্‌স বিন রি'আব।

মাতার নাম: উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

ভাইবোন: ১. জয়নব বিনতে জাহ্‌স, ২. হান্নাহ বিনতে জাহ্‌স, ৩. আব্দ' বিন জাহ্‌স, ৪. উম্মে হাবিব বিনতে জাহ্‌স, ৫. উবাইদুল্লাহ বিন জাহ্‌স।

স্ত্রী: ১. জয়নব বিনতে খাজীমাহ অথবা ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌স।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আলে বনি আবদে শামস, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, আবিসিনিয়া-২, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহ্‌স রাদ্বিআল্লাহু আনহা আবদুল্লাহ্‌র বোন ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌সই সর্বপ্রথম একদল মুসলিমের অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নওমুসলিমদের একত্রিত হওয়ার স্থান বাইতুল-আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন।

মদিনা শরীফে হিজরত

প্রথমে তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যসহ আবদুল্লাহ (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে মক্কা শরীফে ফিরে আসার পর মদিনা শরীফে হিজরত করার নির্দেশ আসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। এ

[৩৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হিজরতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিবারের অনেক সদস্য, শিশু-কিশোর-মহিলা ও অন্যান্য মিলে বেশ বড় এক কাফেলা।

মক্কা শরীফের নিজেদের বিষয়-সম্পদ ও বাড়ি ঘর ছেড়ে যাওয়ায় সুযোগ পেয়ে সবকিছু আবু জাহিল দখল করে নেয়। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ (রা.) অবগত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করলেন। তিনি বললেন, "হে আবদুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেহেশতে বাড়ি দান করেছেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও?" আবদুল্লাহ বললেন, "অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ!"।

মুসলমানদের প্রথম সামরিক অভিযান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আটজন বিশিষ্ট সাহাবিকে একটি বড়ো দায়িত্ব দিলেন। তাঁদেরকে এক অভিযানে যেতে হবে। এই দলে আবদুল্লাহ বিন জাহ্স এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আবদুল্লাহ! এই অভিযানে তোমাকে সেনাপতি নিযুক্ত করলাম।" এরপর তিনি অভিযান সম্পর্কে সকল দিকনির্দেশনা দিলেন। তিনি একটি চিঠি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই চিঠি তুমি নির্দিষ্ট দিকে দু'দিন যাত্রার পর খুলে পাঠ করবে। এ চিঠিতে যাবতীয় নির্দেশনা দেওয়া আছে।"

অভিযানে যাত্রার ঠিক দু'দিন পর আবদুল্লাহ (রা.) এ চিঠি খুলে পাঠ করলেন। এতে লিখা ছিলো, "এ চিঠি যখন পাঠ করবে, তখন তোমরা মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত নাখলাহ নামক স্থনের দিকে অগগ্রসর হবে। সেখানে পৌঁছে কুরাইশদের গমনাগমন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে।"

চিঠি পাঠ করে আবদুল্লাহ নিজে নিজেই বলে উঠলেন, "আপনি যা নির্দেশ দিয়েছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!"

নাখলায় পৌঁছুয়ে পাহাড়ের নিকট থেকে কুরাইশদের গমনাগমন দেখতে লাগলেন সৈন্যরা। এক পর্যায়ে চোখে পড়লো চারব্যক্তির একটি কাফেলা। এরা ছিলো আমর ইবনে হাদরামি, হুকম ইবনে কাইসান, উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ও তার ভাই মুগিরা।

সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। পবিত্র রজব মাস থাকায় সবাই মিলে এদের উপর আক্রমণ করলেন। এতে একজন কুরাইশ মারা গেলো এবং আরো দু'জন সাহাবাদের হাতে আটক হলো।

মদিনায় ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহর উপর নারাজ হলেন, বললেন, "পবিত্র রজব মাসে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দেই নি।" এরপর কুরআন শরীফের এই আয়াতটি নাজিল হলো: "তারা তোমাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ

করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদুল হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড়ো পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা তার চেয়েও বড়ো পাপ।" (২:২১৭)

উক্ত আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা স্বস্থি বোধ করলেন।

বদর ও উহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আবদুল্লাহ বিন জাহ্স রাদ্বিআল্লাহু আনহু বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন।

এরপর উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হলেন। কুরাইশ মুশরিকরা তাঁর কান ও নাক কেটে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। আল্লাহ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহসের (রা.) মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(২৬)
হযরত আবদুল্লাহ বিন মাজ'উন (আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩০ হি.পূ., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩০ হি. / ৬৫০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: তাফসির, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: মাজ'উন বিন হাবিব।

মাতার নাম: সুখাইলা বিনতে 'উনাইস।

ভাইবোন: ১. উসমান ইবনে মাজ'উন, ২. জয়নব বিনতে মাজ'উন, ৩. কুদামাহ বিন মাজ'উন, ৪. সা'ইব বিন মাজ'উন।

স্ত্রী: অজানা।

পুত্র-কন্যা: অজানা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি জুমাহ), আবিসিনিয়া-২, প্রাথমিক মুসলিম, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মক্কার কুরাইশ বংশের বনি জুমাহ গোত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাজ'উন রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩০ হি.পূ. জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াজিদ বিন রুমান বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাজ'উন ও তাঁর ভাই হযরত কুদামা বিন মাজ'উন একসাথে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে যান নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার ছোট্ট একটি কাফেলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর তাঁরা জানতে পারলেন কুরাইশদের অধিকাংশ ইসলাম কবুল করেছেন, তখন তাদের প্রায় সকলেই মক্কা শরীফ ফিরে আসেন। কিন্তু খবরটি ছিলো ভুয়া। কুরাইশরা সকল

---

[৪০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

নওমুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে নির্দশ দেন। এ কাফেলায় ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাজ'উন ও তাঁর ভাইগণ।

মদিনা শরীফে হিজরত ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ

আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে আবদুল্লাহ বিন মাজ'উন রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মদিনা শরীফে হিজরত করেন। তিনি সকল মুহাজিরের মতো হযরত সাহল বিন উবাইদুল্লাহ আনসারীর (রা.) সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করেন।

তাঁর ভাইদের সাথে আবদুল্লাহ (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাজ'উন রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ৩০ হি. (৬৫০ খ্রি.) মদিনা শরিফে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ জাল্লে জালালুহু তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(২৭)
হযরত আমর ইবনে আস (আবু আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫০ হি.পূ. / ৫৭৩ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪৩ মতান্তরে ৫১ হি. / ৬৬৪ খ্রি., / মিসর, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, প্রশাসক।
পিতার নাম: আস ইবনে ওয়া'ইল।
মাতার নাম: লায়লা বিনতে হারমালাহ।
ভাইবোন: ১. হিশাম ইবনে আস।
স্ত্রী: ১. রাইতা বিনতে মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ, ২. উম্মে খুলসুম বিনতে 'উক্ববা।
পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ ইবনে আমার বিন আস (রা.)।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আইশা বিনতে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহা।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি উমাইয়া, বনি সাহম), শেষের মুসলিম, অনুলেখক, দূত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাহাবি হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন একজন সুদক্ষ মুসলিম সেনাপতি। তাঁর নেতৃত্বে মাত্র ৩,৫০০ সৈন্য বৃহত্তর মিসর জয় করেন। তিনি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁর সেনাদক্ষতা হেতু অচিরেই তিনি সেনাপতি হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

বংশ ও প্রাথমিক জীবন

তিনি ৫০ হি.পূ. (৫৭৩ খ্রি.) মক্কা মুকাররমায় কুরাইশ গোত্রের বনি সাহম বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

আমর ইবনে আস (রা.) তাঁর পিতা আস ইবনে ওয়া'ইলের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হন। এর মধ্যে তায়েফের নিকটে একটি ভূ-সম্পত্তিও ছিলো।

[৪১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আমর ইবনে আস (রা.) খুব লম্বা ছিলেন না- তবে তাঁর স্কন্ধ চওড়া ছিলো। তিনি খুব বেশি বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর কৌশলগত দক্ষতা, কবিতা রচনা এবং কূটনীতির জন্য সবার নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন। সময় সময় তাঁকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে দেশ-বিদেশে দূত হিসাবে পাঠানো হতো। তখনকার মক্কা শরীফের একজন ধূর্ত আরব ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে সবাই জানতো। এসব গুণাবলী হেতু তিনি পরবর্তীতে সেনাদক্ষতা ও রাজনীতিতে সফলতা অর্জন করেন।

ইসলামে দীক্ষিত

আমর ইবনে আস (রা.) ইসলামগ্রহণের পূর্বে শক্তিশালী ইসলামবিরোধী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁর মধ্যে পরিবর্তন আসে।

তখন ছিলো ৮ হি. (৬৩০ খ্রি.)। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আমর ইবনে আস, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও উসমান ইবনে তালহা (রা.) মদিনা শরীফ গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান। এ তিনজনই অতীতের পাপের জন্য ভীষণভাবে চিন্তিত ছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিশ্চিত করেন, মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে অতীতের সকল পাপ মুছে গেছে। এতে তাঁরা স্বস্থি বোধ করেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন

আমর (রা.) মুসলমান হওয়ার পরই নিজের সেনাদক্ষতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের সক্ষমতা প্রদর্শন করেন। তিনি ওমানের সরদারকে ইসলামগ্রহণে সহায়তা করেন। এছাড়া ৮ হি. সনে জাত আল-সালাসিল অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন। এসময় কিছু প্রবীণ সাহাবাও তাঁর নেতৃত্বে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিচার-বিবেচনার উপর আস্থাশীল ছিলেন। তিনি তাঁকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ দেন। এ থেকে আমরের (রা.) অসাধারণ নেতৃত্বদান ও কৌশলের প্রমাণ মিলে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর রাজনৈতিক উত্তান

আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর খুব দ্রুত একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তাঁর সেনাদক্ষতার ফলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রসার লাভ করে। একজন সেনাপতি থেকে প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন ছিলো তাঁর পেশাগত বিস্ময়কর উত্তানের প্রমাণ।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আমর (রা.) রিদ্দা যুদ্ধসমূহে একজন সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ঠিকে থাকা ও প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে একদল দক্ষ সেনাপতির অবদান অনস্বীকার্য। আমর (রা.) ছিলেন তাঁদেরই একজন। তখনকার খিলাফতের প্রতি তাঁর ছিলো অবিচলিত সমর্থন ও আগ্রহ।

আমর ইবনে আসের (রা.) রাজনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে। উমর (রা.) তাঁর কৌশলী মনকে কাজে লাগাতে অগ্রসর হন। তিনি তাঁকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া অভিযানের দায়িত্ব দেন। বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়সমূহ তাঁকে একজন সুদক্ষ সেনাপ্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তীতে উমর (রা.) তাঁকে সিরিয়ার প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

মিসর বিজয়

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিসর বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব নেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে মাত্র ৩,৫০০ সৈন্য মিসরের বিভিন্ন শহর দখল করতে সক্ষম হয়। তাঁর সৈন্যরা প্রথমে পেলুসিয়াম (আধুনিক পোর্ট সাইদ) দখল করেন। এরপর আধুনিক যুগের কায়রো শহরের বেবিলন কেল্লা আয়ত্বে আনেন। তিনি আধুনিক কায়রো শহরের নিকটস্থ ফুসতাতকে নতুন রাজধানী হিসাবে গড়ে তুলেন।

আমর (রা.) স্থানীয়দের সমর্থন লাভ করেন কর ব্যবস্থার সংস্কার করে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাইজান্টিনরা মানুষের উপর উচ্চ হারে করারোপ করায় তাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

মিসরে তখন প্রচুর কপ্টিক খ্রিস্টানদের বসবাস ছিলো। আমর (রা.) তাদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি তাদের চার্চ সংরক্ষণ করেন ও ধর্মকর্ম মুক্তভাবে করার নিশ্চয়তা দেন। এর ফলে ধীরে ধীরে ইসলামী শাসন সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিফফিনের যুদ্ধে তাঁর সমর্থন

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রি.) সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আমর ইবসে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে কেউই বিজয়ী হন নি। সমজোতার চেষ্টা করেও কোনো ফায়দা হয় নি। অবশ্য যুদ্ধের ফলে রাজনীতিকভাবে মুয়াবিয়া (রা.) অনেকটা লাভবান হয়েছিলেন। খারিজী আবদুর রহমান মুলজিম মুরাদী কর্তৃক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করার (৬৬১ খ্রি.) পর মুয়াবিয়া (রা.) উমাইয়্যা খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আমর ইবনে আসের (রা.) ইন্তিকাল

হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৪৩ হি. (মতান্তরে ৫১ হি.), ৬৬৪ খ্রি. বা ৬৭২ খ্রি. বর্তমান পুরাতন কায়রো (তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ফুসতাত) শহরে ইন্তিকাল করেন। তিনি তখন মিসরের প্রশাসক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

(২৮)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (আবু মুহাম্মদ, আবু আবদুর রহমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪২]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬৩/৬৫ হি., / মিসর, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, প্রশাসক।
পিতার নাম: আমর ইবনে আস (রা.)।
মাতার নাম: রায়িতা বিনতে মুনাব্বিহ বিন হাল্লাজ।
ভাইবোন: অজানা।
স্ত্রী: অজানা।
পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা.), মু'আজ বিন জাবাল (রা.), আবু দারদা (রা.), সুরাকা বিন মালিক (রা.) এবং অন্যান্য।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ (বনি শামস), শাসক, হুনাইন-তাবুক-ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, জানা প্রথম হাদিসের কিতাব লেখক।[৪৩]

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর পুরো জীবন ইবাদতের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। তাঁর পিতা আমর ইবনে আসের (রা.) পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। পবিত্র কুরআন শরীফের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআনের হাফিজও ছিলেন। এছাড়া তিনি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদিস লেখার অনুমতি নিয়েছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি একখানা হাদিসের কিতাবও রচনা করেন।

[৪২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/
[৪৩] উইকিপিডিয়া।

প্রাথমিক জীবন ও ইসলামগ্রহণ

তাঁর জন্ম হয় মক্কা মুকাররমায়। জানা গেছে, তিনি তাঁর পিতার থেকে মাত্র ১১ কিংবা ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। অর্থাৎ আমর ইবনে আস (রা.) খুব অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন। অবশ্য সে যুগে আরব কৃষ্টি ছিলো অল্প বয়সে বিবাহ করা।

আবদুল্লাহ ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৭ হিজরি সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ১০ বছর। এর কিছুদিন পরই তিনি মদিনা শরীফে হিজরত করেন।

ক্বারীউল কিতাবাইন

তিনি কুরআন শরীফ ছাড়াও তাওরাত গ্রন্থ পাঠ করতে পারতেন। এজন্য তাঁকে অনেকে 'ক্বারীউল কিতাবাইন' (দুই কিতাবের পাঠক) বলে সম্বোধন করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদিস লিখে রাখতেন। অন্যরা মুখস্থ করতেন। তিনি 'সাহিফাহ সাদিক্বাহ' নামক একটি হাদিসগ্রন্থের সংকলক ছিলেন। এতে ১,০০০ সহীহ হাদিস ছিলো। তাঁর জীবনীকারকরা বলেছেন, এটি সর্বাধিক পুরাতন হাদিস সংকলনগুলোর মধ্যে একটি ছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুনাইন, তাবুক ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত একটি হাদিস

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন: "একদিন আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, "এখন তোমাদের সম্মুখে একজন বেহেশতী লোক আসবেন।" একটু পরই একজন আনসারী প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে ছিলো জুতা, অযুর পানি তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়ছিলো। পরের দিনও আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে বসা ছিলাম। তিনি এবারও ঐ বেহেশতী ব্যক্তির আগমনের কথা বললেন। আমরা তখনও ঐ একই ব্যক্তিকে আসতে দেখলাম। তৃতীয়দিনও আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বেহেশতীর আগমনের কথা বললেন। এবারও সেই একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) ঐ আনসারীকে অনুসরণ করলেন। তাঁকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি পিতার সঙ্গে দরবার করেছি এবং কসম করেছি আমি তিনদিন

তাঁর ওখানে যাবো না। আপনি কি আমাকে আপনার ঘরে থাকতে দিবেন?" আনসারী জবাব দিলেন, "কোনো সমস্যা নেই। আপনি থাকতে পারবেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু পরে বললেন, "আমি তিনদিন তাঁর ঘরে থাকলাম, ... কোনো বিশেষ আমল দেখলাম না। ... আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বেহেশতী বলেছেন। আমি তো কোনো অতিরিক্ত আমল দেখলাম না, তাহলে কোন্ করণে আল্লাহ আপনাকে বেহেশতী হওয়ার মর্যাদা দিলেন? আনসারী বললেন, "আপনি যা দেখেছেন তা-ই আমার আমল। বিশেষ কিছু নেই"। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, "এরপর আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "আমার এক দুটো আমল আছে। আমি কোনো মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে যাই না। আল্লাহ কাউকে ভালো কিছু দান করলে [সম্পদ, সন্তানাদি ইত্যাদি] আমি কখনো হিংসা করি না।" আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বললেন, "তাহলে এ কারণেই আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেহেশত লাভ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে এসব আমল নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক ইবাদতগুজার জিন্দেগী পালন করে ৭০ বছর বয়সে ফুসসাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর দিন ফুসসাত অবরোদ্ধ ছিলো। মরদেহ বাইরে নেওয়ার সুযোগ না থাকায় তাঁকে নিজ ঘরের ভেতর দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(২৯)
হযরত আবু উসাইদ মালিক বিন রাবি'আ সা'ইদী (আবু উসাইদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪৪]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬০ হি. / ৬৮০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: রাবি'আ বিন বাদিয়া বিন 'আমির।
মাতার নাম: 'আমিরা বিনতে হারিস।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: **১.** সালামা বিনতে ওয়াহাব, ২. সালামা বিনতে দামদাম. ৩. উম্মে ওয়ালাদ, ৪. ফাতিমা বিনতে হাকাম।
পুত্র-কন্যা: ১. উসাইদ বিন আবি উসাইদ সা'ইদী, ২. মুনজির বিন আবি উসাইদ সা'ইদী, ৩. গালিজ, ৪. উসাইদ (ছোট), ৫. মাইমুনা, ৬. হাবানা, ৭. হাফসা, ৮. হামজা বিন আবি উসাইদ সা'ইদী, ৯. জুবাইর বিন আবি উসাইদ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি সা'দা, বনি কা'ব, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হযরত মালিক বিন রাবি'আ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবু উসাইদ নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি মদিনা মুনওয়ারার খাজরাজ গোত্রের বনি সা'দা বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর উচ্চতা খুব একটা বেশি ছিলো না। তিনি ছিলেন বদরী আনসারী আসহাবে কিরামের অন্তর্ভুক্ত সাহাবি যিনি সবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত আবু উসাইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশ মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ জঙ্গে বদরে যুদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি বনি সা'দা গোত্রের পতাকাবাহী সৈন্য ছিলেন।

তাঁর বিবাহ

হযরত সাহল বিন সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু উসাইদ (রা.) তাঁর বিবাহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহে খাদিমা ছিলেন। এ বিবাহনুষ্ঠান অতি সাধারণ ছিলো। তাঁর স্ত্রী নিজেই রান্না-বাড়া ও অতিথিদেরকে খাবার পরিবেশ করেছিলেন। হযরত সাহল বলেন, “জানো, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কী পান করিয়েছিলেন? তিনি কিছু খেজুর আগের রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখেন। এ পানীয় তাঁকে পান করতে দিয়েছিলেন।”

মায়ের নিকট থেকে সন্তানকে আলাদা করা যাবে না

একদা কিছু যুদ্ধবন্দীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। একজন বন্দীনী কাঁদছেন দেখে তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললেন, “আমার পুত্রকে ওরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বনি উবাইসে বিক্রি কয়ে দিয়েছেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বন্দীনীকে কে বন্দী করেছে জানতে চাইলেন। জানা গেলো, একে যিনি বন্দী করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত আবু উসাইদ সা'দি (রা.)। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন কোন্ কারণে মহিলাটি থেকে তার পুত্রকে আলাদা করা হলো। আবু উসাইদ বললেন, “ছেলেটা হাঁটতে পারছিলো না। মহিলাটিও তাকে বহন করতে অপারগ ছিলো। এ কারণে আমি তাকে বনি উবাইসে বিক্রি করি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন, “যাও! এ মহিলার পুত্রকে তার মায়ের কাছে নিয়ে এসো।” সুতরাং আবু উসাইদ ছেলেটিকে তার মায়ের নিকট নিয়ে আসলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “কোনো মা মুক্ত বা ক্রীতদাস হলেও তার কাছ থেকে কোনো সন্তানকে আলাদা করা যাবে না।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়া ও উট

কোনো একদিন ঘোড়া ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। দেখা গেলো হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সওয়ার হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটকে বিজয়ী করলেন। আর ঘোড়ার দৌড়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়া বিজয়ী হলো। ঘোড়ার সওয়ার ছিলেন হযরত আবু উসাইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

মুনজির বিন আবি উসাইদ নামকরণ

হযরত সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আবু উসাইদ (রা.) তাঁর সদ্য জন্ম নেওয়া এক পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি শিশুকে কোলে তুললেন। তবে একটু পর অন্যকিছু ঝামেলা হেতু শিশুকে আরো কারোর নিকট রেখে দিলেন। ফলে শিশুটিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, "শিশুটা কৈ? তার নাম রাখা হয়েছে কি?" আবু উসাইদ বললেন, "তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি।" শিশুর নাম এই সেই রাখা হয়েছে সেটাও জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আরে না না, তার নাম হবে মুনজির।"

এই হাদিসের ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, আবু উসাইদের মুনজির নামক এক চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি বির মাউনায় শহিদ হন। সুতরাং এই শিশুর নাম মুনজির রাখার উদ্দেশ্য ছিলো, হয়তো তার শহিদ চাচার নামের কারণে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে।

হযরত আবু উসাইদের (রা.) ইন্তিকাল

শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ৬০ হিজরি সনে জন্মস্থান মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ (আনুমানিক) বছর। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে সর্বোচ্চ বেহেশত জান্নাতুল ফিরদৌসে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৩০)
হযরত বাশির ইবনে সা'দ (আবু নু'মান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি. / ৬৩৪ খ্রি., / সিরিয়া, শহিদ (আইনাত তামর)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: সা'দ বিন সা'লাবা বিন জিলাস।

মাতার নাম: আছিয়া বিনতে খালিফা।

ভাইবোন: ১. সিমাক ইবনে সা'দ।

স্ত্রী: ১. 'আমরা বিনতে রাওয়াহা।

পুত্র-কন্যা: ১. নু'মান বিন বাশির ২. উবাইয়্যা বিনতে বাশির।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ, আকাবা-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন মদিনা শরীফের প্রখ্যাত গোত্র বনি খাজরাজের নেতা। প্রথম খলিফা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে হাত রেখে তিনি আনুগত্যতা প্রকাশ করেন। এর ফলে সাক্বিফায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে খিলাফত নিয়ে মতানৈক্যতার অবসান হয়।

হযরত বাশির ইবনে সা'দ (রা.) মদিনা শরীফে অবস্থানরত বিশিষ্ট দায়ী মুস'আব ইবনে উমাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত বাশির (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ফাদাক নামক এলাকায় তাঁর নেতৃত্বে একটি অভিযান হয়। এ অভিযান ৭ম

[৪৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হিজরির শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সফল এ অভিযানের নামকরণ তাঁরই নামানুসারে 'বাশির ইবনে সা'দ অভিযান' নামে পরিচিত হয়।

খন্দকের যুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী নিজের মেয়ের নিকট কিছু খেজুর দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার পিতা ও মামা আবদুল্লাহর নিকট নিয়ে যাও। মেয়েটি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নিকট কী আছে?" এরপর কী হলো তা বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মেয়ে নিজেই বলেছেন:

"আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো খেজুর। আমার আম্মা এগুলো আমার পিতা ও মামার নিকট নিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি বললেন, "এগুলো আমার হাতে দাও।" আমি সবগুলো খেজুর তাঁর উভয় হাতে দিলাম। এগুলোয় তাঁর পবিত্র হাতদ্বয় ভরলো না। তিনি এক টুকরো কাপড় আনতে বললেন। কাপড় টুকরো আনার পর মাটিতে বিছিয়ে সব খেজুর এর মধ্যে রাখলেন। এরপর তিনি সকলকে বললেন, "এসো, খাও"। এই সামান্য খেজুর যেনো বাড়তে লাগলো। অনেক সাহাবা খেলেন।" যারা খেজুর খাওয়ার এই মু'জিযা দেখলেন, এতে তাদের সবার মনোবল বৃদ্ধি পেলো।"

হযরত বাশির ইবনে সা'দকে (রা.) বিভিন্ন সময় ছোটো সৈন্যদলের নেতা বানানো হতো। এরূপ ছোট্ট একটি সৈন্যদলের নেতৃত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ অভিযান ছিলো মুররা নামক এক গোত্রের বিরুদ্ধে। এ অভিযান সফল হয়, তবে বাশির (রা.) আহত হন।

অন্য আরেক সময় গাতাফান গোত্র মদিনায় হামলা করার পরিকল্পনা করেছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩০০ মুজাহিদের একটি অভিযান গাতাফানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। এ সৈন্যদলের সেনাপতির দায়িত্ব হযরত বাশির ইবনে সা'দকে দেওয়া হলো। এ অভিযানের সংবাদ শুনে গাতাফানরা পালিয়ে গেলো। হযরত বাশির (রা.) দু'জন বন্দীকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসলেন। পরবর্তীতে বন্দী দু'জন ইসলামে দীক্ষিত হন।

তাঁর শাহাদাতবরণ

হযরত বাশির ইবনে সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১২ হিজরি সনে সিরিয়ায় আইনাত তামর নামক এক অভিযানে শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৩১)
হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (আবু আবদুর রহমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১৮ হি.পূ. / ৬০৬ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৮ হি. / ৬৩৯ খ্রি., / আমওয়াস, ফিলিস্তিন, স্বাভাবিক/মহামারি।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ, সেনাপতি।
পিতার নাম: জাবাল ইবনে 'আমর বিন আউস।
মাতার নাম: হিন্দ বিনতে সাহল জুহাইনা।
ভাইবোন: ১. সা'বা বিনতে জাবাল বিন 'আমর।
স্ত্রী: ১. উম্মে 'আমর বিনতে খালিদ।
পুত্র-কন্যা: ১. উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে মুয়াজ বিন জাবাল, ২. আবদুর রহমান বিন মুয়াজ বিন জাবাল।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), আবু 'উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.), তালহা ইবনে 'উবাইদুল্লাহ (রা.), মু'আদ বিন জাবাল (রা.), 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), আবু বুরদা বিন নিয়ার (রা.), আবু কাতাদা ইবনে রাবি' (রা.), আবু হুরাইরাহ (রা.), আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে 'উনাইস জুহানী (রা.), আবু হামিদ সা'ঈদী আনসারী (রা.), উম্মে শারিক (রা.), উম্মে মালিক আনসারিয়্যা, (রা.) উম্মে মুবাশ্‌শির আনসারিয়্যা (রা.), উম্মে খুলসুম বিনতে আবু বকর (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আনসার (বনি খাজরাজ, বনি জুশাম, বনি সালিমা), আকাবা-২।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

অল্প বয়সের মুয়াজ (রা.) তখনকার ইয়াসরিবে বসবাস করতেন। তাঁর ইসলামগ্রহণের পেছনে মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) এর দাওয়াত জড়িত ছিলো। মুসআবকে (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্বাবার বাইআত শেষে মদিনা শরীফে প্রেরণ করেছিলেন ইসলামের দায়ী ও শিক্ষক হিসাবে। মুসআবের

[৪৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

(রা.) অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মদিনা শরীফে ইসলামের আলো দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিলো। ইসলামে দীক্ষিত নবীনদের মধ্যে ছিলেন কালো চোখ ও কোঁকড়ানো কালো মাথার ঘন চুলবিশিষ্ট মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

আকাবার বাই'য়াতে অংশগ্রহণ

আকাবার ২য় বাইআত ৬২২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। এই বাইআতকালে মদিনা শরীফের ৭৫ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়স্ক হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালও (রা.) এই বাইআতে একজন সদস্য ছিলেন। ইসলামে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তি হিসাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকে হাত রেখে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন। বাইআতে অংশগ্রহণকারী সবাই জীবন দিয়ে হলেও ইসলাম ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

আমর ইবনে জামুহের মূর্তি ধ্বংসের ঘটনা

আমর ইবনে জামুহ নামক মদিনার একজন সম্মানিত বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি মূর্তিপুজা করতেন। তার ঘরে 'মানাত' নামক একটি মূর্তি ছিলো। তিনি এটিকে প্রত্যহ সম্মান দেখাতেন এবং আতর দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করতেন।

বৃদ্ধের এক ছেলের নাম ছিলো মুয়াজ ইবনে আমর। তিনি তখন ইসলামে দীক্ষিত ছিলেন। ইবনে জামুহের স্ত্রীও মুসলিমা ছিলেন। ইবনে আমর ও বন্ধু মুয়াজ ইবনে জাবালকে নিয়ে এক ফন্দি আঁটলেন। তাঁরা বৃদ্ধকে মূর্তির কোনো ক্ষমতা নেই, সে সত্য প্রকাশ করতে একাধারে কয়েক রাতব্যাপী মূর্তিটি চুরি করে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে রাখেন।

আমর এতে বিরক্ত হলেন। তিনি বাইরে খোঁজাখুজির পর ডাস্টবিনে পড়ে আছে দেখে মূর্তিকে ধুয়ে মুছে তার স্বস্থানে রাখলেন। এভাবে দু'দিন রাখার পর মূর্তিকে বললেন, তুমি তো বিরাট শক্তিধর মাননীয় মানাত দেবতা, তাহলে নিজেকে রক্ষা করতে পারছো না কেনো? তিনি একখানা তলোয়ার মূর্তির নিকটে রেখে বললেন, "তোমার শক্তি থাকলে এ তলোয়ার দ্বারা ওদেরকে আক্রমণ করবে।"

এবার বন্ধুদ্বয় ইবনে আমর ও ইবনে জাবাল তলোয়ার নিয়ে গেলেন ও মূর্তিটা একটি মৃত কুকুরের সাথে বেঁধে কুয়ার ভেতরে ফেলে রাখলেন।

পরদিন আমর ইবনে জামুহ যখন দেখতে পেলেন মূর্তিটি অসহায় অবস্থায় কুয়ার ভেতর পড়ে আছে তখন ভাবলেন, এমন একটি অসহায় মূর্তিকে উপাসনা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তিনি তখন ইসলামে দীক্ষিত হয়ে একজন পাকা মুসলমান হয়ে গেলেন।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহর অনুসরণ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) যেটুকু সম্ভব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতে থাকার চেষ্টা করেন। তিনি হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাতের অনুসরণ করতে থাকেন। এর ফলে ইবনে জাবাল ইসলামের আমল-ঈমান ও দিকনির্দেশা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমান্বয়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান পাকাপুক্ত হয়। তাঁকে সবাই সম্মানের চোখে দেখতে থাকেন, যদিও তিনি তখনও একজন নওজোয়ান ছিলেন মাত্র।

স্বয়ং রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি খুশী হন। এক হাদিসে তিনি বলেন, “কুরআন তিলাওয়াত চার জনের কাছ থেকে শেখো: ইবনে মাসউদ, সালিম [হুজাইফার (রা.) মুক্ত দাস] উবাই ইবনে কা’ব ও মুয়াজ ইবনে জাবাল”। (বুখারী)

মুয়াজ ইবনে জাবাল ও ইজতিহাদ

একটি বিখ্যাত হাদিসে আছে, মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কোনো (শরয়ী) সমস্যার সাধান কিভাবে করবে?” মুয়াজ জবাব দিলেন, “আমি কুরআন শরীফ থেকে সমাধান বের করবো।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “যদি কুরআনে কোনো সমাধান না পাও তখন কি করবে?” মুয়াজ জবাব দিলেন, “আমি আপনার সুন্নাহয় খোজ করে সমাধান বের করবো।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করলেন, “যদি আমার সুন্নাহেও সমাধান না মিলে তখন কি করবে?” মুয়াজ (রা.) এবার বললেন, আমি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে (ইজতিহাদের মাধ্যমে) সমাধান করবো।” নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে বললেন, “আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে পথপ্রদর্শন করেছেন যা রাসূলকে খুশি করেছে।” (তিরমিযি, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণের সময় বললেন, এটা হয়তো সর্বশেষ সময় তুমি আমাকে জীবিত দেখলে। একথা শুনে মুয়াজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কেঁদে উঠলেন। তিনি ইয়েমেনে কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সত্যিই তাঁর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর ইন্তিকাল

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুয়াজকে শিক্ষক ও পরামর্শক হিসাবে সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়। তখন সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন আবু উবাইদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উবাইদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুয়াজ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন। উমর (রা.) তখন মুয়াজকে (রা.) নতুন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেন। কিন্তু তাঁর এ নিয়োগের কয়েক মাসের ভেতরই তিনি অসুস্থ হলেন। কথিত আছে, মৃত্যু নিশ্চিত আসছে জেনে মুয়াজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছিলেন, “স্বাগতম হে মৃত্যু! তোমার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করেছি, তুমি প্রেমাস্পদ।”

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১৮ হিজরি (৬৩৯ খ্রি.) সনে বর্তমান জর্দানের শুনা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দার মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৩২)
হযরত আবু আইউব আনসারী (আবু আইউব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪৭]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪৯ বা ৫২ হি. / ৬৬৯ বা ৬৭২ খ্রি., / কন্সটান্টিনোপল (ইস্তামবুল, তুরস্ক) স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: জায়িদ ইবনে কুলাইব।
মাতার নাম: হিন্দ বিনতে সা'ঈদ বিন 'আমর।
ভাইবোন: অজানা।
স্ত্রী: ১. উম্মে আইউব কায়েস বিন সা'ঈদ।
পুত্র-কন্যা: ১. 'গামরা বিনতে আবি আইউব।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উবাই বিন কা'ব (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আনসার (বনি খাজরাজ, বনি মালিক বিন নাজ্জার), আকাবা-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, দূত (ইয়েমেন)।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আসল নাম হলো খালিদ ইবনে জায়িদ। তবে তিনি আবু আইউব আনসারী নামে বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি মদিনা শরীফে বনি খাজরাজের নাজ্জার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এ বংশের একজন নেতা। আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে তিনিও গিয়েছিলেন। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবু আইউব আনসারী বলে ডাকতেন।

আবু আইউবের (রা.) গৃহে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অস্থায়ী বাসস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনা শরীফ পৌঁছুলেন তখন মদিনার আনসারগণ তাঁকে স্বতস্ফূর্ত স্বাগত জানান। অনেকেই

[৪৭] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

আশা করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের গৃহে অবস্থান করবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুবায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্ফ করেছিলেন খুলসুম বিনতে হাদম নামক একজন মহিলা। পবিত্র কুরআন শরীফে এ মসজদি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে: "যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর"। (৯:১০৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'কাসওয়া' নামক উটের উপর সওয়ার হয়ে মদিনা শরীফে প্রবেশ করেন। উটের উভয় পাশে মদিনার নেতাগণ হেঁটে চললেন। প্রত্যেকেই আবদার করতে লাগলেন নিজের গৃহে যেনো তিনি মেহমান হন। তারা বলতে থাকেন, "আমার গৃহে অবস্থান করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ!" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার উটকে ছেড়ে দাও। এটা নির্দেশের উপর আছে।"

উট চলতে থাকে। নেতাদের হৃদয় ও চোখ এটিকে আগ্রহভরে দেখতে থাকেন। সবার আশা, এটি আমার ঘরের নিকটে থামবে। উট যাদের গৃহ পেরিয়ে গেলো, তারা হতাশ ও মনক্ষুন্ন হলেন। উট চলতে থাকে। এক পর্যায়ে খোলা একটি স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। এ জায়গাটির পাশে ছিলো আবু আইব আনসারীর (রা.) বাড়ি। তিনি আনন্দিত হলেন। কিন্তু উট আবার উল্টো দিকে চলতে লাগলো। তবে বেশিক্ষণ যায় নি, উট ফিরে এসে সেই খোলা স্থানে বসে পড়লো। এ দৃশ্য দেখে আবু আইউব আনসারী (রা.) যারপরনেই খুশী। তিনি এগিয়ে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণভরে স্বাগত জানিয়ে তাঁর মালপত্র নিয়ে গেলেন।

আবু আইউব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘরটি ছিলো দু'তলা। তিনি নবীজীর জন্য উপর তলার কক্ষটি খালি করে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি নিচের তলায় থাকবেন।

রাতের বেলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রায় গেলেন। আবু আইউব (রা.) উপরে উঠে দরোজা বন্ধ করলেন। আবু আইউব (রা.) তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সর্বনাশ! আমরা এ কী করলাম? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচে আর আমরা উপরে। আমরা কীভাবে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিচে রেখে উপরে হাঁটাহাঁটি করবো? আমরা কীভাবে তিনি ও ওহি আগমনের মাঝখানে থাকতে পারি? আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো।"

উভয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। যা হউক, দেয়ালের নিকটে তাঁরা বসে বসে রাত কাটালেন।

পরদিন ভোরে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ও আমার স্ত্রী উম্মে আইউব গতরাত একটুকুও ঘুমোতে পারি নি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, "কেনো, আবু আইউব?"

আবু আইউব (রা.) বুঝিয়ে বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে নিচের তলায় রেখে উপর তলায় ঘুমোনোটা বে-আদবি হতে পারে, তাই ভেবে তারা ঘুমাননি।

রাসূলুল্লাহ রসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "চিন্তা করো না আবু আইউব, অনেক লোক আমাকে দেখতে আসে- তাই নিচের তলায় থাকাটা সঠিক মনে করেছি।"

আবু আইউব (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। কিন্তু এক ঠাণ্ডা রাতে আমাদের একটি পানিভর্তি জগ ভেঙ্গে গেলো। পানি মেঝের উপর পড়েছে দেখে তাড়াতাড়ি আমাদের একটি মাত্র কম্বল দিয়ে মুছে পানি তুলে নিলাম। আমাদের চিন্তা ছিলো এই পানি গড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কক্ষে চলে যেতে পারে। যা হোক, সকালবেলা আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উপরে থাকতে পারবো না। এরপর পানি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললাম। তিনি আমাদের ইচ্ছা মেনে নিলেন। আমরা তলা রদবদল করলাম।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাত মাস হযরত আবু আইউব আনসারীর (রা.) গৃহে অবস্থান করেন। মসজিদে নববীর সঙ্গে তাঁর থাকার গৃহ প্রস্তুত হওয়ার পর তিনি সেখানে যান। তবে তিনি সর্বদা বলতেন, আবু আইউবের ঘর আমার ঘর।

মিসরে জীবনযাত্রা

মুসলমানদের মিসর বিজয়ের পর হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিল্লাহু আনহু নতুন শহর ফুসতাতে চলে যান। সেখানকার ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আমর ইবনে আস মসজিদের নিকটস্থ একটি গৃহে বসবাস শুরু করেন। বেশ কয়েকজন সাহাবি তাঁর পড়শি ছিলেন, যেমন জুবায়ের ইবনে আউআম, উবাইদা, আবু যার, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর প্রমুখ (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুম)।

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও ইন্তিকাল

আবু আইউব আনসারী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, খাইবার যুদ্ধ এবং মাক্কা বিজয়ে যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া হুনাইন যুদ্ধ ও তাইফ অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন্। পরবর্তীতে তিনি বাইজান্টিন সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন।

তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত অভিযান হচ্ছে কন্সটান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) অবরোধ (৬৭৪-৬৭৮ খ্রি.)। এ সময় ইয়াজিদের সেনাবাহিনীতে প্রায় ৮০ বছর বয়সে তিনি সাধারণ সৈন্য হিসাবে যোগ দেন।

মুসলমানরা কন্সটান্টিনোপল বিজয় করবেন বলে একটি হাদিস আছে: "অবশ্যই তোমরা কন্সটান্টিনোপল জয় করবে। কী অপূর্ব সেই সেনাপতি হবে, এবং কতো বিস্ময়কর সেই সেনাবাহিনী হবে।" (আহমদ, হাকিম, মুসতাদারাক)

যুদ্ধের সময় হঠাৎ আবু আইউব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। সেনাপতি ইয়াজিদ তাঁকে দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কিছুর দরকার আছে, আবু আইউব?" তিনি বললেন, "মুসলিম সৈন্যদের প্রতি আমার সালাম পৌঁছাবেন এবং বলবেন, আবু আইউব সবাইকে বলেছেন যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং শত্রুদের এলাকায় আক্রমণ করো। যতোটুকু সম্ভব এগিয়ে যাও। তোমরা তাঁকে সামনে নিয়ে কন্সটান্টিনোপলের দেয়ালের পাশে কবর দিবে।" এরপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে দেয়ালের নিকটে চলে গেলেন এবং আবু আইউবের (রা.) শেষ ইচ্ছামতো সেখানে কবর দিলেন। মুসলিম সৈন্যরা দীর্ঘ ৪ বছর কন্সটান্টিনোপল অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়েছিল। উসমানী খিলাফতের খলিফা মুহাম্মদ ২য়, ২৯ মে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কন্সটান্টিনোপল জয় করেন।

আবু আইউব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সেই কবরটি আজো কন্সটান্টিনোপলের দেয়ালের নিকটে বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রিয় গাজি বান্দাকে জান্নাতুল ফিরদৌসের আ'লা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন।

(৩৩)
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (আবু আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১৬ হি.পূ. / ৬০৭ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৭৮ হি. / ৬৯৭ খ্রি., / বাগদাদ, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্হ।

পিতার নাম: আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর বিন হারাম।

মাতার নাম: উনাইসা বিনতে 'আনমা ইবনে 'আদি।

ভাইবোন: ৭ বা ৯ জন বোন।

স্ত্রী: ১. উম্মে মু'আদ বিনতে আবদুল্লাহ।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুর রহমান বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ, ২. উম্মে হাবিব, 'আকিল বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ, ৩. মাহমুদ বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার (বনি জুশাম, বনি খাজরাজ, বনি সালিমা), আকাবা-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, দূত (ইয়েমেন)।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হিজরতের ১৬ বছর পূর্বে মদিনা শরীফের খাজরাজ বংশের এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রা.) প্রথম ১২ জন মদিনাবাসী ইসলাম কবুলকারীর মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি আকাবার প্রথম বাইয়াতে (৬২১ খ্রি,) অংশগ্রহণ করে মুসলমান হন।

পরের বছর বড়ো একটি কাফেলা মদিনা শরীফ থেকে আকাবায় এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম কবুল করেন ও বাইআত গ্রহণ করেন। এই কাফেলার একজন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ৭ বছর।

---

[৪৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংস্পর্শ লাভ করার জন্য জাবির ব্যকুল হয়ে উঠেন্। তিনি নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানেপ্রাণে ভালোবাসতেন। এ সান্নিধ্যের ফলে তিনি অনেক হাদিস বর্ণনা করতে সক্ষম হন। বিশেষকরে হাজ্জ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি শীর্ষে ছিলেন।

কুরআন ও ফিকহের উস্তাদ

সাহাবাদের মধ্যে জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু গবেষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হিসাম ইবনে উরওয়াহর ভাষ্য অনুযায়ী, জাবির (রা.) মসজিদে নববীতে শিক্ষাদানে জড়িত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের উপর তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো। এছাড়া তিনি ইসলামী ফিক্হের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য গবেষক হিসাবে পরিচিতি অর্জন করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ যুদ্ধ ও অভিযানে জাবির (রা.) অংশগ্রহণ করেন। তবে উহুদ যুদ্ধে তিনি যোগ দিতে পারেন নি। এর কারণ হলো তাঁর পিতা আবদুল্লাহ (রা.) যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তাঁকে বাড়িতে রেখে যান। জাবিরের (রা.) ৭-৯ জন বোন ছিলেন। এদের দেখভালের জন্য জাবিরকে (রা.) বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। তাঁর কোনো ভাই ছিলেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহিদ হন। জাবির (রা.) এতে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। একা ৭-৯ বোনের সংসারের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছিল। এছাড়া তাঁর পিতার অনেক ঋণ ছিলো। এগুলো পরিশোধ করা জাবিরের (রা.) জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া

জাবিরকে (রা.) চিন্তিত দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে এতো বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেনো?" জাবির (রা.) জবাব দেন, "আমার বাবা উহুদে মারা গিয়েছেন। তিনি অনেক সন্তানাদি রেখে গেছেন। এছাড়া তাঁর অনেক ঋণ ছিলো।" দয়াল নবীজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমার বাবা শহিদ হয়েছেন।" তিনি কুরআন শরীফের একটি আয়াত পাঠ করলেন: "আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করোনা, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।" (৩:১৬৯) স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কণ্ঠে এ আয়াত শুনে জাবিরের অন্তরে প্রশান্তি বিরাজ করলো।

বিবাহ ও ঋণের বোঝা

জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। যদিও তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো অল্প বয়স্কা কুমারীকে বিয়ে করতে পারতেন। তিনি বয়স্কা বিধবাকে এ কারণে বিয়ে করলেন যে, এ মহিলার অভিজ্ঞতা হেতু তাঁর ছোটো ছোটো বোনগুলোকে বড় করা অনেকটা সহজসাধ্য হবে। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত হতে পারলেন না। কারণ, তাঁর পিতার ঋণ তখনও পরিশোধ করা হয় নি। তাঁর পিতা ছোট্ট একটি খেজুর বাগান ছাড়া আর কোনো সম্পদ রেখে যান নি। বাগান থেকে যেটুকু খেজুর আসে তার দ্বারা পরিবারের সবাই কোনোমতে খেয়েদেয়ে বেঁচে ছিলেন মাত্র।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি চলে আসলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। আবদার করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ আমার দরোজায় টোকা দিচ্ছে, পিতার ঋণ পরিশোদ করার জন্য বার বার বলছে। আপনি যদি কষ্ট করে আসতেন তাহলে ভালো হতো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যাও, তোমার খেজুরগুলো ভাগ করো। আমি আসছি।" জাবির (রা.) যখন খেজুরগুলো ভাগাভাগি করছিলেন্, তখন পাওনাদাররা এসে তাঁকে ঘিরে ফেললো। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা জেনে তারা বলাবলি বন্ধ করলো। কিন্তু এক ইয়াহুদী তার মুখ বন্ধ করলো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। তাঁর মুবারক কপাল ঘর্মে ভিজে গেছে। তিনি ইয়াহুদীকে বললেন, "তুমি আংশিক নিয়ে যাও বাকিগুলো পরে নেবে।" সে মানলো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের উপর আল্লাহর বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তিনি জাবিরকে (রা) বললেন, তোমার ঋণদারদের মেপে খেজুর দাও। জাবির তাই করলেন। কী আশ্চর্য! সামান্য খেজুর শেষ হলো না। জাবির (রা.) তাঁর পিতার সব ঋণ খেজুর দিয়ে পরিশোধ করে নিলেন।

তাঁর জীবনাবসান

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা শরীফে প্রায় ৯৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তিনি ছিলেন মদিনা শরীফে মৃত্যু হওয়া সর্বশেষ সাহাবি। মৃত্যুর বছর ছিলো ৭৮ (৬৯৮ খ্রি.) হিজরি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৩৪)
হযরত আবু তালহা আনসারী (আবু তালহা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৪৯]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৪ হি., / ৬৫৫ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: সাহল বিন আসওয়াদ বিন হারাম।
মাতার নাম: ’উবাদা বিনতে মালিক।
ভাইবোন: অজানা।
স্ত্রী: ১. উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান।
পুত্র-কন্যা: ১. আবু ’উমাইর বিন আবি তালহা, ২. আবদুল্লাহ বিন আবি তালহা।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি মালিক, বনি নাজ্জার, আকাবা-২, বাইয়াতে রিজওয়ান, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু আকাবার দ্বিতীয় বাইআতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় মোট ৭০ জন মদিনাবাসী মক্কা শরীফের নিকটস্থ আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মদিনা শরীফের বিখ্যাত গোত্র বনি খাজরাজ বংশের অন্তর্ভুক্ত। বীর এ যোদ্ধা তলোয়ার চালনা ও তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আবু তালহার (রা.) আসল নাম ছিলো জায়িদ ইবনে সাহল বুসারী। ইসলামগ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিলো ২০ বছর। হিজরতের পর আনসার ও মুহাজিররা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। তালহার (রা.) ভাই হয়েছিলেন আবু উবাইদা ইবনে জাররা (রা.)। আবু তালহা (রা.) একজন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবি ছিলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

---
[৪৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

ইসলামগ্রহণই মোহরানা

হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যখন আবু তালহা (রা.) জানতে পারলেন একজন সম্মানিত, বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান বিধবা মহিলা মদিনা শরীফে অবস্থান করছেন। তাঁর নাম ছিলো উম্মে সুলাইম (রা.)। তিনি এই বিধবার নিকট তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। মহিলা উত্তরে বললেন, "কসম আল্লাহর! আমি আপনার মতো মহান ব্যক্তির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অবশ্যই রাজি হতাম। কিন্তু আপনি একজন মূর্তিপুজক আর আমি একজন মুসলিমা"। মহিলা প্রস্তাব দিলেন, "আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান তাহলে আমি এই মুসলমান হওয়াকে মোহরানা হিসাবে গ্রহণ করে নেবো। অতিরিক্ত মোহরানা দাবী করবো না।"

আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। হযরত তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "এ দিনের আগ পর্যন্ত, কোনো মহিলার মোহরানা হিসাবে ইসলামগ্রহণকে মেনে নেওয়ার কথা আমি জানি না।" (সুনানে নাসাঈ, কিতাবুন নিকাহ)

হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রীর আগের স্বামী মালিক বিন নায্যারের পুত্র। তবে এ বিবাহের পর উম্মে সুলাইম দু'জন পুত্র সন্তানের মাতা হন। তাঁরা হচ্ছেন উমাইর ইবনে তালহা ও আবদুল্লাহ ইবনে তালহা (রা.)।

সুদক্ষ তীরন্দাজ ও তলোয়ার যোদ্ধা

আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি বীরের মতো লড়াই করেছেন। সুদক্ষ তীরন্দাজ হিসাবে তাঁর মতো অপর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ আছে। উহুদের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের উপর মহা বিপদ পতিত হয়। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন হত্যা করার চেষ্টা শুরু করে তখন আবু তালহাসহ (রা.) কয়েকজন বীর যোদ্ধা তাঁকে ঘিরে রাখেন। তাঁরা নিজেদের দেহকে ঢাল বানিয়ে ছিলেন।

এ সময় আবু তালহা (রা.) একদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার চেষ্টা করছিলেন এবং অপরদিকে দুশমনদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি চিৎকার দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দেহরক্ষার্তে আমার্ দেহ কুরবান করে দেবো।" সুতরাং, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তীরগুলো আবু তালহাকে দেবার জন্য একজন সৈন্যকে ইশারা করলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মুবারক একটু খাড়া করে তাকালেন। লক্ষ করলেন, তালহা (রা.) একটার পর আরেকটা তীর ছুড়ে মারছেন এবং প্রত্যেকটি তীর দুশমনদের গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে। আবু তালহা (রা.) বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। আপনি মাথা উপরে তুলবেন না, মুশরিকদের তীর আসছে। আমার জীবনকে আপনার জন্য কুরবান করতে দিন। আমার বুক আপনার বুক মুবারকের জন্য ঢাল হোক। তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। প্রথমে আমাকে শহিদ করতে হবে।”

আবু তালহার (রা.) বাগান

হযরত আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মদিনা শরীফে কয়েকটি সুন্দর বাগান ছিলো। এগুলোর একটির নাম ছিলো “বির হা”, এটির অপর পরিচিতি ছিলো “আবু তালহার (রা.) বাগান”। এটা তখনকার মসজিদে নববীর কাছেই ছিলো। বর্তমানে এটির স্থান মসজিদে নববীর পেছনের দিকে ভেতরে ঢুকে গেছে। বির হা শুধু আবু তালহার প্রিয় বাগান ছিলো না, বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এ বাগানে আসতেন। এটির কূপের পানিও মাঝে মাঝে পান করতেন। এখানে অবস্থান করার সময় এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল: “কস্মিনকালেও কল্যাণ (বির) লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো, আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।” (৩:৯২)

আবু তালহা (রা.) যখন এই আয়াতের তিলাওয়াত শুনলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলেন এবং বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত প্রিয় সম্পদ হচ্ছে বির হা। আমি এটিকে আল্লাহর নামে সাদক্বা করবো, আমি আশা করি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাবো। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দেন।”

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বির হা, সাব্বাস! এটি একটি লাভজনক বিনিয়োগ। তুমি যা বলেছো সবই শুনেছি, তবে আমার মনে হয় তুমি এটি তোমার নিকটতম আত্মীয় কাউকে দিয়ে দাও।” সুতরাং, আবু তালহা (রা.) এ বাগানটি তাঁর নিকটতম আত্মীয় ও তাঁর পিতার দিকের চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

হযরত আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরি সনে ৭০ বছর বয়সে মদিনা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। হে আল্লাহ! তোমার এ প্রিয় বান্দার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করো। আমিন।

(৩৫)
হযরত সা'দ ইবনে রাবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি., / ৬২৫ খ্রি., / উহুদে শহিদ।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী।

পিতার নাম: রাবি' ইবনে 'আমর।

মাতার নাম: হুজাইলা বিনতে 'উৎবা ইবনে 'আমর।

ভাইবোন: ১. মাহাব্বা বিনতে 'রাবি বিন 'আমর।

স্ত্রী: ১. 'আমরা বিনতে হাজম ইবনে জায়িদ।

পুত্র-কন্যা: ১. জামিলা বিনতে সা'দ ইবনে রাবি'।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার (খাজরাজ, বনি হারিস, বনি কা'ব), আকাবা-১, আকাবা-২ সরদার, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হিজরতের ১ বছর পূর্বে ১২ জনের একটি কালেফা মক্কা শরীফের নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে গোপনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎকে 'আকাবার প্রথম বাইআত' বলে। এ ১২ জনের মধ্যে একজনের নাম হলো হযরত সা'দ বিন রাবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি মদিনা শরীফের একজন সুপরিচিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বাইআত ৬২২ খ্রি. সংঘটিত হয়। এ কাফেলায় ছিলেন ৭০ জন মদিনাবাসী। এ বাইআতে হযরত সা'দ (রা.) খাজরাজ গোত্রের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন।

জাহিলিয়াতের সে যুগে হযরত সা'দ (রা.) অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। আর গোত্র প্রধান হিসাবে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো বিরাট।

হিজরতের পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরীনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থা করেন। মক্কা শরীফের একজন ধনী ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনে আউফের (রা.) সঙ্গে হযরত সা'দের (রা.) ভ্রাতৃত্ববন্ধন

[৫০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হয়। স'াদ (রা.) তখন এমন এক কাজ করলেন যা নিজের ভাইও করবেন কি না সন্দেহ আছে। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, "আমি মদিনার সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদের অর্ধেক সমজিয়ে নেন। আমার দু'জন স্ত্রী আছে। আমি আপনার পছন্দের একজনকে তালাক দেবো, ইদ্দত পালনের পর আপনি তাকে বিয়ে করবেন।"

হযরত আবদুর রহমান (রা.) নিজের বাড়ি, ধন-সম্পদ সব মক্কা শরীফে ফেলে এসেছেন। তাঁর অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। সা'দের (রা.) প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি হলেও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, "আমার প্রিয় ভাই সা'দ! আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারকে বরকতময় করুন। আমাকে শুধুমাত্র বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দেন।" সা'দ (রা.) তাঁকে কাইনুকা বাজার দেখিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান বাজারে গিয়ে কিছু পণ্য ক্রয় করে মুনাফাসহ বিক্রি করলেন। বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে বাড়িতে ফিরে আসলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া, এমনকি একটি বালুকণাকে তিনি স্বর্ণে রূপান্তর করে দিয়েছেন।"

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ

হযরত সা'দ বিন রাবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর উহুদের যুদ্ধেও তাঁর সাহসিকতা প্রকাশ পায়। তিনি আক্রমণের অগ্রভাগে থেকে খুব সফলভাবে তলোয়ার চালনা করেন। যুদ্ধের সময় আশপাশের সৈন্যদেরকে সর্বদা সাহস যোগাতেন। উহুদের যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানরা পিছু হটতে বাধ্য হন, তখনও সা'দ (রা.) যুদ্ধ থামান নি। তবে একাধিক মুশরিক তাঁকে একসাথে হামলা করে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিলো না। সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ১২টি দাঁত পড়ে গিয়েছে। তাঁর শরীরে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের মোট ৭০টি ক্ষত ছিলো।

যুদ্ধ শেষ হলো। মুশরিকরা চলে যাওয়ার পর মুসলিম সৈন্যরা তাঁদের সহযোদ্ধাদের মরদেহ ও আহতদের খোঁজ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি সা'দের প্রতি ছিলো। কী হয়েছে সা'দের? তিনি সাহাবিদের বললেন, "কে আছো, সা'দকে খুঁজে দেখবে? সে জীবিত না শাহাদাতবরণ করেছে? (একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন) আমি একবার তাঁকে এখানে দেখেছিলাম।"

হযরত উবাই বিন কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়গার দিকে ইশারা করলেন আমি সেদিকে গেলাম। আমি চিৎকার করে সা'দকে ডাক দিলাম। কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। এরপর

জোরে সুরে বললাম, হে সা'দ! রাসূলুল্লাহ আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। একটি দুর্ব্ল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। সা'দ মাটির উপর পড়ে আছেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নিকটবর্তী ছিলো।"

আমি বললাম, "হে সা'দ! রাসূলুল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তুমি আহত না শহিদ হয়েছো, তা তাঁকে জানানোর জন্য।" তিনি চেষ্টা করছিলেন একথা বলতে, আমি বেঁচে থাকবো না। বললেন, "রাসূলুল্লাহর প্রতি আমার সালাম জানাবে। তাঁকে বলো, সা'দ বিন রাবি' তাঁকে বলছে, আল্লাহ যেনো তাঁকে সর্বাধিক বস্তু দান করেন যা তিনি তাঁর নবী-রাসূলদেরকে দিয়ে থাকেন। আর আমার গোত্র আনসারদের বলো, আমার সালাম তাদের প্রতি। তোমরা কী না আকাবায় প্রতীজ্ঞা করেছিলে রাসূলুল্লাহকে নিরাপত্তা দান করবে? আল্লাহর কসম! আল্লাহর সামনে তোমাদের কোনো জবাব থাকবে না, যদি রাসূলুল্লাহর কোনো কিছু হয় আর তোমাদের চোখ খোলা থাকে।"

জায়িদ বিন তাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সা'দ বিন রাবি' বলেছিলেন, "আল্লাহর রাসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। রাসূলুল্লাহকে বলো, আমি এখন বেহেশতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।" এরপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না আলাইহি রাজীউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসের 'আলা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৩৬)
হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩২ হি., / ৬৫৩ খ্রি., / সিরিয়া, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ, প্রশাসক।
পিতার নাম: জায়িদ ইবনে কায়েস খাজরাজী।
মাতার নাম: মাহাব্বা বিনতে ওয়াক্বিদ বিন 'আমর।
ভাইবোন: জানা যায়নি।
স্ত্রী: ১. উম্মে দারদা, ২. মাহাব্বা বিনতে রাবি' ইবনে 'আমর।
পুত্র-কন্যা: ১. বিলাল বিন আবি দারদা, আরো ২ জন পুত্র।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), জায়িদ ইবনে তাবিত (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আনসার (খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ), উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবু দারদা খাজরাজী আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনের বিশেষজ্ঞ একজন মহৎ সাহাবি ছিলেন। তাঁর পরহেজগারী, সংযম এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্যের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো তাঁর চেতনার উৎস। মাত্র ক'জনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন যিনি পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার সাথে সাথে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

তাঁর ইসলামগ্রহণ

আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদিন ভোরে জেগে উঠে তাঁর ব্যক্তিগত মূর্তির নিকট চলে যান। এটি তাঁর গৃহের সবচেয়ে উত্তম জায়গায় সংরক্ষিত ছিলো। তিনি তাঁর প্রিয় মূর্তিকে নিজের আতরের দোকানের সর্বাধিক মূল্যবান আতর দিয়ে ঘষে দিলেন। এরপর সিল্ক কাপড় পরিয়ে রাখলেন।

[৫১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সূর্যোদয়ের পর, আবু দারদা (রা.) ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর আতরের দোকানে চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন মদিনার সর্বত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা এদিক সেদিক চলাফেরা করছেন। এদের অনেকেই কিছুক্ষণ পূর্বে বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁদের সামনে যুদ্ধবন্দীদের দেখা যাচ্ছিলো। আবু দারদা প্রথমে এদের থেকে দূরে থাকলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে খা্জরাজ গোত্রের একজন অল্প বয়সের লোককে প্রশ্ন করলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কোথায় আছেন?

তাঁর বংশের লোকটি বললেন, "তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং সুস্থ অবস্থায় মদিনায় ফিরে এসেছেন।" এ খবরে আবু দারদা (রা.) সুস্থির হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এবং আবু দারদার (রা.) মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। ব্যাপারটি সবার জানা। জাহিলিয়াতের সময় উভয়ে একে অন্যের ভাইয়ের মতো ছিলেন। যখন ইসলাম আসলো তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) মুসলমান হলেন। কিন্তু আবু দারদা মূর্তিপুজাকে ছাড়তে পারলেন না। এরপরও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ছুটে যায় নি।

আবু দারদা (রা.) দোকান খুলে প্রতিদিনের মতো বেচাকেনা শুরু করলেন। এদিকে তাঁর বাড়িতে কী হচ্ছিল তাতো তিনি জানতেন না।

একই সময় তাঁর বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) আবু দারদার (রা.) বাড়িতে আসলেন। তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি দেখলেন আবু দারদার (রা.) স্ত্রী উম্মে দারদা (রা.) উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁকে সালাম জানালেন। তিনি সালামের জবাব দিলেন। আবদুল্লাহ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "আবু দারদা কোথায়?" উম্মে দারদা জবাব দিলেন, "তিনি তাঁর দোকানে গিয়েছেন। তবে তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন।" আবদুল্লাহ বললেন, "আমি আসতে পারি?" উম্মে দারদা বললেন, "অবশ্যই। স্বাগতম।" এরপর নিজেই দরোজা খুলে দিলেন। আবদুল্লাহ (রা.) ভেতরে ঢুকার পর নিজের কাজে চলে গেলেন। আবদুল্লাহ (রা.) যে কক্ষে আবু দারদার মূর্তিটি ছিলো সে কক্ষে গেলেন। তিনি মূর্তির উপর বসে পড়লেন। এতে মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি বললেন, "একমাত্র আল্লাহ হচ্ছেন উপাসনার যোগ্য। আর কিছু নয়।" মূর্তিটি ভেঙ্গে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উম্মে দারদা (রা.) ঐ কক্ষে প্রবেশ করে ভাঙ্গা মূর্তি দেখে বাকরুদ্ধ হলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি নিজের গালে চড় মারতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আবদুল্লাহ! তুমি আমাদেরকে নাস্তেনাবুদ করে দিলে। তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিলে!"

খুব বেশি সময় যায়নি- তাঁর স্বামী বাড়িতে ফিরে আসলেন। আবু দারদা (রা.) দেখলেন মূর্তির ঘরের দরোজায় তাঁর স্ত্রী বসে আছেন। তিনি কাঁদছিলেন। বুঝা গেলো তিনি ভীষণভাবে দুঃখিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?" তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন, "আপনি বাইরে থাকতে আপনার বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এসেছিলেন। আর আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন তিনি আপনার মূর্তিকে কীভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন।" মূর্তির ঘরের ভেতর ভালো করে দেখে আবু দারদা ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। ভাবলেন, তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর ক্রোধ কিছুটা কমে আসলো। কী হয়েছে ভেবে তিনি মনে মনে বললেন, "এই মূর্তি যদি শক্তিশালী হতো তাহলে অবশ্যই সে নিজেকে রক্ষা করতে পারতো।"

তাঁর তাকদির খুলে গেলো। মূর্তিপুজা যে সত্যিই অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি সোজা চলে গেলেন বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার (রা.) নিকট। বললেন, "বন্ধু! তুমি আমার চোখ-মন খুলে দিয়েছো। চলো, এক্ষুণি আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট চলে যেতে চাই।" উভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলেন। আবু দারদা (রা.) কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরক্তি

মুসলমান হওয়ার পর থেকেই হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হলেন। মুশরিক অবস্থায় যে মূল্যবান সময় তিনি কাটিয়েছিলেন তার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারলেন আগে ইসলামগ্রহণের কারণে তাঁর পরিচিতজন ও বন্ধুরা ইসলাম সম্পর্কে কতো বেশি জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়েছেন। কতটুকু কুরআনের আয়াতমালা তাঁরা মুখস্থ করেছেন। আর তাঁরা কী সুন্দর সুযোগ পেলেন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি একান্ত আনুগত্য হতে।

যাকিছু তিনি মুশরিক থাকায় উপেক্ষা করেছেন তা দ্রুত জেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি দিবারাত্র ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকেন। জ্ঞানার্জনের জন্য অবিরাম চেষ্টা-সাধনায় নিমজ্জিত হলেন। কুরআন শরীফের যতোটি পবিত্র আয়াতমালা তখন পর্যন্ত নাজিল হয়েছিলো তিনি সব মুখস্থ করলেন।

ব্যবসা বন্ধ করলেন

তিনি যখন অনুভব করলেন ব্যবাসা-বাণিজ্য কীভাবে তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মসজিদে সময়মতো উপস্থিত হতে পারছেন না, তখন তিনি নিজের ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন।

কেউ একজন আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেনো ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, "ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে আমি একজন বণিক ছিলাম। মুসলিম হওয়ার পর আমি চাচ্ছিলাম তিজারত ও ইবাদত একসাথে করবো। কিন্তু আমি তা পারি নি। সুতরাং, আমি তিজারত বন্ধ করলাম এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহশীল হলাম।"

তাঁর তপশ্চর্যা

আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শুধুমাত্র তাঁর ব্যবসা বন্ধ করেন নি। দুনিয়াবী সকল আরাম-আয়েশ ও শান্তিকে তিনি বিসর্জন দিলেন। সামান্য খাবার খেয়ে জীবনরক্ষা করতেন। সেলাইযুক্ত কাপড় পরতেন।

কোনো এক ভীষণ ঠাণ্ডা রাতে কিছু লোক তাঁর ঘরে মেহমান হলেন। তিনি সবাইকে খাবার দিতে পারলেও লেপ-তোষক দিতে পারলেন না। ঘুমোনোর সময় মেহমানরা ভাবতে থাকে লেপগুলো কোথায়? একজন বললো, তিনি আবু দারদাকে (রা.) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। অন্য আরেকজন বললো, থাক! আমরা যেভাবে পারি রাত কাটাবো। কিন্তু লোকটি মানলেন না। চলে গেলেন হযরত আবু দারদার (রা.) নিকট।

ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন আবু দারদা (রা.) ও তাঁর স্ত্রী একখানা পাতলা কাপড়ে নিজেদের ঢেকে রেখেছেন। এটা আসলে এতো পাতলা ছিলো যে, শীতেও যেমন এটি কোনো কাজে লাগবে না, তেমনি গরমেও কাজে লাগর মতো নয়। এরপর লোকটি আবু দারদাকে (রা.) প্রশ্ন করলো, "আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমাদের মতোই রাত কাটাচ্ছেন, আপনার কাঁথা-কম্বল কোথায়?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমাদের আরেকটি ঘর আছে। সেখানে সবকিছু বিদ্যমান। এখানে যদি কিছু থাকতো তাহলে আপনাদের নিকট পাঠাতাম। আমরা যে ঘরের দিকে যাবো (পরকালের বাড়ি), সে রাস্তা খুব কঠিন।"

আবু দারদা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন. "আপনি কথাটি বুঝেছেন?" লোকটি বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন।"

আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সিরিয়ার শাসনকর্তা

হিসাবে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। খলিফা তাঁকে দামেস্কে কাজি ও শিক্ষক হিসাবে পাঠাতে চাইলে তিনি রাজী হলেন।

আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল

আবু দারদা (রা.) দামেস্কে তাঁর শেষ জীবন কাটান। তিনি কুরআনের শিক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শেষ রোগের সময় কয়েকজন সাহাবা তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "আপনার সমস্যা এখন কী?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার পাপসমূহ!" তারা জানতে চাইলেন, "আপনার ইচ্ছা কী?" তিনি বললেন, "আমার প্রভুর ক্ষমা।"

এরপর উপস্থিত সবাইকে তিনি বললেন, "তোমরা নিশ্চিত করবে, আমি যেনো বলতে পারি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" এরপর এই কালিমা পাঠ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ! তোমার প্রিয় এ সাহাবিকে জান্নাতুল ফির্দৌসের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করো। আমিন।

(৩৭)
হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৭৪ হি., / ৬৯৭ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ, কাজি।

পিতার নাম: মালিক বিন সিনান (রা.)।

মাতার নাম: উনাইসা বিনতে 'আমর বিন কায়েস।

ভাইবোন: ১. ফারিহা বিনতে মালিক।

স্ত্রী: ১. জয়নব বিনতে কা'ব বিন 'আযরা আনসারিয়্যা।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুর রহমান বিন আবি সা'ঈদ খুদরী, ২. সা'ঈদ বিন আবি সা'ঈদ খুদরী।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মালিক বিন সিনান (রা.), কাতাদা ইবনে নু'মান (রা.), আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), জায়িদ বিন তাবিত (রা.), আবু কাতাদা ইবনে রা'বি (রা.), আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.), উসাইদ বিন হুদাইর বিন সাম্মাক (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবু মুসা আশআ'রী (রা.), মুয়া'বিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- আনসার (খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ, বনি খুদরা, বনি আবযার), খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আসল নাম ছিলো সা'দ ইবনে মালিক। তাঁর পিতা মালিক বিন সিনান (রা.) ইসলামগ্রহণ করেন বেশ আগে। তখন আবু সা'ঈদের (রা.) বয়স খুব অল্প ছিলো। সুতরাং, অল্প বয়স থেকেই তিনি নিজেকে একটি মুসলিম পরিবারের সদস্য হিসাবে জানতেন।

ছোট্ট আবু সা'ঈদের মধ্যে ঈমানের নূর থাকায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য পেতে খুব আগ্রহ জন্মে। তিনি চাচ্ছিলেন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু

[৫২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুবারক কণ্ঠের মুবারক কথাগুলো শুনতে। তিনি চাচ্ছিলেন যাকিছু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন তা সবই পালন করতে। মসজিদে নববী তৈরির সময় আবু সা'ঈদ (রা.) ইট বহনে সহায়তা করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা

বয়স অল্প হলেও আবু সা'ঈদ (রা.) চাচ্ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু মাত্র ১৩ বছরের শিশু আবু সা'ঈদকে (রা.) অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল ছিলো তাঁর, এমন কি যুদ্ধের প্রশিক্ষণও করেছিলেন। তিনি মনে মনে নিশ্চিত ছিলেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করবেন। তবে তাঁর উচ্চতা তলোয়ার থেকে খুব বেশি ছিলো না। তাঁর মধ্যে এ অল্প বয়সেই 'আত্ম বিশ্বাস' ছিলো। তিনি পিতাকে বললেন, "পিতাজী, আমি উহুদে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাই। তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। এরপর কী হলো তা তিনি বর্ণনা করেছেন:

"আমার পিতা যখন আমার হাত ধরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন তখন আমার বয়স হয়েছিলো মাত্র তেরো বছর। আমার পিতা তাঁকে বললেন, আমার এই পুত্র জিহাদে যেতে ইচ্ছুক। তিনি একথাও বললেন, 'তার হাড্ডিগুলো বড় ও শক্ত।' আরো কিছু ইতিবাচক কথা আমার সম্পর্কে বলার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানলেন না। বললেন, সে বেশি ছোট্ট।"

আবু সা'ঈদের পিতার শাহাদাতবরণ

আবু সা'ঈদের বাবা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরের মতো যুদ্ধ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদাতবরণ করেন। শহিদদের কবরস্থ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো বললেন:

"দোযখের আগুন কোনো ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারবে না যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে।"

যুদ্ধের সময় আবু সা'ঈদের পিতা মালিক বিন সিনান (রা.) লক্ষ করলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। তিনি ছুটে গিয়ে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রক্ত মুবারক গিলে ফেললেন। তিনি রাসূলুল্লাহর পবিত্র রক্ত মাটিতে পড়তে দিলেন না।

যুদ্ধ শেষে আবু সা'ঈদ (রা.) তাঁর মায়ের সাথে উহুদের রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মালিক বিন সিনানকে (রা.) দেখবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছিলেন দেখে আবু সা'ঈদ (রা.) ছুটে গেলেন তাঁর নিকট। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটু মুবারকে চুমো খেলেন। নিজের পিতাকে না দেখে চিন্তিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার পিতা শহিদ হয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।" আবু সা'ঈদের (রা.) চোখদুটো অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি ভাবলেন, "হায়! আর কোনোদিন পিতার সাথে কথা বলতে পারবো না।"

আর্থিক সমস্যা

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতা গরিব ছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে তিনি হিমশিম খেতেন। তাঁর শহিদ হওয়ার পর পরিবারের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়। একদিন আবু সা'ঈদের (রা.) মাতা তাঁকে রাসূলুল্লাহর নিকট পাঠালেন কিছু সাহায্য চাইতে। প্রথমে আবু সা'ঈদ (রা.) যেতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মাতা যাওয়ার জন্য তাগিদ দিলেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করছিলেন। বলছিলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য এখন শুদ্ধতা অর্জন করতে হবে। অন্যের কাছে কিছু চাইবে না। আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দিবেন যারা ধর্মপরায়ণ। যারা পরিতৃপ্ত তাদেরকে ধনবান করবেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার আত্মা, মানুষকে আল্লাহ ধৈর্যধারণের ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু উত্তম জিনিস দেননি। তোমরা যদি আমার কাছ থেকে পেতে চাও, আমি শুধু তাই দিতে পারবো যা আমার মধ্যে বিদ্যমান।"

এই বয়ানের কারণ ছিলো, কিছু লোক তাঁর কাছ থেকে কিছু পেতে উদগ্রীব ছিলো। আবু সা'ঈদ (রা.) এই বক্তব্য শ্রবণ করে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দেন। তিনি ঘরে ফিরে এসে তাঁর মায়ের নিকট সবকিছু বললেন।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কিছু না চেয়ে ফিরে আসার পর থেকেই আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের ধন-সম্পদ বেড়ে এ পর্যায়ে যায় যে, আনসারদের মধ্যে একটি ধনী পরিবার ছিলো আমাদেরটা।"

সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ

কম বয়স হওয়ায় উহুদের যুদ্ধে তিনি যেতে না পারলেও উপযুক্ত হওয়ার পর আর কোনো যুদ্ধই হয়নি তাঁর অংশগ্রহণ ছাড়া। তিনি বলেন, "আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মুস্তালিকের পুত্রদের বিরুদ্ধে

অভিযানে যাই তখন আমার বয়স ছিলো ১৫ বছর। খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ কর্তৃক দীর্ঘ অবরোধের কারণে মদিনাবাসীর উপর কঠিন সময় হাজির হলো তখন আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অবস্থা নাজুক হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা কী কোনো দু'আ পাঠ করতে পারি?" তিনি জবাব দিলেন, দু'আ আছে। সেটা হচ্ছে এই: "হে প্রভু! আমাদের সকল খোলা জায়গাগুলো বন্ধ করে দাও যাতেকরে দুশমনরা হামলা করতে না পারে। যেসব ব্যাপারে আমরা শঙ্কিত তা থেকে আমাদেরে মুক্তি দাও।" সকল সাহাবি এই দু'আ পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ এক ঝড় উঠে দুশমনদের তাঁবু ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড করে দিলো। তারা তখন অবরোধ তুলে মক্কার দিকে পাড়ি জমালো।

উভয় জিহাদে অংশগ্রহণ

দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে 'ছোট্ট জিহাদ' বলে। অপরদিকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে বলে 'বড় জিহাদ'। আবু সা'ঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ উভয় জিহাদ করেছেন। তিনি একদিকে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন এবং অপরদিকে সুফ্ফায় যেয়ে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, আধ্যাত্মিক চর্চা, কুরআন হাদিসের অধ্যায়নে জড়িত ছিলেন। মাঝে মধ্যে তাঁর এ প্রচেষ্টাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করেছেন। আবু সা'ঈদ (রা.) সম্মৃতিচারণ করে বলেন:

"একদিন আমরা ক'জন একসাথে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। মনে হলো তিনিও আমাদেরই একজন। আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কী করছিলে?" বললাম, আমরা কুরআনের তিলাওয়াত শুনছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারায় বললেন বৃত্ত ধারণ করো। আমরা তাই করলাম। আমি লক্ষ করলাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারেন নি। তিনি বললেন, 'আনন্দিত হও! তোমরা গরীবের একটি দল! তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে ধনীদের প্রবেশের অর্ধদিন পূর্বে। এর অর্থ (আমাদের হিসাবে) ৫০০ বছর।'"

বিচ্ছু ও মেষের কথা

আবু সা'ঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর একটি নীতি ছিলো এই- কোনো নতুন অবস্থার অবতারণা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ মুতাবিক কাজ করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল

সাহাবিকে এক জায়গায় কোনো এক কাজে প্রেরণ করলেন। এ দলে আবু সা'ঈদও (রা.) ছিলেন। কাফেলা একটি আরব গোত্রে গিয়ে রাত কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু গোত্র তাদেরকে অনুমতি দিলো না। কিছু সময় পর জানা গেলো গোত্রের সর্দারকে একটি বিচ্ছু কামড় দিয়েছে। তারা এর কোনো নিরাময় পেলো না-যাকিছু তারা করছিলো সব ব্যর্থ হলো। অবশেষে তারা আসহাবে কিরামের নিকট চলে আসলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, সাহাবাদের কেউ কিছু করতে পারবেন কি না। আবু সা'ঈদ (রা.) বললেন, "আমি তার চিকিৎসা করতে পারবো। তবে তোমরা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো নি, থাকার সামান্যটুকু জায়গা ছেড়ে দিতেও রাজী ছিলে না। তোমরা আমাদেরকে কিছু না দিলে আমি কিছু করবো না।" তারা কিছু দিতে রাজী হলো। এরপর সবাই গোত্রপতির নিকট চলে আসলো। আবু সা'ঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সূরা ফাতিহা ৭ বার পাঠ করে ক্ষতের উপর ফুঁৎকার দিলেন। আল্লাহর মর্জিতে গোত্রপ্রধান আরোগ্য লাভ করলেন। বেদুঈনরা আসহাবে কিরামকে একদল ভেড়া উপহার দিলো।

ভেড়াগুলো সাহাবারা ভাগ করে নিতে চাইলেন। কিন্তু আবু সা'ঈদ (রা.) বললেন, "না। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে কিছুই করবো না। তাঁকে ভেড়াগুলো হস্তান্তর করে কী করা যায় জানবো।" সবাই এতে রাজি হলেন।

মদিনা শরীফে ফিরে এসে পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবগত করা হলো। তিনি বললেন, "এই ভেড়াগুলো তোমরা ভাগ করে নিতে পারো।"

শিক্ষকতা ও হাদিস বর্ণনা

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হাদিস বর্ণনা ও শিক্ষকতায় মনোযোগ দিলেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিলেন। আবু সা'ঈদ (রা.) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, ১১৭০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারীদের তালিকায় তিনি ছিলেন সপ্তম স্থানে। তাঁর বর্ণিত দু'টি হাদিস নিম্নে তুলে ধরছি।

১. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালোবাসে তারা দেখবে, বেহেশতে তাদের জন্য উজ্জ্বল কক্ষ তৈরি হয়েছে যেগুলো পূর্ব ও পশ্চিমে উদিত তারার মতো হবে। তাদের সম্পর্কে বেহেশতে জিজ্ঞাসা করা হবে, "এ লোকগুলো কারা?" উত্তর দেওয়া হবে: তারা ওরা যারা

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অন্যকে ভালোবাসতো।” (ফাতহুর রাব্বানি, ১৯:১৫৬)

২. আবু সা’ঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কেউ হালাল খাদ্য ভক্ষণ করে, সুন্নাতের অনুসরণ করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয় না সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।” (তিরমিযি, কিয়ামাহ: ৬০)

হযরত আবু সা’ঈদ খুদরীর (রা.) মৃত্যু

তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে তিনি ৭৪ হি. (৬৯৭ খ্রি.) সনে মদিনা শরীফে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি মদিনা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর উপর অঢেল রাহমাত নাজিল করুন। আমিন।

(৩৮)
হযরত উবাই ইবনে কা’ব (আবু মুনদির, আবু তুফাইল) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫৩]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: তারিখ জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩২ হি., / ৬৫২ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, তাফসির, ফিক্‌হ।

পিতার নাম: কা’ব বিন কায়েস বিন ’উবাইদ।

মাতার নাম: সুহাইলা বিনতে আসওয়াদ বিন হারাম (বনি নাযির)।

ভাইবোন: ১. ’উতাইলা বিনতে কায়েস বিন ’উবাইদ।

স্ত্রী: ১. উম্মে তুফাইল বিনতে তুফাইল।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন উবাই ইবনে কা’ব, ২. তুফাইল বিন উবাই ইবনে কা’ব, ৩. রাবি’ বিন উবাই ইবনে কা’ব।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার খাজরাজ, (বনি মালিক, বনি নাযজার, বনি হুদাইলা), বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অনুলেখক।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত উবাই ইবনে কা’ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা শরীফের বিখ্যাত গোত্র খাজরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো কা’ব বিন কায়েস। উবাই বিন কা’ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আরেক নাম ছিলো আবু মুনজির। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উবাই ইবনে কা’ব নামে ডাকতেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিলো তুফাইল। এ কারণে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে আবু তুফাইল বলে ডা্কতেন।

হযরত কা’ব (রা.) আকাবার ২য় বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার আগে থেকেই লেখাপড়া জানতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওহি লেখার দায়িত্ব দেন। মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের

[৫৩] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই (রা.) ও ইবনে উবাইদুল্লাহর (রা.) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ করে দেন।

কুরআন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকতা

উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, স্বয়ং রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন উবাইয়ের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উবাই হচ্ছেন তাঁর লোকগুলোর মধ্যে উত্তম ক্বারী। এ কারণে তিনি কুরআনের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানবান ছিলেন।

হযরত মুসলে-ই-মৌদ (রাহ.) বলেছেন: "হযরত উবাই বিন কা'ব চারজন বিশিষ্ট কুরআনের ক্বারীর একজন ছিলেন। এদেরকে বলা হতো: "কুররায়ে উম্মত", পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারী। এ চারজন হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, সালিম, মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

হযরত মুসলে-ই-মৌদ (রাহ.) আরো বলেন: "নিম্নোক্ত পনেরো ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহি শোনাতেন। এরা হচ্ছেন, জায়িদ বিন তাবিত, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহ, জুবায়ের ইবনে আওউয়াম, খালিদ বিন সাঈদ বিন আস, হানযালা বিন রাবি আসাদী, মু'আইকিব বিন আবি ফাতিমা, আবদুল্লাহ বিন আরকাম জুহরী, শুরাহবিল বিন হাসানাহ, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

চারজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন, যাদের দায়িত্ব ছিলো রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট থেকে কুরআন শরীফ মুখস্থ করে অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া। এ চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম হলো: আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ, সালিম, মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। প্রথমোক্ত দু'জন ছিলেন মুহাজিরীন ও দ্বিতীয়োক্ত দু'জন ছিলেন আনসার।

একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

خُذُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ (مِنْ) عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ سَالِمٍ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ اُبَیِّ بِنْ كَعْبٍ

-"যে কেউ ইচ্ছা করে কুরআন পাঠ করবে, তাকে এ চারজনের মধ্যে যে কোনো জনের কাছে শিখে নিতে পারে। এরা হচ্ছেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ, সালিম, মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং উবাই ইবনে কা'ব।"

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইকে বললেন: "আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই সূরাটি তোমাকে পাঠ করে শুনাতে:

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهلِ الْكِتَابِ

(সূরা বায়্যিনাহ)

কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমার নাম বলেছেন?" নবীজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ"। একথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু উক্ত ব্যাপারটি নিয়ে প্রায়ই কথা বলতেন। একদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, এই উম্মাহর সর্বাধিক বড় ক্বারী হচ্ছেন উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। অন্য এক সময় তিনি সিরিয়া ভ্রমণকালে দামেস্কের নিকটবর্তী জাবিয়াহ নামক স্থানে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বললেন: مَنْ اَرَادَ الْقُرْآنَ فَلْيَاْتِ اُبَيًّا অর্থাৎ, যে কেউ কুরআন শিক্ষার ইচ্ছা করে সে যেনো উবাইর কাছে যায়।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন। এরা হচ্ছেন উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ বিন জাবাল, আবু জায়িদ এবং জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। এরা সবাই ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মুসলেহ-ই-মৌদ (রাহ.) বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে কুরআনের হাফিজ ছিলেন যারা তাঁরা হলেন, হযরত উবাদাহ বিন সামিত, মুয়াজ ইবনে জাবাল, মুজামা বিন হারিছাহ, ফুজালাহ বিন উবাইদ, মাসলামাহ বিন মুখাল্লাদ, আবু দারদা, আবু জায়িদ, জায়িদ বিন তাবিত, উবাই বিন কা'ব, সাদ বিন উবাদাহ এবং উম্মে ওয়ারাকাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে একটি তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে। আহত অবস্থায় যুদ্ধ শেষ হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন তাঁর চিকিৎসার জন্য।

তাঁর মৃত্যু

উতাই বিন দামরাহ হযরত উবাই ইবনে কা'বকে (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের কী হলো, আমরা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছি যাতে করে আমরা বিভিন্ন বিষয় জানতে পারি ও শিখতে পারি। কিন্তু যখন আমরা আপনাদের নিকট আসি, আপনারা আমাদেরকে উপেক্ষা করে যান। মনে হয় আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের কোনো মূল্য নেই।" একথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, "কসম আল্লাহর! আমি যদি আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বেঁচে থাকি, আমি আপনার কাছে কিছু একটা প্রকাশ করবো এবং আমি পরোয়া করি না, আমার কথা শুনার পর আপনি আমাকে বাঁচতে দিবেন কী না।"

উতাই বিন দামরাহ আরো বলেন, "পরবর্তী জুমু'আবার আমি মদিনা শরীফে যাই। অবাক হয়ে দেখলাম, অনেক লোকজন রাস্তার উপর হাঁটাহাটি করছেন। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? লোকটি বললেন, আপনি বোধহয় মদিনার লোক নন। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি বাইর থেকে এসেছি। লোকটি তখন বললেন, আজ মুসলমানদের একজন নেতা উবাই ইবনে কা'ব ইন্তিকাল করেছেন।"

অধিকাংশ মতে উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলফতকালে ৩২ হিজরি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজী্উন। তিনি মদিনা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর অফুরন্ত রহমত নাজিল করুন। আমিন।

(৩৯)
হযরত ’উবাদাহ বিন সামিত (আবু ওয়ালিদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫৪]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৪ হি., বা এর পরে / ৬৫৫ খ্রি., / সিরিয়া, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, কাজি।

পিতার নাম: সামিত বিন কায়েস বিন আসরাম।

মাতার নাম: কুররাতুল-’আইন বিনতে ’উবাদা বিন নাদলা।

ভাইবোন: ১. আউস বিন সামিত, ২. তাবিত বিন সামিত, ৩. উমামা বিনতে সামিত, ৪. খাওলা বিনতে সামিত।

স্ত্রী: ১. ’আমরা বিনতে হাজম ইবনে জায়িদ।

পুত্র-কন্যা: ১. জামিলা বিনতে আবি সা’সা’আ, ২, উম্মে হারাম বিনতে মিলহান।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, (বনি ’আউফ, বনি খাজরাজ, বনি কাওকাল), আকাবা-১, আকাবা-২, আকাবা সরদার, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৫৫]

হযরত আবু ’উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবি। তিনি মদিনা শরীফের খাজরাজ বংশের প্রধান ছিলেন।

ইসলাম আসার পূর্বে তিনি মদিনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। আকাবার প্রথম বাইআতে তিনি অংশগ্রহণ করেন ও ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি প্রায় সব সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিলো বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ। বারো জন আনসার নেতার মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

রাশিদুন খিলাফতকালে ইসলামের প্রসারে ’উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ভুমিকা ছিলো নেতৃস্থানীয়। সিরিয়া, মিশর, লেভান্ট ও টাইবেরিয়াস বিজয়ে

---

[৫৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

[৫৫] https://grokipedia.com/

তাঁর অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য। মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) তাঁকে টাইবেরিয়াস এলাকায় কাজি হিসাবে নিয়োগ দেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

'উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু আনুমানিক ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে (আনুমানিক ৩৮ হি.পূ.) তখনকার ইয়াসরিবে খাজরাজ বংশের বনি 'আউফ শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। খাজরাজ ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আউস গোত্র কয়েক শত বছর পূর্বে ইয়াসরিবে এসে বসবাস শুরু করে। তাদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিলো ইয়েমেন।

ইসলামপূর্ব ইয়াসরিবে একজন প্রভাবশীল ব্যক্তি হিসাবে 'উবাদাহ (রা.) বনি 'আউফের নাক্বিব বা নেতা ছিলেন।

আকাবার বাইআত ও ইসলামগ্রহণ

মদিনার ১২ জন ব্যক্তি মক্কার নিকটস্থ আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামগ্রহণ করেন। এই ১২ জনের মধ্যে একজন ছিলেন 'উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ বাইআত সংঘটিত হয় ৬২১ খ্রিস্টাব্দে।

পরবর্তী বছর আরো ৭০ (মতান্তরে ৭৩) জন ইয়াসরিববাসী এই আকাবায় ফিরে এসে বাইআতসহ ইসলামগ্রহণ করেন। 'উবাদা বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু দ্বিতীয় এ বাইআতেও আকাবায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান ক'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭ রামাদ্বান ২ হিজরি (মার্চ ১৩, ৬২৪ খ্রি.)। এ যুদ্ধে ৩১৩ জন সাহাবির মধ্যে 'উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুও অংশগ্রহণ করে বীরের মতো লড়াই করেছেন।

এর পরের বছর ৭ শাওয়াল, ৩ হিজরি (মার্চ ২৩, ৬২৫ খ্রি.) উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও হযরত 'উবাদাহ বিন সামিত (রা.) অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধের ফলাফল কারো পক্ষে যায় নি। তবে মুসলমানরা ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ ৭০ জন সাহাবি শহিদ হন।

মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে তৃতীয় যুদ্ধ হয় ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে। একে খন্দকের যুদ্ধ বলে। যুদ্ধে ৩,০০০ মুসলিম সৈন্য ১০,০০০ মুশরিক সৈন্যদের

বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। এ যুদ্ধেও হযরত 'উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যতো যুদ্ধ ও অভিজান সংঘটিত হয়েছিলো হযরত ইবনে সামিত (রা.) প্রায় সবটিতেই অংশগ্রহণ করেন।

রাশিদুন খিলাফতকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

'উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিসরে বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অধিকতর সৈন্যবল হিসাবে 'উবাদাহকে (রা.) সাথী সৈন্যদের নেতা হিসাবে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে মিসরে প্রেরণ করেন। এ সৈন্য প্রেরণের কারণ ছিলো সেনাপতি আমর ইবনে আসকে (রা.) সাহায্য করা। মিসর পুরোদমে বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত আবু 'উবাদাহ (রা.) যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। সৈন্য হিসাবে ৬৪১-৬৪২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজানড্রিয়া অবরোধকালে তাঁর উপস্থিতি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। অবরোধ শেষ হয় আলেকজানড্রিয়ার নেতাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

সিরিয়া বিজয়েও 'উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এসব যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরই নেতৃত্বে ইয়ারমুকের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। যদিও মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অবদান ছিলো সর্বাধিক।

প্রথমবার সাইপ্রাস বিজয় হয় ৬৪৯ খ্রিস্টব্দে। তখন খলিফা ছিলেন উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সাইপ্রাসে অবস্থিত বাইজান্টিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে হযরত 'উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) অংশ নেন। এ যুদ্ধের এক বৈশিষ্ট্য ছিলো অভিযানে 'উবাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী উম্মে হারাম রাদ্বিআল্লাহু আনহাও অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তুমি (উম্মে হারাম) একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে যাতে থাকবে নৌবাহিনী। উম্মে হারাম এ যুদ্ধের সময় দুর্ঘটনা হেতু মারা যান। তাঁকে সাইপ্রাসে সমাহিত করা হয়।

সাইপ্রাসে দ্বিতীয় একটি অভিযান সংঘটিত হয়। এ অভিযানেও একদল সৈন্যের নেতৃত্বদান করেন হযরত 'উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সাইপ্রাসের বিদ্রোহ থামাতে এ যুদ্ধ হয়েছিল। মুসলিম সৈন্যরা এতে বিজয় লাভ করেন।

কাজি হিসাবে নিয়োগ

সফলভাবে বিলাদে শাম (সিরিয়া) বিজয়ের পর খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত 'উবাদাহ ইবনে সামিতকে (রা.) নতুন কাজি হিসাবে সে অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই নিয়োগ ছিলো উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বৃহত্তর সংস্কারের অংশ। কাজি হিসাবে 'উবাদাহ (রা.) নাগরিক মামলার নিষ্পত্তি করেন। এছাড়া অপরাধ, ভূমি সংক্রান্ত মমলা ইত্যাদি প্রাত্যহিক বিভিন্ন ধরনের বিরোধের নিস্পত্তি করেন।

তাঁর জীবনাবসান

'উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরি (৬৫৫ খ্রি.) সনে ইন্তিকাল করেন। এ সময় হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু খলিফা ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত রামলায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদের নিকটে বাবুর রাহমাহ কবরস্থানে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসের 'আলা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৪০)
হযরত আবু মুসা আশা'আরী (আবু মুসা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫৬]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / ইয়েমেন।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪৩ বা ৫২ হি., / ৬৬২ বা ৬৭২ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ, সেনাপতি।

পিতার নাম: আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস বিন সালীম।

মাতার নাম: জাবিয়া বিনতে ওয়াহব।

ভাইবোন: ১. আবু বুরদা বিন কায়েস আশা'আরী, ২. আবু রাহম বিন কায়েস আশা'আরী, ৩. মাজদী বিন কায়েস আশা'আরী, ৪. মুহাম্মদ বিন কায়েস আশা'আরী।

স্ত্রী: ১. উম্মে কুলসুম বিনতে ফজল ইবনে আব্বাস, ২. উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে আবি দুমা।

পুত্র-কন্যা: ১. ইব্রাহিম বিন আবি মুসা আশ'আরী, ২. আবু বকর বিন আবি মুসা আশা'আরী, ৩. আবু বারদা বিন আবি মুসা আশা'আরী, ৪. মুসা বিন আবি মুসা আশা'আরী।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), উবাই ইবনে কা'ব (রা.), 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- বনি তামিম, আশ'আরী, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া, দূত, ইমাম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপরও জ্ঞান রাখতেন। তাঁর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশ'আরী।

---

[৫৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা শরীফে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। এ সময় পর্যন্ত অতি অল্প ইয়েমেনী মুসলমান ছিলেন। তিনি ইয়েমেনে ফিরে ইসলামের দাওয়াতে মনোযোগী হলেন। এতে অনেক ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হন। এরপর মক্কা শরীফ এসে বসবাস শুরু করেন। নওমুসলিমদের ওপর চরম নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ মুতাবিক মুসলিমরা ২ বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। আবু মুসা আশ'আরী রআদ্বিআল্লাহু আনহু দ্বিতীয়বারের সময় আবিসিনিয়ায় যান। তিনি সেখানে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। খাইবার অভিযানের পরই তিনি মদিনা শরীফ ফিরে আসেন। তাঁর সাথে ছিলেন ইয়েমেনের ৫০ জন নওমুসলিম। এদের মধ্যে তাঁর ভাই আবু রুহম ও আবু বুরদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মদিনা শরীফে অবস্থান

মদিনা শরীফে থাকাকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত লাভে ধন্য হন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব পছন্দ করতেন তাঁর পরহেজগারী, বিনয় ও ইসলাম বুঝার ক্ষমতা হেতু। তিনি কুরআন শরীফের একজন প্রসিদ্ধ তিলাওয়াতকারী ছিলেন। তিনি সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করতেন। তাঁর তিলাওয়াত শুনে অনেকে মুগ্ধ হতেন। স্বয়ং রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছিলেন: "হে আবু মুসা! তোমাকে একটি বাঁশি দেওয়া হয়েছে দাউদের (আ.) পরিবার থেকে।" (বুখারী) এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, হযরত আশ'আরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কুরআন তিলাওয়াত কতো সুমধুর ছিলো।

সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু মুসা (রা.) বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব অভিযানে তাঁর সাহস ও নেতৃত্ব ফুটে ওঠে। তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হলেছিল। সৈন্যদের নেতৃত্বদান ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসক হিসাবে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।

প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর আবু মুসা আশা'আরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলিম জনগোষ্ঠির সেবা অব্যাহত রাখেন। তাঁকে বসরা ও কুফার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসময় যথাক্রমে

খলিফার দায়িত্বে ছিলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)। প্রশাসক হিসেবে তাঁর সৎবিচার, বিনয় ও পক্ষপাতহীনতা ইত্যাদি ছিলো স্মরণীয়। ইসলামী নিয়ম-নীতির উপর তিনি দৃঢ় ছিলেন। মানুষের কল্যাণসাধন ছিলো তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

জ্ঞানচর্চা

তিনি সর্বদা ইসলামী পাণ্ডিত্যকে উৎসাহিত করতেন। এছাড়া ধর্মজ্ঞান অর্জনে সচেতন ছিলেন। ইসলামের শিক্ষাকে প্রচার-প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। বিশেষকরে ইসলামী শাসনে যুক্ত হওয়া নতুন জনপদে সঠিক ইসলামী জ্ঞানের প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিলো অতুলনীয়।

তাঁর ইন্তিকাল

আবু মুসা আশা'আরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবাদের মধ্যে সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। বলতে গেলে তাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব খুব অল্পই খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তিনি ৪৩ বা ৫২ হিজরি (৬৬২ বা ৬৭২ খ্রি.) মক্কা শরীফ মতান্তরে কুফায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর আরো বেশি রাজী-খুশী হন। আমিন।

(৪১)
হযরত মালিক বিন সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫৭]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি., / ৬২৫ খ্রি., / শহিদ (উহুদ)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী।
পিতার নাম: সিনান বিন ’উবাইদ বিন তা’লাবা।
মাতার নাম: জানা যায়নি।
ভাইবোন: ১. মুররি বিন সিনান।
স্ত্রী: ১. উনাইসা বিনতে ’আমর বিন কায়েস।
পুত্র-কন্যা: ১. আবু সা’ঈদ খুদরী (রা.), ২. ফারী’আহ বিনতে মালিক।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, বনি হারিস, বনি খাজরাজ, বনি খুদরা, বনি আবজার, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি হযরত মালিক বিন সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গভীর অনুরক্তি, আল্লাহর ভয় এবং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা তাঁকে সর্বোত্তম সফলতা দান করে: শাহাদাতবরণ।

তিনি ছিলেন মদিনা শরীফের বিখ্যাত গোত্র বনি খাজরাজের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতা।

ইসলামগ্রহণ

মদিনার ইয়াহুদিদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন, একজন নবীর আগমন আসন্ন। তাদের কাছ থেকে আরো জানলেন এই নবী আরব ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করবেন তাঁর সাথীদেরসহ। সত্যিই

[৫৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনা শরিফ আসলেন, তখন বিলম্ব না করে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জুবায়ের বিন বাতা নামক এক ইয়াহুদী বলেছেন: "আকাশে একটি লাল তারা উদিত হয়ে থাকে যখন কোনো নবীর আগমন ঘটে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন, "এটা ভালো হতো যদি জুবায়ের ও তার লোকজন ইসলামগ্রহণ করতো।"

শাহাদাতবরণের আকাঙ্ক্ষা

হযরত মালিক জঙ্গে বদরে অংশগ্রহণ করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বিজয়ী সেনাদের নিয়ে মদিনা শরীফে ফিরে আসলেন, তখন মালিক তাঁর দুঃখ প্রকাশ করলেন যুদ্ধে না যেতে পেরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হৃদয়ানুভূতি অনুভব করলেন। তখন থেকে মালিক বিন সিনান (রা.) তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন আরেকটি সুযোগের।

উহুদের যুদ্ধ ও তাঁর শাহাদাতবরণ

উহুদের যুদ্ধ যখন আসন্ন তখন সাহাবাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় থেকে যুদ্ধ করবেন সে পরামর্শ করলেন। তিনি নিজে মতামত দিলেন শহরে থেকেই মুশরিকদের মুকাবিলা করবেন। তাবে সাহাবাদের অধিকাংশ শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে রায় দিলেন। এক পর্যায়ে হযরত মালিক বিন সিনান বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.) ইনশাআল্লাহ, আমরা বিজয় অর্জন করবো। আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে কুরাইশরা অবমাননার শিকার হবে। আর আমরা যদি শাহাদাতবরণ করি তাহলে তো আমরা সর্বোচ্চ সন্মানে ভূষিত হবো।"

প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন, তখন পবিত্র মুখ মুবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। হযরত মালিক (রা.) এ দৃশ্য দেখে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ছুটে গেলেন প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে। হাত প্রসারিত করে হাতে রক্ত নিয়ে মুখে দিয়ে গিলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে ইবনে সিনান! তুমি কি আমার রক্ত পান করেছো?" হযরত মালিক জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার রক্ত

আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।”

উক্ত কথাগুলো শুনে হযরত মালিক (রা.) স্বস্থি বোধ করলেন। তাঁর মধ্যে যেনো শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পেলো। তিনি তুমুল যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে কানানী নামক এক কুরাইশ তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করলো। হযরত মালিক বিন সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ আঘাতে শহিদ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠলো।

হযরত মালিক বিন সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উহুদের মাঠেই অন্যান্য শহিদদের পাশে সমাহিত আছেন। আল্লাহ যেনো তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করেন। আমিন।

(৪২)
হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান (আবু আবদুল্লাহ, আবু 'আমর) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৫৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২২ হি., / ৬৪৩ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: নু'মান বিন জায়িদ বিন 'আমর।

মাতার নাম: উনাইসা বিনতে 'আমর বিন কায়েস।

ভাইবোন: ১. উম্মে সাহল বিনতে নু'মান, ২. তাবিত ইবনে নু'মান।

স্ত্রী: ১. হিন্দ বিনতে আউস, ২. আয়শা বিনতে জাজ বিন 'আমর।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ বিন কাতাদা ইবনে নু'মান, ২. উম্মে আমর, ৩. উমর বিন কাতাদা আনসারী, ৪. হাফসা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, আউস, বনি জাফার, আকাবা-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনার খাজরাজ গোত্রের বনি জাফর শাখাভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম নু'মান বিন জায়িদ এবং মাতার নাম উনাইসাহ বিনতে কায়েস। হযরত কাতাদা আবু উমার, আবু আমর ও আবু আবদুল্লাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে তিনি অংশ নেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব যুদ্ধ ও অভিযান করেছিলেন তিনি প্রায় সবটিতে অংশগ্রহণ করেন।

---

[৫৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত কাতাদার (রা.) একটি চোখে তীরবিদ্ধ হওয়ায় চোখটি বের হয়ে লটকে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি তীর আমার চোখে বিদ্ধ হয়েছে, ফলে এটি বের হয়ে গেছে। আমি আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসি। কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় দেখলে সে হয়তো তিক্ততা অনুভব করবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখটি স্বস্থানে রেখে দিলেন তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা। কী আশ্চর্য! চোখটি ঠিক হয়ে গেলো এবং কাতাদা (রা.) চোখ দ্বারা দেখতে পেলেন। শুধু তাই নয়, এ চোখটি দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে অন্যটির চেয়েও ভালো দেখতে পারতেন।

ঘটনাটির বর্ণনা হযরত কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেও করেছেন। তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ একজন একটি ধনুক উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। তিনি এটি উহুদের যুদ্ধের সময় আমাকে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থেকে যুদ্ধের সময় এটি দ্বারা আমি তীর ছুড়েছি যতক্ষণ না ধনুকের সুতা ছিড়ে যায়। কিন্তু এরপরও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমি সরে যাই নি। আমার নিকট তীর ছিলো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার্থে আমি স্বস্থান ত্যাগ না করে ঢাল হিসেবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। এরপর একটি তীর এসে আমার ডান চোখ বি্দ্ধ করলো। চোখটি বের হয়ে গাল বরাবর লটকে রইলো।

এরপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। আমি নিজ হাতে বের হওয়া চোখটি ধরে রাখলাম। এরপর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ অবস্থায় দেখে তাঁর দুচোখ অশ্রুসিক্ত হলো। চোখ স্বস্থানে রেখে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! কাতাদা তোমার নবীর মুখ রক্ষা করেছেন তার নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা। আপনি তার চোখটিকে আরো সুন্দর ও শক্তিশালী করে দিন।" এর পর থেকে এ চোখটির জ্যোতি আরো উন্নত হলো।"

কুরআন তিলাওয়াত

একদা রাতের বেলা হযরত কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করতে করতে রাত কাটিয়ে দিলেন। ব্যাপারটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বললেন: "আমি সেই সত্তা যার ক্ষমতার ভেতরে আমার

আত্মা তাঁর কসম করে বলছি, নিঃসন্দেহে এই সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেকের সমান।”[৫৯]

শয়তানকে তাড়ানো

হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেই বর্ণনা করেন: “এক রাতে ভারী বৃষ্টি হচ্ছিলো ও অন্ধকার ছিলো। আমি ভাবলাম এ রাতটি অত্যন্ত মূল্যবান। সুতরাং ইশার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আদায় করলাম। নামায শেষে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র দৃষ্টি আমার উপর পড়লো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হে কাতাদা! আকাশের মেঘ কী তোমার ওপর ছায়া ফেলে নি?” আমি সবিনয়ে বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আমি চাচ্ছিলাম আপনার সান্নিধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি খেজুর গাছের ডাল দিয়ে বললেন, “তুমি এ শাখাটি নাও। তুমি এটির মাধ্যমে নিরাপদ থাকবে। যখন তুমি বাইরে যাবে তখন এটি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তুমি সামন ও পেছনে দশহাত পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হবে। তোমার অনুপস্থিতিতে শয়তান তোমার পরিবারের সাথে আছে। তুমি যখন বাড়িতে পৌঁছুবে তখন পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবে। এরপর এই খেজুরশাখা দিয়ে শয়তানকে আঘাত করবে।’”

হযরত কতাদা (রা.) বলতে থাকেন, “আমি যখন (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে আসলাম, দেখলাম খেজুরশাখা বাতির মতো জ্বলে উঠলো। আমি এটির আলোতে হেঁটে হেঁটে বাড়িতে পৌছুলাম। অমি পেছনের দরোজা দিয়ে ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম আমার পরিবারের সবাই ঘুমোচ্ছেন। ঘরের একটি কোণে শয়তানকে দেখলাম সে ইঁদুরের রূপ ধারণ করেছে। আমি তখন খেজুরশাখা দিয়ে তকে বার বার আঘাত হানলাম। সে ঘর থেকে পালিয়ে গেলো।”[৬০]

তাঁর ইন্তিকাল

হিজরি ২২ সালে (৬৪৩ খ্রি.) হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁকে কবরে রাখেন আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বান্দাকে জান্নাতের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

---

[৫৯] মুসনাদে আহমদ।

[৬০] তারিখে ইবনে আসাকির, খ. ৪৯, পৃ. ২৮৪।

(৪৩)
হযরত হাকিম বিন হিজাম (আবু খালিদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫০-৬০ হি., / ৬৭০-৬৮০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: হিজাম বিন খুওয়াইলিদ।
মাতার নাম: ফাকতাহ বিনতে জুবায়ের বিন হারিস।
ভাইবোন: ১. খালিদ ইবনে হিজাম।
স্ত্রী: ১. জয়নব বিনতে আউওয়াম বিন খুওয়াইলিদ।
পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ ইবনে হাকিম, ২. খালিদ বিন হাকিম, ৩. হিশাম বিন হাকিম, ৪. ইয়াহইয়া বিন হাকিম।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি আসাদ, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি বলেন: আমি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে দরোজার সামনে কোনো ফকিরকে দেখি, তাতে আমি মনে করি আল্লাহ তা'আলার করুণার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়েছে। আর যখন ঘুম থেকে উঠে দরোজার সামনে কোনো ফকিরকে দেখি না, আমি অনুভব করি এটা হচ্ছে একটি বিপর্যয়, আমি আল্লাহর প্রতিদানের জন্য তাঁর কাছে ভিক্ষা প্রার্থী।

উপরে উল্লেখিত যে সাহাবির কথা ব্যক্ত হয়েছে, তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি হযরত হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

[৬১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

জন্ম

তাঁর জন্মতারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হস্তিবাহিনীর আক্রমণের বছর থেকে ১২ বা ১৩ বছর পূর্বে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গায়ের রং ছিলো গাঢ় বাদামী। মুখে ছিলো পাতলা দাড়ি।

ইসলামগ্রহণ

মক্কা শরীফ বিজয়ের (৮ হি.) সময় তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে তাঁকে সম্মানিত করেন, "যে কেউ হাকিম বিন হিজামের গৃহে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ।" উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন হযরত হাকিম বিন হিজামের (রা.) চাচী। প্রখ্যাত সাহাবি জুবায়ের বিন আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। যে ক'জন সাহাবি হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, হযরত হাকিম (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। উল্লেখ্য, হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে রাতের বেলায় মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়েছিল।

আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি

হযরত হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর প্রতি আজীবন আনুগত্যতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গেছেন।

গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

হযরত হাকিম বিন হিজামের (রা.) অনেক গুণাবলী ছিলো। যেমন, জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, অত্যন্ত দয়ালু, গভীর পরহেজগারী ও সংযম, বিশেষ সম্মানবোধ ও উন্নত নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। তিনি তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও মহানুভবতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইসলামপূর্ব ও ইসলামী যুগে তিনি কুরাইশদের একজন সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন।

বুদ্ধি

কুরাইশদের পরামর্শের স্থানটি ছিলো 'দারুন নাদওয়া'। চল্লিশ বা ততোর্ধ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু হযরত হাকিম বিন হিজামের বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর, তথাপি তাঁকে দারুন নাদওয়ায় প্রবেশ করতে দেওয়া হতো। এর কারণ ছিলো তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধীশক্তি।

হযরত হাকিম বিন হিজামের (রা.) তখন বৃদ্ধ বয়স। তিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। লাঠি হাতে খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন। তিনি যখন একদল নওজোয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা ভাবলো, তাঁকে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

একজন প্রশ্ন করলো, হে বৃদ্ধ! স্মরণশক্তি হারিয়ে যাওয়ার পরে আপনার কি কিছু মনে থাকে? হযরত হাকিম (রা.) বললেন, তুমি অমুকের ছেলে, ঠিক না? সে বললো, ঠিক বলেছেন। তখন তিনি তাকে বললেন, আমার স্মরণশক্তি কমে যাওয়ার পরও একটি ব্যাপার আমার মনে আছে। তোমার পিতা মক্কায় চুল্লিতে লোহা গলাতেন (অর্থাৎ তিনি ছিলেন কামার)।

উদারতা

হযরত হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত উদারমনা ছিলেন। সারা জীবনে তিনি ১০০ জন গোলামকে মুক্ত করেন। হজ্জের সময় তিনি আরো ১০০ জনকে উঠ, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়েছেন। তিনি নিজে যখন হজ্জ পালন করেন তখন তাঁর সাথে ছিলো ১০০ উট, ১০০ গোলাম, ১০০ গরু ও ১০০ ভেড়া। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তিনি গোলামদেরকে মুক্ত করেন এবং পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দেন।

গরীবদেরকে সাহায্য

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে মুশরিকরা বনি হাশিমের সবাইকে একঘরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সবাইকে মক্কা শরীফের বাইরে ‘শিয়াবে আবু তালিব’ নামক উপত্যকায় থাকতে বাধ্য করে। এ সময় হযরত হাকিম বিন হিজামের (রা.) একটি ব্যবসায়িক কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে আসে। তিনি বনি হাসিমের দুঃখ-দুর্দশা দেখে উটভর্তি গম উপত্যকায় পাঠিয়ে দেন।

ইয়াতিমদের প্রতি দয়া

হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু একা একা খেতেন না। খাবার সময় তিনি অনুভব করতেন কয়েকজন মিলে এ খাবার খাওয়া যাবে। তিনি তখন কুরাইশদের ইয়াতিমদের ডেকে পাঠাতেন ও তাদেরকে নিয়ে খেতেন।

বেহেশত লাভের জন্য উৎসুখ

একদা হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ আমল আমাকে বেহেশতে

প্রবেশ করতে দেবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি কখনো কাউকে কোনকিছুর জন্য আবদার করবে না।" এদিন থেকে হযরত হাকিম (রা.) কাউকে, এমন কি গোলামদেরও কোনো কিছুর জন্য ফরমায়েশ করতেন না। কখনো খাবার পানি, উদ্বুর পানি ইত্যাদি এনে দিতে কাউকে বলতেন না।

তাঁর ইন্তিকাল

অধিকাংশ মতে হযরত হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। শেষের কয়েক বছর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই বাক্যটি বার বার পাঠ করতে থাকেন:

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ اُحِبُّک وَ اَخْشَاک

-অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমাকে ভয় করি।

তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় হন ৫০-৬০ হিজরি। তাঁর বর্ণিত ৪০টি হাদিস বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ স্ব-স্ব কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। হে আল্লাহ তা'আলা! আপনার এ প্রিয় বান্দা ও রাসূলের (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) সাহাবির মর্যাদা সহস্রগুণ বৃদ্ধি ক্রুন। আমিন।

(৪৪)
হযরত উসাইদ বিন হুদায়ির বিন সাম্মাক (আবু ইয়াহইয়া, আবু ’আতিক, আবু হুদাই) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬২]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২০ হি., / ৬৫১ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।
পিতার নাম: হুদায়ির বিন সাম্মাক।
মাতার নাম: উম্মে উসাইদ বিন নু’মান বিন ইমরুল কায়েস বিন জায়িদ।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: ১. এজন মহিলা যার বাড়ি ছিলো কুনদা।
পুত্র-কন্যা: ১. ইয়াহইয়া।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, আউস, বনি আবদুল আশহাল, আকাবা-২, আকাবা সরদার, উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী
তিনি তাঁর পিতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হুদায়ির সাম্মাক যিনি মদিনা শরীফের আউস গোত্রের নেতা ছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি একজন শক্তিশালী আরব যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

হযরত উসাইদ বিন হুদায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু পিতার উত্তরাধিকার হিসাবে মর্যাদা, সাহস ও আতিথেয়তার প্রতীক ছিলেন। ইসলামগ্রহণের পূর্বে তিনি মদিনা শরীফের একজন নেতা, সম্মানিত ব্যক্তি এবং বর্শাচালনায় পারদর্শী লোক ছিলেন।

ইসলামের প্রতি আকর্ষণ
তিনি ইসলামকে খুব তাড়াতাড়ি আলিঙ্গন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস’আব ইবনে উমাইরকে (রা.) মদিনা শরীফে প্রেরণ করেন

[৬২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

দ্বীনের দায়ী হিসাবে। অবশ্য তিনি শিক্ষক হিসাবেও প্রেরিত হয়েছিলেন হুদাইবিয়ার ১ম বাইআতের পর।

মদিনার দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন সা'দ ইবনে মু'আজ ও উসায়িদ ইবনে হুদাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। তাঁরা দু'জনে অপরিচিত মুস'আব ইবনে উমাইর (রা.) নতুন একটি দ্বীন প্রচার করছেন শুনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন। সা'দ উসাইদকে বললেন, যাও তো, ঐ অজানা লোকটি কী বলে একটু বুঝার চেষ্টা করো ও তাঁকে থামাও।

সুতরাং উসাইদ তাঁর বর্শা হাতে উমাইরের (রা.) নিকটে আসলেন। উমাইর তখন আসাদ বিন জুরারাহের (রা.) মেহমান ছিলেন। জুরারাহ তখন ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন। উসাইদ লক্ষ করলেন, অনেক শ্রোতা বসে বসে উমাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বান শ্রবণ করছিলেন। উসাইদ হঠাৎ ক্ষোভে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। মুস'আব তখন কোমল কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি আমাদের সাথে এখানে বসে কথাগুলো শুনবেন না? আমাদের কথায় যদি আপনি সন্তুষ্ট হোন, তাহলে দ্বীনকে গ্রহণ করবেন। অন্যথায় আপনি যা ঘৃণা করেন আমরা আপনাকে সেদিকে নিয়ে যেতে মোটেই জবরদস্তি করবো না।"

উসাইদ (রা.) খুব বুদ্ধিমান আলোকিত মানুষ ছিলেন। তাঁর পিতাই তাঁকে 'কামিল' বলে সম্বোধন করতেন। সুতরাং মুস'আবের (রা.) যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো শুনে হাতের বর্শা দ্বারা মাটিতে আঘাত করে বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন, আমাকে বলুন আপনি কী বলতে চান?"

মুস'আব প্রথমে কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর নতুন ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে বললেন। এই সত্যধর্ম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার-প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখেন। এদিন যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেছেন, কুরআন তিলাওয়াত শুনেই উসাইদ বিন হুদায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি যে এক্ষুণি ইসলামে দীক্ষিত হবেন সেটা স্পষ্ট হয়েছিল।

উসাইদ বললেন, "কতো ভালো এই কথাগুলো! এই পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত হতে কী করতে হবে বলুন?" মুস'আব বললেন, "আপনার দেহকে পাক করুন (গোসল করে)। এরপর কালেমা শাহাদাত পড়বেন এবং নামাজ আদায় করবেন।" সুতরাং উসাইদ (রা.) ইসলাম কবুল করে নিলেন।

উসাইদ (রা.) ফিরে চললেন। যে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন সেই সা'দের নিকট এসে থামলেন। সা'দ বলে উঠলেন, "উসাইদের মুখমণ্ডল নূরান্বিত হয়েছে। আমি কসম করে বলতে পারি।" হ্যাঁ, যাওয়ার সময় তিনি রাগান্বিত ছিলেন। ফিরে

আসলেন নূরানী চেহারা নিয়ে। তিনি যে মুসলমান হয়ে গেছেন, সেটা সা'দ ভালো করেই জানতেন।

দায়ী

উসাইদ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে অগ্রসর হলেন। তিনি জানতেন সা'দ ইবনে মু'আজের মধ্যে নিষ্কলুষ স্বভাব ও শক্ত দৃঢ়সংকল্প বিদ্যমান। তিনি যদি কুরআনের আয়াতমালা শ্রবণ করেন তাহলে তিনিও ইসলামকে আলিঙ্গন করবেন। তবে সা'দকে সরাসরি ইসলামগ্রহণের কথা বলা ঠিক হবে না। তাহলে কীভাবে তাঁকে মুস'আবের (রা.) নিকট নিয়ে যাওয়া যায়?

ইতোমধ্যে আমরা বলেছি, মুস'আব ইবনে 'উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আসাদ ইবনে জুররাহের গৃহে মেহমান হিসেবে অবস্থান করছিলেন। আর ইবনে জুররাহ ছিলেন সা'দের (রা.) চাচাতো ভাই। সুতরাং উসাইদ (রা.) সা'দকে বললেন, "আমি শুনেছি হারিসা গোত্র আস'আদ ইবনে জুররাহকে হত্যা করতে গিয়েছিল। অথচ তারা জানতো তুমি তাঁর চাচাতো ভাই।"

সা'দ এ কথাটি শুনে ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তাঁর বর্শা হাতে নিয়ে ছুটে গেলেন ইবনে জুররাহের গৃহের দিকে। মুস'আব ও মুসলিমরা তখনও বসা ছিলেন। তিনি তাদের কাছে এসে দেখলেন, সবাই বসে বসে উসাইদের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনছেন। সবাই খুব মনোযোগী হয়ে তিলাওয়াত শুনছিলেন।

সা'দ ব্যাপারটি বুঝে ফেললেন। তাঁকে এই মজলিসে আনা ও কুরআন তিলাওয়াত শুনানোই ছিলো উসাইদের লক্ষ্য। কিন্তু এই কৌশলে কাজ হলো। সা'দ কুরআনের কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করেই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন।

সাকিফাহ দিবসের বীর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সাকিফাহ[৬৩] দিবসে সা'দ বিন উবাইদাহর নেতৃত্বে একদল আনসার তাদের পরবর্তী নেতা নির্বাচন করতে শুরু করেন। উসাইদ ইবনে হুদায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন প্রথম সারির আনসার হিসাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। তিনি দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনারা জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁর উত্তরসূরি হবেন একজন মুহাজির। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী (আনসার) আমরা ছিলাম। এখন

[৬৩] হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যেদিন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন সেটিকে 'সাকিফাহ দিবস' বলে।

আমরা তাঁর উত্তরসূরির সাহায্যকারী (আনসার) হবো।” এ কথাগুলো শান্তি ও নিরাপত্তা এনে দিলো। নতুন খলিফা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

তাঁর জীবনাবসান

হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিনয়ী ইবাদতের মধ্যে তাঁর জীবন কাটিয়েছেন। নিজের শক্তিমত্তা ও অর্থ ব্যয় করেছেন ন্যায়নিষ্ঠার জন্যে। তিনি সর্বদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়েছেন: “অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবে বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে”। হিজরি ২০ সালের শাবান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অন্যান্য সাহাবাদের সাথে আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর মরদেহ বহন করেন। মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা এই মহান সাহাবির মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৪৫)
হযরত সা'দ ইবনে মু'আজ (আবু 'আমর) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬৪]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫ হি., / ৬২৭ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, শহিদ (খন্দক)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি।

পিতার নাম: মু'আজ বিন নু'মান।

মাতার নাম: কাবশা বিনতে রাফি' বিন মুয়া'বিয়া।

ভাইবোন: ১. 'আমর ইবনে মু'আজ, ২. আয়াস ইবনে মু'আজ, ৩. আউস ইবনে মু'আজ' ৪. ইকরাব বিনতে মু'আজ।

স্ত্রী: ১. হিন্দ বিনতে সামাক বিন 'আতিক।

পুত্র-কন্যা: ১. 'আমর ইবনে সা'দ ইবনে মু'আজ, ২. আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে মু'আজ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, আউস, বনি আবদুল আশহাল, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সম্মানিত পাঠক! আমরা ইতোমধ্যে বিখ্যাত সাহাবি হযরত সা'দ ইবনে মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের ঘটনাটি বর্ণনা করেছি। এখানে আরেকবার বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

কারো কারো মতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মু'আজ ইবনে নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন আউস গোত্রের বনি আবদুল আশহাল শাখার সদস্য। সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত মুস'আব ইবনে 'উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে ইসলামে দীক্ষিত হন।

ইসলামগ্রহণের সময় সা'দ ইবনে মু'আজের (রা.) বয়স ছিলো ৩১ বছর। এর সাত বছর পর তিনি খন্দকের যুদ্ধের কয়েকদিন পর শাহাদাতবরণ করেন।

[৬৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

মুসলমান হিসাবে মাত্র ৬ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি ইসলামের খেদমত করে গেছেন অগাধ।

বদর যুদ্ধের সময় পরামর্শদান

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁর সাহাবিদের সাথে পরামর্শে বসেন। এতে আনসার ও মুহাজিরীন উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের পরামর্শ জানতে চাই। আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে কি কি করতে হবে বলে তোমরা মনে করো?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে সা'দ ইবনে মু'আজ (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, যা কিছু আপনার উপর নাজিল হয় তা সবই সত্য। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহর নামে কসম করেছি এবং আপনার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের অঙ্গিকার করেছি। সুতরাং আপনি যাকিছু সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তা-ই অনুসরণ করবো। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আমরা আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যা বলবেন তা-ই আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত। আপনি যদি বলেন মহাসাগর পাড়ি দিতে, আমরা তা-ই করবো নির্দ্বিধায়। কেউই পেছন ফিরে তাকাবে না। আমরা আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে দুশমনদের বিরুদ্ধে সর্বস্ব উজাড় করতে রাজি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আমরা আল্লাহকে পেতে অধীর আগ্রহে আছি। আমি আশাকরি আল্লাহ আমাদেরকে যাকিছু দ্বারা আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন তা করতে দেবেন। সুতাং আপনার যে ইচ্ছা তা পালনে অগ্রসর হোন। আল্লাহ আপনার সাহায্যকারী।"

হযরত সা'দ ইবনে মু'আজ রদ্বিআল্লাহু আনহুর কথাগুলো শ্রবণ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খুশী ও সন্তুষ্টি অনুভব করে তিনি সবাইকে বললেন, "আনন্দে উদ্বেলিত হও! আল্লাহ তা'আলা আমাকে দু'টির একটিতে (হয় কাফেলা না হয় যুদ্ধে) বিজয় দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি প্রায় দেখতেই পাচ্ছি কোথায় কীভাবে দুশমনরা ধরাশায়ী হবে।"

উহুদের যুদ্ধে তাঁর অবদান

উহুদের যুদ্ধের শেষের দিকে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। চতুর্দিক থেকে বিপদ আপতিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফির-মুশরিকরা আক্রমণ করে। বিশৃঙ্খল মুসলিম সৈন্যরা এদিক সেদিক ছুটোছুটি করলেও সা'দ ইবনে মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আরো কয়েকজন সাহাবী

রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রক্ষার্থে প্রাণপণ লড়াই করতে থাকেন।

হযরত সা'দ (রা.) নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাশে থেকে বীরের মতো লড়াই করছিলেন। অবশেষে কাফির-বেঈমানরা উহুদ প্রান্ত ছেড়ে মক্কা শরীফের দিকে ফিরে যায়।

খন্দকের যুদ্ধ ও তাঁর শাহাদাতবরণ

সা'দ ইবনে মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মাত্র ৬ বছরের জন্য মুসলমান ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি তিনটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধে তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর আসলো খন্দকের যুদ্ধ।

খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এর কয়েকদিন পরেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর।

তিনি মদিনা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সা'দ আল্লাহ তা'আলার নিকট এতোই প্রিয় ছিলেন যে, তার জানাযায় ৭০ হাজার ফিরিশতা অংশগ্রহণ করেছেন।"

আল্লাহ তা'আলা সা'দ ইবনে মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করুন। আমিন।

(৪৬)
হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়িদ (আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬৫]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২২ হি., / ৬৪৩ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: জায়িদ বিন তা'লাবা বিন আবু রাব্বিহি।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: হুরায়িত বিন জায়িদ, কুরাইবা বিনতে জায়িদ।
স্ত্রী: ১. সা'দি (পুরো নাম জানা নেই)।
পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জায়িদ, ২. উম্মে হামিদ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ, আকাবা-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বস্ত আনুগত্যশীল আনসারী সাহাবি ছিলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি খাজরাজ গোত্রের বনি হারিসের পতাকাবাহী মুজাহিদ ছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন।

তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন 'সাহেবুল আযান' হিসেবে। এই উপাধি তাঁকে দেওয়া হলেছিল এ কারণে যে, তিনিই প্রথম আযানের বাক্যগুলো স্বপ্নযোগে দেখেছিলেন। অবশ্য উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও একই স্বপ্ন দেখেন। আবদুল্লাহর (রা.) স্বপ্ন দেখার ঘটানা ছিলো নিম্নরূপ:

তখন হিজরতের পর কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে মাত্র। নামাযের সময় হলেই মানুষ 'আসসালাতু জামি'আহ' বলে আহ্বান করতেন একে অন্যকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন, কীভাবে

---

[৬৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

মানুষকে নামাযে আনার জন্য ডাক দেওয়া যায়। তিনি বললেন, "আমি চাই সব মুসলমান মসজিদে এসে জামা'আতের সাথে নামায পড়বে।" তিনি সবাইকে যারতার মতামত পেশ করতে বললেন।

কিছু সাহাবি প্রস্তাব করলেন, "ঘণ্টা বাজাবেন।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না। এটাতো হবে নাসারাদের অনুসরণ।" অন্য একদল সাহাবি বললেন, "শিঙ্গা বাজানো যায়।" এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটা তো ইয়াহুদিদের অনুসরণ"। এ পর্যন্ত আলোচনায় কোনো গ্রহণযোগ্য ফলাফল আসলো না।

যারা এই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন, সবাই ভাবতে লাগলেন, সমাধান কী হতে পারে? এই ধারণা নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একজন সবুজ কাপড় পরনে ব্যক্তির সম্মুখে তিনি হাতে ঘণ্টাসহ দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটি আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, "এটা দিয়ে তুমি কী করবে?" তিনি বললেন, "এটা দিয়ে মানুষকে নামাযে আসার জন্য অবগত করবো।" লোকটি বললেন, "আমি তোমাকে উত্তম একটি পন্থা বলে দিচ্ছি।" এরপর ঐ ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে ঠিক যেভাবে এখন আযান হয়, সেভাবে আযান দিলেন। এরপর তিনি আরেকবার 'কাদকা মাতিস সালাহ' অতিরিক্ত বলে আযান দিলেন। এরপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তিনি উত্তেজনাসহ জেগে উঠলেন। আযানের কথাগুলো তখনো তাঁর কানে উচ্চারিত হচ্ছিলো। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে সকল কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটি সত্য স্বপ্ন। বিলালকে বলো এই বাক্যগুলো শিখে নামাযের সময় আযান দিতে।" এরপর বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু উঁচু স্থানে আরোহণ করে সর্বপ্রথম আযান দিলেন। আযান শুনে মসজিদের কাছে সবাই এসে হাজির হলো। আরো কয়েক ব্যক্তি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছেন বললেন। এ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদের মিনারে এই আযান হচ্ছে এবং হবে। মানুষ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকেও এরই মাধ্যমে স্মরণ করবে।

বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহ আনহু দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক সাহাবাদের সঙ্গে তিনিও যোগ দেন। এই হজ্জের সময় তিনি তাঁর সব সম্পদ ও গবাধি পশু সাদকা করে দিয়েছিলেন। তিনি অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে আগ্রহী ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ২২ হিজরি ইন্তিকাল করেন। তিনি মদিনা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আরো বেশি সন্তুষ্ট হোন। আমিন।

(৪৭)
হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিন সাম্মাক (আবু মুহাম্মদ, আবু ’আমর) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৮ হি., / ৬২৯ খ্রি., / সিরিয়া, শহিদ (মু’তা)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি, শিল্প/কাব্য।
পিতার নাম: রাওয়াহা বিন তা’লাবা।
মাতার নাম: কাবশা বিনতে ওয়াকিদ বিন ’আমর।
ভাইবোন: ১. ’আমরা বিনতে রাওয়াহা।
স্ত্রী: ১. জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, বনি হারিস, বনি খাজরাজ, আকাবা-২, আকাবা সরদার, বদর-উহুদ-খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, কবি, অনুলেখক।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৬৭]

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো মদিনায় হিজরত করেন নি। কিন্তু মদিনা শরিফে ইসলাম দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাবার প্রথম বাইআতের পর হযরত মুস’আব বিন উমাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মদিনা শরিফ প্রেরণ করলেন ইসলামের দায়ী ও শিক্ষক হিসাবে। মুস’আব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকিছু সম্ভব তাঁর দায়িত্ব পালন করে ৭৫ জন নওমুসলিমসহ মক্কা শরীফ আসলেন। এই দলের একজন সদস্য ছিলেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এটাই ছিলো আক্বাবার দ্বিতীয় বাইআত।

বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়। এ সময় হযরত আবু হাইসাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদীদের সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তি আছে। আল্লাহ যখন আপনাকে বিজয়ী করবেন তখন আপনি যদি

[৬৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/
[৬৭] https://questionsonislam.com/

মক্কায় আপনার লোকদের কাছে ফিরে আসেন তাহলে কী হবে?" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসে বললেন, "আমার রক্ত তোমাদের রক্ত। তোমরা যদি রক্ত দাও আমিও রক্ত দিবো। আমার সম্পদ তোমাদের সম্পদ এবং আমার সম্মান তোমাদের সম্মান। আমি তোমাদের থেকে, আর তোমরা আমার থেকে। তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমি তাদের সাথে শান্তি বজায় রাখবো যাদের সাথে তোমরা শান্তি বজায় রাখবে।"

কথাবার্তা আরো বেড়ে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) চাননি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বেগ অনুভব করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছেন মদিনায় যেতে মুশরিকদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে। সুতরাং কথাবার্তা বেশি লম্বা করার প্রয়োজন নেই। এটাই কি বলা জরুরী নয়: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট আসুন। আমরা আপনার সকল শর্ত মেনে নিলাম।" তিনি আবু হাইসামকে বললেন, "আমরা গ্রহণ করেছি যাকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এসেছে। হে আবু হাইসাম! সরে যাও। আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ।"

একথা শুনে সকল মুসলিম একে একে সামনে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন বাইআত করছিলেন তখন বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করছি, ঠিক যেভাবে হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ১২ জন শিষ্য।"

ইসলামের দায়ী

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনায় ইসলামের প্রসারে অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি মূর্তিগুলোকে ঘৃণা করতেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, মানুষ কেনো নিষ্প্রাণ বৃক্ষ. কাঠ বা পাথরের উপাসনা করে? এ বিচ্যুতি থেকে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

হযরত আবু দারদা (রা.) তখনও মুসলমান হন নি। তাঁর একটা মূর্তি ছিলো। তিনি একে খুব ভালোবাসতেন। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) চাচ্ছিলেন, আবু দারদা যেনো মূর্তিদের থেকে দূরে সরে ঈমানদার হোন। অনেকবার তাঁকে দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু তাঁকে মূর্তিপুজা থেকে সরিয়ে আনতে পারেন নি। অথচ উভয়ের মধ্যে একটি বন্ধুত্বের আকর্ষণ ছিলো যা নিজ ভাই থেকেও শক্ত। আবদুল্লাহকে কোনো কিছু করতেই হবে আবু দারদাকে বাঁচানোর জন্য।

একদিন আবদুল্লাহ (রা.) দেখলেন আবু দারদা তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। তিনি এ সুযোগে একটি কুড়াল নিয়ে আবু দারদার মূর্তির কক্ষে ঢুকে পড়লেন। তিনি মূর্তিটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করলেন:

আল্লাহ ছাড়া যাকিছু আছে তার ইবাদত করা অবৈধ।

আবু দারদার স্ত্রী মূর্তি ভাঙ্গার শব্দ শুনে ছুটে আসলেন। তিনি দেখলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) মূর্তিগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন, তখন তিনি বললেন, "অহে রাওয়াহার পুত্র! আপনি কী করেছেন? আপনি আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন!"

আবদুল্লাহ মহিলার কথায় কান না দিয়ে মূর্তিগুলো ভাঙ্গতে থাকেন। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে তিনি প্রস্থান করলেন। আবু দারদা যখন বাড়িতে ফিরে আসলেন, দেখলেন তাঁর স্ত্রী কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছো কেনো?" যা ঘটেছে স্ত্রী তা বুঝিয়ে বললেন। প্রথমে আবু দার্দা রাগান্বিত হলেন। এরপর বললেন, "এ মূর্তিগুলোর কোনো ক্ষমতা থাকলে নিজেদেরকে রক্ষা করতো।" তাঁর অন্তরাত্মা হেদায়েতের নূরে আলোকিত হয়ে উঠলো। তিনি ছুটে গেলেন বন্ধু আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

কবি

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহসী ব্যক্তি ও বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলো ছিলো মূর্তিপুজার বিরুদ্ধে। ফলে এসব কবিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলো। কবি আবদুল্লাহ তাঁর এ গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেন:

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার অস্তিত্ব নির্ভরশীল
তাঁর শব্দগুলো কুরাইশদের দিকে তীর ছুড়ে মারার চেয়েও শক্তিশালী।

তাঁর কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাই শুধু করেন নি, একই সাথে আবৃত্তি করেছেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশংসাবাণী। এরূপ একটি কবিতা হলো:

ভোরের আলোতে যখন পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে, কী খুশী আমরা
কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে আছেন ও কুরআন পাঠ চলছে।
তিনি দেখিয়েছেন আমাদেরে সঠিক রাস্তা, বক্রতা ও ভুলপথে চলার পরে

আর আমাদের হৃদয় তাঁর ওপর ঈমান এনেছে কোনো দ্বিধা ছাড়া।
যাকিছু তিনি আল্লাহ থেকে আমাদের প্রতি জ্ঞাপন করেছেন,
তা গ্রাহ্য হয়েছে- যখন মুশরিকরা তাদের বিছানায় শুয়ে ছিলো,
তিনি রাত কাটিয়েছেন তাঁর বিছানা থেকে দূরে থেকে।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ

একদিন, আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট যাচ্ছিলেন। মসজিদের নিকটবর্তী হওয়ার পর শুনতে পেলেন তিনি বয়ান করছেন। এরপর তিনি বলে উঠলেন, "বসো!" আবদুল্লাহ এই নির্দেশ শুনে সাথে সাথে সেখানেই (মসজিদের বাইরে) বসে পড়লেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্য শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত আবদুল্লাহ (রা.) স্বস্থান ত্যাগ করলেন না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কোথায় বসে আছেন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি যখন আপনার নির্দেশ 'বসো!' শুনলেন, সাথে সাথে সেখানেই বসে গেলেন।"

আবদুল্লাহর এই কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর জন্য এই দু'আ করলেন: "তাঁর রাসূলের প্রতি আল্লাহ যেনো তোমার আনুগত্যকে আরো বাড়িয়ে দেন।"

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদর, উহুদ, খন্দক, খাইবার এবং মু'তাহর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খাইবার যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো খাইবারের ইয়াহুদিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। পরবর্তীতে তাঁকে ত্রিশজনের একটি দলের নেতা বানিয়ে খাইবারের ইয়াহুদি নেতা উসাইর বিন জারিমের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়।

মু'তাহ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ

৮ হিজরি সনে মু'তাহর যুদ্ধ হয়। এটাই ছিলো আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার সর্বশেষ যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনজন সেনাপতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, জায়িদ বিন হারিসা (রা.) তোমাদের সেনাপতি, তিনি যদি শহিদ হন তাহলে সেনাপতি হবেন জাফর বিন আবি তালিব (রা.)। তিনিও যদি শহিদ হন তাহলে সেনাপতি হবেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)। তিনিও যদি শহিদ হন তাহলে তোমরা যে কোনো একজনকে সেনাপতি বানাবে।

যুদ্ধের জন্য বিদায়ের সময় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কেঁদে ফেললেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন কাঁদছেন? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম! আমি দুনিয়ার ভালোবাসায় অথবা তোমাদের থেকে আলাদা হওয়ার কারণে কাঁদছি না। আমি যে করাণে কাঁদছি সেটা হলো কুরআনের এই আয়াত যা আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট থেকে শুনেছি: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌঁছুবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা।" (১৯:৭১) আমি জানি না, কিভাবে আমি সেখানে গিয়ে দোযখ থেকে ফিরে আসবো। আমি আর-রাহমান আল্লাহর প্রতি আবদার জানাচ্ছি, আমি যেনো তলোয়ারের আঘাতে বা বর্শার আঘাতে শহিদ হই। তখন যারা আমার কবর জিয়ারত করবে তারা বলবে, আল্লাহর এই মুজাহিদকে সঠিক রাস্তা দেখানো হয়েছে এবং সে সত্যিকার অর্থে সত্যের রাস্তা পেয়েছে।"

বিদায় ক্ষণে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ তা'আলা যেনো তাঁর অনুগ্রহ আপনার প্রতি অব্যাহত রাখেন যেভাবে তিনি রেখেছিলেন হযরত মূসা আলাইহিসসালামের প্রতি। তিনি যেনো আপনাকে সাহায্য করেন, ঠিক তিনি যাকে যেমনটি সাহায্য করে বিজয়ী করেছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: "হে রাওয়াহার পুত্র! আল্লাহ যেনো তোমাকে দৃঢ় রাখেন এবং উত্তম আমলের তাওফিক দিন।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ বাহিনীকে বিদায় দিয়ে মদিনা শরিফের দিকে ফিরে চললেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই কবিতা পাঠ করলেন:

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যাকে রেখে যাচ্ছি
যাকে আমি বলেছি বিদায়- খেজুর বাগানের নিকটে
সর্বাধিক উত্তম বিদায় জানানেওয়ালা- সর্বাধিক উত্তম বন্ধু!

মু'তাহর প্রান্তরে যখন উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি হলো তখন ৩,০০০ এর ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ২,০০,০০০ কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথমে তাঁর পালকপুত্র জায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শহিদ হলেন। এরপর শহিদ হলেন তাঁর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সাথে সাথে সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। যুদ্ধ করতে করতে তিনি এক পর্যায়ে মারাত্মক আহত হলেন। এরপরও তিনি তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু অবশেষে তিনিও শহিদ হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ! আপনি সকল শহিদ আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের প্রতি আরো বেশি সন্তুষ্ট হোন। আমিন।

(৪৮)
হযরত জায়িদ বিন তাবিত (আবু সা’দ, আবু খারিজা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১০ হি.পূ., / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪২-৫৫ হি., / ৬৬২-৬৭৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, তাফসির, ফিক্‌হ।

পিতার নাম: তাবিত বিন দাহহাক বিন জায়িদ।

মাতার নাম: নাওয়ার বিনতে মালিক বিন সিরমা।

ভাইবোন: ১. ইয়াজিদ ইবনে তাবিত।

স্ত্রী: ১. জামিলা বিনতে সা’দ ইবনে রাবি’, ২. ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল, ৩. উম্মে ওয়ালাদ।

পুত্র-কন্যা: ১. সা’দ ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ২. খারিজা ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ৩. সুলাইমান ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ৪. ইয়াহইয়া ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ৫. ইসমাঈল ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ৬. উম্মে উসমান, ৭. উম্মে জায়িদ, ৮. সালীত ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ৯. আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ১০. আবদুর রহামান ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত, ১১. জায়িদ ইবনে জায়িদ ইবনে তাবিত।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি মালিক, বনি নাজ্জার, অনুলেখক, ইমাম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত অনুলেখক ও ওহি লেখক। তিনি ছিলেন মদিনার আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। মাত্র ১৯ বছর বয়সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তাঁকে কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে একত্রিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি এ কাজ সফলভাবে আঞ্জাম দেন।

[৬৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

মদিনার বিখ্যাত খাজরাজ গোত্রের বনি নাজ্জার বংশে হযরত জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাবিত বিন দাহহাক বু'আত যুদ্ধে নিহত হন। তখন জায়িদের বয়স মাত্র ৬ বছর। মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ জঙ্গে বদরে অংশগ্রহণের জন্য জায়িদ (রা.) প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স হেতু তাঁকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। জায়িদ (রা.) কুরআন শিক্ষার প্রতি খুব আগ্রহশীল ছিলেন। এছাড়া তাঁর যোগ্যতা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়িদকে (রা.) ওহি লেখার দায়িত্ব দেন।

পবিত্র কুরআনের অনুলেখক

কুরআন শরীফের আয়াতমালা অবতরণের সাথে সাথে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতেন। এছাড়া মুখস্থও করে নিতেন। জায়িদকে হিব্রু ভাষা শেখার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয় তাঁকে ফার্সি, কপটিক ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছিল। অত্যন্ত মেধাবী জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু চারটি ভাষায় পারদর্শী হন। ফলে তিনি হযরতের ব্যক্তিগত পত্রলেখকও ছিলেন।

কুরআন সংকলন

জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআন শরীফের সংকলক হিসাবে বেশি পরিচিত ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে কুরআন শরীফ একটি গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। কুরআনের হাফিজ ও অনুলেখক হিসাবে এ দায়িত্ব পড়ে জায়িদের (রা.) উপর। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে ৭৫ জনের একটি কমিটি হয়েছিল। জায়িদ (রা.) ছিলেন এ কমিটির প্রধান।

জায়িদ তাঁর দায়িত্ব শেষ করে মুসহাফটি হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে প্রধান করলেন। আবু বকর (রা.) হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে হস্তান্তর করেন। তিনি তাঁর মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হাতে সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য হাফসা, উম্মে সালামা ও আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না পবিত্র কুরআনের হাফিজা ছিলেন।

তাঁর মৃত্যু

হযরত জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যু তারিখ কতো হিজরিতে ছিলো এ ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। অনেকের মতে তিনি ৪৫ হিজরি (৬৬৫ খ্রি.)

সনে মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম।” ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “হে লোকগণ! কিভাবে ‘জ্ঞান’ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বুঝতে চাইলে বুঝুন। আমি আল্লাহর নামের কসম করে বলছি, বিরাট জ্ঞান আজ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে।” তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত আছেন।

আল্লাহ তা’আলা এ মহান সাহাবির মর্যাদা কোটিগুণ বাড়িয়ে দিন। আমিন।

(৪৯)
হযরত উসামা ইবনে জায়িদ (আবু মুহাম্মদ, আবু জায়িদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৬৯]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৭ হি.পূ., / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫৪ হি., / ৬৭৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।
পিতার নাম: জায়িদ ইবনে হারিসাহ (রা.)।
মাতার নাম: উম্মে আইমান (বারাকাহ) (রা.)।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: ১. ফাতিমা বিনতে কায়েস।
পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন উসামা বিন জায়িদ, ২. জাবির, ৩. জায়িদ, ৪. আইশা, ৫. হাসান বিন উসামা বিন জায়িদ, ৬. হুসাইন।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জায়িদ ইবনে হারিসা (রা.), উম্মে সালামাহ (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- কিনানা, কালবি, জন্মগত মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন সাহসী সাহাবা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভে ধন্য হোন। তাঁর পিতার নাম ছিলো জায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং একান্ত খাদিম। তাঁর মায়ের নাম ছিলে উম্মে আইমান (বারাকাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

হযরত উসামা (রা.) ছিলেন জন্মগত মুসলমান। স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য ছিলো উসামার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে ভালোবাসতেন এবং তিনি তাঁর প্রশংসাও করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেছিলেন।

[৬৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

উসামা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী 'আল-কাসওয়া'য় তাঁর পেছনে বসা ছিলেন।

জন্মগত মুসলমান হওয়ায় উসামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বেঈমানী, নোংরামি, বহুখোদাবাদ, জাহিলিয়্যাত ও বিদ্বেষ ইত্যাদি স্পর্শ করতে পারে নি।

অল্প বয়সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

অত্যন্ত অল্প বয়সে উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু করেন। তাঁর বয়স তখন ১৪ বা ১৫ মাত্র। হিজরতের ৮ম বছর তাঁকে সারিয়া হারকা অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। মক্কা বিজয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এর পরবর্তী প্রায় সকল যুদ্ধে উসামার (রা.) সম্পৃক্ততা ছিলো। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব নেন। উবনাদের বিরুদ্ধে এ অভিযানে তাঁর নেতৃত্বে যেসব বিখ্যাত সাহাবায়ে কিরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, কাতাদা বিন নুমান প্রমুখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। উসামার (রা.) এ সেনাপতিত্ব প্রমাণ করে যোগ্যতা বয়স ও বংশের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা নির্ভর করে ঈমান, দৃঢ়তা ও চেতনার উপর। এরপরও কিছু লোক জাহিলিয়্যাতের প্রভাব হেতু অভিযোগ আনেন এই বলে, "একটি শিশুকে অভিজ্ঞ আনসার ও মুহাজিরীনের উপর নেতা বানানো হয়েছে।" হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসব গুজব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন: "হে লোকগণ! তোমরা উসামা বিন জায়িদের সেনাপতিত্ব সম্বন্ধে অভিযোগ করছো। এর পূর্বেও তোমরা তার পিতা জায়িদের সেনাপতিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে একজন সফল সেনাপতি ছিলো। আর সে ছিলো আমার একান্ত মহব্বতের পাত্র। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, উসামা বিন জায়িদ সেনাপতি হিসাবে যোগ্য আছে। আর তার পিতার পর সে-ও আমার একান্ত মহব্বতের পাত্র। আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, তাকে তোমরা গ্রহণ করে নাও কারণ সে তোমাদের মধ্যে একজন পরহেজগার ব্যক্তি।"

উসামার (রা.) সৈন্যরা জুরফ নামক স্থানে অবস্থানকালে একজন বার্তাবাহক এসে সবাইকে অবগত করলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। সুতরাং সৈন্যরা সকলে মদিনা শরীফে ফিরে আসলেন। উবনাদের বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত হয়ে গেলো।

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সময় এই অভিযান সংঘটিত হয়। আর এর সেনাপতি ছিলেন হযরত উসামা ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সময়

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জানতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে (রা.) খুব বেশি ভালোবাসতেন। তিনি সবসময় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ও মূল্যায়ন করতেন। একদিন কিছু অর্থ সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। হযরত উমরের পুত্র আবদুল্লাহকে (রা.) দেওয়া হলো ২০০ দিরহাম। কিন্তু উসামাকে (রা.) দেওয়া হলো ৫০০ দিরহাম। এ পার্থক্যের কারণ জানতে চাইলেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)।

উমর (রা.) বললেন, "হে আমার পুত্র! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার থেকে বেশি ভালোবাসতেন উসামাকে, আর তোমার পিতার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন উসামার পিতাকে।"

মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা

হযরত উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর মাতা-পিতার প্রতি খুব আনুগত্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর পিতা শহিদ হওয়ার পর তিনি প্রত্যেক বছর একটি পশু জবাই করে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তাঁর বাগানে অনেক খেজুর গাছ ছিলো। তিনি সকল খেজুর গরীবদেরকে দিয়ে দিতেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো- কেনো? তিনি জবাব দিলেন, "আমার আম্মা বৃক্ষ থেকে বেশি মূল্যবান ছিলেন।"

হাদিস বর্ণনা

হযরত উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তাঁর বর্ণিত দু'টি হাদিস তুলে ধরছি:

১. "কেউ যদি কারোর উপকার করে এবং এর জন্য সেই উপকারকারীকে বলে: "আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।" তাহলে এটা হবে উপকারীর জন্য সর্বোত্তম দু'আ।" (তিরমিযি)

২. "পুনরুত্থানদিবসে এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং তার নাড়িভুঁড়ি জাহান্নামে বেরিয়ে যাবে। সে এগুলোর সাথে চলতে থাকবে, ঠিক যেভাবে গাধা পাথরের মিলের চতুর্দিকে যায়। জাহান্নামের লোকজন তাকে ঘিরে

দাঁড়াবে এবং বলবে: "হে অমুক! তোমার কী হয়েছে? তুমি কি না আমাদেরকে উত্তম জিনিস করার উপদেশ দিতে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বলতে? সে জবাব দিবে, অবশ্যই এটাই সত্যি: আমি লোকদিগকে ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বলতাম। কিন্তু আমি নিজে এ কাজগুলো করি নি। আমি মানুষকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ দিতাম কিন্তু নিজে তা করতাম।" (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

তাঁর ইন্তিকাল

হযরত উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরি মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন।

হে আল্লাহ! আপনার এই প্রিয় বান্দার মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৫০)
হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (আবু ফজল) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭০]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫৭ হি.পূ., ৫৬৬ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩২ হি., / ৬৫৩ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: আবদুল মুত্তালিব।
মাতার নাম: নুতাইলাহ বিনতে জানাব বিন কুলাইব খাজরিজি।
ভাইবোন: ১. দিরার।
স্ত্রী: ১. উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারিস, ২. ফাতিমা বিনতে জুনাইদ বিন ’আমর, ৩. হাজিলা বিনতে জুনদা।
পুত্র-কন্যা: ১. ফজল ইবনে আব্বাস, ২. উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ৩. কুতাম ইবনে আব্বাস, ৪. মা’বাদ ইবনে আব্বাস, ৫. আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস, ৬. উম্মে হাবিবা বিনতে আব্বাস, ৭. হারিস ইবনে আব্বাস, ৮. কাছির ইবনে আব্বাস, ৯. মুশির ইবনে আব্বাস, ১০. আউন ইবনে আব্বাস, ১১. তাম্মাম ইবনে আব্বাস। ১২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি হাশিম, বণিক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের চাচা।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ও সাহাবা। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কয়েক বছর পূর্বে মক্কা শরিফে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আব্বাস (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হন গোপনে। তিনি ছোট থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেন। একবার কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণের কাজ চলছিলো। কুরাইশদের সবাই এই পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং আব্বাস (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার

[৭০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সাথে কাজে যোগ দেন। তাঁরা কাঁধে করে পাথর এগিয়ে দিচ্ছিলেন। আব্বাস দেখলেন তাঁর আদুরে ভ্রাতুষ্পুত্রের কাঁধে পাথরের ঘর্ষণে দাগ লেগে গেছে। তিনি সাথে সাথে পাথরখণ্ড রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁধ থেকে নিজে তুলে নিলেন।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে তাঁর অংশগ্রহণ

আকাবার দ্বিতীয় বাইআতের সময় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে হযরত আব্বাসও (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক মূল্যবান বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, "আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিবারে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমরা তাঁকে দুশমনদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার আছি। এখন তিনি চাচ্ছেন আপনাদের শহরে হিজরত করতে। আপনারা কী জীবনপণ তাঁর সঙ্গী থাকবেন ও তাঁকে নিরাপত্তা দান করবেন? যদি না পারেন তাহলে আপনারা এ পদক্ষেপ নেবেন না।"

আনসাররা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এতে স্বস্থি বোধ করলেন। এর ক'দিন পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন।

খাইবার বিজয়ের ব্যাপারে গুজব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার অভিযানে গেলেন তখন একদল মুশরিক গুজব ছড়ালো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়াহুদিরা আটক করেছে। মুসলমানরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। অনেক যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন।

মক্কার মুশরিকরা এ খবরে উল্লাসিত হলো। কিন্তু আব্বাস রাদ্বিআলাহু আনহুর ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেলো। হযরত আব্বাস সংবাদটি বিশ্বাস করলেন না। তাঁর সূত্রগুলো থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা অনুসন্ধান করেন। শীঘ্রই তিনি জানতে পারলেন খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী হয়েছেন। তিনি কাপড় চোপড় বদলিয়ে লাঠি হাতে কাবার চত্তরে গিয়ে ভাব-গম্ভীরভাবে তাওয়াফ করতে থাকেন। লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, "আল্লাহর কসম! কী বিরাট বিপর্যয় এবং এরূপ আত্মসমর্পণ!" আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "একই আল্লাহর কসম! যার নামে তোমরা কসম করছো, যা তোমরা বলছো তা সঠিক নয়। তোমাদের জানা উচিৎ, খাইবার বিজিত হয়েছে। খাইবারের প্রতিটি ক্ষেত্র এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের দখলে।"

মক্কার মুশরিকারাও এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারলো আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কথা সঠিক ছিলো। ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে অবমানিত হলো।

মুসলিমদের সাহায্য

হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুঃখে দুখী ও সফলতায় আনন্দ বোধ করতেন শুধু তা-ই নয়। তিনি মক্কা শরীফের বিভিন্ন অবস্থার খবর গোপনে হযরতের নিকট পৌঁছাতেন। অথচ সবাই জানতো তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেন নি। গরিব হওয়ায় যেসব মুসলিম মদিনায় হিজরত করতে পারেন নি, তিনি তাদেরকেও সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তবে তিনি একাধিকবার মদিনায় হিজরত করতে চাচ্ছিলেন। প্রতিবারই তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি সবার শেষে হিজরত করবেন।

বদরের যুদ্ধে আব্বাস (রা.)

জঙ্গে বদরের প্রাক্কাল পর্যন্ত কুরাইশরা জানতো, রক্তের সম্পর্ক থাকায় তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসতেন। তারা নিশ্চত ছিলো তিনি ইসলাম কবুল করেন নি। সুতরাং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তারা তাঁকে চাপ দিলো। ফলে হযরত আব্বাসের (রা.) জন্য যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে অংশগ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা সম্পর্কে সবকিছু জানতেন। তিনি সকল সৈন্যদেরে নির্দেশ দিলেন, “তোমরা কেউ চাচা আব্বাসকে হত্যা করবে না। তিনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আসেন নি- রবং তাঁকে জবরদস্তি করে আনা হয়েছে।”

যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পর প্রায় ৭০ জন কুরাইশকে বন্দী করেন। এদের মধ্যে হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুও ছিলেন। তাঁর মুক্তির জন্য অনেক টাকা চাওয়া হলো। তিনি বললেন, “আমি আগে থেকেই মুসলমান ছিলাম। কারোর নিকট তা ব্যক্ত করি নি। কুরাইশরা জোর করে তাঁকে যুদ্ধে নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “কার অন্তরে কী আছে একমাত্র আল্লাহই অবগত। চাচা, আপনি যদি সত্য বলে থাকেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। কিন্তু মুক্তির জন্য অর্থ আপনাকে দিতে হবে।” হযরত আব্বাস বললেন, “আমি একজন গরিব ব্যক্তি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি জানি আপনার স্ত্রীর নিকট অনেক মুদ্রা আছে।” একথা শুনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু আশ্চর্য হলেন। কারণ, এ মুদ্রাগুলোর কথা তিনি ছাড়া

আর কেউ জানতো না। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! এ মুদ্রাগুলোর কথা আমি ও আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না। নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর নবী।"

হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বড় অংকের অর্থ দিতে হলো মুক্তির জন্য। অবশ্য তাঁর ভাতিজা আকিল ও নওফাল ইবনে হারিসও মুক্তি পান।

ইসলামগ্রহণের কথা গোপন রেখে আব্বাস (রা.) মক্কা শরিফ অবস্থান করতে থাকেন। তবে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে তিনি মদিনা শরিফে হিজরত করেন এবং ঘোষণা দেন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওফাল বিন হারিস আনসারীকে (রা.) আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ভাই হিসাবে ঘোষণা দেন।

তাঁর মৃত্যু

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দীর্ঘ জীবন শেষে মদিনা শরিফে ৩২ হিজরি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁকে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৫১)
হযরত আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪ হি., / ৬২৫ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, শহিদ (উহুদ)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী।
পিতার নাম: আবু আসাদ বিন হিলাল বিন আবদুল্লাহ মাখজুমী।
মাতার নাম: বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: ১. উম্মে সালামাহ।
পুত্র-কন্যা: ১. জয়নব বিনতে আবি সালামাহ, ২. সালামা বিনতে আবি সালামাহ, ৩. উমর বিন আবি সালামাহ, ৪. দুররাহ বিনতে আবি সালামাহ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি মাখজুম, দুধ ভাই, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ মাখযুমী। তবে তিনি আবু সালামা (রা.) নামে বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি প্রাথমিক মুসলমান ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবি ছিলেন। তাঁর ইসলামগ্রহণের পর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উমাইয়্যা (উম্মে সালামা) (রা.) ইসলাম কবুল করেন। কুরাইশদের কর্তৃক নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে আবু সালামা স্বপরিবারে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

জন্ম ও বংশ

আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরিফে বনি মাখজুম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তবে

[৭১] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

তাঁর জন্ম ইসলামপূর্ব যুগে হয়েছিল বলে সবাই একমত। তাঁর পিতার নাম ছিলো আবদুল আসাদ ইবনে হিলাল। মাতার নাম বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

বনি মাখজুম মক্কার বাণিজ্য ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো। এ বংশেই জন্ম হয় ইসলামের চরম দুশমন আবু জাহিলের।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক

আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হযরতের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফুফু। সুতরাং আবু সালামা (রা.) ছিলেন তাঁর ফুফুত্ব ভাই।

ইসলামগ্রহণ ও নির্যাতনের শিকার

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতী জিন্দেগীর শুরুতে আবু সালামা (রা.) অন্যান্যদের মতো ইসলামগ্রহণ করেন গোপনে। কারো কারো মতে তিনি ৬১০ থেকে ৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি যে প্রাথমিক যুগে ইসলামের ছায়াতলে আসেন এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। এ সময় পর্যন্ত মাত্র ১০ জন ইসলাম কবুল করেছিলেন।

আবু সালামা, আবু উবাইদা ইবনে হারিস, আরকাম ইবনে আবি আরকাম এবং উসমান ইবনে মাজ’উন রাদ্বিআল্লাহু আনহুম একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করেন। এরপর একসাথে কালেমা তায়্যিবাহ পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত হন। তার পরই আবু সালামার স্ত্রী উম্মে সালামাও ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় একই সাথে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে ইসলামে দীক্ষিতের সংখ্যা খুব অল্প ছিলো।

এরপর মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। কুরাইশ মুশরিকরা প্রথমে এব্যাপারে মোটেও চিন্তিত ছিলো না। কিন্তু অচিরেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো এবং নওমুসলিমদের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাতে শুরু করে। গালিগালাজ, সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি বাড়তে থাকে। এমনকি নিম্নবিত্তদের উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

কুরাইশ মুশরিকদের কর্তৃক চরম নির্যাতন থেকে বেঁচে থেকে নির্বিঘ্নে ইসলামের বিধিনিষেধ ও ইবাদত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন। সেখানকার খ্রিস্টান বাদশাহ নাজ্জাসী খুব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত সংঘটিত হয় ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে (হি.পূ. ৫)। এ হিজরতে যোগ দেন হযরত আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা ও তাঁর বালক পুত্র সালামা সঙ্গে ছিলেন। হিজরতে মোট ১৫ জন অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ছিলেন।

মিথ্যা গুজব হেতু মক্কা শরিফে ফিরে আসা

একটি মিথ্যা গুজব উঠলো, মক্কা শরিফের প্রায় সবাই ইসলাম কবুল করেছেন। এ খবরের উপর নির্ভর করে অনেকে মক্কায় ফিরে আসতে মনস্থ করলেন। আবু সালামাও (রা.) মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা দ্বিমত পোষণ করে বললেন, আরো কিছুদিন আবিসিনিয়ায় থেকে যাওয়া ভালো হবে। কিন্তু আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। সুতরাং একদল লোক মক্কা শরিফে ফিরে আসলেন।

মদিনায় হিজরত

মিথ্যা গুজবের কারণে মক্কা শরিফ ফিরে আসার পর অন্যান্য মুসলমানদের মতো আবু সালামা (রা.) ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) পুনরায় মুশরিকদের বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হলেন। ফলে রাসূলুল্লাহর পরামর্শে তাঁরা মক্কা শরিফ ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভ্রমণের জন্য আবু সালামা (রা.) একটি উট প্রস্তুত করেন। উটের পিঠে উম্মে সালামা ও তাঁর পুত্র সালামা আরোহণ করলেন। তিনি নিজে আরেকটি উটের ওপর সওয়ার হলেন। তবে তাঁর বংশ বনি আবদুল আসাদের কিছু লোক এসে ছেলেটিকে আটক করলো। অপরদিকে বানি মাখজুমের কিছু লোক এসে উম্মে সালামাকে যেতে দিলো না। কোনো উপায় না দেখে আবু সালামা (রা.) একাই চললেন। মদিনায় গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। আনসাররা তাঁকে স্বাগত জনালেন।

উম্মে সালামা (রা.) ছেলেকে নিয়ে এক বছর পর্যন্ত মক্কা শরিফে থেকে যাওয়ার পর মদিনা শরিফে হিজরত করে স্বামীর কাছে আসেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭ রামাদ্বান, ২ হিজরি। আবু সালামা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হন। কুরাইশদের পক্ষে প্রায় ৭০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ছিলো ১৪ জন।

হিজরি ৩ সালের ৭ শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ৭০০ মুসলিম সৈন্য ৩০০০ কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হযরত আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহ আনহু এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেন ও এক পর্যায়ে আহত হন। এ যুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয়েছিলো বললেও বাস্তবে কোনো পক্ষই বিজয়ী হয়নি। শেষের দিকে মুশরিকদের অবস্থান ভালো হলেও তারা মদিনায় আক্রমণ করতে সাহস পায় নি। যা হোক, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ৭০ জন সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষে ২২ জন নিহত হয়। অবশ্য আবু সালামাকে আহত হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতবরণ করতে হয়েছিল।

তাঁর শাহাদাতবরণ

উহুদের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেনাপতি করে একদল সৈন্য বনি আসাদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। বনি আসাদ মদিনায় হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান হয়। বনি আসাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় নি। মদিনা থেকে সৈন্যরা আসছেন শুনেই তারা পালিয়ে যায়।

উহুদের যুদ্ধে বর্শার আঘাতে হযরত আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু আহত হয়েছিলেন। কয়েকদিন চিকিৎসার পর তিনি অনেকটা সুস্থ হলেন। কিন্তু বনি আসাদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে তাঁর এই ক্ষত পুনরায় ফুলে উঠলো। আর এ থেকেই শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৪ হিজরি মৃত্যুবরণ করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রতি আরো বেশি সন্তুষ্ট হোন। আমিন।

(৫২)
হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (আবু ইউসুফ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪৩ হি., / ৬৬৩ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: জানা নেই।

মাতার নাম: জানা নেই।

ভাইবোন: জানা নেই।

স্ত্রী: ১. জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম, ২. ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, বনি আউফ, বনি খাজরাজ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুসাইন ইবনে সালাম ছিলেন ইয়াহুদিদের রাবাই (ধর্মজাজক)। তিনি বাস করতেন ইয়াসরিবে (মদিনায়)। শহরের সকলেই তাঁকে খুব সম্মান করতো। একজন ইয়াহুদি হিসাবে তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিলেন।

হুসাইনের জীবন ছিলো সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ। চারটি আমলের মধ্যে তিনি দিন কাটাতেন। এগুলো হলো, সিনাগগে গিয়ে ইবাদত ও শিক্ষাদান, তার খেজুর বাগানে কাজকর্ম, হালচাষ করা এবং তাওরাত অধ্যয়ন করা। তাওরাত পাঠের সময় তিনি ওসব বর্ণনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন যেখানে একজন নবীর আগমনের কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। এ নবী হবেন সর্বশেষ ও সমস্ত মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ। তিনি মক্কা শরিফে জন্মগ্রহণ করবেন।

[৭২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

ইসলামগ্রহণ

হাসানের দু'আকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছিলেন। তিনি হাসানকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। কীভাবে হাসান সত্যের সন্ধান পেলেন তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর কথায়ই সবকিছু জানতে পারি।

তিনি বলেন, "আমি যখন সর্বপ্রথম একজন নবীর আগমন সম্পর্কে জানলাম, তখন আমি তাঁর সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা চালালাম- তাঁর নাম কি, বংশ কি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি এবং কোথায় কীভাবে তিনি মানুষকে নতুন ধর্মে আহ্বান জানাবেন ইত্যাদি। তাওরাতে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনার সাথে আমি মিল পেলাম। এতে নিশ্চিত হলাম তিনিই হচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমি এই তথ্যাদি সম্পর্কে অন্য কোনো রাবাই বা লোকের সাথে আলাপ করি নি।

ঐ দিনটি উপস্থিত হলো, যেদিন এই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা ত্যাগ করে মদিনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। তিনি যখন কুবায় এসে উপস্থিত হলেন, এক ব্যক্তি মদিনায় এসে তাঁর আগমনের বার্তা দিল। এ সময় আমি একটি খেজুর গাছের উপরে ছিলাম। আমার চাচী খালিদা বিনতে হারিস গাছের নীচে বসা ছিলেন। আমি খবর পাওয়ার পর তাকবির দিলাম: "আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!"

আমার চাচী তাকবির শুনে বললেন, "তুমি কী হতাশ! আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি যদি নবী মূসা আলাইহিসসালাম হতেন, তাহলে তুমি হয়তো এতো চঞ্চল হতে না।" আমি তাঁকে বললাম, "চাচী শুনুন। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন মূসার (আলাইহিসসালাম) ভাই। কারণ তিনি ঐ একই ধর্ম নিয়ে এসেছেন, একই বিশ্বাস নিয়ে এসছেন।" তিনি জানতে চাইলেন, আমি যার কথা বলে আসছিলাম তিনিই কী সেই ব্যক্তি। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, "তাহলে তা-ই হোক।"

আমি ছুটে গেলাম আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ করতে। প্রচণ্ড ভীড়ের মাঝে কোনোমতে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, "ওহে মানুষ! একে অন্যকে সম্ভাষণ করো শান্তির মাধ্যমে এবং গরিবকে আহার দাও, রাতের বেলা নামায আদায় করো যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবশে করবে।"

আমি তাঁর আরো নিকটবর্তী হলাম এবং নূরানী চেহারা মুবারকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কালিমা পাঠ শুনে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?" জবাব দিলাম, "হাসান ইবনে সালাম।" তিনি জবাব দিলেন, "না, এখন থেকে তুমি

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।” আমি তাঁর কথা পুনরায় বললাম, “হ্যাঁ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।” এরপর বললাম, “আমি তাঁর নামে কসম করছি যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আজ থেকে আর অন্য কোনো নাম ব্যবহার করবো না।”

“আমি বাড়িতে ফিরে পরিবারের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! সকলেই মুসলমান হলেন। এরপর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার গোত্রের মানুষকে এখানে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করুন আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? আমাকে একটি কক্ষে লুকিয়ে রাখুন। আমি যে ইসলাম কবুল করেছি সেটাও জানাবেন না। দেখুন তারা কী বলে?

ইয়াহুদিদের আসল চেহারা

সত্যিই তাদেরকে ডেকে এনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তারা তাঁর খুব প্রশংসা করলো। এমন কি তারা বললো, তিনি আমাদের নেতা অত্যন্ত জ্ঞানবান। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলাম কুবল করার কথা বললেন। কিন্তু তারা নানা অজুহাতে অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের রাবাই ইবনে সালাম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। এরপরও কি তোমরা ইসলাম কবুল করবে না?” একথা শুনে তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) সম্পর্কে সকল সুধারণা পাল্টে গেলো! তারা বিশ্বাসই করতে পারলো না আমি মুসলমান হয়েছি। তারা প্রকাশ্যে আমার দুর্নাম করতে লাগলো।

আমি ভেতর কক্ষ থেকে বের হয়ে বললাম, “হে আমার্ লেকগণ! আল্লাহকে ভয় করো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনো। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি তোমরা জানো তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর্ রাসূল। তোমরা তাঁর নাম ও বর্ণনা তাওরাতে পেয়েছো।”

তারা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি শক্ত কথা শুরু করলো, বললো, “(আমার দিকে তাকিয়ে) এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী! সে নীচ লোক! তার বংশও নীচ। সে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক অজ্ঞ। অজ্ঞ পরিবারে তার জন্ম হয়েছে।” তারা আরো অনেক কটুকথা আমার বিরুদ্ধে বলতে থাকে। আমি বললাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে আগেই বলেছি। এদের অধিকাংশ অবিশ্বাসী! তারা বিশ্বাসঘাতক, আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন।”

ধর্মপ্রাণ মুসলিম

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামে দীক্ষিত হয়ে খুব বেশি ইবাদত-বন্দেগী শুরু করলেন। তিনি কুরআন শরিফকে খুব ভালোবাসতেন। সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হতেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা দিন দিন বাড়তে থাকে। তিনি ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করতেন।

দুনিয়া থেকে বিদায়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সবার মতো এ মায়াবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন ৪৩ হিজরি সনে। তিনি মদিনা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা আরো বেশি বাড়িয়ে দিন। আমিন।

(৫৩)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (আবু বকর, আবু খুবাইব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭৩]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১ হি., / ৬২৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৭৩ হি., / ৬৯২ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা, শহিদ।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, খলিফা।

পিতার নাম: জুবায়ের ইবনে আউওয়াম (রা.)।

মাতার নাম: আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)।

ভাইবোন: ১. মুনদির ইবনে জুবায়ের, ২. ’উরওয়া ইবনে জুবায়ের, ৩. ’আসিম ইবনে জুবায়ের, ৪. মুহাজির ইবনে জুবায়ের, ৫. খাদিজা কুবরা বিনতে জুবায়ের, ৬. উম্মুল হাসান বিনতে জুবায়ের, ৭. আইশা বিনতে জুবায়ের।

স্ত্রী: ১. তুমাদির বিনতে মানজুর, ২. জাযলা বিনতে মানজুর, ৩. উম্মে হাসান নাফিসা বিনতে হাসান ইবনে আলী, ৪. আইশা বিনতে উসমান ইবনে আফ্‌ফান, ৫. হানতামা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম।

পুত্র-কন্যা: ১. বকর, ২. তাবিত ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, ৩. হামজা ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, ৪. খাবাইব ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, ৫. ’আমির ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, ৬. ’আবাদ ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, ৭. উমর ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, ৮. উম্মে আমর বিনতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জুবায়ের ইবনে আউওয়াম (রা.), আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), সুফিয়ান বিন আবি জুহাইর (রা.) এবং অন্যান্য।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি আসাম, জন্মগত মুসলিম।

[৭৩] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৭৪]

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু হিজরতের পর মদিনায় প্রথম ছেলেসন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতা আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহা শিশু আবদুল্লাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। একটি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিলেন। দু'আ করলেন।

মুসলমানরা একত্রিত হয়ে শিশুকে নিয়ে মদিনার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে "আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!" বলে তাকবির দিতে থাকেন।

হিজরতের পর মদিনার ইয়াহুদিরা গুজব তুললো, মুসলমান মুহাজিরদের মধ্যে কারো ছেলেসন্তান জন্ম নেবে না। তারা নাকি কঠিন যাদু করেছে। আবদুল্লাহর জন্ম তাদের মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে জীবিত থাকতে আবদুল্লাহ বালিগ হন নি। কিন্তু শিশু আবদুল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারেকাছে থাকতেন। এতে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন।

শৈশবকাল

মদিনা শরিফের আলো-বাতাসে আবদুল্লাহর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিলো। তাঁর উত্তম চরিত্র ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তাঁর মধ্যে ছিলো বিরাট কর্মশক্তি, বুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ততা। অল্প বয়সেও ইবাদতগুজার ছিলেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বয়স যখন ২৭-এর কাছাকাছি তখন তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু করেন। মুসলমানরা এ সময় আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় করছিলেন। তিনি এসব অভিযানে বীরের মতো লড়াই করেছেন। ইফরিকিয়্যা (তুনিসিয়া) যুদ্ধে মাত্র ২০,০০০ মুসলিম সৈন্যবাহিনী ১,২০,০০০ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা বিপদে পড়েন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) লক্ষ্য করলেন, দুশমনদের পক্ষে সেনাপতি সবকিছু চালাচ্ছিলো। আর তার কারণেই সৈন্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধ করছিলো। আবদুল্লাহ (রা.) ভাবলেন, সেনাপতিকে হত্যা করতে পারলে যুদ্ধে বিজয় আসবে। তবে সেনাপতির কাছে যাওয়াও ছিলো মুশকিল। তিনি নিজ পক্ষের কয়েকজন সাহাবাকে বললেন,

---

[৭৪] https://www.esinislam.com/

আমার পেছন দিক তোমরা রক্ষা করবে। একটি উড়ন্ত তীরের মতো তিনি ছুটে চললেন এবং সেনাপতির সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করলেন। এরপর তাদের নেতার চতুর্দিকের সৈন্যদেরকে একে একে খতম করে দিলেন। এরপরই বজ্রকণ্ঠে ধ্বনি উঠলো "আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!"।

অচিরেই মুসলিম ঝাণ্ডা উড়তে থাকে ঠিক যেখানে বার্বার সেনাপতি প্রাণ হারিয়েছে। অতি শীঘ্রই মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হলো।

মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারহ যখন জানতে পারলেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) বার্বার সেনাপতিকে কীভাবে হত্যা করেছেন, তখন তিনি নিজেই মদিনা শরিফে গিয়ে এই বিজয়ের কথা স্বয়ং খলিফা উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জানালেন। আবদুল্লাহর (রা.) বীরত্বের কথাও জানাতে ভুলেন নি।

ইবাদাত-বন্দেগী

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু শুধু যুদ্ধের ময়দানে পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, ইবাদত-বন্দেগীতেও অগ্রগামী ছিলেন।

তিনি রোযা রাখতেন নিয়মিত। সুযোগ পেলেই হাজ্জ পালন করতেন। তাঁর মধ্যে আল্লাহভীতি এবং একই সময় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ছিলো অতুলনীয়। তিনি নফল ইবাদতের প্রতি খুব আগ্রহশীল ছিলেন।

বিখ্যাত সাহাবি ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে মতানৈক্য ছিলো। কিন্তু এরপরও ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "তিনি ছিলেন কুরআনের পাঠক, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাতের অনুসারী, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর প্রতি ভীত, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশিষ্ট সাহাবির একজন পুত্র, তাঁর মাতা ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কন্যা, তাঁর খালা ছিলেন উম্মত জননী হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। তাঁর উচ্চ মর্যাদা একমাত্র অন্ধ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অবজ্ঞা করতে পারবে না।"

খিলাফত প্রতিষ্ঠা

মক্কা মুকাররমায় থেকে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। হিযাজ, ইয়েমেন, বসরা, কুফা, খুরাশান ও সিরিয়ার অনেকাংশ তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। এসব এলাকার সকলে তাঁর নেতৃত্বের উপর পূর্ণাঙ্গ

সমর্থন জানায়। কিন্তু উমাইয়্যারা সন্তুষ্ট ছিলো না। তারা যুদ্ধ শুরু করে। অনেক যুদ্ধে কিন্তু তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এক কুখ্যাত কসাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে মক্কা শরিফ দখল করতে প্রেরণ করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক আক্রমণ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিরাট সৈন্যদলসহ মক্কা শরিফে হামলা করেন। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ও তাঁর অনুসারীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে ২০০ আবিসিনিয়ান বর্শাধারী ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি বেঈমানী করে সরে যায়।

হাজ্জাজ দীর্ঘ ছয় মাস মক্কা শরিফ অবরোধ করে রাখেন। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে অনেক সৈন্য হাজ্জাজের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ফলে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায় একা হয়ে যান। এর পরও তিনি আত্মসমর্পণের চিন্তাই করেন নি। শেষ শ্বাস থাকতে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। এ সময় আবদুল্লাহর (রা.) বয়স সত্তুর বছর ছিলো।

মায়ের পরামর্শ

আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর বয়স্ক মায়ের নিকট গিয়ে অবস্থার বর্ণনা করলেন। চাইলেন পরামর্শ।

হযরত আসমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বললেন, “হে আমার পুত্র! তুমি নিজেকে অন্য কারোর থেকে বেশি জানো। তুমি যদি নিশ্চিত থাকো যে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো, এটার জন্য তোমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। বনি উমাইয়্যারা তোমার কাঁধ পর্যন্ত আসতে দাও। কিন্তু এ জীবনের মূল্য যদি তোমার নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে তুমি আমার হতভাগ্য পুত্র! নিজেকে ও তোমার সমর্থকদের তুমি ধ্বংস করে দিবে।”

আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, “আল্লাহর কসম! হে আমার মা, আমি কোনোদিনই এ দুনিয়ার জন্য লালায়িত ছিলাম না। না আমি নিজেকে দুনিয়ার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আমি কখনো অন্যায় শাসন করি নি। কারো প্রতি অবিচার করি নি। কিংবা কারো প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি।”

একথা শুনে তাঁর মাতা আসমা (রা.) বললেন, “আমি আশা করি ভালো সান্ত্বনা পাবো যদি তুমি আমার আগেই বেহেশতে চলে যাও, অথবা পরে যাও। আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তোমার রাত্রি জাগার ইবাদত হেতু, গরমের সময় নফল রোযা রাখা এবং তোমার শ্রদ্ধাশীল আচরণ আমি ও তোমার পিতার প্রতি। হে আল্লাহ! আমার পুত্রের ভাগ্য তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। আমার পুত্রকে

কুরবানী করায় আমাকে প্রতিদান দিন, যেভাবে আপনি শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী ও ধৈর্যশীল ঈমানদারদের দিয়ে থাকো।”

এরপর মা ও ছেলে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন। বিদায়ের সময় একে অন্যের প্রতি শেষবারের মতো তাকালেন। এরপর ঘণ্টা খানেক তুমুল যুদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি মারাত্মক আঘাতে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলো। নৃশংস, ধূর্ত হাজ্জাজ আবদুল্লাহর (রা.) লাশ ক্রুশে লটকিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহার বয়স তখন ৯৭ বছর। তাঁর ক্রুশে লটকানো পুত্রকে দেখতে গেলেন। তিনি উচ্চ পাহাড়ের মতো ছেলের লাশের সামনে দাঁড়ালেন। কুখ্যাত হাজ্জাজ তাঁর নিকট এসে বললো, “হে মা! আমীরুল মু’মিনীন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার প্রতি উত্তম ব্যবহার করতে। আপনি কোনো কিছু চান?”

আসমা (রা.) চিৎকার দিয়ে বললেন, “আমি তোমার মাতা নই। যাকে তুমি ক্রুশে রেখেছো আমি তার মাতা। তোমার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আমি একটি হাদিস বর্ণনা করছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “সে তাক্বিফ থেকে বেরিয়ে আসবে, এক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী।” আমরা ইতোমধ্যে এই মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীকে দেখেছি। আমি মনে করি না এ ব্যক্তি তুমি ছাড়া আর কেউ।”

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তখন মক্কা শরিফ ছিলেন। তিনি আসমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কাছে এসে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আল্লাহ তা’আলা শহিদ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জান্নাতুল ফিরদৌসের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৫৪)
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (আবু মুহাম্মদ, আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫৩ হি.পূ., ৬৭২ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।

পিতার নাম: আবু বকর সিদ্দীক (রা.)।

মাতার নাম: উম্মে রুমান (রা.)।

ভাইবোন: ১. আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), ২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.), ৩. আইশা বিনতে আবু বকর (রা.), ৪. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.), ৫. উম্মে খুলসুম বিনতে আবু বকর (রা.)।

স্ত্রী: ১. উমাইয়া বিনতে আদি বিন কায়েস বিন হুজাফা, ২. কারাইবাহ বিনতে আবি উমাইয়া সুগরা, ৩. উম্মে ওয়ালাদ।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান, ২. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, ৩. হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, ৪. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, ৫. ’আমর বিন আউস বিন আবি আউস, ৬. আবু উসমান নাহদি, ৭. মুসা বিন ওয়ারদান, ৮. আবদুর রহমান বিন আবি লাইলা, ৯. আবদুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি তায়িম, শেষের মুসলিম, ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন আরব বীরত্বের প্রতিচ্ছবি। তাঁর পিতা ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। পিতা যদিও প্রথম পুরুষ মুসলমান ছিলেন, ছেলে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর প্রাথমিক জীবনে ইসলামগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এমনকি মুশরিকদের পক্ষে উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে

[৭৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

বদরের যুদ্ধে এক পর্যায়ে আবদুর রহমান তাঁর পিতার মুখোমুখি হন। সুযোগ থাকাসত্বেও পিতাকে আক্রমণ করেন নি।

ইসলামপূর্ব যুগ

তাঁর আসল নাম ছিলো আবদুল কাবা। এ নাম পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলে দেন। আবদুর রহমান (রা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে ইসলামে দীক্ষিত হন। এরপর অত্যন্ত উত্তম মুসলিম হিসাবে বাকী দিন কাটান।

আবদুর রহমান স্বীয় পিতার সঙ্গে হিজরত করেন নি। তিনি নাবালিগ ছিলেন। তবে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। উহুদের যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আবদুর রহমান দ্বন্দ্বযুদ্ধের ডাক দেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছেলের সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বারন করলেন।

ইসলামে দীক্ষিত

মক্কা বিজয়ের পূর্বে কয়েকজন অল্প বয়সের কুরাইশ, যাদের মধ্যে আবদুর রহমান (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন- মদিনা মুনাওয়ারায় আসেন। তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে ইসলামে দীক্ষিত হন।

ইসলামগ্রহণের পর থেকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায় প্রতিটি জিহাদে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। মিথ্যা নবী দাবিদার মুসাইলামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি তুমুল যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি মুহাক্কান ইবনে তুফাইলকে হত্যা করেন। সে ছিলো মুসাইলামার ডান হাত।

আবদুর রহমানের (রা.) ব্যক্তিত্ব

চারিত্রিক সরলতা ও সত্যবাদিতা: আবদুর রহমান (রা.) অত্যন্ত সরলমনা ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কখনও কোনো মিথ্যা কথা বলেন নি।

সাহসিকতা ও দক্ষ তীরন্দাজ: ইবনে আবদুল বার তাঁকে একজন সাহসী এবং দক্ষ তীরন্দাজ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধের সময় তিনি সাত জন শক্তিশালী শত্রুকে হত্যা করেছিলেন। এরমধ্যে ছিলো ইয়ামামার মুহাক্কাম। মুহাক্কাম দূর্গের ভেতর লুকিয়ে ছিলো। কিন্তু আবদুর রহমানের (রা.) তীর থেকে সে রেহাই পায়নি।

অনড় আনুগত্য ও সততা: তিনি যে কোনো কাজে অনড় আনুগত্যতা ও সততা বজায় রাখতেন। কোনো অবস্থাতেই নিজের দৃঢ়তা থেকে সরে যেতেন না। মুয়াবিয়া (রা.) যখন সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর পুত্র ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য আদায় করবেন জবরদস্তি করে, তিনি মারওয়ানের নিকট একটি পত্র লিখেন। এতে বললেন, আনুগত্যের ফরমানটি মসজিদে পড়ে শুনাতে। মারওয়ান এটি পাঠ করার পর আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন: "আল্লাহর কসম! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাহর জন্য ভালো কিছু চাচ্ছেন না। বরং আপনি অনৈসলামিক হিরাক্লিয়ান পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। এক হিরাক্লিয়াস মারা গেলে আরেক হিরাক্লিয়াস ক্ষমতায় বসে।"

মহত্ত্ব ও হিতসাধনের সংকল্প: আবদুর রহমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মহত্ত্ব ও অপরকে সাহায্য করার ইচ্ছা সম্পর্কে সবাই জানতো। একদিন হাওয়াজিন গোত্রের এক বেদুঈন মহিলা তাঁর নিকট আসলো। তার ভয়াবহ অবস্থা তাঁকে জানালো। মহিলা বললেন, আমার পরিবারের সবাইকে হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আবদুর রহমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মহিলার সকল সমস্যা দূর করতে যাকিছু সম্ভব তাই করলেন।

তাঁর ইন্তিকাল

আবু জুর'আহ দিমাস্কি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মক্কা শরিফ থেকে ৬ মাইল দূরে হাবাশি নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ মক্কা শরিফের কাছে বহন করে নেওয়া হয় ও দাফন করা হয়। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁর কবরের পাশে এসে বলেন: "আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমাকে দেখতাম, তাহলে তোমার জন্য কাঁদতাম না। আর আমি যদি তোমার সাথে থাকতাম, আমি তোমাকে যে স্থানে ইন্তিকাল করেছো সেখান থেকে সরাতাম না।"

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫৩ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মক্কা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লায় সমাহিত আছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের আ'লা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৫৫)
হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (আবু জাফর) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১ হি., ৬২২ খ্রি., / আবিসিনিয়া
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৮০ হি., ৬৯৯ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: জাফর ইবনে আবি তালিব।
মাতার নাম: আসমা বিনতে ’উমাইস।
ভাইবোন: ১. মুহাম্মদ ইবনে জাফর, ২. আউন ইবনে জাফর।
স্ত্রী: ১. জয়নব বিনতে আলী বিন আবি তালিব (রা.)।
পুত্র-কন্যা: ১. আলী, ২. মুহাম্মদ, ৩. আউন, ৪. আব্বাস, ৫. উম্মে খুলসুম, ৬. ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর, ৭. ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর, ৮. মুআ’বিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর, ৯. উম্মে আবিহা বিনতে আবদুল্লাহ বিন জাফর।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.), ’আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), আসমা বিনতে ’উমাইস (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি হাসিম, জন্মগত মুসলিম, আবিসিনিয়া-২।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবদুল্লাহর পিতার নাম জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সুতরাং তাঁর পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। জাফর (রা.) মক্কা শরিফে জন্মগ্রহণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট প্রথম ওহি নাজিল হলো, তার কিছুদিন পরই আবদুল্লাহর পিতা ইসলামগ্রহণ করেন। জাফর (রা.) ইসলামের অভিযাত্রী ছিলেন। অবশ্য আবদুল্লাহর মাতাও ইসলামের অভিযাত্রী ছিলেন। মক্কার কুরাইশদের কর্তৃক চরম নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে নওমুসলিমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানকার বাদশা নাজ্জাসী খুব দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাই কিছু মুসলমান সেখানে গিয়ে নিরাপদে নিজেদের ধর্মপালন করার সুযোগ পান। এটা ছিলো আবিসিনিয়ায় প্রথম

[৭৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হিজরত। জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর ইসলামে দীক্ষিত স্ত্রী আসমা রাদ্বিআল্লাহু আনহাও এ দলে ছিলেন। আরো ছিলেন উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

আবিসিনিয়ায় জন্মনেওয়া নতুন শিশু

কুরাইশদের দূত এসে মুহাজিরুনদের ফেরৎ নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয়নি। এদিকে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা গর্ভবতী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। তাঁরা শান্তিতে আবিসিনিয়ায় কালাতিপাত করতে থাকেন। কিছুদিন পর আসমা (রা.) একটি ছেলেসন্তানের জন্ম দেন। জাফর (রা.) তাঁর ছেলেসন্তানের নামকরণ করলেন আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ছিলেন আবিসিনিয়ায় জন্ম নেওয়া মুহাজিরদের প্রথম সন্তান। বাদশা নাজ্জাসীরও একটি ছেলেসন্তান জন্ম নিলো। এ শিশুর নামও রাখা হলো আবদুল্লাহ।

মদিনা শরিফে যাত্রা

দীর্ঘদিন আবিসিনিয়ায় অবস্থানের পরও নিজ দেশের কথা কেউ ভুলেন নি। জাফর ও তাঁর স্ত্রী (রা.) দেশে ফিরে যেতে ব্যকুল হয়ে ওঠলেন। ইতোমধ্যে আবদুল্লাহর আরো দু'টি ভাই আবিসিনিয়ায় জন্ম নেন। তাঁদের পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫ জনে। তাঁরা জানতে পারেন কুরাইশরা বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজয়বরণ করেছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে।

খাইবার বিজয়ের পর নাজ্জাসী সকল মুহাজিরদের ২টি জাহাজে পাঠিয়ে দিলেন। তারা মদিনা শরিফের নিকটস্থ সমুদ্রবন্দরে অবতরণ করেন। এরপর একদিনের পথ হেঁটে মদিনায় পৌঁছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও খাইবার থেকে ফিরে আসেন নি।

জাফর পরিবারকে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা মুনাওয়ারায় বড় হতে থাকেন। দুস্ত গরিবদের প্রতি তাঁর পিতা কতো দয়ালু ছিলেন তা তিনি লক্ষ করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরকে (রা.) এ কারণে গরিবদের পিতা বলে সম্বোধন করতেন।

মু'তাহর যুদ্ধে জাফরের (রা.) শাহাদাতবরণ

আবদুল্লাহর পিতা জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মু'তাহর যুদ্ধে শহিদ হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ জেনে মর্মাহত হন ও কেঁদে ফেলেন। তিনি জাফরের (রা.) স্ত্রী-সন্তানদের দেখতে গেলেন। তাঁরা সবাই কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমাকে (রা.) ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। তিনি আবদুল্লাহ ও তাঁর ভাইদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এরপর তিনি তাঁর আদুরে সন্তান হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন আসমা ও তাঁর তিন সন্তানের জন্য যেটুকু সম্ভব খাবার পাঠিয়ে দিতে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবদুল্লাহ (রা.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরের (রা.) তিন সন্তানকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসলেন। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই গাধায় আরোহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কিছু গোপন কথা বলেছিলেন। আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন, জাফরের জন্য দুঃখিত না হতে। কারণ, জাফর ইসলামের জন্য শহিদ হয়েছেন। তিনি তিন ছেলের চুল কাটার জন্য সেলুনের নাপিতকে নির্দেশ দিলেন। এরপর সবার জন্য বিশেষ দু'আ করলেন। আবদুল্লাহর মাতা আসমা (রা.) নবীজীকে অবগত করলেন, তাঁদের সাহায্যকারী লোকটি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদের সাহায্যকারী হবেন বলে নিশ্চয়তা দান করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) ও ইবনে উমর (রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে খুব ভালোবাসতেন। মানুষ এ ব্যাপারে ইবনে উমরকে (রা.) প্রশ্ন করলে বললেন, "আপনারা যদি তাঁর পিতাকে দেখতেন তাহলে আবদুল্লাহকে আপনারাও ভালোবাসতেন।" ইবনে জাফর (রা.) পিতার মতো খুব দয়াপরবশ ছিলেন। তাঁর হাতে কোনো মুদ্রা না থাকলেও তিনি যাকিছু সম্ভব মানুষকে সাহায্য করতেন। একদা এক মহিলা তাঁকে একটি রান্নাকরা মুরগি দিলেন। তিনি এটি গ্রহণ করলেন ও মহিলাকে গম, খেজুর ও মুদ্রা দিলেন। একদিন ইবনে জাফর (রা.) একটি গরু ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গরুর মালিক তাঁকে এ গরুটি উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর একজন কুলি গরুর মালিকের দরোজায় কড়া নাড়লো।

সে তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) পাঠানো গম, তৈল, বস্ত্র ও মুদ্রা দিলো।

আমি আমার অভ্যাস বদলাতে ভয় করি

একদিন হযরত হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে (রা.) বললেন, আপনি বেশি অপব্যয়ী। ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি নিজের অভ্যাসকে বদলাতে ভয় করি, আল্লাহ তাঁর অভ্যেসকে বদলে দিতে পারেন। কবি ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নরা জানেন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উদারতা। একজন শ্যামবর্ণ কবি ইবনে জাফরের (রা.) গুণগান করেছেন। মানুষ বললো লোকটি শ্যামবর্ণা। ইবনে জাফর (রা.) বললেন, তাঁর প্রশংসা বাক্য ছিলো খুব ফর্সা। একদিন এক কবি জ্বরে আক্রান্ত ইবনে জাফরকে (রা.) দেখতে আসলেন। তিনি কবিকে বেশ কিছু মুদ্রা দিলেন। অত্যন্ত দয়ালু মানুষের চরিত্র ছিলো ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের মৃত্যু

ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮০ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। এ বছরকে বলা হয় 'জিহাফ বছর'। এ বছর মক্কা মুকাররমায় বন্যা হয়েছিল। হজ্জযাত্রী ও তাঁদের মালপত্র বন্যায় ভেসে যায়। এ সময় উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতায় ছিলেন। ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বয়স তখন ৯০ বছর। তাঁকে মদিনা শরিফের জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিশোর সাহাবি। তিনি নিজেই তাঁকে বড় করেছিলেন।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন। আমিন।

(৫৬)
হযরত খুবাইব বিন ইসাফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭৭]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩০ হি., ৬৫০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: ইসাফ বিন 'ইতাফা বিন 'আমর।
মাতার নাম: সালমা বিনতে মাস'উদ।
ভাইবোন: ১. কুলাইব বিন ইসাফ।
স্ত্রী: ১. 'জয়নব বিনতে কায়েস বিন শাম্মাস, ২. জামিলা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।
পুত্র-কন্যা: ১. উনাইসা বিনতে খুবাইব বিন ইসাফ, ২. আবু কাছির, ৩. আবদুর রহমান বিন খুবাইব বিন ইসাফ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ, বানি জুশাম বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। এরপর প্রস্তুতি শেষ হলে আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমসহ বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এদিকে একব্যক্তি দৌড়াতে দৌড়াতে সৈন্যদের কাছে পৌঁছুলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

পরবর্তীতে কী হলো তার বর্ণনা হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেছেন:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন একব্যক্তি পেছন থেকে ছুটে গিয়ে হাররাতুল ওয়াবরা নামক স্থানে কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। এ লম্বা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সাহস ও বীরত্ব সম্পর্কে সবাই অবগত ছিলো। সাহাবায়ে কিরাম তাকে দেখে বেশ খুশি হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আবদার করলেন,

[৭৭] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

"আমি আপনার অনুসরণ করতে এসেছি এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হতে চাই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করো?" লোকটি জবাব দিলেন, "না"। রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "ফিরে যাও। আমাদের কোনো মুশরিকের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাজারা' নামক স্থানে পৌঁছার পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাঁর নিকট আসলেন। তিনি তার আকাঙ্ক্ষার কথা পুনরায় ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের মতো প্রশ্ন করে জানলেন, তিনি তখনও মুশরিক আছেন। সুতারং এবারও তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর মুসলিম সৈন্যদল 'বাইদা' নামক স্থানে পৌঁছুলেন। এবারও ঐ একই ব্যক্তি আবদার জানালেন, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের মতো জানতে চাইলেন তিনি মুশরিক না মুসলিম। এবার ঐ ব্যক্তি জবাবে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে। এখন তুমি আমাদের সাথে আসতে পারো।" সুতরাং তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসাবে সুযোগ পেয়ে গেলেন।[৭৮]

এ পর্যন্ত যে ব্যক্তির কথা আমরা বর্ণনা করছিলাম, তিনি হচ্ছেন হযরত খুবাইব ইবনে ইসাফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এই আনসার সাহাবি, যিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর সৈনিক ও বিবেকবান ব্যক্তি। তিনি কুরাইশদের কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবে কিরামের প্রতি অন্যায় অমানুষিক যুলুমের তীব্র প্রতিবাদী ছিলেন। এই বীর, যিনি অন্যায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অস্বস্থিকর অবস্থার ইতি একমাত্র ইসলামকে অনুসরণ করা ছাড়া সম্ভব হবে না। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ায় তাঁর জন্য সম্ভব হয়েছিল। আর বদরের সিংহ মুজাহিদদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করিমে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রথমে ইসলামে দীক্ষিত হতে উৎসাহিত করেছিলেন। কারণ মুসলমান না হয়ে বদরী সেনা হওয়া সম্ভব ছিলো না। হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু সত্যের আলো তাঁর হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠতে দেখেছিলেন। তাই বদরের ৩১৩ জন সাহাবির মধ্যে একজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

[৭৮] তাবাকাতে ইবসে সা'দ।

বদরের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব

যুদ্ধের সময় এক পর্যায়ে বার বার আঘাতের ফলে হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর তরবারি কিছুটা বাঁকা হয়ে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তরবারিটি দেখালেন। তিনি এটি হাতে তুলে সোজা করে খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করছিলাম তখন এক মুশরিক আমার ঘাড়ে আঘাত হানলো। আমি তাকে হত্যা করলাম। পরবর্তীতে আমি এ ব্যক্তির এক কন্যা সন্তানকে বিয়ে করি। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে বলতেন, "আমি আমার পিতাকে এভাবে হারাবো ভাবি নি।" আমি জবাবে বলেছি, "একথা না বলে দুআ করো, তুমি তোমার এ ব্যক্তিকে হারাচ্ছো না যে তোমার পিতাকে পরজগতে পাঠিয়েছিলো।"

অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরের মতো লড়াই করেছেন। এগুলোর মধ্যে উহুদ ও খন্দকও ছিলো। শুধু যোদ্ধা নয়, তিনি পরিদর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন। হযরত সাইদ বিন মুসাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে পরিদর্শকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

ইন্তিকাল

হযরত খুবাইব বিন ইসাফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক বর্ণনামতে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। অন্য বর্ণনায় জানা যায় তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর একজন নাতি ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো খুবাইব বিন আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ইমাম মালিকের (রাহিমাহুল্লাহ) উস্তাদ ছিলেন।

হে আল্লাহ! আপনি হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বাড়িয়ে দিন। আমিন।

(৫৭)
হযরত জায়িদ ইবনুল খাত্তাব (আবু আবদুর রহমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৭৯]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি., ৬৩৩ খ্রি., / (হিজাজ), শহিদ (ইয়ামামা)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: খাত্তাব ইবনে নুফাইল বিন আব্দে উয্জা।

মাতার নাম: আসমা বিনতে ওয়াহাব বিন হাবিব বিন হারিস আসাদি।

ভাইবোন: ১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), ২. ফাতিমা বিনতে খত্তাব (রা.), ৩. সাফিয়া বিনতে খাত্তাব (রা.)।

স্ত্রী: ১. লুবাবা বিনতে আবু লুবাবা, ২. হাবিবা বিনতে আবি আমির রাহিব।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুর রহমান বিন জায়িদ ইবনে খাত্তাব, ২. আসমা বিনতে জায়িদ ইবনে খাত্তাব।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি ’আদি, প্রাথমিক মুসলিম, মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক-ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৮০]

হযরত জায়িদ বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বড় ভাই। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বিখ্যাত ভাইয়ের পূর্বে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিকতা ও সংযমীর মূর্ত প্রতীক। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রাথমিক মুহাজিরিনের একজন।

জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুর রহমান এবং আবু সউর। তিনি খুব লম্বাকৃতির ছিলেন। গায়ের রং ছিলো শ্যামলা। কোনো কোনো ইসলামী গবেষকের মতে তিনি আসহাবে সুফ্‌ফার সদস্য ছিলেন। মক্কা শরিফ থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রথম হিজরতকারীদের দলে তিনি ও তাঁর ছোট

[৭৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

[৮০] https://www.dawateislami.net/

ভাই উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন। এ দলে মোট ২০ জন সদস্য ছিলেন।

সৈনিক জীবন

হযরত জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, খাইবার ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া হুদাইবিয়ার সন্ধি, বাইআতে রিদওয়ান, মক্কা বিজয় ও অন্যান্য যুদ্ধ-অভিযানে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেন।

শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

উহুদের যুদ্ধের সময় এক পর্যায়ে ছোট ভাই উমর (রা.) তাঁর নিজের বর্ম খুলে বড় ভাই জায়িদকে (রা.) দিয়ে বললেন, “তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে এই বর্মটি পরে নাও।” জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্মটি পরে আবার খুলে দিলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, “কী হলো?” জায়িদ (রা.) উত্তরে বললেন, “তুমি যদি নিজের জন্য শহিদী লাভের আশা করে থাকো তাহলে আমিও শাহাদাতবরণ করতে ইচ্ছুক।”

সৈন্যদের নেতা হতে অস্বীকৃতি

রিদ্দা যুদ্ধের সময় খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইসলামী সেনাদলের প্রধান হিসাবে নিয়োগ দিতে চাইলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বিনীতভাবে বললেন, “আমি শাহাদাতবরণের গভীর ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে প্রায় সবক’টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তা লাভ হয়নি। কিন্তু আমি এখনও শহিদ হতে ইচ্ছুক। অতএব, আমি সেনাপতি হতে চাই না। কারণ সেনাপতিরা সাধারণ সৈন্যদের মতো যুদ্ধ করেন না। তাঁকে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হয়।”

এরপরও ১২ হিজরি সনে তাঁকে ২০০ জন সৈন্যের এক কাফেলার প্রধান করা হয়।

যুদ্ধের ময়দানে ন্যয়নিষ্ঠার ডাক

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মিথ্যা নবীর দাবিদার মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাত্রা করে, তখন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজের ভাই জায়িদ ইবনে

খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় দেন। এটাই তাঁদের মধ্যে শেষ দেখা।

ইয়ামামার যুদ্ধের সময় জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বীরের মতো যুদ্ধ করেন। এ কঠিন যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগী মুর্তাদ রাজ্জাল বিন 'উনফুওয়াহ তাঁর সামনে আসলো। এই মুর্তাদ ছিলো মুসাইলামা কাজ্জাবের ডান হাতের সমান। জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাকে বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি কাফির হয়েছো ইসলামকে ছেড়ে। এখন আমি তোমাকে ইসলামগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এতে তোমার মান সম্মান ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে।" কিন্তু এ মুর্তাদের সুবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। সে ইসলামকে পুনরায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। ফলে জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তরবারি দিয়ে এক প্রচণ্ড আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।

সাহস ও বীরত্ব

ইয়ামামার যুদ্ধে এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের দিকে যাচ্ছিল। এ অবস্থায়ও হযরত জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দৃঢ় ছিলেন।

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে বললেন, "হে লোকসকল! শক্ত থাকো ও দুশমনদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানো। সামনে এগিয়ে চলো। আল্লাহ সর্বশক্তিমানের কসম! এখন আমি কিছুই বলবো না, যতক্ষণ না কাফিররা পরাজিত হয়েছে। অথবা আমি শাহাদাতকে আলিঙ্গন করবো। আমি নিজেকে অসীম শক্তিধর আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করবো, (শহিদ হয়ে) সফল হওয়ার পর।"

এরপর হযরত জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু শক্ত হাতে পতাকা উত্তোলন করে ধরলেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি শত্রুদের প্রথম সারিতে চলে গেলেন। অবশেষে মুসলিম সৈন্যরা বিজয় ছিনিয়ে আনলেন। ওয়াহশি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্শার আঘাতে মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করলেন।

শহাদাতবরণ

ইয়ামামার যুদ্ধ প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ১২ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ১২০০ মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। এর মধ্যে ৭০০ সাহাবা কুরআনে হাফিজ ছিলেন।[৮১]

---

[৮১] ইয়ামামার যুদ্ধে ঠিক কাতোজন শহিদ হয়েছিলেন এবং এর মধ্যে কুরআনে হাফিজের সংখ্যা কতো ছিলো এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। সঠিক সংখ্যা কী ছিলো তা একমাত্র আল্লাহই অবগত।

হিজরতের পর প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়িদ ইবনে খাত্তাবের (রা.) আনসার ভাই হিসাবে মা'আন বিন আদি রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে এই দু'ভাই একই দিন শহিদ হন।

দু'টি ব্যাপারে অগ্রগামী

বড় ভাই জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সংবাদ শুনে স্বভাবতই ছোট ভাই উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন: "আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইয়ের উপর রহমত নাজিল করুন। তিনি দু'টি ক্ষেত্রে আমার অগ্রগামী হলেন: ইসলামগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ।"

জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুঘ্রাণ

হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর ভাইকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে কখনও ভুলতে পারেন নি। তিনি বলতেন, "যখনই বাতাস বহে, আমি আমার ভাইয়ের সুঘ্রাণ পাই।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন, "যখনই বাতাস বহে, তখনই আমার মনে পড়ে জায়িদ ইবনে খাত্তাবের (রা.) কথা।"

শহিদ জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের দক্ষিণে জুবাইলাহ নামক স্থানে সমাহিত আছেন।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁর উপর আরো সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৫৮)
হযরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনদির (আবু লুবাবা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৮২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৬-৪০ হি., ৬৫৬-৬৬০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: আবদুল মুনজির বিন জাম্বার বিন জায়িদ।

মাতার নাম: জানা যায়নি।

ভাইবোন: ১. রিফা'আ বিন আবদুল মুনজির, ২. মুবাশশির বিন আবদুল মুনজির।

স্ত্রী: ১. নুসাইবা বিনতে ফাদ্দালা (বনি উমাইয়া, বনি 'আমর, বনি আউফ), ২. খানসা বিনতে খুদাম আনসারিয়্যা।

পুত্র-কন্যা: ১. সাইব বিন আবু লুবাবা, ২. লুবাবা বিনতে আবু লুবাবা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, আউস, বনি 'আমর, বনি আউফ, বনি উমাইয়্যা, উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন মদিনার আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের হিজরতের পূর্বে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা

আবু লুবাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সৈন্যদের সঙ্গে বের হয়েছিলেন। আরোহণের জন্য যথেষ্ট উট ছিলো না। সুতরাং তিনজন সাহাবা একই উটে আরোহণ করে চলছিলেন একের পর এক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[৮২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটে আবু লুবাবাও একজন আরোহী ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হলেন। এ সময় আলী (রা.) ও আবু লুবাবা (রা.) হেঁটে চললেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট থেকে নেমে যান। কারণ তারা উটে চড়ে চলবেন এবং তিনি হাঁটবেন- এটা সঠিক মনে হচ্ছিলো না। যখন নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উট থেকে নেমে যাওয়ার পালা আসলো, তখন উভয়ে বললেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নামবেন না, আমরা হাঁটতে পারবো।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “হাঁটতে তোমরা আমার থেকে শক্তিশালী নও। তাছাড়া, তোমাদের মতো আমিও সওয়াব অর্জন করতে চাই।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন না। তিনি সকল ব্যাপারে সমধিকারকে গুরুত্ব দিতেন।

আবু লুবাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদিনায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, আমাদের অনুপস্থিতিতে ইয়াহুদিরা যাতে মহিলা ও শিশুদের হামলা না করে সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে। সুতরাং আবু লুবাবা শেষ পর্যন্ত বদরে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন। অবশ্য তিনি উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন।

তাওবাহর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পরই বনি কুরাইজার ইয়াহুদি ও অন্যান্য ইয়াহুদিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। চুক্তির একটি শর্ত ছিলো বাইরের কোনো শক্তি মদিনায় আক্রমণ করলে তারাও মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। অথচ তারা খন্দকের যুদ্ধের সময় এ শর্ত ভঙ্গ করেছে। শুধু তাই নয়, তারা মুশরিকদেরকে সমর্থন করেছে। তারা মুজাহিদদের পিঠে আঘাত হেনেছে। এমনকি তারা মদিনার মহিলা ও শিশুদের উপর হামলা চালাতে মুশরিকদের পরামর্শও দিয়েছিল। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে মুজাহিদরা ইয়াহুদিদের পরিকল্পনা বিদূরিত করতে হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০০ জনের একটি সৈন্যদল মদিনায় পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইয়াহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০ দিন মুশরিকদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধও করেছিল।

খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন ও তরবারি কোষে রেখে দেন। কিন্তু জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার তলোয়ার রেখে দিয়েছেন? আমরা এখনও আমাদের অস্ত্র ছেড়ে দেই নি। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! উঠুন এবং যুদ্ধের বর্ম পরুন এবং তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়? কার বিরুদ্ধে?" হযরত জিব্রাঈল বনি কুরাইজার দিকে অঙ্গুলি ইশারা করে বললেন, "ওখানে। আমি তাদের দূর্গে যাচ্ছি আমার সাথের ফেরেশতারাসহ।"

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্রসহ মুজাহিদদের নিয়ে বনি কুরাইজার দিকে অগ্রসর হলেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদেরে শাস্তি পেতে হবে। সৈন্যরা বনি কুরাইজার দূর্গ অবরোধ করলেন। ২০ দিনের অধিক সময় এ অবরোধ স্থায়ী ছিলো। অবশেষে ইয়াহুদিরা একটি চুক্তি করতে চাইলো। তারা তখন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। তারা রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরোধ করলো আবু লুবাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পাঠনোর জন্য। কারণ তাঁর সম্পদ ও সন্তানরা তাদের নিকট ছিলো। সুতরাং তারা ধারণা করলো, আবু লুবাবা তাদের পক্ষে থাকবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু লুবাবাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "তোমার সমর্থনকারীদের নিকট যাও। তারা তোমাকে চাচ্ছে।" সুতরাং আবু লুবাবা ইয়াহুদিদের নিকট গেলেন। যাওয়ার আগে নবী করিম মসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, কী করা বা না করা।

মহিলা ও শিশুরা কাঁদছিলো। তারা আশা করেছিল আবু লুবাবা (রা.) তাদেরকে সাহায্য করবেন। পুরুষ ইয়াহুদীরা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললো, "ইয়া আবু লুবাবা! আমরা তোমার সহযোগী। আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বাকি নেই। তুমি আমাদেরকে কী করতে নির্দেশ দেবে? তুমি কি মনে করো মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ মুতাবিক আমরা আত্মসমর্পণ করবো?"। আবু লুবাবা বললেন, "হ্যাঁ, আমি মনে করি তোমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।" কথাটি বলার সময় তিনি নিজের গলার দিকে ইশারা করলেন। এ ইশারা দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন- "তোমরা যদি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ মেনে আত্মসমর্পণ করো তাহলে তোমাদেরকে তিনি হত্যা করবেন।"

এ ইশারায় আবু লুবাবা রাসূলুল্লাহর একটি গোপন ব্যাপার প্রকাশ করে দেন। কারণ, তাকে যাওয়ার পূর্বে বলেছিলেন, "তাদের বেঈমানী হেতু তাদেরকে হত্যা করা দরকার।" এ কথাটি গোপন রাখার দরকার ছিলো।

আবু লুবাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর এ মারাত্মক ভুলের জন্য সাথে সাথে আক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি নিজে বলেন: "তাদের দূর্গ থেকে বের হয়েই আমি বুঝতে পারলাম একটি বড় ভুল করে বসেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে। আমি এ ভুলের কারণে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকি। আমি 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ' উচ্চারণ করলাম। ইয়াহুদিরা আমাকে বলেছিলো, "হে আবু লুবাবা! তোমার কী হলো?" আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রতারিত করেছি!" আমার চোখের জলে দাড়ি ভিজে গেলো। আমি দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসলাম। এরপর অন্য রাস্তা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নিজেকে একটি পিলারে বেঁধে রাখলাম। আমি নিজেকে বললাম, আল্লাহ আমার হৃদয়ের কথা জানেন। আমি এই স্থানটি ত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আল্লাহ আমার তাওবাহ কবুল করেন। আমি আর কখনও বনি কুরাইজার ধারে কাছে যাবো না। আমি সে জায়গাটি দেখতে চাইনা যেখানে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রতারিত করেছি।"

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজা থেকে আবু লুবাবা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। উপস্থিত সাহাবাদের তিনি জিজ্ঞাস করলেন, "আবু লুবাবা ফিরে আসছে না কেনো?" সাহাবারা তাঁর কী হয়েছে খুলে বললেন। তিনি বললেন, "সে যদি আমার কাছে এসে বলতো তাহলে আমি তার জন্য দু'আ করতাম। এখন আমি তার জন্য কিছুই করতে পারবো না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা এর ফায়সালা করেন।"

আবু লুবাবা পিলারে নিজেকে বেঁধে রাখলেন। নামাযের সময় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হতো। এরপর আবার বেঁধে রাখতে তিনি অনুরোধ জানাতেন। এভাবে সপ্তাহ খানেক চলে গেলো। তিনি খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিলেন। তিনি কানে শুনতে পারছিলেন না।

অবশেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহার ঘরে থাকাবস্থায় ওহি নাজিল হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন। উম্মতজননী উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেনো?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আবু লুবাবার তাওবাহ কবুল করেছেন।" নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুমতিক্রমে উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আবু লুবাবাকে বললেন, "হে আবু লুবাবা! সুখবর! আল্লাহ তোমার তাওবাহ কবুল করেছেন।"

সাহাবায়ে কিরাম ছুটে গেলেন আবু লুবাবার নিকট। তাঁকে বাঁধামুক্ত করতে চাইলেন। তিনি বললেন, "না। আমি এই পিলার থেকে সরে যাবো না যতক্ষণ না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এসে আমার বাঁধন খুলবেন।” সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজ হাতে মুক্ত করলেন। মসজিদে নববীতে আজো এই পিলার আছে যেটিতে আবু লুবাবা নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। এই পিলারের নাম ‘উস্তুওয়ানা আবু লুবাবা’।

পরে আবু লুবাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন তাওবাহ করি তখন নিজে নিজে অঙ্গীকার করেছি, আমি আমার নিজের বাড়ি ত্যাগ করবো। বাকি জীবন আপনার খেদমত করবো এবং বিলিয়ে দেবো আমার যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য।”

আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনদির রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা মুনুওয়ারায় স্বভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন কী ছিলো এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মতে তিনি ৩৬ থেকে ৪০ হিজরি সনের মধ্যে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর এ বান্দাকে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৫৯)
হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হার্‌ব (আবু সুফিয়ান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৮৩]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৬৩ হি.পূ., ৫৬০ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩১ হি., ৬৫০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, সেনাপতি, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: হারব ইবনে উমাইয়্যা।

মাতার নাম: সাফিয়্যা বিনতে হাজম ইবনে বুযাইর।

ভাইবোন: ১. হারিস ইবনে হার্‌ব, ২. আমর ইব্‌নে হার্‌ব।

স্ত্রী: ১. সাফিয়া বিনতে আবু ’আস, ২. জয়নব বিনতে নাউফাল, ৩. সাফিয়া বিনতে আবু ’আমর, ৪. হিন্দ বিনতে উৎবা বিন রাবি’আ, ৫. উমাইমা বিনতে সুফিয়ান বিন ওয়াহ্‌ব।

পুত্র-কন্যা: ১. উমাইমা বিনতে আবু সুফিয়নি, ২. উনবাসা বিন আবু সুফিয়ান, ৩. উয্‌জা বিনতে আবু সুফিয়ান, ৪. দুররা বিনতে আবু সুফিয়ান, ৫. হামনাহ বিনতে আবু সুফিয়ান, ৬. উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান, ৭. ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, ৮. হিন্দ বিনতে আবু সুফিয়ান, ৯. হানযালা, ১০. ’আমর, ১১. মু’আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.), ১২. উম্মে হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান, ১৩. জাওয়ারিয়্যা বিনতে আবু সুফিয়ান, ১৪. কুরিয়াবা বিনতে আবু সুফিয়ান, ১৫. ’উৎবা বিন আবু সুফিয়ান, ১৬. জয়নব বিনতে আবু সুফিয়ান, ১৭. ফা’রাহ বিনতে আবু সুফিয়ান।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি উমাইয়া, বনি আবদে শামস, শেষের মুসলিম, হুনায়িন-ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর জন্মগত নাম ছিলো সাখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়্যা। তবে তিনি আবু সুফিয়ান নামে বেশি প্রসিদ্ধ। ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য বণিক। এছাড়া কুরাইশ বংশের শাখা বনি আবদে শামসের নেতাও

[৮৩] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

ছিলেন। আবু সুফিয়ান (রা.) দীর্ঘ দুই দশক পর্যন্ত ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিলেন। অবশেষে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম কবুল করেন ও সাহাবা হওয়ার মর্যাদা লাভে ধন্য হন।

ইসলামের বিরোধিতা

সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মক্কা শরীফে ফিরে আসছিলো। এ কাফেলার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবু সুফিয়ান। তিনি জানতে পারলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করবেন। সাহায্যের জন্য মক্কায় খবর পাঠালেন। ফলে আবু জাহিলের নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের একটি দল অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার্থে বের হয়। ইতোমধ্যে আবু সুফিয়ান অন্য একটি রাস্তায় অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রমণ থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে চালিত করেন। এ খবর মক্কার সেনাদলের নিকট পৌঁছার পরও আবু জাহিল যুদ্ধ করে মুসলিমদেরকে ধ্বংস করে দিতি সংকল্প করলো। এরপর বদর প্রান্তরে পৌঁছে মদিনার ৩১৩ জন মাত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ ‘জঙ্গে বদর’ নামে পরিচিত।

ছোট্ট সেনাদল নিয়ে মক্কার ১০০০ সৈন্যদেরকে পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী এক আজিম বিজয় লাভ করে।

বদর যুদ্ধের পরের বছর জঙ্গে উহুদ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুশরিকদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ৭০ জন সাহাবি শহিদ হোন। তবে কোনো পক্ষই সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করে নি। মুশরিকরা মদিনা আক্রমণ না করেই মক্কায় ফিরে যায়।

পঞ্চম হিজরি (৬২৭ খ্রি.) সনে খন্দকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। আবু সুফিয়ান দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট কাফেলার নেতৃত্ব দেন। খন্দক বা খালের কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে তেমন সংঘর্ষ হয় নি। দীর্ঘ মাস খানেক মদিনা অবরোধ রাখার পর আবু সুফিয়ার বাধ্য হয়ে অবরোধ তুলে সৈন্য-সামন্তসহ মাক্কায় ফিরে যান।

খন্দকের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মক্কার সৈন্যদের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের হাতছাড়া হয়ে যায়। নতুন নেতা হিসেবে সাব্যস্ত হলেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরিমা ইবনে আবু জাহিল ও সুফিয়ান ইবনে আমর।

ইসলামে দীক্ষিত

৮ হিজরি (৬৩০ খ্রি.) সনে মাক্কা বিজিত হয়। এ সময় মক্কার আত্মসমর্পণ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন আবু সুফিয়ান

(রা.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে প্রবেশের পূর্বে আবু সুফিয়ান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হন।

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেন। কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায়, আবু সুফিয়ান এ যুদ্ধে একটি চোখ হারান।[৮৪]

বাইজান্টিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান (রা.) অংশগ্রহণ করেন। বয়স্ক হওয়ার কারণে যুদ্ধে কোনো নেতৃস্থানীয় দায়িত্বে তিনি ছিলেন না। তবে তাঁর পুত্র ইয়াজিদ একদল সৈন্যের কামান্ডার ছিলেন।

আবু সুফিয়াস ও হিরাক্লিয়াস

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ হিজরি সনে তখনকার যুগের পৃথিবীর বিভিন্ন নেতাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। বাইজান্টিন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসী, মিসরের শাসক মুকাওকিস প্রমুখের নিকট দূত মারফত এসব পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত বুখারি শরিফের দীর্ঘ একটি হাদিসে হিরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে কথোপকথনটি বর্ণিত হয়েছে। আমরা এই হাদিসটির ভাবার্থ সংক্ষিপ্তাকারে নিচে তুলে ধরলাম।

হিরাক্লিয়াসের হাতে দাওয়াতী পত্রখানা পৌঁছার পর তিনি জানতে চাইলেন, নবীর দাবিদার গোত্রের কেউ এখানে আছেন কি? উপস্থিত ব্যক্তিরা বললো, আছেন। আবু সুফিয়ান বলেন, কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে হিরাক্লিয়াসের সম্মুখে নিয়ে উপস্থিত করা হলো।

হিরাক্লিয়াস জানতে চাইলেন, নবীর নিকটতম আত্মীয় কেউ আছেন কি? আবু সুফিয়ান বললেন, আমি তাঁর নিকটতম আত্মীয়। হিরাক্লিয়াস অন্যান্য কুরাইশীদের সম্বোধন করে বললেন, এই ব্যক্তি মিথ্যা কিছু বললে তোমরা সাথে সাথে আমাকে অবগত করবে। আবু সুফিয়ান বলেন, কুরাইশীদের কারণে আমি মিথ্যা বলতে পারিনি, এরা না থাকলে মিথ্যাই বলতাম। এবার হিরাক্লিয়াস দোভাষীর মাধ্যমে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। আবু সুফিয়ান উত্তর দিতে থাকেন।

-তোমাদের মধ্যে নবী দাবীদার ব্যক্তির বংশ মর্যাদা কেমন?

-তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী।

-তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ কি রাজা-বাদশা ছিলেন?

-না, ছিলেন না।

---

[৮৪] উইকিপিডিয়া।

-তাঁর বর্তমানের কথাবার্তার পূর্বে তোমরা তাঁকে মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছো কি?
-না, দেই নি।
-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা না দুর্বলরা তাঁর অনুসরণ করছে?
-দুর্বলরাই অনুসরণ করছে।
-অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?
-বৃদ্ধি পাচ্ছে।
-তাঁর ধর্মে প্রবিষ্ট হওয়ার পর কেউ কি ধর্মত্যাগ করেছে?
-না, করেনি।
-তিনি ও তোমাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়েছে কি?
-জী হ্যাঁ, হয়েছে।
-তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?
-একবার তিনি জয়ী হোন, একবার আমরা জয়ী হয়েছি।
-তিনি কী কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন?
-না, করেন নি। বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি তিনি এতে কী করেন।

এই ছিলো প্রশ্নোত্তর। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! এ কথাগুলো ব্যতীত অন্য কোনো (অসত্য) কথা ঢুকিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এরপর হিরাক্লিয়াস বললেন, "আমি তোমাকে সে ব্যক্তির বংশ মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি জবাব দিয়েছো, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের। নবী-রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর পূর্বপুরুষ কেউ রাজা-বাদশা ছিলেন কী না। তুমি বলেছো, ছিলেন না। থাকলে বলতাম, তিনি নিজের রাজত্ব ফিরে পেতে চাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর অনুসারীরা সম্ভ্রান্ত না দুর্বলরা। তুমি বলেছো দুর্বলরা। যুগে যুগে দুর্বলরাই প্রাথমিক দিকে নবীদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, তোমরা তাঁকে কখনও মিথ্যাবাদী পেয়েছো কি। তুমি বলেছো, পাও নি। আমি এতে বুঝলাম, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যাচার করেন না, তাঁর পক্ষে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যচার করা সম্ভব না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কেউ পুনরায় ধর্ম ত্যাগ করেছে কি না। তুমি বলেছো করে নি। সত্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে কেউ তা ত্যাগ করে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর ধর্ম অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না। তুমি বলেছো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঈমান এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে। আমি জিজ্ঞেস কলেছিলাম, তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে কী, হয়ে থাকলে ফলাফল কী। তুমি বলেছো হয়েছে এবং কোনো সময় তিনি বিজয়ী হয়েছেন আর কোনোসময় তোমরা বিজয়ী হয়েছো। রাসূলদের এমনিভাবেই পরীক্ষা করা হয়। তারপর চুড়ান্ত বিজয় তাঁদেরই হয়ে

থাকে। আমি জানতে চেয়েছিলাম তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কী না। তুমি বলেছো, করেন না। রাসূলগণ কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।

আবু সুফিয়ান বলেন, হিরাক্লিয়াস সবশেষে প্রশ্ন করলেন, তিনি কি কি কাজের হুকুম দেন? আমি বললাম, সালাত কায়িম করতে, যাকাত দিতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে ও পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন।

এরপর হিরাক্লিয়াস বললেন, "তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে ঠিকই তিনি নবী। তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে। তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করি নি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাৎকে অগ্রাধিকার দিতাম। তাঁর কাছে থাকলে আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব সীমা পৌঁছে যাবে। ..." (বুখারি, মুসলিম)

হযরত আবু সুফিয়ানের মৃত্যু

আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৮ বছর বয়সে মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সাহাবি হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় মুসলিম উম্মাহর খলিফা ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি আবুসফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জানাযায় ইমামতি করেন। আবু সুফিয়ান (রা.) জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসের আলা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৬০)
হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস (আবু সুফিয়ান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৮৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৪ হি., বা ২০ হি. ৬৩৬ বা ৬৪১ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মাতার নাম: গাজিয়্যা বিনতে কায়েস।

ভাইবোন: ১. নওফাল ইবনে হারিস, ২. রবিয়া ইবনে হারিস, ৩. আবদুল্লাহ ইবনে হারিস, ৪. আরওয়া বিনতে হারিস।

স্ত্রী: ১. জুমামাহ বিনতে আবু তালিব, ২. নাগমা বিনতে হামাম, ৩. উম্মে ’আমর বিনতে মুকাওয়ির, ৪. উম্মে ওয়ালাদ।

পুত্র-কন্যা: ১. জাফর ইবনে আবু সুফিয়ান, ২. আবদুল্লাহ বিন আবু সুফিয়ান, ৩. জুমানা, ৪. হাফসা, ৫. ’আতিকা বিনতে আবু সুফিয়ান, ৬. উম্মিয়া, ৭. উম্মে খুলসুম।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি হাশিম, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (জন্মগত নাম মুগিরা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাতো ভাই। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাইও ছিলেন। হযরত হালিমা সা’দিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা উভয়ের দুধমা ছিলেন।

প্রাথমিক জীবন

তিনি নিজের চাচাতো বোন জুমানাহ বিনতে আবি তালিবকে বিয়ে করেছিলেন। পরে আরেক চাচাতো বোন উম্মে ’আমর বিনতে মুকাওয়িয়িনকেও বিয়ে করেন।

---

[৮৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

ছোটবেলায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস একে অন্যের বন্ধু ছিলেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত লাভের পর আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস তাঁকে দুশমন মনে করতে থাকেন। তিনি কুরাইশ মুশরিকদের পক্ষে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে মক্কা শরীফ ফিরে এসে তাঁর চাচা আবু লাহাবকে বিপর্যয়ের খবর দিলেন, "তাদের সাথে যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার পরই আমরা পিছু হঠতে থাকি। তারা আমাদেরকে যাচ্ছে ইচ্ছে হত্যা ও ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। কসম আল্লাহর! আমরা সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া অনেক সৈন্যদের দেখেছি। এরা কাউকে ছাড় দিচ্ছিলো না। তাদের বিরুদ্ধে কেউ খাড়া হওয়ার সাহসই পাচ্ছিলো না।"[৮৬]

ইসলামগ্রহণ

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের আগের রাতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইসলামগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্ত্রী জুমানাকে এ সিদ্ধান্তের কথা বললেন ও ইসলামগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। জুমানাহ বললেন, "অবশেষে, তুমি দেখতে পারছো বেদুঈন ও ভিনদেশীরা মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ামাল্লাম) অনুসরণ করছেন। অথচ তুমি তাঁর কট্টর বিরোধী রয়ে গেলে। তোমার উচিত ছিলো প্রথমেই তাঁকে অনুসরণ ও সাহায্য করা।"

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস তাঁর ভৃত্যকে উট প্রস্তুত করতে তাড়াহুড়া করলেন। তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে 'আবওয়া' নামক স্থানে গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য-সামন্তসহ এ স্থানেই মক্কা বিজয়ের পূর্বের রাত কাটান। ইবনে হারিস ছদ্মবেশে সেখানে পৌঁছেন। তিনি জানতেন তাঁর ও পরিবারের সদস্যদের জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী জুমানাহ, ছেলে জা'ফর এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়্যা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হলেন ইবনে হারিস। তাঁর চোখ মুবারকে চোখ রাখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি অন্যদিকে ফিরে তাকালেন। আবার সেদিকে গিয়ে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে তাকাতে চাইলেন। এবারও তিনি অন্যদিকে তাকালেন। ইবনে হারিস শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন অতীতে তাঁর ইসলাম বিরোধিতার কারণে হয়তো তাঁকে হত্যা করা হবে। তবে তিনি আশা একেবারে ছাড়লেন না। হয়তো ছোটবেলার বন্ধুত্বকে তিনি স্মরণ করে তাঁকে ক্ষমা করবেন।

[৮৬] সীরাতে ইবনে ইসহাক।

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস এবার পাশেই দাঁড়ানো আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনুহর দিকে তাকালেন। তিনিও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অনুরূপ মুখ ফিরালেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও। শেষে উমর (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর দুশমন! তুমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছো। আস্ত দুনিয়া তোমার অপকর্মের কথা অবগত!"

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস এবার হযরতের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচা আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তাঁর জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, কোনো লাভ হবে না। অবশেষে আলী ইবনে আবি তালিবের স্মরণাপণ্ন হলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। কেউই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিসের জন্য সুপারিশ করলেন না।

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুর বাইরে প্রবেশপথে বসে রইলেন। তাঁকে কেউ তোয়াক্কা করলেন না। শেষ পর্যন্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার সৈন্যসহ বিজয়ীর বেশে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়্যার ভাগ্যে কী ঘটবে তখনও বুঝা যায় নি।

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস অংশগ্রহণ করলেন। দুশমনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়, তিনি তাঁর ঘোড়া থেকে লাফ মেরে নেমে গেলেন। হাতে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ালেন এবং (পরাবর্তীতে তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অনেক মুসলিম সৈন্য যখন পালাতে থাকেন, তখন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহর ঘোড়ার একদিকে দৃঢ়পদে উন্মুক্ত তলোওয়ার হাতে দাঁড়ালেন। ঘোড়ার অন্যদিকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, কে তাঁকে রক্ষার্থে দাঁড়িয়েছে? আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস শিরস্ত্রান সরালেন। ইবসে আব্বাস (রা.) বললেন, "তিনি হচ্ছেন আপনার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান। তাঁকে মাফ করে দিন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মাফ করেছি। আল্লাহ তা'আলাও যেনো তাকে মাফ করেন।" আবু সুফিয়ান খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মুবারকে চুমো খেলেন। দয়াল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, "এ হচ্ছে আমার ভাই"।

পরবর্তীতে তিনি আরো বলেন, “এই আনুগত্যের কারণে আবু সুফিয়ান (ইবনে হারিস) ও তাঁর পরিবারবর্গ বেহেশতে প্রবেশ করবে।”[৮৭]

এরপর আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়্যা নবীজীর সম্মুখে শাহাদাতের বাক্যটি পাঠ করেন।

তাঁর ইন্তিকাল

মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান বাকিতে নিজের কবর খুড়ে রাখেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

[৮৭] ওয়াক্বিদী, কিতাবুল মাগাজি।

(৬১)
হযরত আবু হুজাইফা ইবনে ’উৎবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৮৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি., ৬৩৩ খ্রি., / হিযাজ, শহিদ (ইয়ামামা)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: ’উৎবা বিন রাবি’আহ বিন ’আবদে শামস।

মাতার নাম: ফাতিমা বিনতে সাফওয়ান।

ভাইবোন: ১. আবু হাশিম ইবনে ’উৎবা বিন রাবি’আহ।

স্ত্রী: ১. তুবাইতা বিনতে ই’আর, ২. সিহলা বিনতে সুহাইল, ৩. আমিনা বিনতে ’আমর বিন হার্‌ব।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন আবু হুজাইফাহ ইবনে ’উৎবা, ২. আসিম।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি ’আবদে শাম্‌স, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, বদর-উহুদ-ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু হুজাইফা ইবনে ’উৎবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাথমিক সাহাবা ছিলেন। তিনি মক্কা শরিফের দারুল আরকামে ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ‘উৎবা বিন রাবি’আহ কুরাইশদের একজন প্রভাবশীল নেতা ছিলেন। ‘উৎবা জঙ্গে বদরে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের বিরোধিতা করে গেছেন।

আবু হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু জঙ্গে উহুদে শহিদ হওয়া মুস’আব ইবনে উমাইর (রা.) এবং উমাইয়্যাহ খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার (রা.) মামা ছিলেন।

আবু হুজাইফার (রা.) এক ভাইয়ের নাম ছিলো আবু হিশাম বিন ’উৎবা। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি খুব পরহেজগার মুসলমান ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শেষ জীবন কাটান সিরিয়ায়। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আবু হিশাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন।

---

[৮৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আবু হুজাইফা ইবনে উৎবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু জঙ্গে বদর ও জঙ্গে উহুদে অংশগ্রহণ করে বীরের মতো লড়াই করেছিলেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

আবু হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল ইবনে আমরসহ আবিসিনিয়ায় দু'বার হিজরত করেন। সেখানে থাকাবস্থায় তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তার নামকরণ করেন মুহাম্মদ।

শাহাদাতবরণ

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে অনেক সাহাবি শহিদ হন। এক বর্ণনানুযায়ী শহিদের সংখ্যা ছিলো ২,০০০[৮৯]। এ যুদ্ধে হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শহিদ হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর এ খাঁটি বন্দা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবির মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

---

[৮৯] ঠিক কতোজন শহিদ হয়েছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন শহিদের সংখ্যা ছিলো ১২০০।

(৬২)
হযরত উসমান ইবনে মাজ'উন (আবু সাইব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৯০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি., ৬২৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী।
পিতার নাম: মাজ'উন বিন হাবিব বিন ওয়াহ্‌ব বিন হুজাফা।
মাতার নাম: শাখিলা বিনতে 'উনাইস বিন ওয়াহাবান।
ভাইবোন: ১. জয়নব বিনতে মাজ'উন, ২. আবদুল্লাহ বিন মাজ'উন, ৩. কুদামাহ বিন মাজ'উন, ৪. কুতিলা বিনতে মাজ'উন।
স্ত্রী: ১. খাওলাহ বিনতে হাতিম।
পুত্র-কন্যা: ১. আবদুর রহমান ইবনে উসমান বিন মাজ'উন, ২. সা'ইব ইবনে উসমান বিন মাজ'উন।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি জুমাহ, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত উসমান ইবনে মাজ'উন রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের কিছুদিন পরই তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। কোনো কোনো বর্ণনা মুতাবিক তিনি ছিলেন ১৪তম মুসলিম। তাঁর জন্ম হয় কুরাইশ গোত্রের জুমাহ শাখায়। তিনি মদিনা শরীফে মুহাজির হিসাবে অবস্থানকালে জঙ্গে বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামপ্রচারে সহযোগিতা

প্রাথমিক মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে ইসলামের দাওয়াতী কাজে তিনি খুব সক্রিয় ছিলেন। নওমুসলিম হওয়ার পর থেকেই তিনি পরহেজগার ব্যক্তি হিসাবে সবার নিকট

[৯০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

পরিচিতি অর্জন করেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি তিনি একান্ত আনুগত্যশীল ছিলেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

অনেক নওমুসলিমের মতো উসমান ইবনে মাজ'উনও (রা.) কুরাইশদের নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে ১৫ জন সাহাবি (১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা) আবিসিনিয়ায় প্রথমবারের মতো হিজরত করেন। এ হিজরতে হযরত ইবনে মাজ'উনও (রা.) একজন সদস্য ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কা শরিফ ফিরে আসেন। কিন্তু কুরাইশরা তখনও মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছিলো। সুতরাং বাধ্য হয়ে তিনি আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বারের হিজরতেও অংশগ্রহণ করেন। এ হিজরত সংঘটিত হয় ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে। এতে পুরুষের সংখ্যা ছিলো ৮৩ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিলো কোনো কোনো মতে ১৯ জন।

সদ্‌গুণ

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, উসমান বিন মাজ'উন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যু হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রুসিক্ত অবস্থায় তাঁর কপালে চুমো খেয়েছিলেন। (ইবনে মাযাহ, তিরমিযি, আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন কন্যা মারা গেলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আমাদের দ্বীনদার পূর্বসুরী উসমান বিন মাজ'উনের সঙ্গে মিলিত হও।" (মুসনাদে আহমদ)

তাঁর ইন্তিকাল

মদিনা মুনাওয়ারায় মুহাজির হিসাবে উসমান ইবনে মাজ'উন রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। এ সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন। তিনি ৩ হিজরি সনে এ ধরাধাম থেকে বিদায় হোন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।

হে আল্লাহ! আপনার এই আনুগত্যশীল বান্দা ও পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবির মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৬৩)
হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (আবু মুহাম্মদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৯১]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৮ হি., ৬৩৯ খ্রি., / আমওয়াস (জেরুজালেম), মহামারি/স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মাতার নাম: উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারিস।

ভাইবোন: ১. ইবনে আব্বাস (রা.), ২. উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩. কুসাম ইবনে আব্বাস, ৪. মা'বাদ ইবনে আব্বাস, ৫. উম্মে হাবিবা ইবনে আব্বাস।

স্ত্রী: ১. সাফিয়া বিনতে মাহমিয়া।

পুত্র-কন্যা: ১. উম্মে খুলসুম বিনতে ফজল ইবনে আব্বাস।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি হাশিম, বণিক, হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[৯২]

হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বড় ছেলে। তাঁর মাতা উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারিস ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বোন। মক্কা বিজয়ের পর ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হুনাইনের যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধে ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) দৃঢ়পদ ছিলেন। এ যুদ্ধের পরই তিনি স্বপরিবারে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন।

ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁরই চাচাতো বোন সাফিয়া বিনতে মাহমিয়াকে বিয়ে করেন। উম্মে খুলসুম নামে তাঁদের একজন মেয়েসন্তান ছিলেন। তিনি কিলাব

[৯১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

[৯২] উইকিপিডিয়া।

বংশের আমরা বিনতে ইয়াজিদ নামক আরেক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এ বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

ফজল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এক ভাই আবদে ফজল বর্ণনা করেন, তিনি (ফজল) খুব সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। বিদায় হাজ্জের সময় ফজল (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের পেছনের আসনে বসা ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি অপর একটি উটের উপর পরমা সুন্দরী এক মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মুবারক দিয়ে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। এ ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিখ্যাত উক্তি বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি এক যুবক ও এক যুবতীকে দেখলাম, আর তাদের সাথের শয়তানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।" (ইবনে কাছির)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশ মুবারক স্থাপনের সময় ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু কবর শরিফে নেমেছিলেন। আরো যে তিন ব্যক্তি কবর শরিফে নেমেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সালিহ। (বাইহাকি, হাকিম, ইবনে মাযাহ)

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে বাইজান্টিন ও পারস্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাশিদুন খিলাফতকালে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দখলের সময় আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদল সৈন্য আম্মান শহরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রেরণ করেন। এ দলে ছিলেন জুবায়ের ইবনে আউওয়াম এবং ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা।

বর্ণিত আছে, যুদ্ধের ব্যাপারে বর্ণনা দিতে গিয়ে সাঈদ ইবনে আমির জুমাহি (রা.) বলেন, যুদ্ধটি একটি সেতুর উপর হচ্ছিল। আমি দেখতে পেলাম মুসলিম সৈন্যদের অগ্রে জুবায়ের ইবনে আউওয়াম ও ফজল ইবনে আব্বাস (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা) তাঁদের ঘোড়ায় আরোহণ অবস্থায় বাইজান্টিন শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করছেন। ওয়াকিদি বলেন, "দুজনে (জুবায়ের ও ফজল) হাজার অশ্বারোহীদের মতো যুদ্ধ করেছেন।"

মৃত্যু

ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন না। সিরিয়ার আমওয়াস নামক স্থানে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ১৮ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ২৫ বছর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৬৪)
হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৯৩]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: (আনুমানিক) ৩৭ হি., ৬৫৮ খ্রি., / কুফা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: ইয়ামান ইবনে জাবির।
মাতার নাম: রাবাব বিনতে কা'ব বিন 'আদি।
ভাইবোন: ১. সাফওয়ান ইবনে ইয়ামান, ২. ফাতিমা বিনতে ইয়ামান, ৩. সা'দ, ৪. মুদলিজ, ৫. লাইলা, ৬. খাওলা বিনেত ইয়ামান।
স্ত্রী: ১. রায়হানা বিনতে আবি জাহ্‌ল।[৯৪]
পুত্র-কন্যা: ১. উম্মে সালমা, ২. আবু 'উবাইদা বিন হুজাইফা, ৩. সা'দ বিন হুজাইফা।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এবং অন্যান্য।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, আউস, বনি আবদুল আশহাল, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিখ্যাত সাহাবি হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুহাজির না আনসার হবেন এই সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, "তুমি চাইলে মুহাজির হতে পারবে অথবা আনসারও হতে পারবে। তুমি কোন্‌টি চাও?"

উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কীভাবে হলো? হুজাইফার (রা.) পিতার নাম ছিলো ইয়ামান ইবনে জাবির। তিনি কাউকে হত্যা করার পর মক্কা শরিফ থেকে বের হয়ে যান ও তখনকার ইয়াসরিবে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার বনি আশহাল গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এভাবে বসবাস শুরুর পর তার একটি

[৯৩] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/
[৯৪] এআই।

পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর এ সন্তানের নাম ছিলো হুজাইফা। মক্কায় পুনরায় যাওয়ার সুযোগ আসার পরও হুজাইফার পিতা বেশিরভাগ সময় মদিনায় কাটান। হুজাইফা পিতার সঙ্গে মক্কা ও মদিনায় বেড়ে ওঠেন।

ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর হুজাইফার (রা.) পিতা মক্কা শরিফ গিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও হিজরত করেন নি।

হুজাইফা (রা.) একটি মুসলিম গৃহে বড় হতে থাকেন। তাঁর মুসলিম পিতা-মাতার কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ না করেই তিনি মুসলমান হন। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি ব্যকুল হয়ে ওঠেন। অবশেষে এক সুযোগে মদিনা থেকে মক্কায় ভ্রমণে যান ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন মুহাজির না আনসার?" এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে উল্লেখিত পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন। হুজাইফা (রা.) বললেন, "আমাকে একজন আনসারী হিসাবে দেখলে খুব খুশি হবো।"

উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহু কোনো কারণবশত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তবে জঙ্গে উহুদে তিনি ও তাঁর পিতা হযরত ইয়ামান ইবনে জাবির (রা.) অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ভুলবশত বৃদ্ধ হযরত ইয়ামানকে (রা.) মুসলিম সৈন্যরা হত্যা করে। তাঁর উপর আক্রমণের সময় হুজাইফা (রা.) চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, "আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি আমার পিতা!" কেউ কিছু শুনেনি। তাকে নিজের সৈন্যরা ভুলে হত্যা করলো। হুজাইফা (রা.) স্বভাবতই খুব দুঃখ পেলেন, এরপরও বললেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপুরণ দিতে চাইলেন। কিন্তু হুজাইফা (রা.) বললেন, "আমার পিতা শাহাদাতবরণের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি তা পেয়েছেন। হে রব! আপনি সাক্ষী থাকুন, তাঁর ক্ষতিপূরণ আমি মুসলমানদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম।"

দ্বিতীয় রাশিদুন খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে হুজাইফা (রা.) ইরাকে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি কুফা ও মাদাইনের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হন।

উত্তম গোয়েন্দা

হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর তিনটি উত্তম গুণ ছিলো: তাঁর অনন্য বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত-বুদ্ধি ও একাধিকবার প্রশ্ন করলেও তিনি যে কোনো ব্যাপার লুকিয়ে রাখতে পারতেন। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের গুণাবলী অনুধাবন করে তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করতেন। মদিনা শরিফে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে একদল মুনাফিকের আবির্ভাব ঘটে। এরা প্রকাশ্যে মুসলিম ছিলো কিন্তু গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের ভীষণ ক্ষতি করতে চেষ্টা চালাতো। এ মুনাফিকরা প্রকাশ্য কাফির-মুশরিক দুশমনদের থেকেও মারাত্মক ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট ১২ জন মুনাফিকের নাম প্রকাশ করলেন। তিনি হুজাইফাকে (রা.) এদের আনাগোনা ও তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। তিনি সফলভাবে এ গোয়েন্দাগিরি কাজ আঞ্জাম দেন।

তাঁর ইন্তিকাল

তিনি ইরাকের মাদাইন শহরে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণের ৪০ দিন পর ৩৬ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বললেন, "আমার জন্য দু'টুকরো কাফন প্রস্তুত করো।" তিনি ইরাকের মাদাইনের 'সালমান পাক' নামক এলাকায় সমাহিত আছেন। তাঁর কবরের পাশে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুও সমাহিত আছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৬৫)
হযরত ইকরিমা ইবনে আবি জাহিল রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৯৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৩ হি., ৬৩৪ খ্রি., / সিরিয়া, শহিদ (ইয়ারমুক)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।

পিতার নাম: আবু জাহিল বিন হাশিম বিন মুগিরাহ মাখযুমি।

মাতার নাম: উম্মে মুজালিদ বিনতে ইউরবু'।

ভাইবোন: ১. জাওয়াইরিয়া বিনতে আবি জাহিল, ২. হুনফা' বিনতে আবি জাহিল, ৩. সুকরা বিনতে আবি জাহিল, ৪. উম্মে হাকিম বিনতে আবি জাহিল, ৫. উম্মে সাঈদ বিনতে আবি জাহিল, ৬. জামিলা বিনতে আবি জাহিল।

স্ত্রী: ১. উম্মে হাকিম।

পুত্র-কন্যা: ১. উমর বিন ইকরিমাহ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এবং অন্যান্য।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি মাখজুম, শেষের মুসলিম, রিদ্দা যুদ্ধসমূহ- আজনাদাইন-ইয়ারমুক-ফাহ্‌ল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।[৯৬]

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন ইকরিমা ইবনে আবু জাহিলের স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারিস বিন হিশাম ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা একসাথে ইসলামগ্রহণ করেন। উম্মে হাকিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আবদার জানালেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইকরিমা আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইয়েমেনের দিকে চলে গেছেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, আপনি তাকে হত্যা করবেন জেনে। আপনি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাকে ক্ষমা কর হলো।"

---

[৯৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

[৯৬] এআই

উম্মে হাকিম তাঁর গোলামকে নিয়ে ইকরিমার অনুসন্ধানে ছুটে গেলেন। তিহামা সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে তিনি দেখলেন ইয়েমেনগামী একটি জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। জাহাজের এক নাবিক ইকরিমাকে বললেন, "আনুগত্যের বাক্য উচ্চারণ করুন।" ইকরিমা প্রশ্ন করলেন, "সেটা কী?" নাবিক বললেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" ইকরিমা তাকে অবগত করলেন, 'এটা (কালিমা তায়্যিবাহ) থেকেই পালিয়ে এসেছি।"

উম্মে হাকিম তীরে দাঁড়িয়ে এক টুকরো কাপড় উড়াতে শুরু করলেন। সাথে সাথে চিৎকার দিলেন, "হে আমার চাচাতো ভাই! আমি তোমার নিকট এসেছি তাঁর থেকে যিনি পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখেন, যিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। নিজেকে ধ্বংস করো না।" ইকরিমা তীরে এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন। উম্মে হাকিম বললেন, "আমি তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ক্ষমার সংবাদ নিয়ে এসেছি।" ইকরিমা প্রশ্ন করলেন, "তাই নাকি?" তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেছি, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" ইকরিমা ফিরে আসলেন। তবে তখনও ইসলামে দীক্ষিত হলেন না।

পথিমধ্যে ইকরিমা (রা.) মনে মনে ইসলাম কবুল করে নিলেন। এরপর রাসূল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাক্ষৎ করতে রওয়ানা হলেন। ইকরিমা (রা.) মক্কার নিকটস্থ হলে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন, "আবু জাহিলের পুত্র ইকরিমা একজন মু'মিন ও মুহাজির অবস্থায় তোমাদের নিকট আসছে। তোমরা তার পিতাকে অভিশাপ দেবে না। কারণ মৃতকে অভিশাপ দিলে জীবিতরা মনক্ষুণ্ন হয়।"

ইকরিমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হলেন। ইকরিমার সাথে পর্দানশীন অবস্থায় তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকিমও ছিলেন। ইকরিমা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মহিলা বলছেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।" তিনি একথা শুনে বললেন, "মহিলা সত্য বলেছেন। তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত আছে।" এরপর ইকরিমা কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত হলেন।

ইকরিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহু অতীতের সকল কুকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবদার জানালের তাঁর পাপ মোচনের জন্য দু'আ করতে। দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তাঁর সকল ধরনের শত্রুতার জন্য যে পাপ হয়েছে তা তুমি ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি তাঁর সকল ধরনের অন্যায় কর্মের পাপ থেকেও তাঁকে ক্ষমা করো।"

ইকরিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খুব আনন্দিত। এখন থেকে ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হলাম। আল্লাহর রাস্তায় আমি যুদ্ধ করতে থাকবো।"

এদিন থেকে ইকরিমা (রা.) একজন সাহসী অশ্বারোহী হিসাবে বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের মিশনের জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। একই সময় তিনি একজন পাকা পরহেজগার হলেন। তিনি মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াত এবং নফল ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হোন। কুরআন শরিফকে নিজের চেহারার উপর রেখে বলতেন, "আমার রবের কিতাব, আমার রবের শব্দাবলী।" তিনি আল্লাহর ভয়ে খুব বেশি কাঁদতেন।

বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে তিনি সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সর্বদা সৈন্যদলের অগ্রে থাকতেন। অনেক যুদ্ধে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি রিদ্দা যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রায় সকল জিহাদে তিনি বীরের মতো লড়াই করেছেন।

তাঁর শেষ যুদ্ধ ছিলো বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে ৬ দিনব্যাপী স্থায়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধ। ইকরিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে এক পর্যায়ে শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকে বাইজান্টিনদের কতল করছিলেন প্রবল বেগে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর নিকট ছুটে গিয়ে বললেন, "থামো ইকরিমা! তোমার মৃত্যু হবে মুসলমানদের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ।" তিনি বললেন, "আসো, আমরা যুদ্ধ করতে থাকি, খালিদ। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছো। আমি ও আমার পিতা সর্বাপেক্ষা বেশি তাঁর বিরোধিতা করেছি। অতীতের এসব কুকর্ম শোধরানোর সুযোগ দাও। আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধ করেছি। এখন আমি কীভাবে বাইজান্টিনদের থেকে পালাতে পারি? এটা কখনও হবে না।" এরপর তিনি চিৎকার দিলেন, "কে আছো এসো! মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকি।"

ইকরিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চিৎকারে চারশত মুজাহিদ এগিয়ে আসলেন। তাঁরা সবাই তুমুল যুদ্ধে নিমজ্জিত হলেন, অনেকে শহিদ হলেন এবং মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করলেন।

যুদ্ধ শেষে ভীষণভাবে আহত তিনজন ছটফট করতে থাকেন। এরা হচ্ছেন হারিস ইবনে হিশাম, আয়াশ ইবনে আবি রাবিয়াহ ও ইকরিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হারিস বললেন, "পানি, পানি"। একজন পানি নিয়ে তাঁর নিকট আসলেন। এ সময়

আয়াশও বললেন “পানি, পানি”। হারিস বললেন, আয়াশকে আগে পানি দাও। পানি বহনকারী ছুটে গেলেন আয়াশের নিকট। শোনা গেলো ইকরিমাও “পানি, পানি” বলছেন। পানি নিয়ে তাঁর নিকট যাওয়া হলো। কিন্তু তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যা্গ করলেন। পানি নিয়ে যাওয়া হলো আয়াশের নিকট, তিনিও ইতোমধ্যে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। অবশেষে পানি বহনকারী হারিসের নিকট ছুটে গেলেন। কিন্তু হায়, ইতোমধ্যে তিনিও চলে গেলেন। শেষ মুহূর্তে কারোরই পানি পান করা ভাগ্যে জুটলো না। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হে আল্লাহ! আপনি সকল শহিদ আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমদের উপর আরো বেশি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের মর্যাদা লাখো গুণ বাড়িয়ে দিন। আমিন।

(৬৬)
হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (আবু মা'বাদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[৯৭]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / ইয়েমেন।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৩ হি., ৬৫৩ খ্রি., / জুরফ্, মদিনা মুনাওয়ারা।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি।

পিতার নাম: 'আমর বিন ছা'লাবাহ বিন মালিক।

মাতার নাম: অজানা।

ভাইবোন: অজানা।

স্ত্রী: দুবা'আ বিনতে জুবায়ের।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ বিন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, ২. মা'বাদ বিন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, ৩. কারিমা বিনতে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আলে বনি জুহরাহ, প্রাথমিক মুসলমান, আবিসিনিয়া-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বাকি।[৯৮]

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবী হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা। তিনি ছিলেন শক্তিশালী, উত্তম দেহগঠনযুক্ত এক দুঃসাহসী ব্যক্তি। বিপদের সময় সহজে ভেঙ্গে পড়ার পাত্র ছিলেন না। ইয়েমেনে জন্ম নেওয়া এই সাহাবির আসল নাম ছিলো মিকদাদ বিন 'আমর। ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগে মক্কার এক মুশরিক যার নাম ছিলো আসওয়াদ তাঁকে নিজের পালকপুত্র ঘোষণা করায় তিনি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ নামে সুপরিচিত ছিলেন।

গুণাবলী ও হিজরত

---

[৯৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

[৯৮] এআই

মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু শিক্ষিত ও পণ্ডিত সাহাবাদের একজন ছিলেন। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কুরাইশ মুশরিকদের কর্তৃক নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এরপর মক্কা শরিফে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন, তিনি তখন হিজরত করতে পারেন নি। অবশেষে তিনি মুশরিকদের একটি কাফেলার সঙ্গে মক্কা শরিফ ত্যাগ করেন। এদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬০ থেকে ৮০ জনের একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন ঐ কাফেলাকে আক্রমণ করতে। এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উবাইদা ইবনে হারিস রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সৈন্যদল কাফেলার সামনে যাওয়ার পরও কোনো যুদ্ধ হয়নি। সুতরাং হযরত মিকদাদ (রা.) ও উৎবা (রা.) নামক আরেকজন সাহাবি মদিনার সৈন্যদলে এসে একত্রিত হোন। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাব্বার বিন সাখর আনসারীকে (রা.) তাঁর ভাই হিসাবে ঘোষণা করেন।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে

একদা রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের যে কেউ খুবাইবের (রা.) মরদেহ (মুশরিকদের কবল থেকে) উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে, সে হবে বেহেশতী।" উপস্থিত আসহাবে কিরামের মধ্যে হযরত জুবায়ের বিন আউওয়াম ও হযরত মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এই কাজ করতে এগিয়ে আসলেন। তাঁরা এ দায়িত্ব অঞ্জাম দেওয়ার পর জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবতরণ করে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফেরেশতারা আপনার এ দু'জন সাহাবির প্রশংসা করছেন।"

অপর আরেকদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ব্যক্তি কর্তৃক কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি প্রথমজন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "সে হচ্ছে অত্যন্ত আজ্ঞানুবর্তী"। দ্বিতীয়জন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "সে হচ্ছে লোকদেখানোতে আগ্রহী ব্যক্তি"। বর্ণনাকারী বলেন, তিলওয়াতকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

গৌরবোজ্জ্বল যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ

হযরত মিকদাদ রদ্ধিআল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি অশ্বারোহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উত্তম তীরন্দাজ। অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১ম হিজরির জুল-কা'দায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আকটি অভিযানে সাদা পতাকা দিলেন। এই পতাকা বহন করেছিলেন হযরত মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত মিকদাদ (রা.) পেছনের সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন। অষ্টম হিজরি সনে মক্কা বিজয়ের দিন ১০,০০০ সৈন্যের বিশাল বহরের বামদিকের কমান্ডার ছিলেন হযরত জুবায়ের ইবনে আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং ডানদিকের কমান্ডার ছিলেন অশ্বারোহী হযরত মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

পনেরো হিজরির ৫ রজব ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত মিকদাদ (রা.) মুসলিম সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াতমালা তিলাওয়াত করেন।

মিসর জয় হয়েছিল ২৭ হিজরি সনে। হযরত মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমর বিন আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করেন। এছাড়া একই বছর আবদুল্লাহ বিন সা'দের নেতৃত্বে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি জিহাদে শরীক হোন। ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস দ্বীপ বিজয়ের সময়ও তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

সিরিয়া বিজয়ের সময় একদিন যুদ্ধের ময়দানে মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু দুশমনদের প্রতি হুঙ্কার তুলেন, "হে আল্লাহর দুশমনগণ! তোমরা ও তোমাদের মতো সকলই যদি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসো তবুও আমরা পরোয়া করি না। তোমাদের হাজার যোদ্ধার বিরুদ্ধে আমাদের একজনই যথেষ্ট। কারণ, আমরা এসেছি শহিদ হতে এবং আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী।"

বদরের যুদ্ধের পূর্বে তাঁর বক্তব্য

বদরের যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে হযরত মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা নির্দেশ পেয়েছেন তা আঞ্জাম দিতে অগ্রসর হোন। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! বনি ইসরাঈল মূসা আলাইহিসসালামকে যেভাবে বলেছিল, 'তুমি তোমার প্রভুর সাথে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই থাকবো।' আমরা কখনো বলবো না, 'আপনি আপনার আল্লাহকে নিয়ে যুদ্ধ করুন', আমরা সবাই আপনার সাথে আছি! আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথে। যদি আপনি বারক আল-গিমাদের[৯৯] দিকেও আমাদেরকে নিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে থেকে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না আপনি সেখানে পৌঁছান।"

---

[৯৯] সৌদি আরবের আসির প্রদেশের একটি সমুদ্র তীরবর্তী স্থান।

শেষের জীবন ও মৃত্যু

বর্ণিত আছে হযরত মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এক খ্রিস্টান গোলাম ছিলো। সে বললো, মিকদাদের (রা.) তলপেট থেকে চর্বি তুলে ফেলে দিলে তিনি সুস্থ হবেন। মিকদাদ (রা.) রাজী হলেন। গোলাম পেট কেটে চর্বি বের করলো ঠিকই কিন্তু সেলাইকরা কাটা স্থানে সংক্রমণ দেখা দিলো। ফলে তাঁর অবস্থা দিনের দিন অবনতি হতে লাগলো। এ থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি জুবায়ের ইবনে আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করলেন, তাঁর একটি ভূসম্পত্তি বিক্রি করে নিজের দুটি সন্তানকে অর্থ দিতে।

এক বর্ণনায় জানা যায়, মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩৩ হিজরি সনে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেখানেই সমাহিত আছেন। তবে ইতিহাসবিদ ইবনে জরির তাবারী রাহিমাহুল্লাহর মতে তিনি মদিনা শরিফ থেকে ৩ মাইল দূরে জুরফ্ নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত আছেন।

আল্লাহ তা'আলা পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান মুজাহিদ সাবাহার মর্যাদা আরো বেশি বাড়িয়ে দিন। আমিন।

(৬৭)
হযরত 'উমায়ির বিন সা'দ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫০ (আনুমানিক) হি., ৬৭০ খ্রি., / সিরিয়া (হম্‌স), স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: সা'দ বিন 'উবাদ কা'রি।

মাতার নাম: অজানা।

ভাইবোন: অজানা।

স্ত্রী: অজানা।

পুত্র-কন্যা: অজানা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, বনি 'আমর, বনি 'আউফ, বনি উমাইয়্যা, বনি জায়িদ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাহাবা 'উমায়ির বিন সা'দ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন অল্প বয়সের বালক মাত্র তখন তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর পরিবার গরিব ছিলেন। উমায়িরের বিধবা মাতা মদিনার ধনাঢ্য ব্যক্তি জুলাস ইবনে সুয়াইদকে বিয়ে করেন। জুলাস ছিলেন মদিনা শরিফের প্রভাবশীল আউস গোত্রভুক্ত। মাত্র ১০ বছর বয়সে 'উমায়ির ইসলামে দীক্ষিত হন। মুসলমান হওয়ার পর থেকেই তিনি নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন।

'উমায়ির (রা.) ও জুলাস সুয়াইদ

হিজরতের নবম বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়ার ঘোষণা দেন। সৈন্যরা যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে, 'উমায়ির (রা.) মসজিদে নববীতে নামায আদায় করে বাড়িতে ফিরে আসলেন। মদিনার মুসলমানরা এই কঠিন অভিযানে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

---

[১০০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

করছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন জুলাস সুয়াইদ তখনও অভিযানে যাত্রার কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করনে নি। এছাড়া জিহাদের জন্য অনুদানও দেন নি। অথচ ইতোমধ্যে তিনি লক্ষ করলেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই স্বর্ণালঙ্কার ও মুদ্রা যে যেটুকু পারেন জিহাদের জন্য সদকা করছিলেন। তিনি আরও দেখলেন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হস্তান্তর করলেন। তিনি এটাও দেখলেন, এক ব্যক্তি তলোয়ার ক্রয় করার জন্য নিজের বিছানাপত্র বিক্রি করেছেন।

'উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ধনবান সৎপিতা সুয়াইদকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেনো এখনও অনুদান দেননি ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন না। জুলাস সুয়াইদ যে জবাব দিলেন তা'তে উমাইর অত্যন্ত মর্মাহত ও আশ্চর্য বোধ করলেন। সুয়াইদ বললেন: "যদি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সত্যিই নবী হয়ে থাকেন. তাহলে আমরা সবাই হয়ে যাবো গাধা থেকেও নিকৃষ্ট!"

'উমায়ির এ কী শুনলেন? তিনি তা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবগত করবেন কী না ভাবতে লাগলেন। এরূপ বাক্য একমাত্র মুনাফিক ছাড়া কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করা উচিত। সুতরাং তিনি মসজিদে নববীতে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর সৎপিতার কথাটি অবগত করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে জুলাস সুয়াইদকে ডেকে পাঠালেন। সুয়াইদ বললেন, তিনি এরূপ কিছু বলেন নি। 'উমায়ির ইবনে সা'দ মিথ্যা বলেছেন।

'উমায়ির তখন দু'আ করলেন, "হে প্রভু! আপনি আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহির মাধ্যমে অবগত করুন- আমি তাঁর নিকট যা বলেছি।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করিম নাজিল করলেন: "তারা কসম খায় যে, আমরা বলি নি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত: এরা যদি তওবাহ করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব- দুনিয়া ও আখিরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই।" (৯:৭৪)

উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর জুলাস রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট ছুটে গিয়ে বললেন, "আমি তাওবাহ করছি। 'উমায়ির সত্য বলেছে আর আমি মিথ্যা বলেছি। আমি সনির্বন্ধ প্রার্থনা করছি- আল্লাহ আমার তাওবাহ গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা করুন।"

এদিন থেকে জুলাস (রা.) খাঁটি মুসলমান হয়ে যান। যখনই 'উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা মনে পড়তো তখনই তিনি বলতেন, "হে প্রভু! 'উমায়িরকে আপনি উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আমাকে অবশ্যই অবিশ্বাস থেকে রক্ষা করেছেন এবং আমার গ্রীবাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়েছেন।"

প্রশাসক নিয়োগ

রাশিদুন খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু 'উমায়ির ইবনে সা'দকে সিরিয়ার হম্‌স শহরের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি তখন আরব উপদ্বীপে ও বৃহৎ সিরিয়ায় সৈন্যদলের কমান্ডার হিসাবে বিভিন্ন অভিযানে জড়িত ছিলেন। তিনি তখনও অল্প বয়সের যুবক ছিলেন।

খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সময় হযরত 'উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু পেশাগত অবস্থানের জন্য হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে অসুস্থতা হেতু খলিফাকে স্বীয় প্রশাসকের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। খলিফা তাঁর এ আবদার গ্রহণ করলেন এবং পরিত্যক্ত এলাকার প্রশাসক হিসাবে মুয়াবিয়াকে (রা.) নিয়োগ করলেন।

তাঁর ইন্তিকাল

হযরত 'উমায়ির ইবনে সা'দ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক বিশেষ কারণে জন্মস্থান মদিনা মুনাওয়ারায় আসেন। তিনি তখনকার রাশিদুন খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর কিছুদিন পর সিরিয়ার হমসে ফিরে যান। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কোনো বিষয়-সম্পত্তি রেখে যান নি। যা কিছু ধন-সম্পদ ছিলো তিনি সবই গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সুবনাহু ওয়াতা'আলা তাঁর এ মায়ার বান্দার মাক্বামাত আরো বেশি উন্নততর করুন।

(৬৮)
হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (আবু আবদুল্লাহ, আবু 'ঈসা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০১]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / তা'য়িফ।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫০ হি., ৬৭০ খ্রি., / কুফা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, প্রশাসক।
পিতার নাম: দুখশাম বিন মালিক।
মাতার নাম: 'আমিরা বিনতে সা'দ।
ভাইবোন: অজানা।
স্ত্রী: জামিলা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।
পুত্র-কন্যা: ১. উরওয়া বিনতে মুগিরা বিন শু'বা, ২. হামজা বিন মুগিরা বিন শু'বা, ৩. ইয়া'ফুর বিন মুগিরা বিন শু'বা, ৪. 'আক্কার বিন মুগিরা বিন শু'বা ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- তাক্বাফি, রিদওয়ান, অনুলেখক।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[১০২]

হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী সাহাবা ছিলেন। খুব সা্হসী, সুবক্তা, উত্তম প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিলো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব বেশি ভালোবাসতেন।

জন্ম এবং ইসলামগ্রহণ

হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্মস্থান হচ্ছে তা'য়িফ শহর। তিনি ৫ হিজরি সনে ইসলামে দীক্ষিত হোন। ইসলামগ্রহণের পর থেকেই তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে একান্ত আপনজন মনে করে ভালোবাসতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কারো সামান্যতম

---

[১০১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/
[১০২] https://www.dawateislami.net/

বে-আদবি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ষষ্ঠ হিজরি সনে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশ প্রতিনিধি উরওয়ান বিন মাস'উদ সাক্বাফি তার হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়ি মুবারক ছুঁইতে উদ্যোত হয়। পাশে দঁড়ানো মুগিরা (রা.) সাথে সাথে তরবারির হাতল দিয়ে তার হাতে মৃদু বাড়ি দিয়ে বললেন, "রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র দাড়ি থেকে তোমার হাত দূরে রাখো!"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গে

মুগিরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু যতবেশি সম্ভব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গে থাকার চেষ্টা করতেন। প্রায়ই তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য উদ্বুর পাত্রে পানি ভরে দিতেন।

এছাড়া তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সময় ক্ষেপণের স্মৃতি ধরে রাখতেন। তিনি বলেন, "একদা আমার গোফ বেশ লম্বা হয়ে যায়। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গোফ ছেঁটে দিলেন।"

ভালোবাসার আকর্ষণ

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ মুবারক কবর শরিফে রাখলেন তখন ইচ্ছা করেই মুগিরা ইবনে শু'বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজের আংটি কবর শরিফের ভেতর ফেলে দিলেন। ব্যাপারটি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জানালেন। তিনি বললেন, "যাও, তোমার আংটি নিয়ে আসো।" সুতরাং মুগিরা (রা.) কবর শরিফে নেমে আংটি তুলে নিয়ে আসার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পবিত্র ও মুবারক কাফনের কাপড়ে হাত বোলালেন।[১০৩]

পরবর্তীতে তিনি বলতেন, "রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলাম- আমি।"

তাঁর ধীশক্তি

তাবিঈ হযরত কাবীশাহ বিন জাবির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি কিছু সময় হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে থেকেছি। যদি কোনো শহরে আটটি দরোজা থাকে এবং কোনোটি দিয়ে বের হওয়া অসম্ভব হয়, তথাপি হযরত

---

[১০৩] তারিখে ইবনে আসাকির, খ. ৬০, পৃ. ২৯।

মুগিরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু আল্লাহ-প্রদত্ত কৌশল কাজে লাগিয়ে সব দরোজা দিয়ে বের হওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

যুদ্ধে অসাধারণ সাহস

পঞ্চম হিজরির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যতোটি যুদ্ধ-অভিযান হয়েছে, সবটিতেই হযরত মুগিরা (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মিথ্যা নবীর দাবিদারগণ ও কিছু গোত্রের জাকাত প্রদানে অস্বিকৃতিকারীরা ফিতনার জন্ম দেয়। ফলে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযান সংঘটিত হয়। হযরত মুগিরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসব যুদ্ধ-অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সাহসিকতা ও যুদ্ধ কৌশলের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে সিরিয়া বিজিত হয়। হযরত মুগিরা (রা.) প্রায় সবক'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরের মাতো লড়াই করেছেন। যুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শক্ত পাহাড়ের মতো শত্রুদের সম্মুখীন হয়েছেন। এ যুদ্ধে একটি তীর তাঁর এক চোখে বিদ্ধ হয়, ফলে তিনি এ চোখটি হারান। পারস্যবিরোধী কাদেসিয়া ও নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথা ভুলে যুদ্ধ করেছেন।

প্রশাসক

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রথমে বাহরেইনের প্রশাসক নিয়োগ করেন। পরে তাঁকে বসরার প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব দেন। পরবর্তীতে মুগিরা (রা.) কুফার প্রশাসক নিযুক্ত হন। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তিনি রাজনীতি থেকে সরে পড়েন। এরপর মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক উমাইয়্যা খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর হযরত মুগিরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পুনরায় কুফার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘ ৯ বছর এ দায়িত্বে ছিলেন।

হাদিস বর্ণনা

হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর জীবন কাটিয়েছেন ইসলামের খিদমাতে। এছাড়া তিনি ১৩৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ৯টি

বুখারী-মুসলিমে স্থান পেয়েছে। এককভাবে ১টি হাদিস বুখারি শরিফে এবং ২টি হাদিস মুসলিম শরিফে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

হযরত মুগিরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল

হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৭০ বছর বয়সে হিজরি ৫০ সনের শা'বান মাসে কুফায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি কুফায় সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৬৯)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ’আমর বিন হারাম (আবু জাবির) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০৪]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি., ৬২৫ খ্রি., / উহুদ, শহিদ।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী।
পিতার নাম: ’আমর বিন হারাম (রা.)।
মাতার নাম: রাবাব বিনতে কায়েস।
ভাইবোন: ১. শামুস বিনতে ’আমর বিন হারাম (রা.), ২. হিন্দ বিনতে ’আমর বিন হারাম, ৩. লুমাইস বিনতে ’আমর বিন হারাম, ৪. উম্মে ’আমর বিনতে ’আমর বিন হারাম, ৫. ফাতিমা বিনতে ’আমর বিন হারাম।
স্ত্রী: ১. উমাইসা বিনতে ’আনমা ইবনে ’আদি।
পুত্র-কন্যা: ১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ২. উম্মে মুআ’জ বিনতে আবদুল্লাহ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- খাজরাজ, বনি জুশাম, বনি খাজরাজ, বনি সালামাহ, আকাবা-২, আকাবা নেতা, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ’আমর ইবনে হারাম আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। মদিনায় জন্ম নেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। তাঁর জন্মসন জানা যায়নি। তিনি মদিনা শরিফের বনি সালামাহর নেতা হিসাবে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে উপস্থিত ছিলেন।

নুকাবার একজন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাবার দিত্বীয় বাইআতের সময় বারো জন আনসারকে নুকাবা (নেতা) সাব্যস্ত করনে। এদেরই একজন হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ’আমর ইবনে হারাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

---

[১০৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

তাঁকে সবাই সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতা।

নুকাবা কারা

৬২২ খ্রিস্টাব্দে আকাবার দ্বিতীয় বাইআতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার আনসারদের মধ্য থেকে ১২ জন নেতা নিযুক্ত করেন। এটা ছিলো হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের ১২ জন শিষ্য নির্বাচনের অনুরূপ। এ নুকাবার তালিকা যারতার গোত্রের নামসহ নিচে তুলে ধরা হলো।

নুকাবার তালিকা

খাজরাজ বংশের নুকাবা

১. আস'আদ ইবনে জুরারাহ (রা.) - বনি মালিক ইবনে নাজ্জার।
২. সাদ ইবনে রাবি' ইবনে 'আমর (রা.) - বনি হারিস ইবনে খাযরাজ।
৩. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) - বনি হারিস ইবনে খাযরাজ।
৪. রাফি' ইবনে মালিক ইবনে আযলান (রা.) - বনি জুরাইক ইবনে আমির।
৫. বারা ইবনে মা'রুর ইবনে সাখ্র (রা.) - বনি সালামাহ।
৬. আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে হারাম (রা.) - বনি সালামাহ।
৭. উবাদা ইবনে সামিত (রা.) - বনি 'আউফ ইবনে খাজরাজ।
৮. সাদ ইবনে উবাদা ইবনে দুলায়িম (রা.) - বনি সা'ইদা।
৯. মুনযির ইবনে 'আমর ইবনে খুনায়িস (রা.) - বনি সা'আদা।

আউস বংশের নুকাবা

১০. উসাইদ ইবনে হুজায়ির ইবনে সিমাক (রা.) - বনি আবদে আশহাল।
১১. সাদ ইবনে খাইসামা ইবনে হারিস (রা.) - বনি 'আমর ইবনে আউফ।
১২. রিফা'আ ইবনে আবদে মুনজির (রা.) - বনি 'আমর ইবনে আউফ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুকাবাদের বললেন, "তোমরা অন্যদের জন্য দায়ী থাকবে যেভাবে মরিয়ম (আ.) পুত্র ঈসা (আলাইহিসসালাম) নবীর হাওয়ারিনরা ছিলেন। আর আমি আছি আমার লোকদের জন্য দায়ী।"

নুকাবারা সবাই রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথায় একমত হলেন।

পঠিকবৃন্দ লক্ষ করুন, আমাদের আলোচিত সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে হারাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নাম উক্ত তালিকায় ৬ নাম্বারে আছে।

জঙ্গে উহুদে শাহাদাতবরণ

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বর্ণনা করেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা.) বলতে শুনেছেন: আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহিদ হোন। যুদ্ধ শেষে আমি তাঁর নিকট ছুটে যাই। দেখলাম তাঁর দেহকে মুশরিকরা কেটে ফেলেছে। তাঁর মুখ ঢাকা ছিলো। আমি কাঁদতে থাকি। কিছু লোক আমাকে ক্রন্দন করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন না। ফাতিমা বিনতে ’আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহা কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন: “তোমরা তাঁর জন্য কাঁদো বা না, ফিরিশতারা তাঁদের পাখা মেলে তাঁর উপর ছায়া দিচ্ছেন যতক্ষণ না তোমরা তার দেহ তুলে নেবে।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ’আমর ইবনে হারাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তাঁরই বন্ধু ’আমর ইবনে জামুহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে একই কবরে সমাহিত করা হয়। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, “একই কবরে দু’জন থাকাটা আমি পছন্দ করি নি। সুতরাং ৬ মাস পরে কবর খুড়ে আমার পিতার লাশ অন্য স্থানে কবর দিই। তাঁর মরদেহ সম্পূর্ণরূপে তাজা ছিলো।”

আল্লাহ জাল্লে জালালুহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ’আমর ইবনে হারাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৭০)
হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (আবু আবদুর রহমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪৬ হি., ৬৬৬ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, ফিক্‌হ।

পিতার নাম: মাসলামা বিন সালামা বিন খালিদ।

মাতার নাম: উম্মে শাহ্‌ম খুলাইদা বিনতে আবি ’উবাইদ।

ভাইবোন: ১. মাহমুদ ইবনে মাসলামা, ২. উম্মে ’আব্‌স বিনতে মাসলামা।

স্ত্রী: ১. উম্মে আমর বিনতে সালামা বিন ওয়াক্বাশ, ২. ’আমরা বিনতে মাসউদ বিন আউস, ৩. উম্মে ওয়ালাদ এবং অন্যান্য।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, ২. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, ৩. জাফর বিন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, ৪. সা’দ বিন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, ৫. জায়িদ বিন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, আউস, বনি আবদুল আশহাল, বনি হারিসা, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁকে বলা হতো, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘*নাইট*’ (সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা)”। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ইসলামের ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। অটল ঈমান, দৃঢ় সাহসীকতা এবং নিয়মনীতিময় নেতৃত্বের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ইসলামগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বেই তিনি মুস’আব ইবনে উমাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে স্বীয় জন্মস্থান মদিনা মুনাওয়ারায় ইসলামে দীক্ষিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত

---

[১০৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

করার পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একতা বজায় রাখতে ভ্রাতৃত্ববন্ধন করেন। হযরত ইবনে মাসলামার (রা.) মুহাজির ভাই ছিলেন আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

জিহাদের অনুমতি পাওয়ার পর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত প্রায় সব ক'টি যুদ্ধ ও অভিযানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ছিলো জঙ্গে বদর। ইবনে মাসলামা (রা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি বীরের মতো লড়াই করেছিলেন। উহুদে মুসলিম সৈন্যদের বিপদের সময় যে ক'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে রক্ষার্থে তাঁর চতুর্দিকে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনে মাসলামা (রা.)।

পরবর্তীতে ইয়াহুদি গোষ্টি বনি নাদিরকে মদিনা শরিফ থেকে বহিস্কার করার সময় ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভূমিকা পালন করেন। পরের বছর অর্থাৎ ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে দুমাতুল জান্দাল অভিযানেও তাঁর ভূমিকা ছিলো।

আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে যখন বিদ্রোহী ও মিথ্যা নবী দাবিদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রিদ্দা যুদ্ধ ও অভিযান হয়, তখন ইবনে মাসলামা অংশগ্রহণ করেন। এসব যুদ্ধ-অভিযানের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন যুদ্ধ ছিলো ইয়ামামার যুদ্ধ।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার (রা.) নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক কুরাতার বিরুদ্ধে অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। অভিযান শেষে ইবনে মাসলামা (রা.) ১৫০টি উট ও ৩,০০০ মেষ মদিনায় নিয়ে আসেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে ইবনে মাসলামার (রা.) নেতৃত্বে ২০ জন অশ্বারোহীর একটি সেনাদল অগ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পুরো ক্যাম্পের রাতের প্রহরীদের নেতা হিসাবে দায়িত্ব দেন।

খাইবার যুদ্ধে মুসলিম ছাউনির অবস্থান হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঠিক করেছিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধের সময় তাঁর ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু দূর্গের ছায়ায় বসাবস্থায় মারহাব নামক এক ইয়াহুদি যোদ্ধা তাঁর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হোন এবং তিনদিন পরে শাহাদাতবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে মাহমুদের এক মেয়ের দেখভালের দায়িত্ব নেবেন বলে ভাইয়ের সাথে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা অঙ্গীকারবদ্ধ হোন। এছাড়া ইয়াহুদী খুনী মারহাবকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে এক পা কেটে ফেলেন। তবে তাকে হত্যা

করার পূর্বে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তার মাথা কেটে দিয়েছিলেন। ইবনে মাসলামা পরবর্তীতে ইয়াহুদী বীর যোদ্ধা ইউসাইরকে হত্যা করেন।

খাইবারের ৮টি দূর্গ নিয়ন্ত্রণে আনার পর ইবনে মাসলামা (রা.) ও মুসলিম সৈন্যরা ওয়াদি কুরা নামক স্থানে অবস্থানরত ইয়াহুদী গোষ্টিকে আক্রমণ করেন। ইয়াহুদীরা আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে ৬২৯ সালের প্রথম উমরা সংঘটিত হয়। মূল কাফেলা মক্কা শরিফ পৌঁছার পূর্বেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতার জন্য মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার নেতৃত্বে ১০০ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সৈন্যদল দেখে কুরাইশরা ভয় পেয়ে যায়। তারা মুসলমানদের উমরা পালনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের হামলা করতে বিরত থাকে।

খোলাফায়ে রাশিদুনের আমলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করিছি, ইবনে মাসলামা (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে রিদ্দা যুদ্ধসমূহ ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরবর্তী খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালেও বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি খলিফার ব্যক্তিগত তত্বাবদায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো স্থানে কোনো অনিয়ম বা অন্যায় কাজ সংঘটিত হলে তিনি এর খবরাখবর খফিলার নিকট পৌঁছাতেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পরিদর্শকের কাজ অব্যাহত ছিলো। ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে কুফায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সবকিছু পরিদর্শন করে প্রতিবেদন পাঠান যাতে উল্লেখিত ছিলো সেখানে কোনো অনিয়ম হয় নি।

হযরত ইবনে মাসলামার মৃত্যু

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যুসন ছিলো ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ইবনে সা'দের মতে ইবনে মাসলামা (রা.) জর্দানের একব্যক্তি কর্তৃক হত্যার শিকার হন। হত্যাকারী গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর নিরপেক্ষ থাকাটা পছন্দ করে নি। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিশিষ্ট সাহাবির মর্যাদা লক্ষগুণ বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৭১)
হযরত সুজা বিন ওয়াহব আসাদী (আবু ওয়াহব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি., ৬৩৩ খ্রি., / শহিদ (ইয়ামামা)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: ওয়াহব বিন রাবি'আ বিন আসাদ।
মাতার নাম: অজানা।
ভাইবোন: ১. 'উকবা বিন ওয়াহব আসাদী, ২. আবু সুফিয়ান বিন ওয়াহব আসাদী।
স্ত্রী: ১. জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: অজানা।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- বনি খুজাইমা, বনি আবদে শামস, প্রাথমিক মুসলিম, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, দূত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত সুজা ইবনে ওয়াহব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাথমিক যুগের ইসলামগ্রহণকারী সাহাবি ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার যুগে এই সাহাবি (রা.) হিজরত, যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও দূত হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁর অবদানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বনি আমির গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান। ২৪ জন সৈন্যের এ অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে কেউ নিহত হয়নি। তবে মুসলমানরা বিজয়ী হোন।

ইবনে ওয়াহব (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে সিরিয়ার গাসান গোত্রে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে গোত্র প্রধান দাওয়াত গ্রহণ করেন নি।

হযরত সুজা (রা.) দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন।

---

[১০৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইবনে ওয়াহব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১৭ রমজান ২ হিজরি সনে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ৭ শাওয়াল ৩ হিজরি সনে অনুষ্ঠিত উহুদের যুদ্ধেও তিনি বীরের মতো লড়াই করেছিলেন। ৫ হিজরির শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। ইবনে ওয়াহব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, হযরত ইবনে ওয়াহব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত সকল যুদ্ধ ও অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন

হযরত সুজা ইবনে ওয়াহব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দামেস্কোর নিকটস্থ গৌতা গোত্রের গাসানী শাসক হারিস ইবনে আবি শিমরের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। গৌতা বাইজান্টিন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কররাজ্য ছিলো। ইবনে ওয়াহব (রা.) এই মিশনে হুদাইবিয়ার সন্ধির (৩ হি., ৬২৮ খ্রি.) কিছুদিন পরে যাত্রা করেন। ইবনে ওয়াহব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি নিয়ে যান। এতে হারিসকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়। দাওয়াতনামায় বলা হয়, এক আল্লাহর উপর ঈমান আনতে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতে। ইসলামগ্রহণ করলে স্বীয় রাজ্য সংরক্ষিত থাকবে।

চিঠি প্রধান করার পর হারিস ক্রোধে ফেঁটে পড়েন। তিনি পত্রটি অগ্রাহ্য করে মদিনা মুনাওয়ারা আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। চিঠিটির বক্তব্য তার রাজ্যের সর্বভৌমত্বের ওপর চ্যালেঞ্জ মনে করে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ব্যাপারটি অবগত করেন। তবে হিরাক্লিয়াস হারিসকে মনিদায় হামলা না চালিয়ে তার সৈন্যদের নিয়ে জেরুজালেম যেতে নির্দেশ দিলেন।

ইবনে ওাহব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মারি নামক হারিসের প্রধান দেহরক্ষী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মারি সবকিছু অবগত হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহর উপর ঈমান আনলেন। তিনি বললেন, বাইবেলে শেষ নবীর আগমনের কথা উল্লেখিত আছে। তবে তাঁর ঈমান আনয়নের ব্যাপারটি গোপন রাখলেন। পরবর্তীতে ইবনে ওয়াহব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে মারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শুভেচ্ছা বার্তাসহ, কিছু স্বর্ণ ও বস্ত্র হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করেন।

শাহাদাতবরণ

হযরত সুজা ইবনে ওয়াহব আসাদী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১১ হিজরি সনে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শহিদ সাহাবির মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৭২)
হযরত খালিদ বিন সা'ইদ ইবনে 'আস (আবু সা'ইদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০৭]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৪ হি., ৬৩৫ খ্রি., / সিরিয়া, শহিদ (মার্য সাফার)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: সা'ইদ ইবনে 'আস।
মাতার নাম: উম্মে খালিদ বিনতে খাবাব।
ভাইবোন: ১. 'আস বিন সা'ইদ, ২. উবাইদা বিন সা'ইদ, ৩. আবান বিন সা'ইদ।
স্ত্রী: ১. উমাইনা বিনতে খালাফ, ২. উম্মে হাকিম।
পুত্র-কন্যা: ১. সা'ইদ বিন খালিদ ইবনে সা'ইদ, ২. উম্মে খালিদ বিন খালিদ বিন সা'ইদ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি উমাইয়া, বনি আবদে শাম্‌স, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-২, অনুলেখক।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইসলামের আলো সবেমাত্র মক্কা মুকাররমায় জ্বলে উঠেছে জগতকে আলোকিত করতে। দ্বীন ইসলামের অনুসারীরা সবেমাত্র নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। নওমুসলিমদের সংখ্যা তখনও অতি নগণ্য। এই ক'জন প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত খালিদ বিন সা'ইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

এক সত্যস্বপ্ন ও ইসলাম গ্রহণ

এক রাতে খালিদ (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি যেনো দোযখে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোমরে ধরে তাঁকে রক্ষা করলেন। হযরত খালিদের (রা.) ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কী অদ্ভুত স্বপ্ন। তাঁর মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা ও আতঙ্ক। নিজেই বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! এটা

---

[১০৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

সত্যস্বপ্ন।” পরের দিন তিনি এ স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট। তিনি বললেন, “এটা তোমার জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে রক্ষা করবেন। এখনই তুমি তাঁর নিকট চলে যাও। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, ঠিক তোমার স্বপ্নে যেভাবে দেখেছো। তোমার পিতা দোযখে যাবে।”

ঈমানের মিষ্টি হাওয়ায় হযরত খালিদের (রা.) অন্তরাত্মা সতেজ হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে পারছিলেন, আভ্যন্তরিণ দিক দিয়ে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তিনি জিয়াদে চলে গেলেন। সেখানে ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খালিদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে কী করতে আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন?”

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন খালিদের অন্তরাত্মা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তিনি বললেন, “আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান আনতে আমি মানুষকে বলে থাকি। আরও বলি, আমি হচ্ছি আল্লাহর রাসূল- এটাও বিশ্বাস করতে। আমি মানুষকে পাথরের তৈরি মূর্তির উপাসনা করতে নিষেধ করি। এ পাথরগুলো তো শুনতে পায় না, দেখতেও পারে না, কিংবা লাভ বা ক্ষতিও করতে পারে না এবং যারা এদেরকে উপাসনা করে কিংবা না করে, এ ব্যাপারে এরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।”

কালবিলম্ব না করে হযরত খালিদ (রা.) ও তাঁর স্ত্রী উমাইনা বিনতে খালাফ উভয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পবিত্র কালিমা পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আনন্দিত হলেন।

গোপনে উপাসনা ও নির্যাতন

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণকে গোপন রাখেন ও লুকিয়ে ইবাদত করতে থাকেন। তবে এ গোপনীয়তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। একদিন তিনি মক্কা শরিফের অপেক্ষাকৃত জন-মানবহীন স্থানে নামায আদায় করছিলেন। কেউ তাঁকে দেখে ফেলে ও তাঁর পিতার নিকট মুসলমান হওয়ার কথা অবগত করে। তাঁর মূর্তিপুজারী পিতা এ খবরে ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তার ঈমানহীন ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন খালিদকে (রা.) ধরে নিয়ে আসতে। তারা তাই করলো। প্রথমে তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে। কিন্তু খালিদ (রা.) বললেন,

"আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধর্ম সত্য। আমি মরে গেলেও এ ধর্ম ত্যাগ করবো না।"

একথা শুনে খালিদের (রা.) পিতা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হাতের লাঠি দিয়ে স্বীয় পুত্রের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। তাঁর মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। তাঁর পাষাণ বাবা খালিদকে (রা.) দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে বেঁধে রেখে ৩ দিন পর্যন্ত খাবার দিলেন না। খালিদ (রা.) এক পর্যায়ে পিতাকে বললেন, "তুমি যদি আমার রিজেক সরবরাহ না-ও করো, আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট রিজেক দেবেন। রিজেকদাতা তুমি নও- রিজেক দেন আল্লাহ!" এরপর বন্দী দশা থেকে তিনি কোনোমতে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যান। তাঁর পিতার সাথে কয়েক বছর আর দেখা হয়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

মক্কা শরিফের মুশরিকদের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে খালিদ (রা.) ও তাঁর স্ত্রী আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে মনস্থ করলেন। এটা ছিলো মুসলমানদের কর্তৃক দ্বিতীয়বারের মতো হিজরত। উভয়ে ১০ বছর বাদশা নাজ্জাসীর দেশ আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেন। সেখানে তাঁদে্র ছেলে সাইদ ও মেয়ে উম্মে খালিদের জন্ম হয়।

মদিনায় আগমন

হযরত খালিদ ইবনে সা'ইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবার এবং হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবার এক সাথে আবিসিনিয়া ছেড়ে ৭ হিজরি সনে মদিনা শরিফে আসেন। এ সময় খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিলো।

খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদকে তাঁর পত্রলেখক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুলেখকও ছিলেন।

ইয়েমেনের প্রশাসক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদকে (রা.) ইয়েমেনের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করার কারণ ছিলো, তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ও শক্তিশালী প্রশাসক হওয়ার যোগ্যতা। খালিদ (রা.) এ দায়িত্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুসংবাদ জেনে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

শাহাদাতবরণ

খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদল সৈন্য সিরিয়ার দামেস্কোতে প্রেরণ করেন। এ সেনাদলে একটি দায়িত্বশীল পদে হযরত খালিদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সেখানে পৌঁছুয়ে আজনাদিন, ফিহি ও মারজুস সুফর অভিযানে অংশ নেন। মুসলিম সৈন্যদের কর্তৃক ফিহি বিজিত হওয়ার পর মারজুস সুফরে বাইজান্টিন সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। খালিদ এ সময় উম্মে হাকিমকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরদিন জানা গেলো শত্রুরা আসছে। ফলে যুদ্ধ শুরু হলো।

বাইজান্টিনরা আক্রমণ করলো। খালিদ (রা.) প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন এবং কিছুক্ষণ পরই শাহাদাতবরণ করেন।

খালিদের (রা.) নববিবাহিতা স্ত্রী স্বামী শহিদ হওয়াকে সহজে মেনে নিলেন না। তিনি যুদ্ধের সাজে সেজে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে গেলেন। তিনি সাতজন শত্রুসেনা কতল করলেন। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় ১৪ হিজরি সনের মুহাররম মাসে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তখন আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত খালিদ ইবনে সা'ইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৭৩)
হযরত শুয়াইব বিন সিনান রুমি (আবু ইয়াহইয়া, আবু গাসান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১০৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / রুম।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৮ হি., ৬৫৮ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: সিনান বিন মালিক।

মাতার নাম: সালমা বিনতে তা'ঈদ (বনি মালিক)।

ভাইবোন: অজানা।

স্ত্রী: ১. রাইতা বিনতে আবি উমাইয়্যাহ।

পুত্র-কন্যা: ১. সালাহ বিন শুয়াইব বিন সিনান, ২. সাইফি বিন শুয়াইব বিন সিনান, ৩. উসমান বিন শুয়াইব বিন সিনান, ৪. হামজা বিন শুয়াইব বিন সিনান।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- আলে বনি তাইম, প্রাথমিক মুসলিম, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনজন অনারব ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বানে শুরুতেই সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এরা হচ্ছেন হযরত সালমান ফারসি, বিলাল ইবনে রাবাহ এবং শুয়াইব ইবনে সিনান রুমি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। আর এ তিনজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবি ছিলেন। এ গ্রন্থে আমরা ইতোমধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন সাহাবির সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। এখন তৃতীয় জনের জীবনালোচনা তুলে ধরবো।

[১০৮] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

প্রাথমিক জীবন

হযরত শুয়াইব (রা.) ছিলেন সিনান বিন মালিক নামক এক ব্যক্তির ছেলে যিনি পারস্য সম্রাজ্যভুক্ত বর্তমান ইরাক অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। শুয়াইব ছিলেন খেলাধুলার প্রতি আকর্ষিত, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান একজন কিশোর। একদিন তিনি মায়ের সাথে বনভোজনে থাকাকালে একদল বাইজান্টিন ডাকাত তাঁদেরকে আক্রমণ করে। এরা ছিলো ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। আকর্ষণীয় উজ্জ্বল চুল, ফর্সা চোহারা ও নীল রঙের চোখবিশিষ্ট কিশোর শুয়াইবকে তারা আটক করে নিয়ে যায়। তারা তাঁকে উচ্চমূল্যে ধনাঢ্য এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয়। ক্রীতদাসে পরিণত শুয়াইব তাঁর মালিকদের দয়ায় শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হন। তিনি পূর্ব রুম সাম্রাজ্যের ভাষা 'গ্রীক' শিখে নেন।

মক্কায় আগমন ও ইসলামে দীক্ষিত

শুয়াইব (রা.) সর্বশেষ মালিক থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বাইজান্টিনদের সাথে থেকে তাদের ভাষা, কৃষ্টি, চাল-চলনের অনুসরণ করতে থাকেন। তবে কেনো যেনো এভাবে কালাতিপাত করতে তিনি অস্বস্থি বোধ করছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ী বাইজান্টিন সাম্রাজ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এরূপ সমাজ (বাইজান্টিন সম্রাজ্য) একমাত্র মহাপ্লাবনে আক্রান্ত ছাড়া পবিত্র হবার নয়!"

অল্প বয়সের জৌবনকালে হযরত শুয়াইব (রা.) একজন সুদক্ষ বণিক হিসাবে বাইজান্টিন সম্রাজ্য ছেড়ে মক্কা মুকাররমায় আসেন। ব্যবসায়িক দক্ষতা হেতু তিনি বাণিজ্যে জড়িত হয়ে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হন। তবে মক্কার মানুষের মধ্যে মূর্তিপুজা ও চারিত্রিক অবক্ষয় লক্ষ্য করে তিনি অস্বস্থি বোধ করছিলেন। সুতরাং তিনি সত্যের সন্ধানে একদিন দারুল আরকামের দরোজায় এসে হাজির হলেন।

ইসলামপ্রচারের প্রাথমিক সময়ে নওমুসলিমরা প্রকাশ্যে দ্বীন শিক্ষা ও পালন করতে পারছিলেন না। তাঁরা দারুল আরকামে গোপনে একত্রিত হয়ে দ্বীন শিক্ষা ও পালন করতে শুরু করেন। মুসলিমরা গোপনে এ গৃহে আসা-যাওয়া করতেন। শুয়াইব ইবনে সিনান রুমি রাদ্বিআল্লাহু আনহু দারুল আরকামের দরোজায় এসে সাক্ষাৎ পেলেন তাঁর পরিচিত ব্যক্তি হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে। এর পরে কী হলো তা আমরা হযরত আম্মারের ভাষায় শুনতে পারি।

আম্মার (রা.) বলেন, "দারুল আরকামের দরোজার সামনে আমি শুয়াইব ইবনে সিনানকে দেখতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে ছিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কী চান? তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আগে বলুন আপনি কী চান? জবাব দিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলতে ও তাঁর বার্তা শুনতে চাই। শুয়াইব বললেন, তিনিও একই কারণে এসেছেন। এরপর উভয়ে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রস্তাব করলেন। আমরা সাথে সাথে ইসলামে দীক্ষিত হলাম। উভয়ে রাত আসার পূর্ব পর্যন্ত দারুল আরকামে অবস্থান করলাম। এরপর রাতের বেলা গোপনে বেরিয়ে আসলাম।”[১০৯]

নির্যাতনের শিকার ও হিজরত

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর হযরত শুয়াইব ইবনে সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দিনগুলো ভালো যাচ্ছিলো না। তাঁর আপন বলতে কেউ ছিলেন না। মক্কা শহরে তাঁকে নিরাপত্তা দানের কোনো লোক না থাকায় তাঁর চিন্তা আরো গভীর হলো। এ সময় নওমুসলিমদের উপর কুরাইশ মুশরিকরা নির্যাতনও চালাচ্ছিলো এবং এর মাত্রা দিন দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলমানদেরকে হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন শুয়াইব ভাবছিলেন তিনিও সকলের সঙ্গে হিজরত করবেন। কিন্তু তাঁর বিষয়-সম্পত্তি বেশি থাকায় কুরাইশরা তাঁর উপর নজরদারী শুরু করে। তিনি যাতে মদিনায় হিজরত করতে না পারেন সেজন্য তাঁর বাড়ির দরোজায় পাহারাদার নিযুক্ত করলো।

কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে হিজরত করার সুযোগ খুঁজছিলেন হযরত শুয়াইব (রা.)। অবশেষে তিনি একটি ফন্দি আঁটলেন। তাঁর পেট খারাপ হওয়ার ভঙ্গি ধরলেন। বার বার বাইরে অবস্থিত পায়খানায় যেতে লাগলেন। ঘরের বাইরের পহারাদারকে সমস্যার কথা জানালেন। পাহারাদার মনে করলো পেট খারাপ অবস্থায় শুয়াইব (রা.) হিজরতের জন্য বের হতে পারবেন না। পাহারাদার তাই একটু ঘুমিয়ে পড়তে মনস্থ করলো। শুয়াইব (রা.) এ সুযোগে তরবারী ও তীর-ধনুক নিয়ে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। পাহারাদার সজাগ হয়ে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে শুয়াইবের (রা.) পেছনে ছুটে চললো। সে আরো এক দু’জনকে তার সাথে যেতে ডাক দিলো। শুয়াইব (রা.) একটি টিলায় উঠার পর তাঁকে পাহারাদাররা ঘিরে ফেললো। তিনি বললেন, আমি সবাইকে হত্যা করবো। এরপর ভাবলেন এভাবে কাজ হবে না। তাই তিনি বললেন, আমাকে যেতে দাও। আমি তোমাদেরকে অনেক অর্থ দেবো। মুশরিক পাহারাদাররা এ প্রস্তাবে রাজি হলো। সুতরাং শুয়াইব ইবনে সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনার উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন।

---

[১০৯] ইবনে সা’দ, তাবাক্বাতাল কবির।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও মদিনা শহরে প্রবেশ করেন নি। তিনি কুবা পল্লীতে অবস্থান করছিলেন। শুয়াইব (রা.) কুবায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি শুয়াইবকে (রা.) দেখে এগিয়ে এসে বললেন, “তোমার লেনদেন সফল হয়েছে। হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার লেনদেন সফল হয়েছে।” তিনি তিনবার একই কথা বললেন। শুয়াইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, “আল্লাহর কসম! আমার পূর্বে কেউই আপনার নিকট আসেনি, হে আল্লাহর রাসূল! শুধুমাত্র জিব্রাইল ছাড়া আর কেউ নয়, যে আপনাকে এ ব্যাপারে অবগত করতে পারেন।”[১১০]

শুয়াইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ব্যবসায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে পাহারাদারদের দেওয়া সম্পদের পুনরায় মালিক হলেন। যে কোনো সুযোগে তিনি নিজের সম্পদ থেকে সাদকা-অনুদান করতেন। তিনি ক্ষুদার্ত, ইয়াতিম ও আটকদের মধ্যে খাবার বণ্টন করতেন। একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছিলেন, “তোমার কুনিয়াত কেনো আবু ইয়াহইয়া হলো, অথচ তোমার কোনো সন্তান নেই? তুমি বলো, তুমি একজন আরব, অথচ তুমি একজন রুমি হিসাবে পরিচিত। তুমি মানুষকে বেশি খাবার দাও। আমি দেখেছি সময় সময় তুমি অপচয় করো।” শুয়াইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘তোমার মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে খাবার পরিবেশন করে।’”[১১১]

হযরত শুয়াইব ইবনে সিনান রুমি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে সাধারণ সেনা হিসাবে অংশ্রগ্রহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন।

শুয়াইব (রা.) ত্রিশটি থেকেও বেশি হাদিসের বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে তিনটি হাদিস মুসলিম শরিফে স্থান পেয়েছে।

তাঁর মৃত্যু

হযরত শুয়াইব ইবনে সিনান রুমি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩৮ হিজরি (৬৫৮ খ্রি.) মদিনা শরিফে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৭০ বছর। বিখ্যাত সাহাবি সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি মদিনা শরিফের বিখ্যাত মুসলিম কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর এই খাস বান্দার মাক্বামাত আরো বেশি উন্নত করুন। আমিন।

---

[১১০] ইমাম আহমদ।

[১১১] সহীহ বুখারি, ইমাম আহমদ।

(৭৪)
হযরত আবদুল্লাহ বিন সুহাইল (আবু সুহাইল) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি., ৬৩৪ খ্রি., / শহিদ (ইয়ামামা)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী।

পিতার নাম: সুহাইল ইবনে 'আমর (রা.)।

মাতার নাম: ফাখিতাহ বিনতে 'আমির বিন নাওফাল বিন 'আবদে মানাফ।

ভাইবোন: ১. উম্মে খুলসুম বিনতে সুহাইল, ২. সেহলা বিনতে সুহাইল, ৩. আবু জান্দাল বিন সুহাইল ।

স্ত্রী: জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি 'আমির, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-২, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবদুল্লাহ বিন সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলমান। এ কারণে অন্যান্য নওমুসলিমের মতো মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ফিরে আসেন মক্কা শরিফে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ থেকে বঞ্চিত থাকতে তাঁর মন চায় নি।

পিতা কর্তৃক নির্যাতন

আবদুল্লাহর (রা.) পিতা সুহাইল (তখনও মুসলমান হন নি) পুত্রের ইসলামগ্রহণকে কোনো মতেই মেনে নিতে পারলেন না। আবিসিনিয়া থেকে ফেরার পর পুত্রকে কীভাবে ইসলামধর্ম ত্যাগ করাবের সে ব্যাপারে বিভিন্ন উপায়-অবলম্বন

[১১২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

খোঁজতে থাকেন। প্রথমে তিনি আবদুল্লাহকে (রা.) ভালো করে পেটালেন। এরপর এক কক্ষে চেইন বেঁধে বন্দী করেন। তিনি নিজের পুত্রকে এতো বেশি নির্যাতন করছিলেন যে, আবদুল্লাহ বাধ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগের ভান করলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় থেকে ইসলামের নূর বিলুপ্ত হয় নি। তবে আপাতত পিতার অমানুষিক নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন।

বদরের যুদ্ধ ও আবদুল্লাহর (রা.) কৌশল

মক্কার মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে যাত্রা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। সুহাইল নিজেও এ যুদ্ধে যোগ দিলেন। আবদুল্লাহও (রা.) বললেন, আমিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। সুহাইল বুঝতে পারলেন না তার ছেলে তখনও মুসলিম ছিলেন।

আবদুল্লাহ এবারও ভান করছিলেন মাত্র। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলে যেতে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো বদরে পৌঁছুয়ে কোনোভাবে মুসলমানদের দলে যোগ দিবেন। তিনি মাহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন।"

বদরের যুদ্ধ শুরু হলো। আবদুল্লাহ (রা.) এক সুযোগে মুসলমানদের নিকট চলে গিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন এবার আমি মরে গেলেও পরোয়া করি না। বড় কথা হলো, আমি মুজাহিদদের সঙ্গে আছি। তবে তিনি পিতার দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না।

মুসলমানদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করছেন দেখে আবদুল্লাহর পিতা তাঁকে গালি দিতে থাকেন। কিন্তু আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এতে মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি পিতাকে বললেন, "মহান আল্লাহ আমার জন্য ভালো ব্যবস্থা করেছেন।" এরপর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হলেন। এ সময় আবদুল্লাহর বয়স ছিলো ২৭ বছর।

সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধের পর মদিনা শরিফ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নের্তৃত্বে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি উমরা অভিযান ও মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি ছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনা

ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি ঘটনা ঘটে যাতে আবদুল্লাহ (রা.) মর্মাহত হন। মুশরিকরা চাচ্ছিলো না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের এ বছর মক্কা শরিফে প্রবেশ করতে। তবে তারা শান্তিচুক্তিতে আগ্রহী ছিলো। চুক্তির নেতা হিসাবে মুশরিকদের পক্ষে নির্বাচিত হন আবদুল্লাহর (রা.) পিতা সুহাইল ইবনে 'আমর। চুক্তিপত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লিখতে সুহাইল আপত্তি জানান। 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ ব্যবহারেও তার আপত্তি ছিলো। তিনি বললেন, "আমরা যদি বিশ্বাস করতাম আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা মেনে নিলেন এবং বললেম, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখুন।" লেখক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিতে অপারগ বললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে। শব্দটা আমাকে দেখিয়ে দাও। আমিই কেটে দেবো।"

চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষের কয়েকজন সাক্ষী ছিলেন। মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষীদের একজন আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইলও (রা,) ছিলেন। তাঁর পিতার কার্যকলাপে আবদুল্লাহ (রা.) লজ্জিত বোধ করে মাতা নতো করেন। তবে ব্যাপারটি আরো জটিল হলো যখন সাক্ষরের পরই আবদুল্লাহর (রা.) ছোটভাই আবু জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।[১১৩]

আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর পিতা আবু জান্দালকে দেখে অবাক হলেন। আবু জান্দাল (রা.) আবদার জানালেন, "হে মুসলমানগণ! আমিও একজন মুসলমান। আমাকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। দয়া করে আমাকে আপনাদের সঙ্গে মদিনায় নিয়ে যান।" সুহাইল বললেন, "আমাদের চুক্তি বলে আবু জান্দালকে মক্কায় নিয়ে যেতে হবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা মেনে নিলেন। তিনি আবু জান্দালকে বললেন, "ধৈর্য ধরো। আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। হয়তো তিনি তোমার জন্য কোনো পথ খুলে দেবেন।" অগত্যা আবু জান্দালকে পিতার সঙ্গে মক্কা শরিফ ফিরে যেতে হলো।

মক্কা বিজয়ের সময় সুহাইলকে ক্ষমা প্রদান

মক্কা বিজয়ের দিন আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। কিছু চরম মুশরিকদের মতো তাঁর পিতা সুহাইলকে বন্দী করার পর হত্যার আদেশ হওয়ার সম্ভাবনা হলো। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি

[১১৩] কারো কারো মতে সাক্ষরের পূর্বে আবু জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁবুতে প্রবেশ করেছিলে।

ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন, তাঁর পিতাকে মাফ করে দিতে। তিনি তাকে মাফ করে দিলেন। আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর পিতাকে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকতে দেখে তার নিকট গেলেন। তিনি পিতাকে সুসংবাদ জানালেন। সুহাইল ইবনে ’আমর বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কতো না খারাপ ব্যবহার করেছেন। তিনি কালিমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাঁর শাহাদাতবরণ

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ হয়। আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করে শহিদ হোন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। তাঁর মৃত্যুতে ছোটভাই আবু জান্দাল (রা.) ও পিতা সুহাইল ইবনে ’আমর (রা.) অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা শহিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা লক্ষগুণ বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৭৫)
হযরত আবু জান্দাল বিন সুহাইল (আবু জান্দাল) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১৪]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৮ হি., ৬৪০ খ্রি., / আমওয়াস, দামেস্ক, স্বাভাবিক / মহামারি।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: সুহাইল ইবনে 'আমর (রা.)।

মাতার নাম: ফাখিতাহ বিনতে 'আমির বিন নাওফাল বিন 'আবদে মানাফ।

ভাইবোন: ১. উম্মে খুলসুম বিনতে সুহাইল, ২. সেহলা বিনতে সুহাইল, ৩. আবদুল্লাহ বিন সুহাইল ।

স্ত্রী: জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি 'আমির।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যার অপর নাম 'আসি ইবনে সুহাইল প্রাথমিক মুসলিমদের একজন ছিলেন। আমরা ইতোমধ্যে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁর আগমন ও মক্কায় ফেরৎ যাওয়ার ব্যাপারটি বর্ণনা করেছি।

তাঁর পিতা সুহাইল ইবনে 'আমর 'কুরাইশ বক্তা' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রের ইসলামগ্রহণ মোটেই সহ্য করতে পারেন নি। রাগে নিজের পুত্রকে বেঁধে রেখেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় চুক্তির একটি শর্ত হেতু আবু জান্দাল (রা.) মদিনা শরিফ যেতে পারেন নি। তবে তিনি পুনরায় বন্দী দশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মক্কা শরিফ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি হযরত আবু বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একদল পলাতক মুসলিমদের কাফেলায় যোগ দেন। ধীরে ধীরে পলাতকদের সংখ্যা বেড়ে ৬০ থেকে ৭০ জনে উন্নীত হয়। এরা সবাই মক্কা-সিরিয়া বাণিজ্যপথের

---

[১১৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

নিকট বসবাস করতে শুরু করেন। তারা সময়-সুযোগে মক্কার বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ চালান।

কুরাইশরা এদের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে সন্ধির একটি শর্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়। এ শর্তে লিখা ছিলো মক্কার কোনো মুসলিম মদিনায় আশ্রয় নিলে মক্কায় ফেরৎ পাঠাতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাশিরের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। তিনি সবাইকে মদিনায় আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। আবু বাশির (রা.) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে চিঠি আসে। আবু বাশির (রা.) মারা যাওয়ার পর আবু জান্দালের নেতৃত্বে এই ৭০ জনের কাফেলা মদিনা শরিফ এসে বসবাস শুরু করেন।

মদিনার জীবন ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মদিনা শরিফে আসার পর একজন বিশিষ্ট সাহাবি হিসাবে আবু জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বসবাস শুরু করেন। তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত উমরা পালনে মক্কা শরিফ যান। এরপর রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের পরে আবু জান্দালের (রা.) পিতা সুহাইল ইবনে ’আমর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। এতে হযরত আবু জান্দাল (রা.) এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ (রা.) খুব খুশি হন।

৮ হিজরি সনে মক্কা বিজয়ের পর আবু জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ৮ হিজরি সনে অনুষ্ঠিত হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। তবে আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি ‘রিদ্দা’ যুদ্ধসমূহে (১১-১২ হিজরি) অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়া রাশিদুন খিলাফতের সময় সিরিয়া বিজয়ে তিনি প্রায় সব’কটি জিহাদে যুদ্ধ করেছেন। এ সময় তাঁর পিতা সুহাইল ইবনে ’আমর (রা.) এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হওয়ায় পিতা ও ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ পান নি।

তাঁর মৃত্যু

হযরত আবু জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু দামেস্কে অবস্থানকালে আমওয়াসের মহামারিতে আক্রান্ত হন। তিনি ১৮ হিজরি সনে এ রোগে ইন্তিকাল করেন। জাহাবী রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনানুযায়ী এই মহামারীতে ২৫,০০০ মুসলিম সৈন্য মারা গিয়েছিলেন। পিতা সুহাইল ইবনে ’আমরের (রা.) মৃত্যুর কিছুদিন পর আবু জান্দাল (রা.) চিরবিদায় গ্রহণ করেন। জর্ডানের আল-গাওয়ার অঞ্চলে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবিদের সবাইকে আরো উন্নত মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৭৬)
হযরত খুনাইস ইবনে হুজাইফা (আবু হুজাইফা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১৫]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩ হি., ৬২৫ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, শহিদ (উহুদ)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী।
পিতার নাম: হুজাইফা বিন কায়েস বিন 'আদি।
মাতার নাম: জা'য়িফাহ বিনতে হুজুআম বিন সা'ঈদ সাহমি।
ভাইবোন: ১. আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ সাহমি, ২. কায়েস ইবনে হুজাইফা।
স্ত্রী: হাফসা বিনতে উমর (রা.)।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি সাহম, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, মুহাজির, বদর-উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

খুনাইস ইবনে হুজাইফা সাহমি রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাথমিক যুগের একজন মুসলিম সাহাবি ছিলেন। তিনি নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দারুল আরকামে' প্রবেশের পূর্বেই ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বনি সাহম গোত্রের মধ্যে প্রথম ইসলামগ্রহণকারী ছিলেন।

আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিজরত

মক্কার মুশরিকদের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে প্রথমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁর সাথে ছিলেন দুই ভাই, সাতজন চাচাতো ভাইবোন এবং অন্যান্য। তিনি ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কা শরিফ ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর হযরত হাফসা বিনতে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। এরপর উভয়ে মদিনা শরিফে হিজরত করার প্রস্তুতি নেন।

---
[১১৫] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

৬২২ খ্রিস্টাব্দে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ ২০ থেকে ৩০ জনের একটি কাফেলা মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্র করে। এই কাফেলা প্রকাশ্যে হিজরত করেছিলো। তাদের নিকট ছিলো যুদ্ধাস্ত্র। যাত্রার পূর্বে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর হিজরতের ইচ্ছার কথা খোলামেলাভাবে সবাইকে অবগত করেন। এ কাফেলায় হযরত খুনাইস ইবনে হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং স্ত্রী হাফসা বিনতে উমর (রা.) যোগ দেন। পুরো কাফেলা কয়েকদিন পর নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন।

মদিনায় পৌঁছার পর প্রথমে খুনাইস (রা.) রিফা'আ ইবনে আবদুল মুনদির আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মেহমান হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ম হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল (২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) হিজরত করে মদিনায় উপস্থিত হন। তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একতা বজায় রাখতে ভ্রাতৃত্ববন্ধন করেন। হযরত খুনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ভাই হন হযরত রিফা'আ ইবনে আবদুল মুনদির আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২ হিজরির ১৭ রামাদ্বান (১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রি.)। এ যুদ্ধে ১০০০ মুশরিক সৈন্যের বিপরিতে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন। যুদ্ধে হযরত খুনাইস ইবনে হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন মক্কা শরিফের সাহম গোত্রের একমাত্র ব্যক্তি যিনি জঙ্গে বদরে যুদ্ধ করেছিলেন।

হযরত খুনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যু

খুনাইস (রা.) একজন দক্ষ ও সাহসী মুসলিম সেনা ছিলেন। হিজরতের ৩য় বছরে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি এ যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করেন। তবে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এ অবস্থায় তাঁকে মদিনা শরিফ নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা হওয়ার পরও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন না। অবশেষে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন। শহিদ খুনাইসের (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) স্ত্রী হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বিধবা হয়ে গেলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হে আল্লাহ! হযরত খুনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৭৭)
হযরত ’আকিল ইবনে আবি তালিব (আবু ইয়াজিদ, আবু ’ঈসা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১৬]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৩৫ হি.পূ., ৫৯০ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬০ হি., ৬৮০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মাতার নাম: ফাতিমা বিনতে আসাদ।

ভাইবোন: ১. তালিব ইবনে তালিব ইবনে আবি তালিব, ২. জা’ফর ইবনে আবি তালিব, ৩. আলী ইবনে আবি তালিব, ৪. উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব, ৫. জুমানাহ বিনতে আবি তালিব।

স্ত্রী: ১. ফাতিমা বিনতে শাইবা বিন রাবি’আ অথবা ফাতিমা বিনতে ’উৎবা বিন রাবি’আ।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন ’আকিল বিন আবি তালিব।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি হাশিম, শেষের মুসলিম, মু’তাহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত ’আকিল ইবনে আবি তালিব (রা.) ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। তাঁর ছোট ভাই ছিলেন চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এছাড়া মু’তাহর যুদ্ধে শহিদ হওয়া হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন হযরত ’আকিলের (রা.) আরেক ছোট ভাই।

প্রাথমিক জীবনে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত

[১১৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হন। দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে কুরাইশদের বংশবৃত্তান্তকারী হিসাবে নিয়োগ দেন।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় প্রথমে হযরত 'আকিল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছোট ভাই আলীর (রা.) পক্ষাবলম্বন করেন। পরে অবশ্য মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে যান।

পরবর্তীতে বিভিন্ন লেখক তাঁর গুণাবলী ও হাদিস বর্ণনার প্রশংসা করেছেন।

তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা

বলা হয়ে থাকে হযরত 'আকিল (রা.) তাঁর বড় ভাই তালিব ইবনে আবি তালিবের জন্মের ১০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। অপরদিকে ছোট ভাই হযরত জাফর ইবনে আবি তালিবের ১০ বছর পূর্বে ও আলী ইবনে আবি তালিবের ২০ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবি তালিবের মৃত্যু হয় ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে। এতে 'আকিল ও তাঁর ভাই তালিব তাঁদের পিতার রেখে যাওয়া বিরাট সম্পদের উত্তরাধিকার হন।

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত 'আকিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুশরিকদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। জঙ্গে বদরে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধের শেষ দিকে বন্দী হন। অবশ্য তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের অনুরোধে মুক্ত হয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ জীবনীকারের মতে তিনি মুসলমান হওয়ার পর মু'তাহ (৬২৯ খ্রি.) ও হুনাইনের (৬৩০ খ্রি.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের (৬৩২ খ্রি,) পর 'আকিল মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি তখন কুফা ও বসরায় ছিলেন ও নিজের ভাই আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সমর্থন করেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষের যারা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করেছিলেন তিন এর বিরুদ্ধে সোচ্ছার ছিলেন।

বিবাহ

হযরত 'আকিল ইবনে আবি তালিব ফাতিমা বিনতে উৎবার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের কয়েকজন সন্তনাদিও ছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছেন মুসলিম ইবনে 'আকিল।

মৃত্যু

হযরত 'আকিল ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মদিনা শরিফে ইন্তিকাল করেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। আল্লাহ পাক তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৭৮)
হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে 'উবাদাহ (আবু আবদুল মালিক, আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১৭]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫৮ হি., ৬৭৮ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, প্রশাসক।
পিতার নাম: সা'দ ইবনে 'উবাদাহ।
মাতার নাম: ফাকিয়াহ বিনতে উবাইদাহ।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: ১. কুরাইবা বিনতে আবি কুহাফা।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সা'দ ইবনে 'উবাদাহ (রা.), আবদুল্লাহ বিন হানজালা বিন আবি 'আমির (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি সা'ঈদা, বনি কা'ব, বনি খাজরাজ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি 'সাদ ইবনে উবাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পুত্র। তাঁর অপর নাম দু'টো হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ ও আবু আবদুল মালিক। তাঁর মাতার নাম ছিলো ফাকিয়াহ বিনতে উবাইদাহ। তিনি ছিলেন বনি হারিস বংশের মাহিলা।

কায়েস ইবনে 'সাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান সাহাবি। ইবনে আসির বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট কায়েস ছিলেন একজন রাজার নিকট প্রশাসকের মতো। একদিন হযরত কায়েস (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ শেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে এসে বললেন, "তোমাকে একটি বেহেশতের দরোজার কথা বলবো কি?" কায়েস বললেন, "বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!" তিনি বললেন, "পাঠ করো, হে আল্লাহ! আমি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

---
[১১৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কায়েস ইবনে ’সাদ বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে আনসারদের পতাকা হাতে রাখতেন। তিনি খুব উদার মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর অর্থকড়ি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষকে খাবার দিতে ব্যয় করতেন। একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মানুষের জন্য কায়েসের ব্যয় করতে দেখলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, “কেউ একজন এ লোকটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে ভালো হয়। অন্যথায় তিনি সবকিছু মানুষের জন্য ব্যয় করে ফেলবেন।” কায়েসের (রা.) পিতা সা’দ বিন ’উবাদাহ (রা.) এ মন্তব্য শুনে বললেন, “আবু বকর ও উমর (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা) আমার পুত্রকে একজন কৃপণে পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন।”

ইবনে শাহাব (রাহ.) বর্ণনা করেন, “মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন ৫ ব্যক্তি ছিলেন যাদেরকে মানুষ পরামর্শদাতা হিসাবে খুব জ্ঞানবান মনে করতো। এরা হচ্ছেন কায়েস বিন সা’দ, আবদুল্লাহ বিন বুদায়েল ওয়ারকা, মুগিরা বিন শুবাহ, মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ও আমর বিন আ’স (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)।” কায়েস (রা.) বলতেন, “আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম না, ‘ছল-ছাতুরী ও প্রতারণা তোমাকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করবে’, তাহলে আমি সমগ্র আরব ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক বড়ো প্রতারক হতাম!”

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত শুরুর সময় কায়েস (রা.) তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মিসরের প্রশাসক

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত কায়েসকে (রা.) মিসরের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে সিরিয়ানদের দলে যোগ দিতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

তাঁর মৃত্যু

হযরত কায়েস ইবনে সা’দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরি সনে মদিয়া মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মুখে কখনো দাড়ি গজায় নি। মৃত্যুর পূর্বে যাদেরকে তিনি অর্থ ধার দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর এ দানবীর বান্দার মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৭৯)
হযরত ’আমির ইবনে আবি ওয়াক্কাস (আবু ’আমর) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১৮]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: অজানা, / সিরিয়া, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: মালিক ইবনে উহাইব ইবনে ’আবদে মনাফ।

মাতার নাম: হামনাহ বিনতে সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা ইবনে ’আবদে শামস।

ভাইবোন: ১. সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ২. ’উমায়ের ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৩. ’উৎবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস।

স্ত্রী: ১. উম্মে ’আমির বিনতে আবি কুহাফা।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি জুহরাহ, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-২।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত ‘আমির ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিখ্যাত সাহাবি হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আপন ভাই ছিলেন। হযরত সা’দের (রা.) দাওয়াতে প্রাথমিক যুগে ’আমির (রা.) মুসলমান হন।

মুসলমান হওয়ার কারণে ’আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা খুব অস্বস্থি বোধ করছিলেন। অনুরূপ হযরত সা’দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলমান হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন। ‘আমির (রা.) মুসলমান হওয়ায় তিনি কসম করে বসলেন, ছায়ায় বসবেন না, খাবার খাবেন না ও কিছু পানও করবেন না, যতক্ষণ না ’আমির (রা.) ইসলাম ত্যাগ করছেন।

এ সময় ’আমির (রা.) অল্প বয়সের বালক ছিলেন মাত্র। এরপরও তাঁর ঈমান খুব মজবুত ছিলো। তিনি মায়ের কসমের ব্যাপারে কোনো পরোয়া করলেন না। মাকে সাফ বলে দিলেন, আমি ইসলাম ধর্মকে কখনও ত্যাগ করবো না। তিনি এটা জানতেন তাঁর ভাই সা’দের (রা.) ইসলামগ্রহণের সময় তাঁর মা একই কথা

[১১৮] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

বলেছিলেন। কিন্তু সা'দ (রা.) মায়ের কথায় কান দেন নি। যদিও তিনি তাঁর মাকে খুব আদর করতেন ও ভালোবাসতেন। এ ব্যাপারে কুরআন শরিফে একটি আয়াত নাজিল হলো। যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা গ্রহণযোগ্য নয়- এমনকি এ জন্য যদি নিজের মা বা বাবার অবাধ্য হতে হয়। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত 'আমির নিশ্চিন্তে তাঁর মায়ের নির্দেশ অমান্য করলেন।

তবে হযরত 'আমিরের (রা.) মাতা তাঁকে হয়রান করতে থাকেন। তিনি মায়ের জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে অবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

হযরত 'আমির ইনবে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ সুবহানহু ওয়াতা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবার মর্যাদা আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৮০)
হযরত সালিম মাওলা আবু হুজাইফা (সালিম বিন মা'কিল) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১১৯]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি., ৬৩২ খ্রি., / হিযাজ, শহিদ (ইয়ামামা)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী।

পিতার নাম: আবু হুজাইফার (রা.) পালকপুত্র।

মাতার নাম: জানা নেই।

ভাইবোন: জানা নেই।

স্ত্রী: ১. হিন্দ বিনতে ওয়ালিদ, ২. ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আলে বিন 'আবদে শামস, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, প্রাথমিক মুসলমান, বদর-উহুদ-খন্দক-ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো আরব অন্য কোনো অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় শুধুমাত্র তাক্বওয়া ছাড়া"। অনুরূপ তিনি আরো বলেন, "কোনো শ্বেতাঙ্গ মহিলার পুত্র অন্য কোনো কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার পুত্র থেকে শ্রেষ্ঠ নয় একমাত্র তাক্বওয়া ছাড়া"।

ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজে আবু হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন গোলামের দেখভালের কারণে সম্মানিত হয়েছিলেন। নতুন এই ইসলামী সমাজ যা আভিজাত্য ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না, প্রশ্রয় দেয় না মিথ্যা সামাজিক পার্থক্যকে, হযরত সালিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজ গুণে ও সত্য অবলম্বনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি মুহাজিরীনদের ইমাম ছিলেন। মসজিদে কুবায় নামাজে ইমামতি করেছেন, পবিত্র কুরআনের উপর তাঁর দক্ষতা এমন অসাধারণ ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি একদা বললেন, সালিমের নিকট থেকে কুরআন

---

[১১৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

শিক্ষা করো। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার উম্মাহের মধ্যে তোমার মতো কাউকে সৃষ্টি করেছেন।"

তাঁর মুসলিম ভাইগণ তাঁকে 'সালিম মিনাস-সালিহীন' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে ইসলামী মাহাত্ম্য থেকে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবিকে মক্কা মুকাররমার চতুর্দিকের গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ করেন। এদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়। এ দলে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুও ছিলেন। এ মিশন চলাকালে জাহিলী যুগের একটি দুশমনি থাকায় খালিদ (রা.) এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন। এ লোকটি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিল, সে এখন ইসলামগ্রহণ করেছে।

হযরত খালিদের সাথে হযরত সালিম ও অন্যান্য আসহাবে কিরাম ছিলেন। উক্ত নওমুসলিমকে হত্যার পরই সালিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে কঠোর তিরস্কার করলেন। মহান মুসলিম কমান্ডার খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ক্ষণকালের জন্য চুপ থাকলেন।

এরপর খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সালিম (রা.) তাঁর কথায় অনড় থাকলেন। তিনি বললেন, আপনি একটি বড় ভুল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ব্যাপারটি জানতে পারলেন, তিনি খুব দুঃখ বোধ করলেন। এরপর বললেন, "হে প্রভু! খালিদ যা করেছে, সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "তাকে (খালিদকে) কি কেউ তিরস্কার করেছিলো?" এর জবাব ছিলো, "হ্যাঁ, সালিম তিরস্কার করেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালিমকে (রা.) কিছু বললেন না।

ইয়ামামার যুদ্ধ ও শাহাদাতবরণ

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সময় মুসলিম বিশ্বে এক বিরাট ফিতনার আবির্ভাব হয়। আরব উপদ্বীপে কয়েকজন শক্তিশালী মিথ্যা নবী দাবিদারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিলো মুসাইলামা কাজ্জাব। খলিফা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ মিথ্যাবাদীর বিরুদ্ধে জিহাদের অবতারণা করেন। ফলে 'ইয়ামামার' কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

এ যুদ্ধে মুসাইলামার পক্ষে ১,০০,০০০ সৈন্য ছিলো। অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন মাত্র ১৩,০০০ সৈন্য। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা অনেক সৈন্য

হারান। তবে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার সাহসের সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে সালিম (রা.) ও আবু হুজাইফা (রা.) বীরের মতো লড়াই করেন। সৈন্যদের মনোবল শক্ত করার উদ্দেশ্যে এক পর্যায়ে আবু হুজাইফা (রা.) চিৎকার দিলেন, "ইয়া আহলিল কুরআন! কুরআনকে তোমাদের কর্মের মাধ্যমে অলঙ্কৃত করো।" হুজাইফার (রা.) তরবারি কাফির মুশরিকদের জীবন দ্রুত শেষ করে দিচ্ছিলো। এ পর্যায়ে পাশেই থাকা সালিম (রা.) চিৎকার দিলেন: "কুরআনের কী অযোগ্য ব্যক্তি আমি! আমার দিক থেকে মুসলিমরা আক্রান্ত হলে, হে সালিম! ঝাপিয়ে পড়ো বীরের মতো দুশমনদের উপর।"

মুহাজিরীনের পতাকা বহন করছিলেন হযরত জায়িদ ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। সালিম (রা.) সাথে সাথে পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর ডান হাত কাটা পড়লো। তিনি পতাকা উত্তোলন করলেন তাঁর বা হাত দ্বারা। তিনি সজোরে কুরআন শরিফের আয়াতমালা তিলাওয়াত করতে থাকেন।

একদল ধর্মত্যাগী তাঁকে ঘিরে ফেললো। সালিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু এদের তলোয়ারের আঘাতে ধরাশায়ী হলেন। এরপর মুসাইলামার মৃত্যু হলো। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেন। মুসলমানরা যখন তাদের শহিদ ও আহতদের খোঁজতে লাগলেন তখন সালিমকে (রা.) দেখলেন, তিনি শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। তিনি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "আবু হুজাইফার খবর কি?" অনুসন্ধানীরা জবাব দিলেন, "তিনি শহিদ হয়েছেন।" সালিম (রা.) বললেন, "আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাও।" তারা বললেন, "তিনি তোমার থেকে বেশি দূরে নয়, সালিম। তোমার কাছেই তিনি শহিদ হয়েছেন।" সালিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুচকি হাসি দিলেন। তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো। আহা! তাঁরা বেঁচে ছিলেন একত্রে, তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন একত্রে শহিদ হয়ে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, "সালিম যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাঁকে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করতাম।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা হযরত সালিম মাওলা আবু হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাক্বামাত আরো বেশি বেশি উন্নত করুন। আমিন।

(৮১)
হযরত 'উকবা বিন ’আমির জুহাইনি (আবু আসাদ, আবু ’আবস, আবু ’আমির) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২০]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / হিযাজ।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৫৮ হি., ৬৭৭ খ্রি., / কায়রো, মিসর, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, প্রশাসক, কবিতা।
পিতার নাম: ’আমির বিন ’আবস বিন ’আমর।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- বনি জুহাইমাহ, জুহনি বনি কুদা’আ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশিষ্ট সাহাবি হযরত ‘উকবা ইবনে ‘আমির জুহাইনি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাজপুত্র, লেখক, কবি, সুবক্তা ও কাজি। তিনি শাম (সিরিয়া) অঞ্চল বিজয় দেখেছেন, জড়িত ছিলেন আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিসর বিজয়ে। এছাড়া উমাইয়া খিলাফতের সময় তাঁকে মিসরের প্রশাসক (৬৬৫-৬৬৭ খ্রি.) নিযুক্ত করা হয়েছিল। সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে ছিলেন।

ইসলামগ্রহণ

সিরিয়ার কুদা’আ গোত্রের জুহাইনা শাখায় তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পরই ‘উকবা ইবনে ’আমির জুহাইনি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামে দীক্ষিত হন। এসময় ’উকবা একজন নওজোয়ান ছিলেন। তিনি পরিবারের মেষগুলো চরাতেন। তিনি যখন শুনলেন রাসূলুল্লাহ

---

[১২০] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় তাশরিফ এনেছেন তখন কাল-বিলম্ব না করে ইসলাম কবুল করে নেন। হাদিস শরিফ ও আসহাবে কিরামের জীবনবৃত্তান্তে এসব বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইবনে হাজর আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "সহীহ মুসলিমে লিপিবদ্ধ আছে, কায়েস ইবনে আবি হাজিম বলেন, হযরত 'উকবা ইবনে 'আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা শরিফে হিজরত করেন, তখন আমি আমার মেষগুলোকে দেখাশুনা করছিলাম। আমি এদের মাঠে রেখেই ছুটে গেলাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র হাতে হাত রেখে বাইআত করতে চাই।" সুতরাং তিনি আমাকে বাইআত করলেন।"

এরপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। লেখাপড়া, কুরআন শরিফ হিফজ, হাদিস বর্ণনার রীতি, উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, ফিক্‌হ অধ্যয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন করেন। অচিরেই হযরত 'উকবা ইবনে 'আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন জ্ঞানবান সাহাবি হিসেবে সবার নিকট পরিচিত হন। ইবনে ইউনুস আল-মাসরি বলেন: "তিনি ছিলেন পাঠক, উত্তরাধিকারের ওপর জ্ঞানবান, সুবক্তা, কবি ও লেখক এবং কুরআন শরিফ সংগ্রাহক। তাঁর হাতের লেখা কুরআন শরিফের একটি কপি আমি নিজে দেখেছি।"

ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহর 'সিয়ার আ'লাম নুবালা' গ্রন্থে হযরত 'উকবা ইবনে 'আমির জুহাইনি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবনীতে আছে: "'উকবা ইবনে 'আমির জুহাইনি: ইমাম, ক্বারী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানবান, উত্তম ক্বারী, একজন কাজি, ইসলামী আইনের ফকিহ এবং একজন উচ্চমানের কবি।"

পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বিজয়

হযরত 'উকবা ইবনে 'আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর জুহাইনা গোত্র মুসলমানদের কর্তৃক পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (দ্যা লেভান্ট) বিজয়ের সময় শত্রুদের কর্তৃক অতর্কিত হামলার সম্ভাবনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। ১৩ হিজরির সফর মাসে মুসলিম বাহিনী লেভান্ট বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইবনে সা'দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু লেভান্ট বিজয়ের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সময় 'উকবা

ইবনে ’আমির এ সৈন্যদলে ছিলেন। তিনি লেভান্ট বিজয়ের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেন।

’উকবা ইবনে ’আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর গোত্র চতুর্থ সৈন্যদলে ছিলেন যার সেনাপতি ছিলেন হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ সৈন্যদল কর্তৃক গাজা ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ বিজিত হয়। এরপর সৈন্যরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

দামেস্ক শহর বিজয়

হিজরি ১৪ সনের রজব মাসে মুসলমানরা দামেস্ক বিজয় করেন। এ সৈন্যদলে হযরত ’উকবা ইবনে ’আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু অংশ নেন। ইবনে হাজর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “’উকবা ইবনে ’আমির এ বিজয় দেখেছেন এবং তিনি সুসংবাদ নিয়ে মদিনায় যান এবং খফিলা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অবগত করেন।”

মিসর বিজয়

মুসলিম সৈন্যদের কর্তৃক আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মিসর বিজয়ের সময় হযরত ’উকবা ইবনে ’আমির বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি মিসরের বাহনাসা ও উত্তর দিক বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ওয়াকিদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “সৈন্যদের হৃদয়স্থলে ছিলেন, আমর ইবনে আস, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ’উকবা ইবনে ’আমির জুহাইনি এবং আরো অনেক আসহাবে কিরাম।”

পুত্রদের প্রতি উপদেশ

শেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর ’উকবা ইবনে ’আমির রাদ্বিআল্লাহ আনহু তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, “হে আমার পুত্ররা! তিনটি জিনিস থেকে তোমাদেরকে দূরে থাকতে আদেশ করছি। এ ব্যাপারে তোমরা অবিচল থাকবে: (১) কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদিস গ্রহণ করবে না। (২) তোমারা যদি আবা পরতে বাধ্য হও, তথাপি কোনো অর্থকড়ি ধার আনবে না। (৩) কবিতা লিখবে না। কারণ এটা তোমাদেরকে কুরআন থেকে দূরে রাখবে।

মৃত্যু

হযরত ’উকবা ইবনে ’আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরি (৬৭৭ খ্রি.) সনে মিসরে ইন্তিকাল করেন। ফুসতাতের নিকটে ক্বারাফা কুবরা কবরস্থানে তিনি সমাহিত আছেন। মামলুক শসনামলে (১৪তম ঈসায়ী শতক) তাঁর কবর জিয়ারতে অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হতেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা হযরত ’উকবা ইবনে ’আমির জুহাইনি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরো বেশি বাড়িয়ে দিন। আমিন।

(৮২)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ সাহ্মি (আবু হুজাইফাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩০ হি., ৬৫০ খ্রি., / মিসর, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: হুজাইফা বিন কায়েস বিন ’আদি।
মাতার নাম: তামিমা বিনতে হুরতান (কানানাহ হতে)।
ভাইবোন: ১. খুনিয়াস ইবনে হুজাইফা, ২. কায়েস ইবনে হুজাইফা।
স্ত্রী: অজানা।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ বনি সাহ্ম, প্রাথমিক মুসলমান, আবিসিনিয়া-২, দূত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দূত হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ সাহমি রাদ্বিআল্লাহু আনহু সুপরিচিত ছিলেন। পারস্যের সম্রাট খসরু ২য় এর নিকট তিনি ইসলামের দাওয়াতনামা নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাইজান্টিন সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখেন। এ দু’টি ঘটনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

খসরু ২য় এর নিকট পত্র

নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত পত্র নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ পারস্য সম্রাট খসরুর ২য় নিকট যাওয়ার সময় প্রাসাদে গমনের পূর্বেই তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হলো। তাঁকে অবগত করা হলো, প্রাসাদে যেতে পারবেন না। তিনি পত্রটি কারোর কাছে না দিয়ে বললেন, “আমি ব্যক্তিগতভাবে

[১২১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

এটি সম্রাটের নিকট পৌঁছাব। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এটি। আর আমার জন্য এ নির্দেশ মানা অপরিহার্য।"

খসরুর নিকট পত্র হস্তান্তরের পর দোভাষির মাধ্যমে এটা পাঠ করে তিনি রাগে পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে দু'জন সৈন্য মদিনায় প্রেরণ করলেন। এদেরকে নির্দেশ দিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দী করে তার সামনে হাজির করতে!

এরা সবাই মদিনায় আসার পর সব ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করে বললেন, "হে খসরুর সৈন্যরা! তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের সম্রাট খসরু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তার নিজের পুত্র তাকে খুন করেছে।"

অভিযানের নেতা

মুসলিম গবেষকরা বর্ণনা করেছেন, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত (৪:৫৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।

একদল সৈন্য কর্তৃক এক অভিযানের কমান্ডার ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। অভিযান থেকে ফেরার পথে কোনো এক কারণে ইবনে হুজাইফাহ (রা.) রাগান্বিত হয়ে সৈন্যদেরকে বললেন, "তোমরা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে সেথায় লাফ মেরে পড়ে যাও!" ইমাম জুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন রসাত্মক ব্যক্তি ছিলেন। যা তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তা একটি কৌতুক ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

অভিযান থেকে ফিরে আসার পর ব্যাপারটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন। এরপর উক্ত আয়াত নাজিল হলো। সারকথা, নেতার নির্দেশ মানা ওয়াজিব শুধুমাত্র ঐসব ক্ষেত্রে প্রযুজ্য যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

হিরাক্লিয়াস কর্তৃক চরম নির্যাতনের শিকার

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ১৯ হিজরি (৬৩৯ খ্রি.) একদল সৈন্য রোমে প্রেরণ করা হয়। সেখানে অনেক সৈন্য বন্দী হোন। বন্দীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুও ছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁকে বলপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা চালান। সম্রাট তাঁকে শারীরিক নির্যাতন ও নানান লোভ দেখিয়েও ব্যর্থ হলেন। আবদুল্লাহ (রা.) কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজী হননি। হিরাক্লিয়াস অন্যান্য

বন্দীদের ফুটন্ত পানিতে ফেলে দিতে হুমকি দিয়ে বললেন, "খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করো আবদুল্লাহ!" তিনি অস্বিকৃতি জানান। এরপর হিরাক্লিয়াস আবদুল্লাহর বন্দিখানায় সুন্দরী এক নারীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ (রা.) এ নারী থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। অনেক্ষণ পর ঐ নারী ব্যর্থ হয়ে বেরিয়ে আসলো। এবার হিরাক্লিয়াস তাঁকে ভয় দেখাতে তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করতে- তবে তাঁকে আঘাত না করে। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হলো, আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক বিন্দুও নড়লেন না। অবশেষে হিরাক্লিয়াস তাঁর সাথীদেরকে ফুটন্ত পানিতে ফেলে দিলেন। সাথীদের চিৎকারে আবদুল্লাহ (রা.) কেঁদে ফেললেন। হিরাক্লিয়াস ভাবলেন, এবার বুঝি তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন। হিরাক্লিয়াস তামাশা করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ (রা.) তখন বললেন, তিনি ভয়ে কাঁদছিলেন না। তিনি জানতেন শুধুমাত্র একবারই তাঁর মৃত্যু হতে পারে। তিনি চাচ্ছিলেন ঈমানের শক্তি হেতু হাজার শহিদের মতো দরোজা তাঁরও কপালে যেনো জুটে।

অবশেষে হিরাক্লিয়াস সর্বশেষ আরেকটি চেষ্টা চালান। তিনি আবদুল্লাহকে (রা.) বললেন, "তুমি যদি আমার মাথায় চুমো খাও, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো।" আবদুল্লাহ অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, "আমি আপনার মাথায় চুমো খাবো না।" হিরাক্লিয়াস বললেন, "তুমি যদি আমার কপালে চুমো খাও তাহলে তোমার ৬০ জন সাথীসহ তোমাকে ছেড়ে দেবো।" আবদুল্লাহ (রা.) এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। হিরাক্লিয়াস এভাবে মুক্তি দেওয়ার সাথী-সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে যখন ৩০০ সাথী বললেন, তখন আবদুল্লাহ (রা.) রাজি হয়ে গেলেন।

হিরাক্লিয়াস তার কথা রাখলেন। ৩০০ সৈন্য মুক্ত হলেন। তাঁরা মুসলিম ভূমিতে চলে গেলেন। সবাই আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাহসিকতার প্রশংসা করতে লাগলেন। এমনকি ব্যাপারটি খলিফা উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জানতে পারলেন। তিনি নির্দেশ জারি করলেন, সব মুসলমান আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ সাহমি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কপালে চুমো খাবে। পরবর্তীতে স্বয়ং খলিফাও চুমো খেলেন।

মৃত্যু

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফাহ সাহমি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩০ হিজরি (৬৫০ খ্রি.) মিসরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় মুসলিম বিশ্বের খলিফা ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। হে আল্লাহ! আপনার এই মায়ার বান্দাহর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৮৩)
হযরত আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২২]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১২ হি., ৬৩৮ খ্রি., / সিরিয়া (শহিদ, ইয়ামামা)।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: আউস বিন খারাশা বিন লুয়াজান।

মাতার নাম: হুমজা বিনতে হারমালা।

ভাইবোন: জানা নেই।

স্ত্রী: জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি সা'ঈদা বনি কা'ব, বনি খাজরাজ, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশা আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। মদিনার এই আনসারী সাহাবা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১ম হিজরি সনের রামাদ্বানে হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে প্রেরিত একটি অভিযানে আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের ও মুসলমানদের প্রধান দুশমন আবু জাহিলের বিরুদ্ধে প্রেরিত এ অভিযানে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় নি।

শহিদী পাগড়ি পরিধান

আবু দুজানা (রা.) উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে তিনি যুদ্ধের সময় মাথায় লাল রঙের পাগড়ি বাঁধেন। তিনি এ পাগড়ি পরে শহিদ হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। যুদ্ধের সেনাপতি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে একটি তরবারী দিয়ে বললেন, "এটা দ্বারা সন্তুষ্টি

[১২২] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

অর্জন পর্যন্ত, এটা ভাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত কিংবা বক্র হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।”

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে হযরত আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শত্রুদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একজন মুশরিক সেনাকে ধরাশায়ী করেন। এ মুশরিক সৈন্যের নাম ছিলো বনি আসাদের আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ হারিস। আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু দ্রুত বেগে তারবারীর আঘাতে অনেক মুশরিককে আহত করতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর সম্মুখে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা এসে হাজির হলো। তিনি তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন না। পরে তিনি বলেছেন, “আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরবারি দ্বারা একজন মহিলাকে আঘাত করে এটি রক্তাক্ত করতে চাই নি।”

হযরত আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। এছাড়া তিনি খাইবার, হুনাইন ও তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

শাহাদাতবরণ

নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুরতাদ ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে রিদ্দা যুদ্ধসমূহ শুরু হয়। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। এ কঠিন যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু শহিদদের সংখ্যা ছিলো ১২০০। এদের মধ্যে ৩০০ থেকে ৩৬০ জন ছিলেন কুরআন শরিফের হাফিজ।[১২৩]

হযরত আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও মুসাইলামার দূর্গের তোরণ খুলে দিতে সক্ষম হন। এরপর বীরদর্পে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না আলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ! আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রিয় সাহাবীর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

---

[১২৩] যুদ্ধে ঠিক কতোজন শহিদ হয়েছিলেন এবং এদের মধ্যে কতোজন কুরআনে হাফিজ ছিলেন, এ ব্যাপারে মাতনৈক্য আছে।

(৮৪)
হযরত ’উৎবাহ ইবনে গাজওয়ান (আবু আবদুল্লাহ, আবু গাজওয়ান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২৪]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ৫৮১ খ্রি., / মক্কা মুকা্ররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৭ হি., ৬৩৮ খ্রি., / বসরা, স্বাভাবিক (দুর্ঘটনা)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, প্রশাসক।
পিতার নাম: গাজওয়ান ইবনে হারিস ইবনে জাবির।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: সাফিয়্যাহ / আজদা বিনতে হারিস ইবনে কালাদা।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- বনি মাযনি, প্রাথমিক মুসলিম, আলে বনি নওফাল, আবিসিনিয়া-২, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত ‘উৎবাহ ইবনে গাজওয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সুপরিচিত সাহাবি ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির কিছুদিন পরই ইসলামগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন সপ্তম মুসলমান। ইরাকের বসরা শহরের প্রতিষ্ঠাতা ‘উৎবাহ ইবনে গাজওয়ান (রা.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হিজরত

ইসলামগ্রহণের পর মক্কা শরিফের অন্যান্য মুসলমানদের মতো হযরত ‘উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুও কুরাইশ মুশরিকদের কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হন। ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[১২৪] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বেশিদিন আবিসিনিয়ায় থাকতে না পেরে, মক্কা শরিফ ফিরে আসেন।

মক্কা শরিফে নওমুসলিমদের জন্য শান্তিমতো থাকা তখনও সম্ভব ছিলো না। কুরাইশ মুশরিকরা বরং নির্যাতনের মাত্রা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে অন্যান্যদের মতো হযরত 'উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরত করেন।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। হযরত 'উৎবাহ ইবনে গাজওয়ানের (রা.) আনসার ভাই হন হযরত আবু দুজানা রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধ, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ এবং ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত 'উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ তিনটি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করে বীরদর্পে যুদ্ধ করেন।

ইরাক বিজয়ে তাঁর অবদান

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) নেতৃত্বে পারস্য সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আধুনিক যুগের ইরাক অঞ্চলও পারস্য সম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিলো। পারস্য বিরোধি বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে হযরত 'উৎবাহ ইবনে গাজওয়ান (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে খলিফা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে অত্যল্প পারস্য অঞ্চল বিজিত হয়েছিল। বৃহত্তর পারস্য অঞ্চল সত্যিকার অর্থে বিজিত হয় দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) হযরত 'উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২০০০ সৈন্যের একদল জিহাদীর সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ জিহাদ ছিলো বর্তমান বসরা শহরের পূর্বে অবস্থিত উবুল্লাহর বিরুদ্ধে। সফল এ অভিযান ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এরপর হযরত 'উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু দজলা নদীর কাছে ফুরাত অঞ্চলে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এ এলাকা দখলের পর তিনি মেইসান ও আবারকুবাস নামক অঞ্চলও দখলে নেন। এরপর খলিফা উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে বর্তমান বসরা অঞ্চলের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি এ অঞ্চলে থাকাকালে বসরা শহরের গোড়াপত্তন করেন।

৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে হযরত 'উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফের দিকে পাড়ি জমান। তিনি হাজ্জ শেষে মদিনায় গিয়ে খলিফা

উমরকে (রা.) বসরার প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। খলিফা তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন না।

মৃত্যুবরণ

পবিত্র হাজ্জ পালন শেষে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নির্দেশে ’উৎবাহ ইবনে গাজওয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বসরার উদ্দেশ্যে মদিনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করেন। তবে হযরত উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু পথিমধ্যে নিজের উট থেকে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর সমাধি বসরার নিকটবর্তী জুবায়ের নামক শহরে অবস্থিত। কবরের নিকটেই ‘মসজিদে জুবায়ের ইবনে আউওয়াম’ নামক একটি মসজিদ আছে। হযরত ইবনে গাজওয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবরপাশে বিখ্যাত সাহাবি জুবায়ের ইবনে আউওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবরও আছে। আল্লাহ তা’আলা হযরত ’উৎবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জান্নাতুল ফিরদৌসের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৮৫)
হযরত 'আদি ইবনে হাতিম তায়ি (আবু তারিফ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২৫]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / নজ্‌দ (আরব উপদ্বীপ)।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬৮ হি., ৬৮৭ খ্রি., / কুফা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: হাতিম বিন আবদুল্লাহ (হাতিম তায়ি)।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- বনি তাইয়্যি, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত 'আদি (রা.) ছিলেন বিখ্যাত দানবীর হাতিম তায়ির পুত্র। বর্তমান আরব উপদ্বীপের নজ্‌দে তাঁর জন্ম হয়। পিতা হাতিমের মৃত্যুর পর তায়ি বংশের নেতার দায়িত্ব আসে হযরত 'আদির ওপর। তিনি যখন জানতে পারলেন মক্কা শরীফে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে তখন তাঁর নিজের নেতৃত্বের ওপর আঘাত আসবে ভেবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন।

হযরত 'আদি ও তাঁর বংশের সবাই ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুসলিম-বিজিত এলাকা তাঁর নিকটতম অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। 'আদি জানতেন মুসলিম অভিযানের বিরোধিতা করার ক্ষমতা তাঁর বংশের মধ্যে নেই। সুতরাং তিনি স্ব-এলাকা থেকে সিরিয়া অঞ্চলে পালিয়ে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। সিরিয়া তখনও একজন খিস্টান বাদশাহ কর্তৃক শাসিত হচ্ছিলো। নিজের লোকদেরকে ছেড়ে যেতে তাড়াহুড়ো করার করণে, তাঁর প্রিয় বোনকে সাথে নিয়ে যেতে পারলেন না।

---
[১২৫] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

ইসলামগ্রহণ

সিরিয়ায় পৌঁছার কিছুদিন পরই হযরত 'আদির জন্মভূমি নজদের অঞ্চলটি মুসলিম অভিযানের ক্ষেত্র হয়। এ সময় তাঁর ফেলে আসা প্রিয় বোনসহ তায়ি বংশের অনেকে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। এদের সবাইকে মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 'আদির বোনকে মুক্ত করেন। একটি কাফেলার সাথে এ মহিলা সিরিয়ায় তাঁর ভাইয়ের কাছে চলে যান। মদিনায় বন্দীনী অবস্থায় হযরত 'আদির বোনের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকলে অত্যন্ত সম্মানের সাথে ব্যবহার করেছিলেন। এতে মুগ্ধ হয়ে হযরত 'আদির বোন বললেন, "ভাই, তোমাকে এই মহান নবী কর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে গ্রহণ করা হবে সার্বোত্তম কাজ।"

বোনের পরামর্শে আরো কিছু লোকের সাথে 'আদি রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনায় এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 'আদির (রা.) দানবীর পিতার কথা মদিনার লোকজন আগে থেকেই জানতেন। সুতরাং তাঁর আগমনে সবাই আনন্দিত হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে 'আদির (রা.) গলায় রূপার তৈরি ক্রুশ লটকানো ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় পাঠ করছিলেন পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا * لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ * سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

-তারা তাদের পতি ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মা'বুদের ইবাদতের জন্য, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।" (৯:৩১)

পরবর্তীতে কী হলো, তা হযরত 'আদি বিন হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেই বর্ণনা করেছেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। আমি শুনতে পেলাম লোকজন বলাবলি করছেন, ''আদি বিন হাতিম! 'আদি বিন হাতিম!!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন দাঁড়ালাম, তখন তিনি বললেন, 'ওহে 'আদি বিন হাতিম! ইসলাম কবুল করো ও শান্তিতে থাকো।' তিনি তিনবার এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, 'আমি যে অন্য একটি ধর্মে বিশ্বাসী?' তিনি বললেন, 'আমি তোমার দ্বীন সম্পর্কে তোমার থেকেও বেশি অবগত।' আমি কিছুটা আশ্চর্যবোধ করে প্রশ্ন

করলাম, 'আপনি আমার ধর্ম সম্বন্ধে আমার থেকে বেশি জানেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। তুমি কী রাকুসিয়্যা নামক ফিরকা অনুসরণ করো না? এবং তোমার লোকদের নিকট থেকে চার ভাগের একভাগ লুণ্ঠিত মালামাল গ্রহণ করো না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। এটা সত্য।' তিনি বলতে থাকেন, 'এটা তোমার ধর্মমতে গ্রহণযোগ্য নয়।' আমি স্বীকার করলাম, 'হ্যাঁ। এটা আমার ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়।' এ পর্যন্ত কথাবার্তা থেকে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শুনো, তুমি কেনো ইসলামগ্রহণে বাঁধা পাচ্ছো তা-ও আমি জানি। তুমি কী হিরা কোথায় জানো?' আমি বললাম, 'আমি হিরার নাম শুনেছি, তবে আমি কখনও সেখানে যাই নি।' তিনি বললেন, 'আমি তাঁর শপথ করে বলছি যিনি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন! আল্লাহ ইসলামের প্রসার সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত করবেন। (এ বিস্তৃত জমিন এতোই নিরাপদ হবে যে) একজন পর্দানশীন মহিলা হিরা শহর থেকে একাই বের হয়ে মক্কায় এসে কাবা শরিফ তাওয়াফ করবে নিশ্চিন্তে। নিঃসন্দেহে (পারস্য সম্রাট) কিসরা বিন হরমুজের ধন-সম্পদ মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত হবে।'" (মুসনাদে আহমদ)

'আদি বিন হাতিম তায়ি রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিসরা বিন হরমুজের ধন-সম্পদ?' তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কিসরা বিন হরমুজের ধন-সম্পদ। শুধু তাই নয় (মুসলিম অঞ্চলে) ধন-সম্পদ এতো বেশি হবে যে, (সদকা বা জাকাত হিসাবেও) কেউ এগুলো নেওয়ার থাকবে না।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কথা শুনে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।"

এ বর্ণনা দিয়ে হযরত 'আদি বিন হাতিম (রা.) বললেন, "এখন ঠিকই হিরার মহিলাগণ নিশ্চিন্তে একা একা ভ্রমণ করে মক্কা মুকাররমায় এসে কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন। আর কিসরার ধন-সম্পদ বিজিত হওয়ার সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি- যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য হবে। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দেখিয়েছিলেন।" (বুখারি, আহমদ, ইবনে হিশাম, ইবনে কাছির)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল দ্বিতীয় উমর হিসাবে খ্যাত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহর খিলাফতকালে। একদা খলিফা তাঁর জাকাত বণ্টনকারীকে জাকাতের মুদ্রাসহ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। তিনি কিছুদিন পর ফিরে এসে খলিফাকে অবগত করলেন

যে, জাকাত নেওয়ার যোগ্য কাউকে তিনি পান নি। পরবর্তীতে এই অর্থ দ্বারা অনেক ক্রীত দাস/দাসীকে মুক্ত করা হয়।

হযরত 'আদি ইবনে হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

দীর্ঘ জীবন শেষে মৃত্যুবরণ

জানা যায়, হযরত 'আদি বিন হাতিম তায়ি রাদ্বিআল্লাহু আনহু হিজরতের নবম বছর (৬৩০ খ্রি.) ইসলামগ্রহণ করেন। অধিকাংশ মতে তিনি ১১৫ বছর জীবিত ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি কুফায় অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ মুখলিস বান্দার মর্যাদা হাজার গুণ বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৮৬)
হযরত ’উমায়ির ইবনে ওয়াহ্‌ব (আবু উমাইয়্যা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৩-২০ হি., ৬৩৪-৬৪১ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, দায়ী।
পিতার নাম: ওয়াহ্‌ব বিন খালাফ বিন হুজাফা।
মাতার নাম: উম্মে শাখিলা বিনতে হাশিস বিন সা’দি বিন সাহ্‌ম।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: ১. ওয়াহ্‌ব বিন ’উমায়ির বিন ওয়াহ্‌ব।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি জুমাহ, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জঙ্গে বদরের শেষে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী দু’ব্যক্তি কাবা শরিফের ‘হাতিমে’ বসে পরামর্শ করছিলেন। এদের একজনের নাম হলো সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ আর অপরজনের নাম ’উমায়ির বিন ওয়াহ্‌ব। আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম মদিনায় হিজরতের পূর্বে এদের দৌরাত্ম্যের শিকার হয়েছিলেন। এখন এরা দু’জন বসে এক মারাত্মক পরিকল্পনা করছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা।

হত্যা করতে গিয়ে ইসলামগ্রহণ

বদরের যুদ্ধে ’উমায়ির বিন ওয়াহবের পুত্র ওয়াহাব বিন ’উমায়ির মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়। হাতিমে পরামর্শকালে তারা দু’জন বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ একটি কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ বললেন, ‘কসম আল্লাহর! আমাদের স্বজনদের মৃত্যু

[১২৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

শেষে আমরা বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই।' 'উমায়ির এ কথার ওপর সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এটা সত্যি। আল্লাহর কসম! আমার প্রচুর ঋণের কারণে যদি দিশেহারা হতাম না এবং আমাকে ছাড়া আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় যদি থাকতো না, তাহলে অবশ্যই আমি মুহাম্মদকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হত্যা করতাম। বাস্তবে এখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটি সুযোগও ছিলো। কারণ, আমার ছেলে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে মদিনায় অবস্থান করছে।'

সাফওয়ান একথা শুনে দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। এছাড়া তোমার পরিবারের দেখভালও করবো যতোদিন তারা বেঁচে থাকবে।' 'উমায়ির বললেন, 'এ কথাগুলো শুধুমাত্র তোমার ও আমার মধ্যে যেনো গোপন থাকে। কেউ যেনো শুনতে না পায়।' সাফওয়ান এ কথার উপর সম্মতি জানালেন।

এরপর 'উমায়ির ইবনে ওয়াহ্ব মদিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তার তলোয়ারে শান দিয়ে তাতে বিষ লাগালেন। এটি গলায় ঝুলিয়ে যাত্রা করলেন।

'উমায়ির মদিনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও আরো কয়েকজন সাহাবী এক জায়গায় বসে বদর যুদ্ধ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু লক্ষ করলেন 'উমায়ির বিন ওয়াহ্ব তার উটে আরোহণ করে মসজিদে নববীর দিকে এগুচ্ছেন। তার গলায় ঝুলছিলো একটি তরবারি। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ক্রোধের সুরে বললেন, "এই কুত্তা ও আল্লাহর দুশমন 'উমায়ির বিন ওয়াহ্ব কেনো এখানে এসেছে!" তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর দুশমন 'উমায়ির ইবনে ওয়াহ্ব এসেছে। তার গলায় একটি তলোয়ার ঝুলছে!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তভাবে বললেন, "তাকে আমার নিকট আসতে দাও।" উমর (রা.) 'উমায়িরের তলোয়ারের হাতলে শক্ত করে ধরে, তাকে টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত কয়েকজন আনসারকে বললেন, 'তোমরা একে ঘিরে রাখো!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে উমর! ওকে ছেড়ে দাও! হে 'উমায়ির তুমি কাছে এসো।" 'উমায়ির নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'শুভ সকাল! (সাবাহুল খাইর)' জাহিলিয়্যাতের যুগে আরবরা একে অন্যকে এভাবেই সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার সম্ভাষণের বাক্য থেকে আরো উত্তম একটি সম্ভাষণের বাক্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তাহলো 'আসসালামু আলাইকুম'। জান্নাতের অধিবাসীরাও এ বাক্য উচ্চারণ করে একে

অন্যকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবে।” ’উমায়ির বললেন, ‘ভালো কথা, হে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! এটা আমি প্রথমবারের মতো শুনলাম।’

এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এখানে কেনো এসেছ, হে ’উমায়ির?” উত্তরে ’উমায়ির বললেন, ‘আমার এক পুত্র বন্দী অবস্থায় এখানে আছে। তার প্রতি ভালো ব্যবহারের জন্য আবদার জানাতে এসেছি।’ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, “তোমার গলে এই তলোয়ার ঝুলছে কেনো?” ’উমায়ির বললেন, ‘এই অভিশপ্ত তলোয়ারগুলো! এগুলো আমাদের কোনো ভালো কাজে লাগেনি।” নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার প্রশ্ন করলেন, “আমাকে সত্য কথাটি বলছো না কেনো? কোন্ উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছো?” ’উমায়ির আবার মিথ্যা বললেন, ‘আমার পুত্রের মুক্তির জন্য এসেছি।’

এটুকু কথোপকথন শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরিফের হাতিমে বসে ’উমায়ির ও সাফওয়ানের গোপন পরামর্শের সবকিছু বলে দিলেন। ’উমায়ির আশ্চর্য হয়ে বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। সাফওয়ান ও আমার মধ্যকার গোপন পরামর্শের কথা কেউ জানে না। আল্লাহর কসম! একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ এই গোপন পরামর্শের কথা আপনাকে জানায় নি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে ইসলামের দিকে ধাবিত করেছেন।” একথা বলে তিনি বলে উঠলেন, “আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ’আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, “তোমরা তোমাদের এ মুসলিম ভাইকে দ্বীন শিক্ষা দাও। তাঁকে শিক্ষা দাও কুরআন এবং তার ছেলেকে মুক্ত করো।”

ইসলামের দাওয়াত

মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে হযরত ’উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অজ্ঞতা হেতু অতীতে ইসলামের বিরোধিতা করেছি। অনেককে কষ্ট দিয়েছি। এখন আমি চাচ্ছি মক্কা শরিফ গিয়ে মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেবো। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

’উমায়ির ইবনে ওয়াহ্ব মক্কা শরিফ পৌঁছার পূর্বে সাফওয়ান মানুষকে বলতে থাকেন, ‘আনন্দে উদ্বেলিত হও! সবাই অপেক্ষা করো। কিছুদিনের মধ্যে এক বিরাট সুসংবাদ আসছে। এ খবর বদরের বিপর্যয়কে ঢেকে দেবে।’ মদিনা শরিফের

সকল আগন্তুকদের নিকট থেকে সুখবর পাওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কেউ কিছু বললো না। এরপর ’উমায়রি ইবনে ওয়াহ্‌ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কায় এসে সবাইকে ডেকে বললেন, “আমি মুসলমান হয়েছি। তোমরাও ইসলাম কবুল করো। কারণ, ইসলাম হলো সত্যধর্ম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।”

’উমায়রিরের (রা.) কণ্ঠে এসব কথা শুনে সাফওয়ান ভীষণভাবে হতাশ হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, ’উমায়রিরের সাথে আর কথাই বলবেন না। তবে ’উমায়রি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাওয়াতে অনেক মানুষ ইসলামগ্রহণ করেন।

’উমায়রি (রা.) সম্পর্কে হযরত উমরের (রা.) মন্তব্য

হযরত উরওয়াহ বিন জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, যখন মুসলমানরা ’উমায়রি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের কারণে উল্লাস প্রকাশ করেন, তখন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মন্তব্য করলেন: “যেদিন সে (’উমায়রি) মদিনায় এসেছিলো, তখন আমি ভেবেছিলাম একটি শূকরও তার থেকে উত্তম ছিলো। কিন্তু আজ তিনি আমার নিকট নিজের সন্তানদের চেয়েও আপন।”

ইন্তিকাল

হযরত ’উমায়রি ইবনে ওয়াহ্‌ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঠিক কবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ মতে তিনি মদিনা শরিফে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। মুসলিম স্কলার্স ডাটাবেইজে তাঁর মৃত্যু ১৩ থেকে ২০ হিজরির কোনো এক বছরে হয়েছিল বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলাই সম্যক অবগত। আমরা দু’আ করি আল্লাহ তা’লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৮৭)
হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান (আবু খালিদ, ইয়াজিদুল খায়ের) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২৭]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৮ হি., ৬৩৯ খ্রি., / অমওয়াস, ফিলিস্তিন, স্বাভাবিক (মহামারি)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, সেনাপতি, প্রশাসক।
পিতার নাম: আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব (রা.)।
মাতার নাম: জয়নব বিনতে নাওফল।
ভাইবোন: **১.** হানজালাহ, ২. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.), ৩. উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)।
স্ত্রী: জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: ১. ওয়াহ্ব বিন 'উমায়ির বিন ওয়াহ্ব।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি উমাইয়্যা, বনি আবদে শামস্, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতা ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরা ছিলেন মক্কার উমাইয়্যা বংশের বনি আবদে শামস শাখাভুক্ত।

ইসলামগ্রহণ

হযরত ইয়াজিদ (রা.) তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রা.) ও ভাই মুয়াবিয়া (রা.) মক্কা বিজয়ের দিন (৬৩০ খ্রি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হযরত ইয়াজিদ (রা.) যুদ্ধ করেন।

---

[১২৭] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

কমান্ডার ও সিরিয়ার প্রশাসক

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান (রা.) মুসলমানদের কর্তৃক বাইজান্টিন সিরিয়া বিজয়ের সময় কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় হযরত ইয়াজিদের (রা.) নেতৃত্বে ৩,০০০ থেকে ৭,৫০০ মুসলিম সৈন্য প্রথমত মৃত সাগরের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল বালক্বা নামক এলাকায় প্রেরণ করা হয়।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইয়াজিদ (রা.) ও অন্যান্য কমান্ডার যাদের মধ্যে ছিলেন আমর ইবনে আস, সুহরাহবিল ইবনে হাসানা ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) বাইজান্টিন শহর বুসরা দখল করে নেন। এটাই ছিলো সিরিয়ায় মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত প্রথম বাইজান্টিন শহর।

বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের কর্তৃক আজনাদাইন যুদ্ধে হযরত ইয়াজিদ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর নেতৃত্বে ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে আম্মান দূর্গ বিজিত হয়। এছাড়া দামেস্কো শহর অবরোধে (৬৩৪ খ্রি.) তিনি অংশগ্রহণ করেন। শহর মুসলমানদের দখলে আসার পর তিনি শহরের সহকারী প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রশাসক ছিলেন হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টিনদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহু চারজন ফিল্ড কমান্ডারের একজন ছিলেন।

হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে আমওয়াসের মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এসময় খলিফা ছিলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি দামেস্ক, জর্ডান ও ফিলিস্তিনের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেন হযরত ইয়াজিদকে। কিন্তু কিছুদিন পর তিনিও মহামারিতে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন (৬৩৯ খ্রি.)।[১২৮]

মহান রাব্বুল আলামিন হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জান্নাতুল ফিরদৌসের সমুন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

---

[১২৮] উইকিপিডিয়া।

(৮৮)
হযরত সুহাইল বিন বাইদা’ (আবু মুসা) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১২৯]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৯ হি., ৬৩৯ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী।

পিতার নাম: ওয়াহাব বিন রাবি’আহ বিন হিলাল।

মাতার নাম: দা’দ বিনতে জাহদাম (বনি ফিহ্‌র)।

ভাইবোন: ১. সাফওয়ান বিন বাইদা’, ২. সাহল বিন বাইদা’।

স্ত্রী: জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি ফিহর, আবিসিনিয়া-১, আবিসিনিয়া-২, প্রাথমিক মুসলিম, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবি হযরত সুহাইল বিন বাইদা’ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরতের পূর্বেই ইসলামগ্রহণ করেন। কুরাইশ মুশরিকদের কর্তৃক নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে তিনি আবিসিনিয়ায় (১ম ও ২য় কাফেলার সঙ্গে) হিজরত করেন।

ইসলামগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রাথমিক মুসলমানদের একজন ছিলেন হযরত সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর বংশ হলো বনি হারিস ইবনে ফিহ্‌র। তিনি ছিলেন ‘সাবিকুনুল আউওয়ালিন’ - যারা ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক কঠিন সময়ে দৃঢ়ভাবে ইসলামের ওপর অটল রয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন।

---

[১২৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আবিসিনিয়ায় হিজরত

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর ৬১৫ খ্রিস্টাব্দের রজব মাসে আবিসিনিয়ায় মক্কার মুসলমানরা প্রথম হিজরত করেন। নিম্নে এই হিজরতে অংশগ্রহণকারী ১৫ জনের[১৩০] (১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা) নাম উল্লেখিত হলো।

১. হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

২. হযরত রুকাইয়্যাহ বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাদ্বিআল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী।

৩. হযরত আবদুর রাহমান ইবনে ’আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৪. হযরত আবু হুজাইফাহ ইবনে ’উৎবাহ ইবনে রাবি’আহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৫. হযরত সাহলাহ বিনতে সুহাইল ইবনে ’আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন হযরত আবু হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী।

৬. হযরত জুবায়ের ইবনে আউওয়াম ইবনে খাওয়াইলিদ ইবনে আসাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৭. হযরত মুস’আব ইবনে ’উমায়ির ইবনে হাশিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৮. হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৯. হযরত উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী।

১০. হযরত উসমান ইবনে মাজ’উন জুমাহি রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন উম্মত জননী হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মামা।

১১. হযরত আমির ইবনে রাবিয়াহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

১২. হযরত লাইলা বিনতে আবি হাছমাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন আমির ইবনে রাবিয়াহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী।

১৩. হযরত সুহাইল ইবনে বাইদা’ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

১৪. হযরত ’আবু সাবরাহ ইবনে আবি রুহ্‌ম রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

১৫. হযরত হাতিব ইবনে আবদে শাম্‌স রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

দেখাই যাচ্ছে উপরোক্ত তালিকায় ১৩ম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত সুহাইল ইবনে বাইদা’ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। অনেকের মতো তিনি কিছুদিন আবিসিনিয়ায় অবস্থানের পর মক্কা শরিফের প্রায় সবাই মুসলমান হয়েছেন বলে গুজব শুনে, আবিসিনিয়া

[১৩০] আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে মোট কত জন ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন ১২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। অন্য আরেক মতে ১২ জন পুরুষ ৪ জন মহিলা। অপর আরেক মতে ১২ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা। দেখুন ইফাবা, সিরাত বিশ্বকোষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩।

ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে আসেন। গুজব হওয়ার কারণে তিনি অনেকের মতো ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বার হিজরত করেন।

হাদিস বর্ণনা

হযরত সুহাইল ইবনে বাইদা' রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিস হচ্ছে এই: তিনি বলেন, রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অবশ্যই, যে কেউ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই' বলে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (সহিহ ইবনে হিব্বান, ১৯৯)

ইন্তিকাল

হযরত সুহাইল ইবনে বাইদা' রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৯ হিজরি (৬৩৯ খ্রি.) মদিনা মুনাওয়ারায় স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন।

(৮৯)
হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (আবু আবদুল্লাহ, আবু ইয়াহইয়া) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / নজ্‌দ।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩৭ হি., ৬৫৮ খ্রি., / কুফা (স্বাভাবিক)।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: আরাত বিন জানদালাহ।
মাতার নাম: অজানা।
ভাইবোন: অজানা।
স্ত্রী: মুলাইকা।
পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব, ২. আবদুর রাহমান বিন খাব্বাব, ৩. জয়নব বিনতে খাব্বাব।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মক্কা শরিফের খুজা'আ বংশের উম্মে আনমার নাম্নী এক মহিলা শহরের দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে গিয়েছিলো। মহিলা একটি ছেলের সন্ধান করছিলো যে হবে বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। চোখ ঘুরিয়ে উপস্থিত দাস-দাসীদের দিকে লক্ষ্য করলো। একটি বালকের ওপর তার চোখ স্থির হলো। সে দেখলো ছেলেটা শক্তিশালী, অল্প বয়স্ক ও চেহারায় বুদ্ধিমানের ছাপ। হ্যাঁ, এই ছেলেটাই তার দরকার। উচিৎ মূল্য দিয়ে একে ক্রয় করে নিল।

নিজ গৃহে ফেরার পথে ক্রয়কৃত এ ছেলের দিকে তাকিয়ে উম্মে আনমার জিজ্ঞেস করলো। তোমার নাম কি? উত্তর এলো, খাব্বাব। পিতার নাম? আরাত। তোমার বাড়ি কোথায়? নজদ। তাহলে তুমি একজন আরব? হ্যাঁ, বনি তামিম আমার গোত্রের নাম। তাহলে, মক্কার ক্রীতদাস বাজারে কীভাবে এলে?

খাব্বাব এবার বললেন, "আরবীয় একটি গোত্র আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে। তারা আমাদের গবাদি পশু নিয়ে যায় এবং মহিলা ও শিশু-কিশোরদের ধরে

[১৩১] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

ফেলে। আমিও তাদের নিকট আটক হলাম। এরপর বিভিন্ন জনের হাতে বন্দী হয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ মালিকের মাধ্যমে মক্কার ক্রীতদাস মার্কেটে এসে হাজির হলাম। এখন আপনি আমার মালিকা।”

তলোয়ার তৈরিতে পারদর্শিতা

উম্মে আনমার খাব্বাবকে একজন কামারের হাতে তুলে দিয়ে বললো, “একে তলোয়ার বানানোর পারদর্শিতা শিক্ষা দিন।” খাব্বাব শীঘ্রই একজন ভালো কামার হিসাবে মক্কা শরিফে সুপরিচিত হয়ে ওঠলেন। তার তৈরি তলোয়ার কিনতে সবাই আগ্রহী হলেন। উম্মে আনমার এতে ভালো আয় করতে লাগলো।

ইসলামগ্রহণ

কামার খাব্বাব দেখলেন, মক্কা শরিফের মানুষ মূর্তিপুজা করে ও ঝগড়া-ঝাটির মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে জড়িত আছে। সমাজের মধ্যে জাহিলিয়্যাতের চরম নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। বিভিন্ন গোত্র একে অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত আছে। সামাজিক ও নৈতিক এ অবক্ষয়ের অবসান কবে হবে, সে চিন্তা করতেন হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত। তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে পড়া শুরু হলো। খাব্বাব ক্রীতদাস থাকাবস্থায়ই কাল-বিলম্ব না করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ বলেছেন, ইসলামগ্রহণে তিনি ছিলেন দশম ব্যক্তি।

চরম নির্যাতনের শিকার

তার দাস হযরত খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামগ্রহণ করেছেন শুনে উম্মে আনমার রাগে-গোস্বায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। এতো বড় স্পর্ধা! সে ছুটে গেলো তার মুশরিক ভাই সিবা ইবনে আবদুল উয্‌জার নিকট। বললো, এ দাসকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। সিবা খুজা বংশের একদল উশৃঙ্খল যুবককে সঙ্গে নিয়ে হযরত খাব্বাবের সম্মুখে এসে হাজির হলো।

সিবা রাগের সুরে জিজ্ঞেস করলো, “হে খাব্বাব! তুমি কি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে এখন বনি হাসিমের ঐ ব্যক্তির ধর্ম গ্রহণ করেছো?” খাব্বাব বললেন, “আমি ধর্ম ত্যাগ করি নি। আমি সব সময়ই একজন প্রভু আছেন বলে বিশ্বাস করতাম। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি তোমাদের মূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করেছি। আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।”

হযরত খাব্বাবের কথাগুলো শেষ হতে না হতেই সিবা ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। তারা তাঁকে কিল-ঘুষি মারতে লাগলো। লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারতে থাকে। হযরত খাব্বাব মার খেয়ে অচিরেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেলো।

হযরত খাব্বাব ও তাঁর মালিকা উম্মে আনমারের মধ্যে কী ঘটেছে সে খবর দাবানলের মতো সমগ্র মক্কা শরিফে ছড়িয়ে পড়লো। মুশরিকরা খাব্বাবের (রা.) স্পর্ধা দেখে অবাক হলো। এ পর্যন্ত তারা শুনেনি, কেউ ইসলাম কবুল করেছে বলে ঘোষণা দিতে। তবে কিছু নওমুসলিম হযরত খাব্বাবের সাহসিকতা দেখে অনুপ্রাণিত হলেন এবং তারাও ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন। এবার শুরু হলো মুশরিকদের কর্তৃক নও-মুসলিমদের উপর চরম শরীরিক ও মানসিক নির্যাতন। হযরত খাব্বাব ইনবে আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু কী অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তার একটি বর্ণনা হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলেন। খব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "মুশরিকরা একবার আমাকে ধরে নিয়ে গেলো এবং আগুনের মধ্যে বলপূর্বক চিত করে শুইয়ে রাখলো। এরপর এক ব্যক্তি আমার বুকের উপর পা রেখে প্রচণ্ড চাপ দিলো। এতে আমার পিঠ জ্বলে গেলো।" (তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, খ. ৩, পৃ. ১২৩)

চরম এই নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে মুসলমানদেরকে প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনা শরিফে হিজরত করতে হয়েছিল। হযরত খাব্বাবও মদিনায় হিজরত করলেন।

তাঁর মৃত্যু

সে সময় কুফায় কারো মৃত্যু হলে উঠোনে বা দরজার নিকটে কবর দেওয়া হতো। হযরত খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফায় আসার পর তিনি এ রীতি পছন্দ করলেন না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ছেলেকে বললেন, "কুফা শহরের বাইরে কোনো মাঠে আমাকে কবর দেবে।" তিনি ৩৭ হিজরি সনে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছেলে স্বীয় পিতার শেষ ইচ্ছামতো তখনকার কুফা শহরের বাইরে কবর দিলেন। মৃত্যুকালে হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বয়স ছিলো ৭৩ বছর।[১৩২]

হে মহান রাব্বুল আলামিন! আপনি আপনার এ বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। আমরা আবদার জানাচ্ছি তাঁর মর্যাদা হাজার গুণ বৃদ্ধি করুন। আমিন।

---

[১৩২] https://www.dawateislami.net/

(৯০)
হযরত তুলাইব বিন ’উমায়ির (আবু ’আদি) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩৩]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৩ হি., ৬৩৪ খ্রি., / শহিদ, আজনাদিন, সিরিয়া।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী।

পিতার নাম: ’উমায়ির ইবনে ওয়াহব বিন কাছির।

মাতার নাম: আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

ভাইবোন: জানা নেই।

স্ত্রী: জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, প্রাথমিক মুসলিম, আবিসিনিয়া-২, মুহাজির, বদর-উহুদ-খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত তুলাইব বিন ’উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবু ‘আদি নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দারুল আরকামে থেকে দ্বীন প্রচার করছিলেন তখনই হযরত তুলাইব ইসলাম কবুল করেন।

ইসলামগ্রহণের পর

আবু সালামা বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, হযরত তুলাইব (রা.) দারুল আরকামে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর প্রথমে তাঁর মায়ের কাছে যান। তিনি বললেন, “আম্মা আমি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছি এবং এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস এনেছি।” তাঁর মাতা বললেন, “তোমার চাচাতো ভাই অবশ্যই তোমার সাহায্য-সহযোগিতার অধিকার রাখেন।” ইসলাম কবুল করার কারণে তিনি তাঁর ছেলের প্রশংসা করলেন।

---

[১৩৩] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

এরপর তাঁর মাতা বললেন, "আল্লাহর কসম! আমরা মহিলারা যদি পুরুষের মতো বলবান হতাম তাহলে অবশ্য তাঁকে অনুসরণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা দিতাম।" তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আপনি যদি এটাই মনে করেন, তাহলে কেনো এখনই ইসলাম কবুল করছেন না এবং রাসূলুল্লাহর অনুসরণে এগিয়ে আসছেন না? আপনার ভাই হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তো ইতোমধ্যে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছেন।" তিনি জবাব দিলেন, "প্রথমে আমার বোনদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে দাও। এরপর আমিও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করবো।"

হযরত তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেই বর্ণনা করেন, "আমি আম্মাকে বললাম, 'আমি আল্লাহর নামে আপনাকে আবদার জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এখনই চলে যান। তাঁকে মেনে নিন ও কালিমা শাহাদত পাঠ করুন।'" তিনি তখনই কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে ইসলামগ্রহণ করলেন।

নবীজীর প্রতি ভালোবাসা

বর্ণিত আছে হযরত তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এক মূর্তিপুজককে আক্রমণ করে আহত করেছিলেন। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কটুকথা বলেছিল। এই ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ:

একদা আউফ বিন সাবরাহ সাহমি নামক এক মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটুকথা বলে। সেখানে আবু তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই নরাধমকে একটি উটের চোয়ালের হাড্ডি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেন। ফলে সে আহত হয়। কোনো এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁর মায়ের নিকট এসে নালিশ করলো, "আপনি কি দেখেন নি, আপনার পুত্র আউফকে কীভাবে আহত করেছে?" তিনি জবাবে বললেন:

اِنَّ طُلَيْبًا نَصَرَ ابْنَ خَالِهِ
وَاسَاهُ فِي ذِي دَمِهِ وَمَالِهِ

অর্থাৎ, তুলাইব তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে মাত্র। সে তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে নিজের রক্ত ও মালের বিনিময়ে।

বলাই বাহুল্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হযরত তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অগাধ ভালোবাসা হেতু তিনি ঐ নরাধমকে আক্রমণ করেছিলেন।

হিজরত

কুরাইশ মুশরিকদের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে অন্যান্যদের সাথে হযরত তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তবে কিছুদিন পর গুজব ছড়ালো যে, মক্কার কুরাইশ মুশরিকরা ইসলামগ্রহণ করেছে। এ খবরে বিশ্বাস করে অনেকে মক্কা শরিফ ফিরে আসেন। হযরত তুলাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও ফিরে আসলেন।

পরবর্তীতে মুসলমানদের সঙ্গে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁর আনসার ভাই ছিলেন, হযরত মুনযির বিন আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ

হযরত তুলাইব বিন ’উমায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ১৩ হিজরি সনে অনুষ্ঠিত সিরিয়ার আজনাদিন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ যুদ্ধে ৩৫ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৯১)
হযরত জায়িদ ইবনে খারিজা ইবনে জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩৪]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩০ হি., ৬৫০ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, দুর্ঘটনা।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: খারিজা ইবনে জায়িদ।

মাতার নাম: হুজাইলা বিনতে 'উৎবা ইবনে 'আমর।

ভাইবোন: ১. হাবিবা বিনতে খারিজা ইবনে জায়িদ।

স্ত্রী: ১. উনাইসা বিনতে খুবাইব।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ, ২. মুহাম্মদ, ৩. উম্মে খুলসুম।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত জায়িদ ইবনে খারিজা আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তবে তাঁর জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায়নি- শুধুমাত্র একটি কারামত ছাড়া। এই কারামত সম্পর্কে বর্ণনা একটু পরই উল্লেখ করবো।

তিনি খারিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পুত্র ছিলেন। এছাড়া আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত হাবিবা বিনতে খারিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁরই আপন বোন ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিলো। একদা তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "আপনার প্রতি কীভাবে সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম প্রকাশ করবো?"

---

[১৩৪] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

কারামত

হযরত নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জায়িদ বিন খারিজা আনসারদের একজন অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন। একদিন তিনি মদিনার এক রাস্তার ওপর তাঁর ঘেড়ায় আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন। লোকজন এসে তাঁর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারা মরদেহ একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখলেন।

জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর লাশের নিকটে বসে তাঁর আত্মীয়া মহিলারা বিলাপ করছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এভাবে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। মাগরিব নামাযের পর তাঁর লাশের নিকটে অবস্থানরত কিছু লোক শুনতে পেলেন এই কথাগুলো: "চুপ থাকো! চুপ থাকো!" উপস্থিত সবাই প্রথমে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন কক্ষের ভেতর আর কেউ নয়। তাদের কেউওও এ কথাগুলো বলেন নি। তারা বুঝতে পারলেন কথাগুলো কাপড়ে ঢাকা হযরত জায়িদের মরদেহ থেকে আসছে! তারা তাঁর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করলেন। এবার পরিস্কার শুনা গেলো, জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এই কথাগুলো: "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল, উম্মি নবী, নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। তাঁর পর আর কোনো নবী নেই।"

এই কারামতের ঘটনাটি যারা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, ইবনে কাছির (তাঁর বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে), হাকিম, বাইহাকি, ইবনে আবি হাতিম, তিরমিযি।

ইবনে হাজর আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এবং তিনি [জায়িদ বিন খারিজা (রা.)] বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [বার্ণিত আছে] তিনিই মৃত্যুর পর কথা বলেছিলেন। [এটা] বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ, ইবনে আবি হাতিম, তিরমিযি, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান, বগভী, তাবারি, আবু নুয়াইম এবং অন্যান্য।" সুতরাং এই কারামতের ঘটনাটি বিশিষ্ট লেখক-গবেষকগণ সত্যি বলেছেন।[১৩৫]

মহান প্রভুর দরবারে আমাদের আরজ- হে মা'বুদ! আপনার এই প্রিয় বান্দার মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

[১৩৫] https://www.islamweb.net/en/fatwa/239008/zayd-ibn-khaarijah-may-allaah-be-pleased-with-him-spoke-after-death

(৯২)
হযরত ওয়াহশি ইবনে হারব (আবু দাসমা, আবু হারব) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা বা আবিসিনিয়া।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৩০ হি., ৬৫০ খ্রি., / হিমস (সিরিয়া), স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: অজানা।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: জানা নেই ।
পুত্র-কন্যা: ১. হারব বিন ওয়াহশি।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আলে বনি নাওফল, প্রাক্তন ক্রীতদাস, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত ওয়াহশি ইবনে হারব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পূর্বপুরুষ ছিলেন আবিসিনিয়ার বংশদ্ভুত। তিনি কোথায় কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায়নি। ধারণা করা হয় তিনি হয় আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) না হয় মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের বনি নওফাল শাখাভুক্ত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম নামক এক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস ছিলেন।

ইসলামপূর্ব যুগে

জুবায়ের ইবনে মুত'ইমের ক্রীতদাস ওয়াহশি ইবনে হারব ইসলামপূর্ব যুগে একজন সুদক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী হিসাবে তার সুনাম ছিলো। সম্ভবত সে সময় মক্কা শহরে আর কেউ এরূপ উচ্চমানের বর্শা নিক্ষেপকারী ছিলেন না। তাঁর এই বিশেষ

[১৩৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

দক্ষতা হেতু তখনকার মক্কার সমাজে তিনি মূল্যবান ক্রীতদাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যার ষড়যন্ত্র

বদর যুদ্ধে অনেক কুরাইশ নেতাসহ ৭০ জন মুশরিক নিহত হয়। হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে ওয়াহশি ইবনে হারবের মালিক জুবায়ের ইবনে মুত'ইমের চাচা তু'আইমা ইবনে আদি নিহত হন। সুতরাং ইবনে মুত'ইম উহুদের যুদ্ধের সময় স্বীয় চাচা হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইলো। সে ভাবলো, এ কাজে তার দাস ওয়াহশিকে উৎসাহিত করা দরকার। তিনি সফল হতে পারবেন। সে ওয়াহশিকে ডেকে বললো, তুমি যদি তোমার বর্শা দিয়ে হামজাকে (রা.) হত্যা করতে পারো তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিবো। দাস থেকে মুক্তি লাভের এই সুযোগে ওয়াহশি উৎসাহিত হলেন। এছাড়া আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিলো। সে বদর যুদ্ধে তার পিতা, ভাই, চাচা ও পুত্রকে হারিয়েছিলো। সে-ও হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সে ওয়াহশীকে বললো, আমার পরনের সকল মূল্যবান গহনা তোমাকে উপহার দেবো যদি হামজাকে মেরে তার কলিজা বের করে আনতে পারো। আমি তার কলিজা চিবিয়ে খাবো!

ইবনে মুত'ইম ও হিন্দের প্ররোচণায় ওয়াহশী হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করতে রাজি হয়ে গেলেন। উহুদের যুদ্ধ যখন তুমুলভাবে চলছিলো তখন ওয়াহশি পাহাড়ের একটি পাথর খণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে থেকে হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করতে ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তার বর্শা প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে মারেন। বর্শা হামজা রিদ্বআল্লাহু আনহুর পিঠ দিয়ে বিদ্ধ হয়ে অপরদিকে বেরিয়ে গেলো। শহীদ সর্দার হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ধরাশায়ী হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্তিকাল করলেন। ওয়াহশির উদ্দেশ্য হাসিল হলো।

মুক্ত হয়ে ওয়াহশির মক্কায় প্রত্যাবর্তন

ওয়াহশি মুক্ত হলেন সত্যি কিন্তু তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। কুরাইশরা হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করছিলো। এদিকে ওয়াহশি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিকে বলেছেন, আমি হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একমাত্র মুক্তি পাওয়ার আশায় হত্যা করেছিলাম। এর মধ্যে ইসলাম বা মুসলিমদের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা ছিলো না।

মক্কা বিজয়ের পর পলায়ন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন। ওয়াহশি জানতেন হযরত হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু শুধু নেতৃস্থানীয় বীর যোদ্ধা ছিলেন না- তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন ও প্রিয় চাচা। ওয়াহশিকে এই বিরাট অপরাধের জন্য ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সম্ভবত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে। তাকে কখনও ক্ষমা করে দেওয়া হবে না। সুতরাং ওয়াহশি ভয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে তায়েফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইসলাম খুব তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও ক্ষমার কথা। এদিকে তায়েফের মানুষও ইসলামগ্রহণ করছিলো দলে দলে। ওয়াহশি ভাবলেন, আমি আর কোথায় যাবো? তিনি মদিনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট মাফ চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইসলামগ্রহণ

তিনি সরাসরি মদিনায় যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অনেক ভেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একখানা চিঠি লিখলেন। তিনি এতে প্রশ্ন করলেন, হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাতিল ওয়াহশি কী ক্ষমা পাওয়ার ভরসা রাখতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের একটি আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে তাঁকে আশ্বস্থ করলেন। কুরআন শরীফের এই আয়াতটি হলো:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ * إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا * إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم

-বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯:৫৩)

ওয়াহশি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই আশ্বাস পেয়ে তাড়াতাড়ি মদিনা শরিফে গিয়ে হাজির হলেন দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে। তিনি কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলামে দীক্ষিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোচ্চ স্তরের ক্ষমা প্রদর্শন করে ওয়াশি রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মুসলমান হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। তবে, আপন প্রিয় চাচা হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর

করুণ মৃত্যুতে তিনি যে চরমভাবে শোকাহত হয়েছিলেন তা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। এ কারণে হযরত ওয়াহশিকে বললেন, "আমার সামনে না আসতে চেষ্টা করবে। আমি তোমাকে দেখতে ইচ্ছুক নই।"

এ মুহূর্তটি এমন ছিলো যে, একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীম ক্ষমাশীলতা ও অপরদিকে আপনজন হারানোর শোক প্রকাশ পাচ্ছিলো। ওয়াহশি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তার বাকি জীবনে আর কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসেন নি।

মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে চিরবিদায়ের পর হাযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরই মুসাইলামা কাজ্জাব নামক এক মিথ্যা নবী হওয়ার দাবিদারের উত্থান ঘটে। খলিফা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসাইলামার বিদ্রোহকে দমন করতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ ইয়ামামার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ওয়াহশি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসাইলামাকে হত্যা করার পণ করলেন। তিনি যুদ্ধের সময় হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে যে বর্শা দ্বারা হত্যা করেছিলেন সেই বর্শা দ্বারা মুসাইলামাকে প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী করেন।

এ হত্যার ব্যাপারে তিনি পরবর্তীতে বলেছেন, "আমার এই বর্শা দ্বারা মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছি এবং মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও হত্যা্ করেছি।"

ইন্তিকাল

হযরত ওয়াহশি ইবনে হারব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩০ হিজরি সনে সিরিয়ার হিমস শহরে বার্ধক্যজণিত রোগে ইন্তিকাল করেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি একাকী ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর সময় মদিনায় খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন তৃতীয় রাশিদুন খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

হে মহান দয়ালু আল্লাহ জাল্লে জালালুহু! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন যেভাবে আপনার বান্দা ওয়াহশি রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নত করুন।

(৯৩)
হযরত সুহাইল ইবনে ’আমর (আবু ইয়াজিদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩৭]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ১৮ হি., ৬৪০ খ্রি., / আমওয়াস (জেরুজালেম), স্বাভাবিক/মহামারি।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, দায়ী।

পিতার নাম: ’আমর বিন আব্দে শামস।

মাতার নাম: জানা নেই।

ভাইবোন: ১. সাহেল বিন ’আমর, ২. হাবিব বিন ’আমর, ৩. সালিত বিন ’আমর, ৪. সাকরান বিন ’আমর।

স্ত্রী: ১. ফাতিমা বিনতে আবদুল উয্জা, ২. ফাকিতা বিনতে ’আমির বিন নাওফাল, ৩. হুনফা বিনতে আবি জাহিল ।

পুত্র-কন্যা: ১. সেহলা বিনতে সুহাইল, ২. উম্মে খুলসুম বিনতে সুহাইল, ৩. আবদুল্লাহ বিন সুহাইল, ৪. আবু জানদাল বিন সুহাইল।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি ’আমির, লেখক, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মক্কা শরিফের কুরাইশদের মধ্যে সুহাইল ইবনে আমর একজন প্রভাবশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন চালাক-চতুর, স্পষ্টভাষী এবং সুবক্তা। কুরাইশরা তাকে খুব সম্মানের চোখে দেখতো। হুদাইবিয়ার বিখ্যাত সন্ধির সময় তিনি ছিলেন কুরাইশদের পক্ষে প্রধান ব্যক্তি।

ইসলামের আবির্ভাবকাল

সুহাইল ইবনে আমর ছিলেন দীর্ঘকায়, উজ্জ্বল বর্ণের সুদর্শন ব্যক্তি। তিনি মক্কা শরিফের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকেই তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশরা জানতে

[১৩৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

পারলো, মদিনার একদল লোক আকাবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করছেন। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। সুহাইল ও অন্যান্যরা মিলে আকাবার বাইআতে অংশগ্রহণকারী মদিনার লোকদেরকে তাড়া করলো ও সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আটক করলো। তারা তাঁকে বেধে মাক্কায় নিয়ে আসলো। মারধর করে তাঁকে আহত করলো। সা'দ ভাবলেন, সুহাইল আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন, কিন্তু তিনি সা'দের মুখে সজোরে তাপ্পড় মারলেন। তবে সা'দ যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেন, তখন দেখা গেলো তাঁর পক্ষের লোকজন মক্কাতে ছিলেন। সুতরাং কুরাইশরা তাঁকে ছেড়ে দিলো।

উহুদের যুদ্ধের সময় সুহাইলের পুত্র আবদুল্লাহসহ কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে যান। আবদুল্লাহ তখন মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই সুযোগে তিনি মদিনায় হিজরত করবেন। সুতরাং বদরে পৌঁছুয়ে আবদুল্লাহ কুরাইশদের ছেড়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো অন্যান্যদের সাথে সুহাইল ইবনে আমরও বন্দি হয়েছেন। উমর সুহাইলের প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দেন। আমি সুহাইলের সামনের দন্তগুলো ভেঙ্গে ফেলি, ফলে তার জিহ্বা বেরিয়ে আসবে। আপনার বিরুদ্ধে একটি কথাও আর বলতে পারবে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দিয়ে বললেন, "একদিন সুহাইল এমন একটি কাজ করতে পারে যাতে তুমি খুশি হবে।"

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও সুহাইল

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল ইবনে আমর কুরাইশদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। প্রথমে সন্ধিপত্রে লিখা হলো, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমরা তো আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মানি না। আপনি বরং লিখুন 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে, রাসূলুল্লাহ কেটে ইবনে আবদুল্লাহ লিখুন।" লেখক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ শব্দটি কাটতে পারবো না।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমাকে শব্দটি দেখাও, আমিই কেটে দেবো"। সুতরাং তা-ই হলো।

সন্ধি লেখা শেষ হওয়ার পর সাক্ষর দেওয়ার সময় সুহাইলের পুত্র আবু জানদাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে হাজির হলেন।[১৩৮] তিনি কাকুতি মিনতি করে বললেন,

[১৩৮] কেউ কেউ বলেছেন, আবু জান্দাল (রা.) সাক্ষরের পরমুহূর্তে এসেছিলেন।

"আমাকে মুশরিকরা বেঁধে নির্যাতন করেছে। হে মুসলমানগণ! আমাকে আপনাদের সাথে নিয়ে চলুন। আমাকে রক্ষা করুন।" সুহাইল সাথে সাথে বললেন, "আমার পুত্রকে আমার নিকট হস্তান্তর করা হোক। এটা আমাদের সন্ধিপত্রে লিখা আছে। হস্তান্তর না করলে আমি সাক্ষ্য দেবো না।" অগত্যা অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আবু জানদালকে সুহাইলের হাতে তুলে দিতে হলো।

মক্কা বিজয় ও সুহাইলের ইসলামগ্রহণ

মক্কা বিজয়ের দিন সুহাইল ইবনে আমর ও ইকরিমা ইবনে আবু জাহিল এবং আরো কয়েকজন খান্দামা নামক স্থানে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। খালিদ তাদেরকে সহজে পরাজিত করলেন। তবে তিনি সুহাইল, ইকরিমা প্রমুখকে হত্যা করলেন না। ওরা পালিয়ে গেল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশদের সাধারণ ক্ষমা করলেন। ফলে প্রায় সকলেই তাঁর দরবারে এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগলেন। এ সময় সুহাইল ইবনে আমরও ইসলামগ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ১০০টি উট উপহার দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর একদল কুরাইশ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হলো। সুহাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাদেরকে একত্রিত করে এক সুন্দর ও যৌক্তিক বক্তৃতা দিলেন। ফলে তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা থেকে বিরত হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছিলেন, 'কোনো একদিন সুহাইল এমন একটি কাজ করতে পারে যাতে তুমি (উমর রা.) খুশি হবে।' এ কথাটি সত্যে পরিণত হলো।

তাঁর ইন্তিকাল

হযরত সুহাইল ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। তিনি জেরুজালেমের নিকটস্থ 'আমওয়াস মহামারীতে' আক্রান্ত হয়ে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে (১৮ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করুন। আমিন।

(৯৪)
হযরত ইয়াসির ইবনে ’আমির (আবু ইয়াজিদ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৩৯]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / ইয়েমেন।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৭ হি.পূ, ৬১৫ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা, শহিদ।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী।
পিতার নাম: ’আমির বিন মালিক।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই ।
স্ত্রী: ১. সুমাইয়া বিনতে খাইয়্যাত।
পুত্র-কন্যা: ১. ’আম্মার ইবনে ইয়াসির, ২. আবদুল্লাহ, ৩. হারিস।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- আলে বনি মাখযুম, প্রাথমিক মুসলিম, চরমভাবে নির্যাতিত, প্রথম পুরুষ শহিদ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইয়াসির ইবনে ’আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্মস্থান ছিলো ইয়েমেনে। সেখানকার মাজহিজ গোত্রের বনি মালিকের একজন সদস্য ছিলেন তিনি। ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু দু’জন ভাই হারিছ এবং মালিককে নিয়ে মক্কা শরিফ এসেছিলেন অপর আরেক ভাইয়ের সন্ধানে। তাকে না পেয়ে হারিছ ও মালিক ইয়েমেনে চলে যান। কিন্তু ইয়াসির (রা.) মক্কা শরিফে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থেকে গেলেন।

তখনকার দিনে বিদেশী কাউকে মক্কা শহরে থাকতে হলে কারোর নিরাপত্তার মধ্যে থাকতে হতো। ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশ বংশের বনি মাখজুমের আবু হুজাইফা ইবনে মুগিরার আশ্রয়ে বসবাস শুরু করেন।

আবু হুজাইফার এক সুমাইয়্যা নাম্নী আবিসিনিয়ান ক্রীতদাসী ছিলেন। হুজাইফা এ ক্রীতদাসীর সঙ্গে ইয়াসিরকে (রা.) বিয়ে করিয়ে দেন। এ বিবাহ থেকে একটি ছেলেসন্তানের জন্ম হয়। তার নাম ছিলো আম্মার (রা.)। ইয়াসিরের (রা.) পূর্ব বিবাহের মাধ্যমে আরো দু’জন সন্তান ছিলেন। এরা হচ্ছেন হুরাইছ ইবনে ইয়াসির ও

---
[১৩৯] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির। হুরাইছকে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে দিল নামক এক গোত্র হত্যা করে।

ইসলামে দীক্ষিত ও নির্যাতনের শিকার

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়াসির ইবনে 'আমির, সুমাইয়্যা, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এক সাথে ইসলামে দীক্ষিত হন। ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে কুরাইশরা দুর্বল মুসলমানদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। সুতরাং অন্যান্য দুর্বল নওমুসলিমদের মতো ইয়াসির পরিবারের ওপরও নির্যাতন শুরু হলো।

যাদের কোনো নিরাপত্তা দানকারী ব্যক্তি ছিলো না তাদের ওপর নির্যাতনের চরম স্টীম রোলার চালালো কুরাইশ মুশরিকরা। ইয়াসির (রা.) পরিবারের নিরাপত্তা দানকারী ছিলো আবু হুজাইফা। তার মৃত্যু হওয়ায় অসহায় ইয়াসির পরিবার নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো আশাই আর থাকলো না। মাখজুম বংশের লোকজন ইয়াসির পরিবারকে শারীরিক নির্যাতন চালায় ইসলাম ত্যাগ করে মূর্তি পুজায় ফিরে আসার জন্য। কিন্তু চরম মার খেয়েও তারা কেউ ইসলাম ত্যাগ করলেন না। মুশরিকরা ইয়াসির, সুমাইয়্যা ও আম্মারকে (রা.) চরম রৌদ্রের মধ্যে হাত-পা বেঁধে ছড়ি দ্বারা আঘাত করতে থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এ অবস্থা দেখে বার বার বললেন, "হে ইয়াসির পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধরো। তোমরা অবশ্যই বেহেশতে স্থান পাবে।"

আবু জাহিল ছিলো মাখজুম বংশের সর্দার। সে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী সুমাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে শারীরিক নির্যাতন করতে করতে এক পর্যায়ে বর্শার আঘাতে হত্যা করে ফেললো। সুমাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হলেন ইসলামের প্রথম শাহিদাহ।

ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ

হযরত ইয়াসির ইবনে 'আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে এক পর্যায়ে ইন্তেকাল করলেন। তিনি হচ্ছেন ইসলামের প্রথম পুরুষ শহিদ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা শহিদ ইয়াসির ইবনে 'আমির ও তাঁর স্ত্রী শাহিদাহ সুমাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে জান্নাতুল ফিরদৌসের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(৯৫)
হযরত নু'মান বিন বাশির ইবনে সা'দ (আবু আবদুল্লাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৪০]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: ১ হি., ৬২৩ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬৫ হি., ৬৪৫ খ্রি., / হিমস (সিরিয়া), শহিদ।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, কাজি, প্রশাসক।

পিতার নাম: বাশির বিন সা'দ।

মাতার নাম: 'আমরা বিনতে রাওয়াহা।

ভাইবোন: ১. উমাইয়া অথবা উবাইয়া বিনতে বাশির ইবনে সা'দ।

স্ত্রী: অজানা।

পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন নু'মান বিন বাশির, ২. ইয়াজিদ বিন নু'মান বিন বাশির, ৩. হামিদ বিন নু'মান বিন বাশির।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.), উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), আইশা বিনতে আবু বকর (রা.)।

অন্যান্য: বংশ- আনসার, খাজরাজ, বনি হারিস, বনি খাজরাজ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মদিনা মুনাওয়ারার আনসারী পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়। তার মাতা নবজাতক শিশুপুত্রকে নিয়ে গেলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। বললেন, আমার সন্তানের জন্য দু'আ করুন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি শিশুসন্তানকে একটি খেজুর চিবিয়ে মুখে তুলে দিলেন এবং দু'আ করলেন। তিনি বললেন, তোমার এ সন্তান একটি সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে এবং শাহাদাতের দরোজা লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এই ছেলেটি সত্যিই এক দীর্ঘ পরহেজগারী জিন্দেগী অতিবাহিত করে শহিদ হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু। আনসারদের মধ্যে তিনি

[১৪০] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

ছিলেন প্রথম সন্তান যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের পর জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুকাল

হযরত বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু পরিণত বয়সে তাঁর শিশুকালের স্মৃতিচারণ করে বলেন, "একদিন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে দুটি খেজুরের আঁটি দিয়ে বললেন, এক আঁটি তুমি খাবে আর অপরটি নিয়ে যাবে তোমার মায়ের নিকট।" এরপর আমি একাই উভয়টি খেয়ে ফেললাম। পরে যখন পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে ঐ খেজুরের আঁটি দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমি বললাম, "আমি উভয়টি একাই খেয়ে ফেলেছি।" একথা শুনে তিনি আমার কানে ধরলেন।

তিনি বলেন, "অবশ্য এই কানে ধরা ছিলো তাঁর করুণা ও একই সময় আমার সংশোধন সাধনের জন্য।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তখন হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বয়স ছিলো ৮ বছর ৭ মাস।

হযরত নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ভ্রাতুষ্পুত্র। নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন শিশু সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর উভয় চোখে সরু লাল বর্ণের রেখা ছিলো। তাঁর নাক লম্বা ছিলো, দাড়ি ছিলো ঘন এবং তাঁর কথা ছিলো আদর-সোহাগপূর্ণ। তিনি খুব বেশি ইবাদত-বন্দেগী করতেন। খুব নরম দিলের মানুষ ছিলেন। কারণ ছাড়া তর্কবিতর্ক তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাগ্মী ছিলেন।

হিতসাধন

হযরত নু'মান বিন বাশির যখন হিমসের প্রশাসক ছিলেন তখন একব্যক্তি তাঁর নিকট হাজির হয়ে বললো, 'জনাব, আমি আর্থিক দিক থেকে ভীষণ অভাবে দিন কাটাচ্ছি।' তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'বর্তমানে আপনাকে দেবার মতো কিছুই আমার নিকট নেই। তবে, ইয়েমেনবাসীরা হিমসের মানুষের জন্য ২০,০০০ মুদ্রা প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি একমত হোন তবে আমি হিমসের মানুষকে এ ব্যাপারে আবদার জানাতে পারি।'

লোকটি অনুমতি দিলেন। হযরত নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলেন এরপর বললেন, "হে লোকসকল! একজন অসহায় অভাবী ব্যক্তি তোমাদের নিকট সাহায্য চেয়েছেন।" লোকজন জবাব দিলো,

"প্রত্যেক লোক থেকে এক দিনার করে দেওয়া হোক।" তিনি বললেন, "এটা করবেন না, বরং দু'জন মিলে তাকে ১ দিনার দেবেন।" লোকজন বললো, 'এতে আমরা সন্তুষ্ট আছি।' নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, 'কোষাগার থেকে এ মূদ্রাগুলো নেওয়া হবে। তোমরা চাইলে এখনই এই মূদ্রাগুলো অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দেবো।' মানুষ এতে রাজী হলো। সুতরাং তিনি কোষাগার থেকে ১০,০০০ মূদ্রা বের করে লোকটিকে দিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি মুহাব্বাত

হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দূত মুসলিম বিন আকিল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫৯ হিজরি সনে কুফায় আসেন। ১২,০০০ কুফাবাসী তার হাতে হাত রেখে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু সত্যের প্রতি সম্মান জানান। তিনি মানুষের বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করলেন না। ফলে ইয়াজিদের একাধিক সমর্থক বললো, "আপনি দুর্বল। শহরের সর্বত্র দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে।" তিনি জবাব দিলেন, "আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য প্রকাশ করছি। ফলে আমাকে দুর্বল বলা হচ্ছে। তা হোক। আল্লাহর নাফরমানী করে সবল হওয়াকেও আমি পছন্দ করি না।"

হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফায় আসছেন বলে সংবাদ প্রচারের পর হযরত নু'মান বললেন, "ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সন্তানরা আমার নিকট ইয়াজিদ থেকে বহু মূল্যবান।" ইয়াজিদ এ কথা শ্রবণ করে তাঁকে কুফার প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিলেন। ইবনে জিয়াদকে নতুন প্রশাসক ঘোষণা করলেন।

নতুন প্রশাসক কুফায় এসে ইয়েমেনী বস্ত্রাদি পরলেন, একটি ইয়েমেনী শাল তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল। মাথা ও মুখমণ্ডল এই শাল দ্বারা আবৃত করে একটি ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হলেন। মানুষ ভাবলো, ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু বুঝি কুফায় এসে পৌঁছুয়েছেন। তারা সমস্বরে স্বাগত জানিয়ে চিৎকার দিতে লাগলো। হযরত নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহুও অনুরূপ ভেবে প্রশাসকের কক্ষের দরোজা খুলে দিলেন। আর এভাবেই ইবনে জিয়াদ নতুন প্রশাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত হলেন। এদিকে হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফা শহর ছেড়ে শাম দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রাজনীতিতে জড়িত

হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জাকাত সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ দেন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

এছাড়া ৫৩ হিজরি সনে তিনি দামেস্ক শহরে বিচারক (কাজি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ইয়েমেনের প্রশাসক নিযুক্ত হন। এখান থেকে পরবর্তীতে তিনি কুফা শহরের প্রশাসক হিসাবে যোগ দেন। তিনি ৯ মাস এ দায়িত্ব পালন করেন।

ইয়াজিদ কর্তৃক কুফার প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে সরানোর পর তিনি সিরিয়ায় যান এবং হিমস শহরের প্রশাসক হিসাবে বাকী জীবন কাটান। ৬৪ হিজরি সনে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দাওয়াত করে হিমসে নিয়ে আসনে।

শাহাদাতবরণ

ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণের পর যখন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফতের ঘোষণা দেন তখন নু'মান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু হিমসের মানুষ তা পছন্দ করলো না। হিজরি ৬৫ সনে হযরত নু'মান শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আততায়ীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন। হিমসের নিকটস্থ দায়ার নু'মান নামক স্থানে তিনি সমাহিত আছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রিয় বান্দা হযরত নু'মান বিন বাশির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৯৬)
হযরত আবু উমামা বাহিলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৪১]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / হিযাজ।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৮৬ হি., ৭১৯ খ্রি., / হিমস, সিরিয়া।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: ’আজালান বিন ওয়াহাব বিন ’আমর।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: ১. জানা নেই।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.), আলী বিন আবি তালিব (রা.), আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা.), ’উবাদা বিন সামিত (রা.), ’আমর বিন ’আবসা বিন সালমি (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- বাহিলি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী[১৪২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো:

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

-আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে (হুদাইবিয়ায়) আপনার কাছে শপথ করলো ..।

তখন আমি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও কি একজন যে আপনার নিকট বাইআত গ্রহণ করেছিলাম?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, “হে আবু উমামা! তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার সাথী”।[১৪৩]

---

[১৪১] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/
[১৪২] https://www.dawateislami.net/
[১৪৩] তারিখে ইবনে আসাকির, খ, ২৪, পৃ. ৬১।

হযরত আবু উমামার আসল নাম ছিলো সুদাই বিন ’আজলান। তবে তিনি আবু উমামা বাহিলি নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

স্বপ্নযুগে দুগ্ধ পান

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁকে নিজের গোত্র বাহিলিয়ায় ইসলামের দাওয়াত দিতে প্রেরণ করলেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছুলেন, লক্ষ করলেন তারা হারাম খাবার খাচ্ছিলো। তারা তাঁকেও কিছু খেতে দিলো। কিন্তু তিনি বললেন, আমি তোমাদের এখানে এরূপ খাবার থেকে বিরত থাকতে বলার জন্য এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন দূত। আমি এসেছি তোমাদেরকে তাঁর ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে নিতে দাওয়াত দিতে। গোত্রের লোকজন তাঁকে ভ্রান্ত বলে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলো। তিনি এদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তবে ক্লান্তি হেতু ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন একজন ফিরিশতা এক বাটি দুধ তার হাতে দিলেন। তিনি দুধ খেলেন, ফলে তাঁর ক্লান্তি, ক্ষুদা ও পিপাসা দূর হয়ে গেলো।

এদিকে তাঁর নিজের গোত্রের কিছু লোক অন্যদের সমালোচনা করে বললো, তোমাদের নিজের গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে তোমরা কটুকথা বলে তাড়িয়ে দিলে। একথা শুনে গোত্রের লোকজন কিছুটা লজ্জা পেলো। সুতরাং তারা কিছু খাবার ও পানীয়সহ তাঁর নিকট আসলো। হযরত আবু উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, “তোমাদের খাবার ও পানীয়ের জন্য আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মহাশক্তিধর আল্লাহ আমাকে আহার করিয়েছেন ও পানীয় দিয়েছেন পান করতে।” এরপর তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা তাদেরকে শুনালেন। গোত্রের লোকেরা তাঁর অবস্থা দেখলো এবং বুঝতে পারলো তিনি বাস্তবেই খাবার খেয়েছেন পান করেছেন। তারা এতে আশ্চর্য বোধ করলো। এরপর সবাই কালিমা তাইয়্যিবাহ পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলো।

প্রচুর রোযা রাখা

হযরত উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির হলেন। আরজ করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু উত্তম আমল পালন করতে আমাকে দিকনির্দেশনা দিন।” তিনি বললেন, “যতটুকু পারো তুমি রোযা রাখবে। এটা খুব উত্তম আমল।” এরপর হযরত উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, তাঁর স্ত্রী, দাসী মেয়ে ও তাঁর অন্যান্য দাস সবাই রোযা রাখতে লাগলেন।

তিনি বলেছেন, “আল্লাহর করুণা ও দয়ায় আমি এই আমলের (রোযা) ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছি। সুতরাং আমি আবারো একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে রোযা রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ আমার ওপর নাজিল করেছেন। সুতরাং এখন আরো একটি আমল সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন।" তিনি বললেন, "তুমি যদি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা দাও, তাহলে তোমাকে তিনি একটি নেকি দেবেন ও একটি গোনাহ কেটে নিবেন।"

গরীবের প্রতি দয়ালু

হযরত উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু গরীব, দুস্থ ও অভাবীদেরকে মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। তিনি দিরহাম জড়ো করে রাখতেন, সবার জন্য খাবারও জমা করতেন ও বিলিয়ে দিতেন। অভাবীদের হাতে পেঁয়াজ, খেজুর ও অন্যান্য বস্তু তুলে দিতেন। তিনি জানা মতো কাউকে খালিহাতে ফিরিয়ে দেন নি।

শুধু উপকারিতা

একদা হযরত উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে মাত্র তিনটি দিনার ছিলো। এমতাবস্থায় একজন ফকির দরোজায় এসে হাজির হলো। তিনি তাকে ১ দিনার দিলেন। এরপর আরেক ফকির আসলো। তিনি তাকেও একটি দিনার দিলেন। এরপর তৃতীয় আরেক ফকির এসে হাজির হলো। তিনি তার হাতে শেষ দিনারটি হস্তান্তর করলেন। এসব ব্যাপার তার গোলাম অবলোকন করে বললো, "আপনি আমাদের জন্য কিছুই রাখলেন না।" হযরত উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু গোলামের কথার জবাব না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর গোলাম তাঁকে যুহরের সময় জাগিয়ে তুললো। তিনি ওযু সেরে মসজিদে চলে গেলেন।

গোলাম বললো, 'আমার খুব দুঃখ লাগলো, তিনি রোযাদার ছিলেন। ঘরে খাবার বলতে কিছুই ছিলো না। সুতরাং আমি কিছু দিনার ঋণ হিসাবে নিয়ে আসলাম। এগুলো দিয়ে খাবার তৈরি্র জন্য বিভিন্ন বস্তু ক্রয় করে নিয়ে আসলাম। সন্ধ্যা্ হওয়ার সাথে সাথে আমি একটি বাতি জ্বালালাম। এরপর বিছানা ঠিক করতে যখন আসলাম তখন দেখলাম সেখানে বিছানার নিচে ৩০০ দিনার পড়ে আছে।'

গোলাম আরো বললো, 'যখন তিনি ইশার নামাযের পর বাড়িতে ফিরে আসলেন তখন তিনি দস্তারখানে খাবার প্রস্তুত আছে দেখে মৃদু হাসলেন। এবং বললেন, "এগুলো সবই আল্লাহর দান।" আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না তিনি খাবার খেয়ে শেষ করলেন। এরপর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, মহান আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন। আপনি ভুলে দিনারগুলো রেখে গেলেন, আমাকেও বললেন না। তিনি কিছু আশ্চর্য বোধ করলেন। বললেন, "কোন দিনার? আমি ঘরে

কিছুই তো রাখি নি।” একথা শুনে আমি তাঁর বিছানা উল্টালাম। তিনি দিনারগুলো দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। তবে খুব আশ্চর্য বোধ করছিলেন।’

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া

হযরত উমামা বাহিলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২৫০টি হাদিসের বর্ণনাকারী। এর মধ্যে ইমাম বুখারী ৫টি ও ইমাম মুসলিম ৩টি হাদিস যারতার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মানুষকে একত্রিত করতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তাদেরকে ধর্মজ্ঞান দ্বারা আলোকিত করতেন। তিনি প্রায়ই এসব অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিস বর্ণনা করে শোনাতেন। তিনি শ্রোতাদের বলতেন, “মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বুঝার চেষ্টা করো। এরপর অন্যদের নিকট এ হাদিসগুলো বর্ণনা করবে।”

সালাম বিস্তার করুন

তাবি’ই হযরত মুহাম্মদ বিন জিয়াদ হানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি একদিন হযরত আবু উমামার হাতে ধরে তাঁর বাড়ির দিকে যাত্রা করি। পথিমধ্যে তিনি যাকেই দেখেছেন- বয়স্ক ও স্বল্প বয়স্ক সবাইকে সালাম দিতে থাকেন। আমরা যখন তাঁর বাড়ির দরোজার সামনে আসলাম, তিনি বললেন, “প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সালামের প্রচার-প্রসার করতে”।”

তাঁর ইন্তিকাল

হযরত আবু উমামা বাহিলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৬ হিজরি সনে সিরিয়ার হিমস শহরের নিকটস্থ দানওয়াহ নামক এক গ্রামে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯১ বছর। সিরিয়া অঞ্চলে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ সাহাবি যিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর এই উত্তম বান্দা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবির মর্যাদা আরো বেশি উন্নত করুন। আমিন।

(৯৭)
হযরত আবু বারজাহ আসলামি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৪৪]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: অজানা, / হিজায।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৬৫ হি., ৬৮৫ খ্রি., / খুরাশান, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা, প্রশাসক।
পিতার নাম: অজানা।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: জানা নেই।
স্ত্রী: জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: ১. মুগিরা বিন আবি বারজাহ।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবুব বকর সিদ্দীক (রা.)।
অন্যান্য: বংশ- আসলামী, বসরী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবু বারজাহ আসলামি রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অনেক অবদান রেখেছিলেন। এছাড়া তিনি বেশ কিছু হাদিসের বর্ণনাকারী। তিনি ইসলাম ধর্মের উপর বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর নামায ও ইবাদত

হযরত আবু বারজাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন আমল সম্পর্কে অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে ফযরের নামায সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁর থেকে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযরের নামাযে প্রতি রাকাআতে ৬০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

[১৪৪] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গ লাভ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হযরত আবু বারজাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অগাধ ভালোবাসা ছিলো। তিনি সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গ লাভ করতেন। প্রায়ই তিনি ধর্মজ্ঞান ও আমল সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতনে। কীভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থেকে জান্নাত লাভ করা যায় সে ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে নিলেও বিরাট নেকি লাভ হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও বর্ণনা

হযরত আবু বারজাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায মধ্যদিনে আদায় করতেন। আর অন্যান্য নামাযের জন্যও নির্দিষ্ট সময় ছিলো। তিনি আরো বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ইশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যেতেন না। ইশার নামায পড়ে আর কোনো কথাও বলতেন না।

হাদিসের বর্ণনাকারী

বেশ কয়েকটি হাদিস গ্রন্থে হযরত আবু বারজাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণিত হাদিস বুখারি ও মুসলিমেও লিপিবদ্ধ আছে। এসব বর্ণনা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

শেষের জীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বারজাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে অনেক অবদান রেখে গেছেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করেছিলেন। সবশেষে খুরাশানে যান এবং সেখানেই ৬৫ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রিয় বন্দাহর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৯৮)
হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ (আবু ওহাব, আবু উমাইয়্যাহ) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৪৫]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / মক্কা মুকাররমা।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ৪১ হি., ৬৬১ খ্রি., / মক্কা মুকাররমা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।

পিতার নাম: উমাইয়্যাহ বিন খালাফ বিন ওয়াহব।

মাতার নাম: সাফিয়া বিনতে মা'মার বিন হাবিব।

ভাইবোন: ১. রাবি'আ বিন উমাইয়্যাহ, ২. সালামাহ বিন উমাইয়্যাহ, ৩. আহিয়া বিন উমাইয়্যাহ, ৪. মাস'উদ বিন উমাইয়্যাহ, ৫. মুসলিম বিন উমাইয়্যাহ, ৬. মা'বাদ বিন উমাইয়্যাহ, ৭. তাও'আমা বিনতে উমাইয়্যাহ।

স্ত্রী: ১. 'আতিকা বিনতে ওয়ালিদ, ২. উমাইমা বিনতে আবি সুফিয়ান, ৩. বারজা বিনতে মাদ'উদ, ৪. মাগুম বিনতে মু'আদহিল, ৫. ফাকিতা বিনতে আসওয়াদ।

পুত্র-কন্যা: ১. আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ, ২. আবদুর রহমান সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ, ৩. উসমান/ইয়ালা সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ, ৪. হাকিম/হিশাম/উমাইয়্যাহ সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- কুরাইশ, বনি জুমাহ, শেষের মুসলিম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ মক্কার কুরাইশ বংশের বনি জুমাহ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা উমাইয়্যাহ ইবনে খালাফ কুরাইশদের মুরুব্বি-নেতা ছিলেন।

ইসলামের বিরোধিতা

সাফওয়ানের পিতা মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত

[১৪৫] তথ্যসূত্রঃ https://muslimscholars.info/

ছিলেন। পিতার জীবদ্দশায় সাফওয়ানের ইসলামবিরোধিতা তেমনটি ছিলো না। তবে বদরের যুদ্ধে তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম বিরোধিতায় জড়িত হোন।

সাফওয়ান বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তাঁর পিতা উমাইয়্যাহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ। কিন্তু সফল হন নি। 'উমায়ির ইবনে ওয়াহবকে তিনি মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে। কিন্তু ইবনে ওয়াহব ফিরে আসেন ইসলামগ্রহণ করে। তিনি ইসলামের দায়ী হিসাবে মক্কা শরীফে ফিরে অনেক মুশরিককে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

তার কাফেলায় আক্রমণ

সাফওয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য কাফেলা ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পণ্য হিসাবে তাদের কাছে ছিলো লক্ষাধিক মূল্যবান রুপা। জায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এই কাফেলার উপর হামলা হয়। ফলে সকল রুপা তাঁর হস্তগত হয়। তবে কুরাইশরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ পূর্ব-প্রস্তুতিতে সক্রিয়া ভূমিকা রাখেন। তিনি অর্থকড়ি সংগ্রহে চাঁদা করেন।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি বাণিজ্য কাফেলা অনেক রুপাসহ মক্কা শহরে ফিরে আসছিলো। এই কাফেলার মালামালের মালিক ছিলেন সাফওয়ান। আল-'ইস নামক স্থানে ১৭০ অশ্বারোহী সৈন্য কাফেলায় আক্রমণ চালায়। এ অভিযানের সেনাপতি ছিলেন জায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সফল এ অভিযানে বেশ কয়েকজন কুরাইশ বন্দি হন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাফওয়ানের ভূমিকা

কুরাইশরা যখন শুনতে পেলো ১৬০০ সৈন্যসহ মুসলমানরা মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তখন তিনজন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন সাফওয়ান যাদের দায়িত্ব ছিলো ব্যাপারটি নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। সাফওয়ান ইকরিমা ইবনে আবি জাহিলের নেতৃত্বে ২০০ জন অশ্বারোহীসহ চতুর্দিকের অঞ্চল থেকে সৈন্য-সংগ্রহে প্রেরণ করনে। তারা যখন মক্কায় আসলো, চারটি অভ্যর্থনা গৃহের মধ্যে একটি ছিলো সাফওয়ানের গৃহ। তিনি তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর যখন মুসলিমদের পক্ষ থেকে উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কায় প্রেরিত হলেন তখন সাফওয়ান তাঁকে স্বাগত জানান। এসব ঘটনার ফলে হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন মুশরিক স্ত্রীদের তালাক দিতে। তালাকপ্রাপ্ত একজন মহিলা ছিলেন হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী উম্মে খুলসুম বিনতে জারওয়াল। সাফওয়ান এই মহিলাকে বিয়ে করেন।

খাইবার যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে বাজি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার অবরোধ করলেন, তখন কুরাইশ মুরুব্বিরা বাজি ধরলেন যুদ্ধের ফলাফলের উপর। সাফওয়ান ৫টি উট বাজি ধরলেন, যুদ্ধে মুষলমানরা হারবে বলে। তিনি রাগান্বিত হলেন যখন আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। এর কিছুদিন পরে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সাফওয়ানকে মদিনায় যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামগ্রহণ। সাফওয়ান মদিনায় গিয়ে ইসলামগ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, "আমি যদি একমাত্র কুরাইশ জীবিত থাকি, তবুও আমি কখনও ইসলামগ্রহণ করবো না।"

হুদাইবিয়ার সন্ধি মুতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে উমরা পালনের জন্য মক্কা শরিফ আসলেন। বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন আযান দিলেন তখন সাফওয়ান বললেন, "আল্লাহর প্রশংসা করছি- এদিন দেখার পূর্বেই আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে!"

মক্কা বিজয়ের কারণ

৬২৯ খ্রিস্টাব্দে বকর গোত্রের দিল শাখার লোক খুজা'আদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ করে। সাফওয়ান ও তার দাসরা দিলদের অস্ত্র যোগান দেয় ও হামলার সমর্থন করে। বকর গোষ্টি কুরাইশদের মিত্র ছিলো এবং খুজা'আ গোষ্টি মদিনার মুসলমানদের মিত্র ছিলো। এই হামলা ছিলো হুদাইবিয়ার সন্ধির লঙ্ঘন। ফলে মক্কা বিজয়ের সুত্রপাত সৃষ্টি হয়।

সাফওয়ানের ইসলামগ্রহণ

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মক্কা শরিফ মুসলিম সৈন্যরা ঘোরাও করে রাখেন। সাফওয়ান, সুহাইল ও ইকরিমা ইবনে আবি জাহিল এবং আরো কয়েকজন মিলে খানদামা নামক স্থানে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে সাফওয়ানের স্ত্রী ফাকিতা ইসলামগ্রহণ করেন। কিন্তু সাফওয়ান জিদ্দায় পালিয়ে যান। সেখান থেকে ইয়েমেনে চলে যেতে জাহাজে আরোহণ করেন। জাহাজ

ছাড়ার পূর্বে 'উমায়ির ইবনে ওয়াহব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পাগড়ি মুবারক নিয়ে সাফওয়ানের কাছে এসে বললেন, "সাফওয়ান, নিজেকে ধ্বংস করো না! আমি তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ি মুবারক নিয়ে এসেছি। এটা এ জন্য এনেছি, যাতে তুমি বুঝতে পারো তাঁর কাছে গেলে নিরাপদ থাকবে- এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন।" কিন্তু সাফওয়ান বললেন, "তুমি এখান থেকে চলে যাও।" 'উমায়ির পুনরায় বললেন, "তোমার চাচাতো ভাই হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি। তিনি নীতিবান ও আত্মসংযমী। তাঁর শক্তি তোমার শক্তি, তাঁর সম্মান তোমার সম্মান এবং তাঁর কর্তৃত্ব তোমার কর্তৃত্ব।" সাফওয়ান জবাব দিলেন, "আমি মরণশীল ভয়ে আক্রান্ত"। কিন্তু 'উমায়ির বলতে থাকেন, তিনি সর্বাধিক উদার ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি। তিনি তোমাকে কিছুতেই হত্যা করবেন না। অবশেষে সাফওয়ান 'উমায়িরের সঙ্গে মক্কা শরিফ যেতে একমত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানকে ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার করলেন। এরপরও সাফওয়ান বললেন, "আমাকে দু'টি মাস চিন্তা করতে দিন।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাকে চার মাস দেওয়া হলো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহ দু'এক পর সাফওয়ানের নিকট একটি বার্তা পাঠালেন। তিনি এতে বললেন, "সাফওয়ান তোমার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র কর্জ দেবে। আমরা আগামীকাল দুশমনদের মুখোমুখি হবো।" সাফওয়ান জানতে চাইলেন, তিনি কী তার কাছ থেকে বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র জবরদস্তি করে নেবেন? তাকে অবগত করা হলো, না জবরদস্তি নয়- এটা একটি অনুরোধ। তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সাফওয়ান এবার রাজী হলেন এবং শত শত বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন। শুধু তা নয়, তিনি নিজেও হুনায়নের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি মন্তব্য করলেন, "আমি হাওয়াজিনের দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হতে বেশি পছন্দ করবো।" তিনি তায়েফ অবরোধের সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানকে ১০০টি উট উপহার দেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর পরই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী ফাকিতা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁর মুসলমান স্বামীর ঘরে ফিরে আসলেন।

শেষের জীবন

বলা হয়ে থাকে, হযরত সাফওয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সর্বদা একজন উত্তম মুসলিম হিসাবে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু হাদিসও বর্ণনা করেন। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, তিনি যখন মুহাম্মদ ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে যান। খাবার পরিবেশনের সময় তিনি বললেন, “মাংস তোমাদের সামনের দাঁত দ্বারা কামড়ে খাবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের সামনের দন্ত দ্বারা মাংস চিবিয়ে খাবে। এতে খাওয়ার রুচি বাড়বে। এছাড়া এটা স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক।’”

হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু অন্য কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা না তা জানা যায়নি। এছাড়া তিনি মদিনায় হিজরতও করেন নি। তিনি ৪১ হিজরি সনে মক্কা মুকাররমায় ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তা’আলা হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মক্বামাত আরো উন্নত করুন। আমিন।

(৯৯)
হযরত সুরাকা বিন মালিক (আবু সুফিয়ান) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৪৬]
জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / জানা নেই।
মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: ২৪ হি., ৬৪৪ খ্রি., / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।
কীর্তি/অবদান: ক্বারী, হাদিস বর্ণনা।
পিতার নাম: মালিক বিন জা'শাম।
মাতার নাম: জানা নেই।
ভাইবোন: ১. মালিক বিন মালিক।
স্ত্রী: জানা নেই।
পুত্র-কন্যা: ১. মুহাম্মদ বিন সুরাকা।
উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অন্যান্য: বংশ- বনি কিনান, মুদলাজি, শেষের মুসলিম, হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত সুরাকা বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন কিনান বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন সাহাবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যেদিন হিজরত করেন, সেদিন এই সুরাকা বিন মালিক তাঁদের পেছনে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো তাঁদের অবস্থান কুরাইশ মুশরিকদেরকে জানাবেন এবং তাদের কর্তৃক প্রচারিত ১০০ লাল উট পুরষ্কার হিসাবে লাভ করবেন।

সুরাকা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের দিন মক্কার নিকটস্থ সুর পর্বতের গুহায় তিনি ও তাঁর সাথী আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু তিন দিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদিকে আবু জাহিল ও তার সঙ্গীরা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। খুঁজতে খুঁজতে তারা এক সময় সুর গুহার নিকটে এসে হাজির

[১৪৬] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

হলো। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়শার জাল ও কবুতরের বাসা দেখে ভাবলো, এ গুহায় কোনো মানুষ থাকার সম্ভাবনা নেই। তাই তারা চলে গেলো।

ইতোমধ্যে কুরাইশরা ঘোষণা করলো, কেউ যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে আনতে পারে তাকে ১০০ লাল উট পুরষ্কার দেওয়া হবে। সুরাকা বিন মালিক এ ঘোষণা শুনে প্ররোচিত হলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন।

সুরাকা বিন মালিক একজন চালাক লোক ছিলেন। মরুভূমির বালুর উপর ঘোড়া, উট ও মানুষের পায়ের দাগ দেখে তিনি অনেককিছু জানতে পারতেন। সুতরাং তিনি কাউকে না জানিয়ে সুর পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলেন।

সুরাকা সহজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ও আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উটের পায়ের দাগ সনাক্ত করে নিলেন। হিজরতকারীরা তখন গুহা থেকে বের হয়ে মদিনার পথে পাড়ি জমিয়েছেন। সুরাকা দূর থেকে তাঁদেরকে দেখে ফেললেন। কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেলো। তার ঘোড়ার পা বালুর মধ্যে আটকা পড়লো। ঘোড়া কিছুতেই পা উঠিয়ে দৌড়াতে পারলো না। সুরাকা মাটিতে পড়ে গেলেন। একাধিকবার চেষ্টা করেও তিনি ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হলেন।

সুরাকা বুঝতে পারলেন, হিজরতকারীরা তার তীরের আওতাভুক্ত আছেন। তাই তিনি তীর ছুড়তে প্রস্তত হলেন। কিন্তু তীর ছুড়তে পারলেন না। তার হাত অচেৎ হয়ে গেলো। তিনি চিৎকার দিলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঘোড়াটি এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে দুআ করুন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি ফিরে যাবো এবং আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত থাকবো।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন। ফলে ঘোড়াটি মুক্তি পেলো। তবে সুরাকা উট পাওয়ার লোভে নিজের অঙ্গীকার ভুলে তরবারি উন্মুক্ত করে অগ্রসর হলেন। একটু সামনে যেতেই ঘোড়ার অবস্থা আগের মতো হলো- বালুতে তার পা ধেবে গেলো। সুরাকা এবার বুঝতে পারলেন, এই হিজরতকারীরা সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি আবার আকুতি মিনতি করে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আবার মুক্তি দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমার তলোয়ার আপনার হাতে সোপর্দ করবো। শুধু তাই নয়, অন্যরাও যাতে এদিকে না আসে, সেটা নিশ্চিত করবো।”

লিখিত নিশ্চয়তা লাভ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুআ করার পর ঘোড়া মুক্ত হলো। সুরাকা ইবনে মালিক বললেন, “আপনার দ্বীন একদিন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাকে একটি লিখিত কিছু দান করুন যাতে

লিখা থাকবে, আপনি যখন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন তখন আমাকে সবাই সম্মানের চোখে দেখবে।"

সুরাকার এই আবদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন। আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন এক টুকরো হাড়ের উপর এটা লিখে দিতে। এটা সুরাকার নিকট হস্তান্তর করা হলো। ফিরে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কোনো একদিন পারস্য সম্রাট খসরুর মুকুট, বালা, চুড়ি ইত্যাদি পরে নেবে।" সুরাকা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "পারস্য সম্রাট খসরু বিন হরমুজের মুকুট?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুবারক নেড়ে সম্মতি জানালেন।

ফিরে যাওয়ার সময় সুরাকা ইবনে মালিক একাধিক অশ্বারোহী যারা হিজরতকারীদের খুঁজছিলো, এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেছেন। হিজরতকারীরা এদিকে আসেন নি।

মক্কা বিজয়ের দিন

মদিনায় আট বছর কাটানোর পর ১০ হাজার সৈন্যসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরিফ প্রবেশ করলেন। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার ফলে মক্কার লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগলেন। সুরাকা বিন মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। সুরাকা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হিজরতের সময়কার ঘটনাটির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দিন বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তবে তিনি জানতেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী একদিন পূর্ণ হবে এবং পারস্য সম্রাট খসরুর মুকুট ও কাপড় ছোপড় পরিধান করবেন।

সুরাকার (রা.) মাথায় খসরুর মুকুট

অনেক বছর অতিবাহিত হলো। একদা সুরাকা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভীষণ অসুস্থ হলেন। তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। তাঁর বাড়ির সবাই তাঁর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। হঠাৎ তিনি চোখ খুললেন। জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের লোকজন কী করছিলো? তারা বললো, আমরা আপনার জানাযার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তিনি বললেন, এখনই আমার জন্য কোনো চিন্তা করবে না। আমি এখন মরবো না। পরিবারের সবাই আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলো, তিনি মরবেন না, এব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কীভাবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণ হয় নি। সম্রাট খসরুর মুকুট তার মাথায় এখনো পরানো হয় নি। একথা শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন। তিনি সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

পারস্য বিজিত হয় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রেরিত একখানা পত্র পেলেন। যুদ্ধলব্ধ মালামালের এক-পঞ্চমাংশ মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এতে ছিলো খসরুর মুকুট, সোনালী কোমরবন্দ, মণিমুক্তার তৈরি হাতের চুড়ি ইত্যাদি।

উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সবগুলো মালামাল দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি সুরাকা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ডাক দিলেন। তিনি তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন। সোনাযুক্ত কামিজ ও সোনার তৈরি চুড়ি পরালেন।

সুরাকা ইবনে মালিক এগুলো পরে খুব একটা স্বস্থি পাচ্ছিলেন না। তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দুআ করলেন, "হে আমার প্রভু! আমি কীভাবে এগুলো পরবো যা তোমার হাবিব পরেন নি? আমি এগুলোর মধ্যে শাস্তির গন্ধ পাচ্ছি।"

তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! এগুলো আপনি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।" একথা বলে তিনি খসরুর পোশাক, মুকুট ইত্যাদি খুলে ফেললেন।

ইন্তিকাল

হযরত সুরাকা ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২৩ হিজরি (৬৪৪ খ্রি.) মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসের আ'লা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

(১০০)
হযরত তুফাইল বিন আমর দাউসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

তথ্যাদি:[১৪৭]

জন্ম তারিখ / জন্মস্থান: জানা নেই, / জানা নেই।

মৃত্যু সন / মৃত্যুস্থান: জানা নেই, / মদিনা মুনাওয়ারা, স্বাভাবিক।

কীর্তি/অবদান: ক্বারী।

পিতার নাম: আমর দাউসি।

মাতার নাম: জানা নেই।

ভাইবোন: জানা নেই।

স্ত্রী: জানা নেই।

পুত্র-কন্যা: জানা নেই।

উস্তাদ/যাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য: বংশ- বনি দাউস।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইসলামপূর্ব যুগে তুফাইল বিন আমর দাউসি দাউস গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পারিবারের উত্তম সদগুণ এবং উত্তম কর্মের কথা সবাই জনতো। তুফাইল ক্ষুদার্তকে খাবার দিতেন, দুস্তদের পাশে দাঁড়াতেন এবং শরণার্থীদের আশ্রয় দিতেন। তিনি সাহিত্যপ্রেমি ছিলেন। নিজে একজন দক্ষ কবিও ছিলেন। তাঁর মানুষের নিকট তিনি একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তখনকার কুরাইশরা তাঁর উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

মক্কায় ভ্রমণ ও ইসলামগ্রহণ

মক্কা শরীফে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে জেনে তিনি তাঁর তিহামা গ্রাম পরিত্যাগ করে মক্কা শহরে আগমন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরাইশ মুশরিকদের মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছিলো। অবিশ্বাসীরা নওমুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। আমরা পরবর্তী ঘটনাবলী স্বয়ং তুফাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিজের কথায় শ্রবণ করবো।

---

[১৪৭] তথ্যসূত্র: https://muslimscholars.info/

তিনি বলেন: আমি মক্কায় পৌঁছুলাম। কুরাইশ নেতারা আমাকে দেখেই কাছে আসলেন এবং স্বাগত জানালেন। একটি উত্তম গৃহে নিয়ে গেলেন। তাদের নেতা ও সুপরিচিত ব্যক্তিরা এসে আমাকে বললেন: "জনাব তুফাইল, আপনি আমাদের শহরে এসেছেন। তবে খেয়াল রাখবেন, একব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি দাবী করছেন তিনি আল্লাহর রাসূল। বাস্তবে তিনি আমাদের নেতৃত্ব ও সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। আমি সন্দেহ করছি তিনি আপনাকেও পথহারা করবেন। এ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না। তিনি যাদুকরদের মতো কথা বলেন, পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন, বিভেদ সৃষ্টি করছেন ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে।

তারা আমাকে তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু অবিশ্বাস্য বর্ণনা দিলো। আমাকে তারা ভয়ও দেখালো। সুতরাং এ ব্যক্তির কাছেও যেতে আমি সাহস করি নি।

পরদিন সকালে আমি কাবা প্রাঙ্গণে গেলাম- উদ্দেশ্য ছিলো তাওয়াফ করবো। দু' টুকরো কাপড় আমার উভয় কানে ঢুকিয়ে দিলাম এ ভয়ে- যদি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কথা আমার কানে পৌঁছে যায়! কাবাগৃহের নিকটস্থ হওয়ার পরই আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি কাবার নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এমন এক অঙ্গভঙ্গিসহ উপাসনা করছিলেন যা ছিলো আমাদের প্রচলিত উপাসনা থেকে ভিন্ন। তবে তাঁর উপাসনা পদ্ধতি আমাকে ভাবিয়ে তুললো। আমি তাঁর নিকটস্থ হলাম।

না চাইলেও তাঁর কণ্ঠের কথাগুলো আমার কানে পৌঁছে গেলো। কথাগুলো এতো সুন্দর ছিলো যে, আমি নিজে নিজেই বলে উঠলাম, "তুফাইল! তুমি কী করছো? তুমি একজন কবি। কবিতার মধ্যে ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারো। এ ব্যক্তি কী বলছেন তা শ্রবণ করতে কীসে তোমাকে বাঁধা দিচ্ছে? তাঁর থেকে যা আসে তা যদি ভালো হয়, তা গ্রহণ করো। আর যদি তা খারাপ হয়, পরিত্যাগ করো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। আমি তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন। আমিও সাহস করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করি। আমি বললাম, "ইয়া মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস) আপনার লোকেরা আপনার সম্পর্কে কিছু কথা আমাকে বলেছে। আল্লাহর কসম! তারা আমাকে আপনার বার্তা থেকে দূরে থাকতে ভয় দেখাতে থাকে। সুতরাং আমি কাপড় দ্বারা আমার কান দু'টো বন্ধ করে দিয়েছি। এরপরও আল্লাহ আমাকে কিছু শুনতে দিয়েছেন এবং আমার নিকট তা উত্তম মনে হয়েছে। সুতরাং আমাকে আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করুন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইখলাস ও সূরা ফালাক তিলাওয়াত করলেন। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, এরূপ সুন্দর শব্দাবলী আর কখনো শুনিনি। সুতরাং আমি কালবিলম্ব না করে হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলামে দীক্ষিত হলাম। ঠিক এভাবেই আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করি।

দাউস গোত্রে ফিরে যাওয়া ও ইসলাম প্রচার

হযরত দাউসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন: আমি কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করি। এছাড়া কুরআনের কিছু সূরা মুখস্ত করে নিলাম। ফিরে যেতে মনস্ত করার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্র আমাকে মান্য করে। আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে চাই ও তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেবো।"

আমার মানুষের নিকট ফিরে আসার পর আমার পিতা- তখন তিনি বেশ বয়স্ক, আমার নিকট আসলে আমি বললাম, "হে আমার পিতা! আমার সংবাদ আপনাকে বলতে দিন। আমি আর আপনাদের মতো নই। আর আপনারাও আমার মতো নন।" তিনি প্রশ্ন করলেন, "তা কেনো, আমার পুত্র?" আমি জবাব দিলাম, "আমি ইসলামগ্রহণ করেছি এবং এখন থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মকে অনুসরণ করছি।" তিনি দৃঢ়চিত্তে বললেন, "আমার পুত্র! তোমার ধর্ম হলো আমার ধর্ম।" আমি বললাম, "আপনি গোসল সেরে নিন ও কাপড় ধুঁয়ে পরিষ্কার করুন। এরপর ফিরে আসুন। আমি যা শিখেছি তা আপনাকেও শেখাবো।"

আমার পিতাকে ইসলাম সম্পর্কে বললাম। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হলেন। এরপর আমার স্ত্রী আসলেন। আমি বললাম, "আমার একটি খবর তোমাকে শুনাই। আমি আর তোমাদের মতো নই- আর তুমিও আমার মতো নও।" সে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো, "ইয়া আল্লাহ! তোমার কী হয়েছে?" বললাম, "ইসলাম তোমাকে ও আমাকে আলাদা করে দিয়েছে। আমি মুসলমান হয়েছি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম অনুসরণ করি।" আমার স্ত্রী বললো, "তোমার ধর্ম আমার ধর্ম।" আমি তাকে বললাম, "যাও গোসল সেরে নিজেকে পবিত্র করো। জু শারা মূর্তির পানি দ্বারা নয়- বরং পাহাড় থেকে পড়ন্ত পানি ব্যবহার করবে।" এবার সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া আল্লাহ! তুমি কী জু শারাকে ভয় পাও?" আমি বললান, "ফেলে দেও তোমার জু শারা! তুমি আমার কথামতো গোসল সেরে নাও। আর এই পাথরের টুকরো তোমার ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারবে না।" আমার স্ত্রী গোসল সেরে ফিরে এসে ইসলামে দীক্ষিত হলো।

ইসলামের দাওয়াত

হযরত তুফাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন: এরপর আমি আমার গোত্রের সবাইকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দিলাম। খুব বেশি সাড়া পেলাম না। তবে একজন সাড়া দিলেন। তিনি হচ্ছেন হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। পরবর্তীতে আমি যখন মক্কা শরিফ যাই তখন আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমার সাথী হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, "তুমি পেছনে কী ফেলে এসেছো?" জবাব দিলাম, "তাদের হৃদয়ের উপর একটি পর্দা আছে। ফলে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা অবিশ্বাসের ওপর থাকতে অটল আছে। পাপ ও অবাধ্যতা দাউস গোত্রকে বেষ্টন করে রেখেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর উঠে দাঁড়ালেন। অযু করলেন ও দু'হাত মুবারক উপরের দিকে উত্তোলন করে দু'আ করলেন। আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ অবস্থায় দেখলাম, তখন চিন্তিত হলাম। ভাবলাম হয়তো তিনি আমার গোত্রের (দাউস) লোকদের বিরুদ্ধে দুআ করছেন এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।" কিন্তু বাস্তবে তিনি দুআর মধ্যে বললেন, "হে প্রভু! দাউস গোত্রকে হিদায়াত করুন।" এরপর তিনি আমার দিকে (হযরত তুফাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু) তাকিয়ে বললেন, "তোমার লোকদের নিকট ফিরে যাও। তাদের প্রতি বন্ধুসূলভ আচরণ করবে, খুব আলতোভাবে তাদের প্রতি ব্যবহার করবে। তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দাওয়াত দেবে।" অচীরেই দাউস গোত্রের প্রায় সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলো।

প্রধান মূর্তি ধ্বংস

হযরত তুফাইল বিন আমর দাউসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা বিজয়ের সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। মক্কা শরিফ ও আশপাশের সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার পর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "আমাকে অনুমতি দিন। দাউস গোত্রের প্রধান মূর্তি জুল কাফাইনকে ভেঙ্গে দিতে।" তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

তুফাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি দাউস গোত্রে গিয়ে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে অগ্রসর হলাম। অনেক লোক সেখানে জড়োত হলো। তারা বলাবলি করছিলো, তুফায়েল আজ বজ্রপাতে নিহত হবেন। আমি সোজা মূর্তির নিকট গিয়ে চতুর্দিকে আগুন লাগালাম। বলতে লাগলাম, হে জুল কাফাইন! আমরা তোমার

উপাসক নই। তোমার বহু পূর্বে আমাদের জন্ম হয়েছে। আমি তোমার হৃদয়কে আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

মূর্তিটা যতোই অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিলো দাউস গোত্রের লোকজনও ততো তাড়াতাড়ি শিরক থেকে মুক্ত হচ্ছিলো। সমগ্র গোত্র বেচারা মূর্তির দুর্দশা স্বচক্ষে দেখলো। তারা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলো।

হযরত তুফাইল দাউসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু কবে, কোথায় ও কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। এক বর্ণনায় জানা যায়, তিনি ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা হযরত তুফাইল বিন আমর দাউসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিন। আমিন।

সমাপ্ত